ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৭

শ্মশানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাশ

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনী। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমির ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুসেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি এক মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসী নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের উপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র সিরিজ উপন্যাস **'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'**।

শুরু করার পর শেষ না করে উপায় নেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৭

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৭

রচনা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত সপ্তম প্রকাশ : মার্চ ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬

পৃষ্ঠা : ২০৮ (ফর্মা ১৩)

পরশমণি প্রকাশনা : ৯

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0010-6

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাল্‌বের উত্তরে আজকের সিরিয়া ও লেবাননের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি শহর। নাম হেম্‌স। যুদ্ধ এখনও গ্রাস করেনি বলে শহরটি শান্ত। খ্রিস্টান সৈন্যরা মাঝে-মধ্যে তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। শহরটির কোল ঘেঁষে বয়ে চলছে ছোট্ট একটি নদী। সে কারণেই শহরটি সৈন্যদের বিচরণ থেকে নিরাপদ রয়েছে। অধিবাসীদের মাঝে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। ফলে এটি মুসলমানদের নগরী বলেই পরিচিত। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ইহুদি-খ্রিস্টানদের দখলে। বাণিজ্যের সুবাদে তাদের দূর-দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়া-আসা আছে। তারা বহিঃজগতের যেসব খবর নিয়ে আসে, হেম্‌সের মানুষ তা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করে। তারা ক্রুসেডার ও ইসলামি বাহিনীর যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আসে। তাতে মুসলমানদের পরাজয়ের উল্লেখই বেশি থাকে। খ্রিস্টান বাহিনী সম্পর্কে তারা ভীতিকর কথাবার্তাই শোনায়।

তাদের উদ্দেশ্য, মুসলমানদের উপর খ্রিস্টান বাহিনীর আতঙ্ক বিরাজমান থাকুক এবং এই নগরীর কোনো মুসলমান ইসলামি বাহিনীতে ভর্তি না হোক। কিন্তু তার ক্রিয়া হচ্ছে বিপরীত। মুসলমানরা ভীত হওয়ার পরিবর্তে উলটো প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আইন পাশ করে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের এই প্রস্তুতি রোখার শক্তি কারও নেই। খ্রিস্টানদের শাসন এখানে অচল।

হেম্‌সের মুসলমানরা অশ্বচালনা, তরবারিচালনা, বর্শাছোঁড়া ও তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন করছে। এই প্রশিক্ষণ মেয়েরাও গ্রহণ করছে। নগরীর বড় মসজিদের খতীব তাদের নেতা, যাঁর ইল্‌ম ও আমল পুরোপুরি জিহাদের জন্য নিবেদিত। তিনি প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে শত্রুমুক্ত করতে এবং আরব দুনিয়া থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়নের লক্ষ্যে মুসলমানদের প্রস্তুত করছেন।

'...আর এই যুদ্ধটা কেন লড়া হচ্ছে?' – খতীব তাঁর ভাষণে ব্যাখ্যা প্রদান করছেন – 'খ্রিস্টানরা আরব দুনিয়ায় তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে আর আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মালের কুরবানি দিয়ে চলেছি। তারা আরব দুনিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করল কেন? তার একমাত্র কারণ, মহান আল্লাহর মহান পয়গাম আরবদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই বার্তা আরবদের উপর কর্তব্য আরোপ করে দিয়েছে, হেরা গুহায় বসে প্রিয়নবীর প্রাপ্ত এই বার্তা আমরা সমগ্র মানবতার কাছে পৌঁছিয়ে দেব। তারিক ইবনে যিয়াদ রোম-উপসাগরের মিসরীয় তীরে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহকে বলেছিলেন–

www.pathagar.com

"তুমি যদি আমাকে সাহস ও দৃঢ়তা দান করো, তা হলে আমি তোমার নাম সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাব।" সে-সময় তাঁর বক্ষ থেকে ঈমানি চেতনার যে-শিখা উত্থিত হয়েছিল, তা-ই তাঁর ঘোড়াকে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল। তাঁর বাহিনী নৌকায় করে ইউরোপের কূলে পৌঁছে গিয়েছিল। যিয়াদপুত্র তারিক আদেশ দিলেন– "এবার নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দাও; আমরা ফিরে যেতে আসিনি।"

'আর আজ খ্রিস্টানরা আল্লাহর ভূখণ্ডে প্রত্যয় নিয়ে এসেছে, তারা ফিরে যাবে না। তারা এই ভূখণ্ড কব্জা করার সিদ্ধান্ত নিল কেন? তারা চাচ্ছে, আল্লাহপাক সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে যে-ইসলামকে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তাকে এখানেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। মনে রেখো মুসলমান! ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যে পাথরকে মোমে পরিণত করে। আমাদের ধর্মের মূলনীতিগুলো সহজে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে যায়। কারণ, এটি মানবস্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল জীবনব্যবস্থা। হাক্কুল ইবাদ (মানবাধিকার) এমন একটি মৌলবিধান, যা একমাত্র ইসলামই মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে। ইসলাম একটি ধর্মই শুধু নয়; এটি একটি মতবাদ। ইসলাম বিশ্বমানবতার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

'ক্রুশের ধ্বজাধারীরা জানে, ইসলাম যদি বিশ্বময় ছড়িয়ে যায়, তা হলে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে এবং ক্রুশের নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। এ কারণেই ক্রুসেডাররা তাদের সবটুকু সমরশক্তি নিয়ে এখানে এসেছে। তারা ইসলামের উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে এসেছে। ইহুদিদের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে তাদের হাতে তুলে দেবে, যাতে তারা আমাদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসাকে 'হাইকেলে সুলায়মানি'তে পরিণত করতে পারে। এটি ইহুদিদের একটি পুরাতন স্বপ্ন, যাকে বাস্তবায়িত করতে তারা অস্থির হয়ে আছে। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা তাদের ধন-সম্পদ ও রূপসী মেয়েদের খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই নারী আর অর্থই আমাদের মাঝে গাদ্দার জন্ম দিয়েছে।

'আমি তোমাদেরকে সুলতান আইউবির পয়গাম শোনাচ্ছি। বার্তাটি তোমরা হৃদয়ে এঁকে নাও। ইসলামের সৈনিক সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর ফৌজ ও জাতিকে বলে রেখেছেন, চলমান এ-লড়াই দুটি বাহিনীর যুদ্ধ নয় – এটি প্রথম কেবলা ও হাইকেল সুলাইমানির যুদ্ধ। আজ যদি আমরা বাতিলকে চিরতরে খতম করতে না পারি, তা হলে বাতিল একদিন আমাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমাদের আত্মা দেখবে, ইতিহাস দেখবে, ফিলিস্তিন ইহুদিদের দখলে চলে গেছে আর মসজিদে আকসা হাইকেলে সুলাইমানিতে পরিণত হচ্ছে।

'হেম্‌সের মুসলমানগণ! তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজের সৈনিক নও বটে; তবে অবশ্যই আল্লাহর সৈনিক। তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, নিজের মাতৃভূমি ও ধর্মের

www.pathagar.com

সুরক্ষার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র প্রস্তুত রাখো এবং জিহাদের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত থাকো। তবে মনে রেখো, তোমাদের শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে শুধু রণাঙ্গনেই যুদ্ধ করে না। তাদের যুদ্ধক্ষেত্র আরও আছে। তারা অপপ্রচারের মাধ্যমে তোমাদের উপর তাদের বাহিনীর ভীতি ও ইসলামি ফৌজের বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টি করছে। তারা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সুন্দরী নারী আর সোনার চাকচিক্য দ্বারা নিজেদের অনুগত বানিয়ে নিচ্ছে। এই দুটা জিনিস মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আর এই দুয়ের সঙ্গে যখন মদ যোগ হয়, তখন মুসলমান তার ঈমানকে ঈমানের শত্রুর পায়ের উপর অর্পণ করে। এমনটা অতীতেও হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে।

'খ্রিস্টানরা আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে আমাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমাদের কতক আমির খ্রিস্টানদের কাছে ঈমান নিলাম করে সালতানাতে ইসলামিয়া ও মুসলিম উম্মাহর এই ক্ষতিটা করেছে। কিন্তু তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করেছে জাতি, দেশ ও সেনাবাহিনী। যারা অন্যের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধায়, তারা দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে আবেগে ফেলে একদলকে অপর দলের বিরুদ্ধে উসকে দেয়, একদল দ্বারা অপর দলকে খুন করায় আর নিজেরা প্রাসাদে বসে ফুর্তি করে। তোমরা স্মরণ রেখো, এই পাথরগুলো সব যদি সোনা হয়ে যায় আর সেগুলো তোমাদের দান করা হয়, তবুও তা জিহাদের প্রতিদান হবে না। জিহাদের পুরস্কার লাভ করে আত্মা। আত্মা হিরা-জহরতে খুশি হয় না। জিহাদের পুরস্কার আল্লাহর হাতে। তোমরা যদি আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দাও, তবু জীবিত থাকবে। তোমরা দৈহিক সুখ-ভোগকে লক্ষ্য স্থির করো না। এই দৈহিক সুখ-ভোগকে যে-ই লক্ষ্য বানিয়েছে, সে-ই নিজের ঈমানদার ভাইয়ের গলা কেটেছে এবং জাতির গলায় ছুরি চালিয়েছে। কুরআন তোমাদের আত্মিক শান্তিতে ধন্য করতে চায়।'

এভাবে খতীব হেম্‌সের মুসলমানদের ঈমানি চেতনাকে উজ্জীবিত করে রাখেন। তাঁরই তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সামরিক প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি স্বয়ং তরবারি ও খঞ্জরচালনায় অভিজ্ঞ। হেম্‌সে এই প্রশিক্ষণ পুরোদমে চলছে। সবার হৃদয়ে একটিই সুর অনুরণিত হচ্ছে, জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই – জিহাদ করে বাঁচতে চাই।

হেম্‌স নগরীতে তিনটি মসজিদ আছে। এই মসজিদগুলো সব সময় জিহাদের আলোচনায় মুখরিত থাকে। কিন্তু এখানকার ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সহমর্মী সেজে দুঃসংবাদ শুনিয়ে-শুনিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সাধারণ মুসলমানরা মসজিদের খতীব ও ইমামদের কাছে এসব সংবাদের সত্যতা জিজ্ঞেস করছে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ক্রুশ ও চাঁদ-তারার যুদ্ধের সঠিক ও বাস্তব চিত্র জেনে হেম্‌সের মুসলমানদের মনের কৌতূহল নিবারণের জন্য খতীব তাবরিজ নামক এক যুবককে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

♦♦♦

যুদ্ধের সঠিক চিত্র সংগ্রহ করে হেম্‌স ফিরে আসছে তাবরিজ। তাকে দামেশ্‌ক পর্যন্ত যেতে হয়নি; পথেই তার কাজ হয়ে গেছে। খ্রিস্টান বাহিনী হামাত থেকে বহু দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিল। তাবরিজ তাদের দেখে ফেলল। দূর থেকে পতাকা দেখে চিনে ফেলল, ওরা খ্রিস্টান সৈন্য। তাবরিজ অগ্রসর হতে থাকল। পথে দুজন উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে তার দেখা হলো। তারা মুসলমান। তাবরিজ তাদের থেকেও জানতে পারল, ওরা খ্রিস্টান বাহিনী। উষ্ট্রারোহীরা তাকে আরও জানাল, এই বাহিনী মুসলমানদের হাতে অনেক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়ে এসেছে। তাবরিজ তাদের বলল, আমি হেম্‌স থেকে জানতে এসেছি, খ্রিস্টান বাহিনী কোন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং আরবের কটি অঞ্চল জয় করেছে।

'ঐ যে পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছো' – উষ্ট্রারোহীরা একটা পার্বত্যময় এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল – 'সেই পথটাই তোমাকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে। ওখানে গেলেই আমাদের ফৌজ দেখতে পাবে। দামেশ্‌ক এখনো অনেক দূর। বাহিনীর যেকোনো একজন সৈনিককে জিজ্ঞেস করলেই তুমি সবকিছু জানতে পারবে। আমরা শুধু এটুকু জানি, রামাল্লায় যে-যুদ্ধটা হয়েছিল, তাতে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। তারপর খ্রিস্টানদের সঙ্গে হামাতের দুর্গের সন্নিকটে লড়াই হয়েছে, যাতে খ্রিস্টানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছে। তুমি সম্মুখে চলে যাও। তবে কোনো খ্রিস্টান সৈন্যের কাছে ঘেঁষো না। তারা যদি টের পায় তুমি মুসলমান, তা হলে তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

দিনের শেষ বেলা। তাবরিজ হামাতের পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে। ভিতরে সুপরিসর একটা উপত্যকা। সামনের দিক থেকে জনাকয়েক অশ্বারোহী এগিয়ে এল। তাবরিজ মাঝপথ দিয়েই হাঁটছে। এক আরোহী ছুটে এসে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল– 'পথ ছাড়ো মিয়া! প্রধান সেনাপতি আসছেন।'

তাবরিজ একটুখানি সরে দাঁড়াল। আরোহী তাকে আরও দূরে সরে যেতে বলল। প্রধান সেনাপতি ও তাঁর সহকর্মীরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন।

প্রধান সেনাপতি সুলতান আইউবির ভ্রাতা আল-আদিল। এসে পৌঁছেই তিনি দেখলেন, তাঁর এক রক্ষীসেনা একজন পথিকের সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভাষায় কথা বলছে। আল-আদিল নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাবরিজকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? রক্ষীর সঙ্গে বচসা করছ কেন?

তাবরিজ জবাব দিল, আমি হেম্‌স থেকে জানতে এসেছি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী কী অবস্থায় আছে এবং খ্রিস্টান বাহিনী কী পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে। সে আল-আদিলকে জানাল, হেম্‌সের মুসলমানরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং সুলতান আইউবির ফৌজের অপেক্ষা করছে। আমাদের বোনরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আছে। প্রস্তুত শিশু-কিশোর-বৃদ্ধরাও।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদিলের সঙ্গে আছেন। তিনি তাবরিজকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করলেন। লোকটা শত্রুর চর হতে পারে। তবে তার বাক্‌সারল্য প্রমাণ করছে, সে গুপ্তচর নয়। তবু সন্দেহ করা আবশ্যক। গোয়েন্দারা এর চেয়েও বেশি সরলতার ভান ধরতে পারে।

'তোমাদের খতীবের নাম কী?' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন।

তাবরিজ খতীবের নাম বলল। তৎকালের অপ্রকাশিত লিপিতে খতীবের নামটা উল্লেখ নেই। প্রকাশিত কোনো ইতিহাসগ্রন্থেও হেম্‌সের এই খতীবের নাম পাওয়া যায় না। তাই অগত্যা আমরা তাকে 'খতীব' নামেই ডাকব।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-আদিলকে বললেন, আমি নিশ্চিত হয়েছি লোকটি আমাদেরই। তার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে, সে আন্তরিকতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করছে।

আল-আদিলের নির্দেশে তাবরিজকে মেহমান হিসেবে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। রাতে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাবরিজকে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন এবং খতীবের নামে একখানা পত্র লিখে দিলেন–

'পরিস্থিতি নাজুক ও খুবই বিপজ্জনক। তবে ততটা নয়, যতটা আপনারা শুনেছেন। জনগণকে বলুন, তারা যেন তা-ই বিশ্বাস করে, যা তারা নিজচোখে দেখে কিংবা যা ইমামগণ মসজিদে-মসজিদে বলেন। এদিক-ওদিকের কথাবার্তায় যেন তারা কান না দেয়, গুজবকে সত্য বলে যেন বিশ্বাস না করে। আপনারা মারাত্মক একটা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করছেন। এলাকার ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতি দৃষ্টি রাখুন আর সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাদের তৎপরতা জানতে না পারে। আপনাদের তৎপরতা ও কর্মসূচি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ খতীবের নামে এমন একটি বার্তা পাঠালেন, যা হেম্‌সের মুসলমানদের জন্য উদ্দীপক। কিন্তু তাতে তিনি উল্লেখ করেননি, সেসব কীরূপ তৎপরতা, যেগুলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে। ব্যাপার হলো, হেম্‌সের মুসলমানদেরকে সুলতান আইউবির নির্দেশ অনুসারে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যখনই প্রয়োজন হবে, তারা খ্রিস্টান বাহিনীর উপর পিছন থেকে গেরিলা অপারেশন চালাবে। তবে উপরে-উপরে খ্রিস্টানদের অনুগত থাকবে। এ-লক্ষ্যে হেম্‌সে তিন-চারজন অভিজ্ঞ কমান্ডো পাঠিয়ে রাখা হয়েছে, যারা সেখানে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলছে। খতীব তাদের কমান্ডার।

পরদিন সকালে তাবরিজ হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

◆◆◆

যুগটা কাফেলাবদ্ধ হয়ে ভ্রমণের। অনেকে একাও সফর করে। একা সফরকারীরা পথে দু-চারজন লোক দেখলে গন্তব্য এক হলে তাদের সঙ্গে যুক্ত

www.pathagar.com

হয়ে যায়। এভাবে একটা কাফেলার রূপ ধারণ করে এবং কাফেলার বহর ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে।

তাবরিজ এসেছিল একা। ফেরার সময় পথে ক্ষুদ্র একটা কাফেলা পেয়ে গেল, যার গন্তব্যও হেম্‌স নগরী। কাফেলায় কয়েকজন ইহুদি ব্যবসায়ীও আছে। দুটা খ্রিস্টান পরিবার উটের উপর সওয়ার। কিছুলোক পায়ে হেঁটে চলছে।

তাবরিজ এই কাফেলায় যুক্ত হয়ে গেল। কাফেলা এগিয়ে চলছে। দীর্ঘ পথ। ফলে দুরাত পথে অবস্থান করতে হয়। তৃতীয় দিন মধ্যরাতের পর কাফেলা হেম্‌স পৌঁছে যাওয়ার কথা। সম্মুখে ছোট একটা নদী। গভীরতা বড়জোর এক কোমর। মানুষ তার মধ্য দিয়ে অনায়াসেই চলাচল করে।

সফরের শেষ দিন। সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। কাফেলা দেখল, দিগন্তে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। কাফেলা চলার গতি বাড়িয়ে দিল। তারা চেষ্টা করছে, বর্ষণ শুরু হওয়ার আগে-আগেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। না পারলেও কোনো পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে লুকানোর স্থান খুঁজবে। আর যদি সম্ভব হয়, তা হলে ফুঁসে ওঠার আগেই নদী পার হয়ে যাবে।

ভাবতে-না-ভাবতে গোটা আকাশ ঘোর কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সঙ্গে দমকা বাতাস। এলাকাটা পাহাড়ি। তারা যখন নদীর কূলে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে মেঘমালা দুনিয়াটাকে ঘোর তমশায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং এমন মুষলধারায় বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে যে, চোখ খুলে হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাফেলার এক বৃদ্ধ খ্রিস্টান বলল, নদী ফুঁসছে। তবে এখনও অতিক্রম করা সম্ভব। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও।

বৃদ্ধের সঙ্গে উটের পিঠে বসা এক সুন্দরী যুবতী। খ্রিস্টান মেয়ে। কাফেলা নদীর কিনারায় পৌঁছে গেছে। নদীর পানি ঘোলা হয়ে গেছে। গতিতে উচ্ছাসের জোশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। গভীরতা এখনও বাড়েনি। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সময়টা সকাল হলেও কালো মেঘ প্রকৃতিতে সন্ধ্যার পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে। আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে না, যেন দিবসের কর্তব্য পালন করে যথাসময়ে অস্তমিত হয়ে গেছে। একজন তার ঘোড়াটা নদীতে নামিয়ে দিল। কয়েক পা এগুতেই চিৎকার করে বলে ওঠল– 'এসে পড়ো। পদাতিকরাও আসো। পানি গভীর নয়।'

কেউ দেখল না, উজানের দিক থেকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে তীব্র ও ভয়ংকর একটা ঢেউ ধেয়ে আসছে। উপর থেকে এমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামছে, যেন আকাশটা চালনি হয়ে গেছে; পানি আটকে রাখতে পারছে না। কাফেলার উট-ঘোড়াগুলো বোধ হয় এই শঙ্কা-ই অনুভব করছিল। এমন একটা নদী অতিক্রম করা যে-প্রাণীগুলোর পক্ষে কোনো ব্যাপার ছিল না, এখন তারা নদীতে বেয়াড়ার মতো আচরণ করছে। সামনে অগ্রসর হতে যেন তাদের মন সায় দিচ্ছে না। অথচ পানি এখনও গভীর নয়।

www.pathagar.com

হঠাৎ – নিতান্তই হঠাৎ নদীটা পানিতে ভরে গেল। পর্বতসম উঁচু বিশাল-বিশাল ঢেউ এসে আঘাত হানতে শুরু করল। পানি গভীরতর হয়ে গেল। নদীর পাড় উপচে পানি উপরে উঠে এল – আরও উপরে। কাফেলার পদাতিক সদস্যরা সাঁতার কাটতে শুরু করল। উটগুলো চিৎকার জুড়ে দিল। কাফেলা নদীতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। নদীর অপর পার দূরে নয়। কিন্তু তীব্র স্রোত কাউকে আড়াআড়ি এগুতে দিচ্ছে না। কাফেলার সব কজন সদস্য আপন-আপন জীবনরক্ষার চেষ্টা করছে।

খ্রিস্টান মেয়েটার চিৎকার শোনা গেল। তাবরিজ নিকটেই কোথাও আছে। মেয়েটার চিৎকার তার কানে এল। তাবরিজ দেখল, মেয়েটা যে-উটের পিঠে সওয়ার ছিল, সেটা স্রোতের মোকাবেলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার পা উপড়ে গেছে এবং তীব্র স্রোত তাকে ফেলে দিয়েছে। তার পিঠের উপর বসা মেয়েটা নদীতে ছিটকে পড়ে গেল। পানির স্রোত ও উচ্ছ্বাসের অবস্থা হলো, কখনও ঢেউ উপরে উঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার কখনও ঘূর্ণিপাকের রূপ ধারণ করছে। হই-হুল্লোড়, আর্তচিৎকার এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, কেউ কারও শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। তাবরিজ যদি কাছে না থাকত, তা হলে মেয়েটার চিৎকারও কেউ শুনত না। তাবরিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না বটে; তবে স্রোত ও ঢেউয়ের মোকাবেলা করে চলছে। তাবরিজ মেয়েটাকে পানিতে ছিটকে পড়তে দেখে নিজের ঘোড়াটা স্রোতের অনুকূলে ছেড়ে দিল। কিন্তু ঘোড়া দ্রুত সাঁতার কাটতে পারছে না।

তাবরিজ এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত সাঁতরে মেয়েটার পিছনে চলে গেল। একটা ঢেউ মেয়েটাকে উপরে তুলে ফেললে তাবরিজ তাকে দেখে ফেলল। তাবরিজের তরুণ বাহুতে শক্তি আছে। সে এগিয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলল। মেয়েটা এখনও ডুবে যায়নি বটে; কিন্তু সে সাঁতরাতে পারছে না। তাকে সামলে রাখা তাবরিজের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। উত্তাল নদীতে নিমজ্জমান একটা খ্রিস্টান মেয়েকে বাঁচানোর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তাবরিজ। এরই মধ্যে স্রোত তাদের অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তাবরিজ মেয়েটাকে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে কূলের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল। কিন্তু স্রোতের তোড়ে মেয়েটা তাবরিজের পিঠ থেকে ছিটকে গেল। মেয়েটার এখন চৈতন্য নেই। যদি মুসলিম যুবক তাবরিজের দেহে শক্তি আর হৃদয়ে মানবতাবোধ না থাকত, তা হলে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিজের জীবন রক্ষারই চেষ্টা করত।

কাফেলা যেখান থেকে নদীতে নেমেছিল, তার থেকে অন্তত দু-মাইল দূরে তাবরিজ মেয়েটাকে নিয়ে কূলে ভিড়ল। কূলে বিস্তৃত প্রান্তর। তাবরিজ মেয়েটাকে উপরে তুলে মাটিতে শুইয়ে দিল। মেয়েটা জীবিত; তবে অচেতন।

www.pathagar.com

অচেতন মানুষের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে কী করতে হয়, তাবরিজ জানে না। ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে মেয়েটার প্রতি তাকিয়ে থাকল।

হঠাৎ মেয়েটা মুদিত চোখেই নড়ে উঠল এবং আপনা-আপনি উপুড় হয়ে গেল। পেটে চাপ পড়লে মুখ দিয়ে নদীর ঘোলা পানি বেরুতে শুরু করল। তাবরিজ মেয়েটার কটিতে হাত রেখে চাপ দিল। এবার আরও পানি বেরিয়ে এল। উদ্দীপ্ত তাবরিজ এবার আরও জোরে চাপ দিল। মেয়েটার পেট পানিশূন্য হয়ে গেল।

আকাশ মেঘমুক্ত হতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জোর কমে গেছে। মেঘের ফাঁক গলে কিছু আলোও পৃথিবীতে এসে পড়ছে। তাবরিজ মেয়েটাকে সোজা করে শুইয়ে দিল। মেয়েটা পলকের জন্য সামান্য চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলল। তাবরিজের দেহটা অবশ হয়ে গেছে। নিজের ঘোড়াটা নদীতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে সে। এখন আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোড়ার পরিণতি কী ঘটেছে, তাবরিজ জানে না। হয় মরে গেছে, নাহয় জীবিত পানিতে ভাসছে।

তাবরিজের ক্লান্তি কমে এসেছে। শরীরটা এখন মোটামুটি চাঙ্গা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্ত গেল বলে। তার মনে পড়ে গেল, রাত আসছে। এখন একটা আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে। আশা আছে, অঞ্চলটা যেহেতু পাহাড়ি, তাই কোথাও-না-কোথাও একটা গুহা পেয়ে যাবে। দীর্ঘ পথের পথিকরা মাটির টিলা ও বালুকাময় প্রান্তরে গুহা বানিয়ে রাখে, যা বিপদের সময় অন্য পথিকদেরও কাজে আসে।

◆◆◆

তাবরিজ মেয়েটাকে পিঠে তুলে নিয়ে দুটা টিলার মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আশ্রয় পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকলেও আশা আছে তার। সে মনে-মনে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে-করতে এগিয়ে চলল। বেশ কিছু সময় হেঁটে ডান-বাম ঘুরে একটা প্রশস্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। তাবরিজ দেখল, একটা টিলার কোল ঘেঁষে তিন-চারটা উট দাঁড়িয়ে আছে। উটগুলোর পিঠে যিন নেই। কাজেই এগুলো কোনো মুসাফিরের বাহন নয়।

তাবরিজ উটগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এবার সে মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা যেদিক থেকে ভেসে আসছে, তাবরিজ সেদিকে তাকাল। টিলার অভ্যন্তরে একটা উঁচু ও সুপরিসর গুহা। ভিতরে তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের দুটা বালক। বোধহয় বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পেতে ওরা গুহায় ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে।

'তোমরা নদী থেকে বেরিয়ে এসেছ বুঝি?' – এক ছেলে বলল – 'এখানে এসে পড়ো, অনেক ভালো জায়গা।'

জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। খোলামেলা কক্ষের মতো। ভিতরটা একেবারে শুকনো – ঝরঝরে। কোনো মুসাফিরদল কিংবা ধারে-কাছের কোনো রাখাল নিপুণভাবে কেটে-কেটে কক্ষটা তৈরি করেছে। ছেলেদুটো ভিতরে আগুনও

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে রেখেছে। তাবরিজ মেয়েটাকে পিঠ থেকে নামিয়ে গুহার মেঝেতে শুইয়ে দিল। মেয়েটার এখনও সংজ্ঞা ফেরেনি। গুহার একদিকে কতগুলো শুষ্ক ঘাস ও গাছের শুষ্ক ডালের স্তূপ পড়ে আছে।

'তোমরা এখানে কী করছ?' তাবরিজ ছেলেদুটোকে জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের বাড়ি নদীর ওপারে' – এক ছেলে উত্তর দিল – 'মাঝে-মধ্যে আমরা উট নিয়ে এখানে আসি। ঘাস ওখানেও প্রচুর আছে; কিন্তু এখানে খেলতে আসি আর চরাবার জন্য উটগুলোও সঙ্গে নিয়ে আসি। একজায়গায় নদীটা বেশ চওড়া। ওখানে পানি কম – এক হাঁটুর বেশি থাকে না। আমরা ওখান দিয়ে আসা-যাওয়া করি। আজও এলাম আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমরা এখানে আগুন জ্বালিয়ে খেলছি।'

'এখন বাড়ি যাবে কীভাবে?' – তাবরিজ জিজ্ঞেস করল – 'নদী তো পানিতে ভরে গেছে। নদী এখন উত্তাল।'

'এই নদীর জোর বেশিক্ষণ থাকে না' – এক ছেলে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল – 'আমরা যেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করি, সেখানে নদী উত্তাল হয় না। পানি ছড়িয়ে যায় বলে বেশি স্রোত হয় না।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। সূর্য অস্ত্র যাচ্ছে। বালকদুটো উট নিয়ে চলে গেছে। তাবরিজ তাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়নি। ওদের বলে মেয়েটাকে নিয়ে ওদের গ্রামে চলে যাবে কিনা তা-ও ভাবেনি।

ছেলেদের চলে যাওয়ার পর তাবরিজ নিবু-নিবু আগুনে শুকনো ডাল ছুড়ে দিল। আস্তে-আস্তে আগুন জ্বলে উঠল। তাবরিজ গায়ের ভিজা কাপড়টা খুলে আগুনের উপর ধরে শোকাতে শুরু করল। সে মনে-মনে আল্লাহর শোকর আদায় করছে। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তার জন্য আগুন জ্বালাতে আল্লাহ এই ছেলেগুলোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

ইত্যবসরে মেয়েটা চোখ মেলে তাকাল। তার চেহারায় ভীতির ছাপ। সে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করল। তাবরিজকে দেখামাত্র মুখটা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাবরিজের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন। নদীর ঘোলা পানি তার মাথার চুল ও চোহরাকে বিশ্রী বানিয়ে রেখেছে।

'ভয় পেও না' – তাবরিজ মেয়েটাকে বলল– 'আমাকে চেন না? আমি তোমার সফরসঙ্গী ছিলাম।'

'কিন্তু তুমি মুসলমান' – মেয়েটা উঠে বসল। তার সর্বাঙ্গে ভীতির ছাপ। 'তোমার উপর ভরসা রাখা আমার উচিত হবে না। আমাকে চলে যেতে দাও।'

'যাও' – তাবরিজ বলল – 'পারলে চলে যাও।'

মেয়েটা উঠে দাঁড়াল এবং চলে যাওয়ার জন্য সম্মুখপানে পা বাড়াল। গুহার বাইরে একটা পা রাখল। কিন্তু রাতের ঘোর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ভিতরে আলো জ্বলছে। মেয়েটা মোড় ঘুরিয়ে তাবরিজের দিকে তাকাল। ছেলেটাকে তার একজন রহস্যময় মানুষ বলে মনে হলো। তাবরিজও মেয়েটার

www.pathagar.com

দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভিতর দিকে এক-দুপা পিছিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ার মতো করে বসে পড়ল এবং অসহায়ের মতো তাবরিজের মুখপানে তাকিয়ে থাকল।

'তোমার চেয়ে সেই ঘোড়াটাই আমার বেশি প্রিয় ছিল, যাকে নদীতে ছেড়ে দিয়ে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি।' তাবরিজ বলল।

'আমার দাম বিশ-পঞ্চাশটা ঘোড়ার চেয়েও বেশি' – মেয়েটা অস্ফুট ও কম্পিত কণ্ঠে বলল – 'আমার বিশ্বাস, তুমি আমার মতো রূপসী মেয়ে কখনও দেখনি। তুমি আমার সম্ভ্রম বিনষ্ট করে আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তোমার হাতে আমি অসহায়। তোমাকে ঠেকাবার কেউ নেই!'

'আছে' – তাবরিজ উত্তর দিল – 'তোমার থেকে আমাকে ঠেকাবার জন্য আল্লাহ আছেন। এ-যাবত তিনিই ঠেকিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় তোমার মতো একটা সুন্দরী যুবতীকে এভাবে হাতে পেয়ে কোনো পুরুষ ঠিক থাকতে পারে না। আমি পারলাম কীভাবে! আমি তোমাকে সেই উত্তাল নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করেছি, যাতে শক্তিশালী প্রাণী উট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। তারপর এখানে মাথার উপর ছাদ আর জ্বলন্ত আগুন পেয়ে গেলাম। এসব অলৌকিক ব্যাপার নয় কি? আমি আল্লাহর সমীপে দু'আ করেছি। আল্লাহ কেবল সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, যার নিয়ত স্বচ্ছ। দুটা বালক এই আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ওরা ফেরেশতা ছিল। আমি আমার ধর্মের আলোকে কথা বলছি। তুমি এ-কারণে ভয় পাচ্ছ যে, তোমার ধর্ম মিথ্যা। আর এজন্য যে, তোমার দৃষ্টি তোমার দেহের উপর নিবদ্ধ, যা অতিশয় আকর্ষণীয়। আর তোমার চোখে আছে শুধুই তোমার মুখাবয়ব, যেটি অত্যন্ত সুন্দর। বিপরীতে আমার দৃষ্টি হচ্ছে আমার আত্মার প্রতি, যা তোমার দেহ অপেক্ষা বেশি আকর্ষণীয় এবং তোমার চেহারার চেয়ে অধিক সুন্দর। আমি জানি, কিছুক্ষণ পর তুমি আমাকে তোমার দেহটা সঁপে দিয়ে বলবে, বিনিময়ে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দাও। কান খুলে শুনে নাও সুন্দরী! আমি আমার আত্মাকে নাপাক হতে দেব না। তুমি বলেছ, আমি তোমার মতো রূপসী মেয়ে আর দেখিনি। এসব বলে তুমি আমার যৌনতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করো না।'

তাবরিজের বক্তব্যের এতই ক্রিয়া যে, মেয়েটার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সে অবাক্ ও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাবরিজের প্রতি তাকিয়ে থাকল। তাবরিজের বক্তব্যে মেয়েটা পরম নিষ্ঠা ও প্রত্যয় আঁচ করছে।

'আগুনের কাছে চলে আসো' – তাবরিজ আগুনের উপর ধরে ভিজা জামাটা শোকাতে শোকাতে বলল। মেয়েটা উঠে এমন ধারায় আগুনের কাছে এসে বসল, যেন তার মধ্যে আদেশ অমান্য করার কোনোই সাহস নেই। তাবরিজ জামার একটা কোণ মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল– 'ধরো; আগুনের উপর ধরে রাখো।' অপর প্রান্তটা নিজে ধরে জামাটা আগুনের উপর নাড়াতে লাগল।

www.pathagar.com

মেয়েটার জামাও ভিজা। তাবরিজ বলল– ' শোকানোর পর এটা পরে তোমারটা এভাবে শুকিয়ে নিয়ো।'

'না' – মেয়েটি সন্ত্রস্ত গলায় বলল – 'আমি গায়ের পোশাক খুলব না।'

'গায়ের চামড়াটাও খুলে আগুনে রাখবে' – তাবরিজ গলাটা চড়িয়ে বলল – 'আমার কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো না মেয়ে! আমি তোমাকে প্রমাণ দেব, মুসলমানরা জংলী, না-কি খ্রিস্টানরা। আমি জানি তুমি কত পবিত্র। তুমি এখন আমার আশ্রয়ে আছ। তাই আমি তোমাকে কোনো শক্ত কথা বলতে পারি না। তুমি নারী। অসহায় নারীর প্রতি হাত না বাড়ানো আমার ধর্মের নির্দেশ।'

'আচ্ছা, আমাকে তুমি উত্তাল ঢেউয়ের মধ্য থেকে কীভাবে তুলে এনেছ?' – মেয়েটা জিজ্ঞেস করে – 'অন্যরা কি নদী পার হতে পেরেছে?'

তাবরিজ মেয়েটাকে ঘটনার বিস্তারিত শুনিয়ে বলল, অন্যদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

এতক্ষণে মেয়েটার ভয় পুরোপুরি দূর না হলেও কিছুটা কমেছে। শারীরিক অবস্থাও চাঙ্গা হতে চলেছে। তাবরিজের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল– 'আমি আমার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে হেম্‌স যাচ্ছিলাম। যে-এলাকায় আমাদের বাড়ি, সেটা মুসলিম-শাসিত। মুসলমানদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা হেম্‌স চলে যাচ্ছিলাম। ওখানে আমাদের আত্মীয়রা আছে।'

মেয়েটা তার পিতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করল।

◆◆◆

কাফেলার সব কজন সদস্য নদীর গ্রাস থেকে বেরিয়ে গেছে। একেকজন একেক স্থানে গিয়ে কূলে ভিড়েছে। তারা পরস্পর ডাকাডাকি করে একত্র হতে শুরু করেছে।

এখন তারা সবাই একত্র। নেই শুধু তাবরিজ আর খ্রিস্টান মেয়েটা। মেয়েটা যে-উটের পিঠে আরোহী ছিল, তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাবরিজের ঘোড়া কূলে এসে ঠেকেছে। ঘোড়াটা দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলার এক সদস্য ঘোড়াটা ধরে নিয়ে এল। সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল, হেম্‌সের সুদর্শন ও তাগড়া যুবকটা ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে।

তাবরিজ উড়ে এসে জুড়ে বসা মানুষ। তদুপরি মুসলমান। তার জন্য কারও দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু মেয়েটার জন্য। মেয়েটার বৃদ্ধ পিতা, দুজন খ্রিস্টান ও এক ইহুদি তার জন্য মুষড়ে পড়েছে। তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নদীর কূলে-কূলে অনুসন্ধান করার কথা ভাবছে। অন্যরা অভিমত ব্যক্ত করল, প্রয়োজন নেই; ও ডুবেই গেছে।

তবু তারা চারজন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে নদীর কূল ঘেঁষে চলতে শুরু করল। সে-সময়ে তাবরিজ মেয়েটাকে নদী থেকে তুলে উপরে এনে পেটের পানি বের করছিল। ওখানে নদীর বাঁক ছিল। ছিল টিলাও। সে কারণে মেয়েটার

www.pathagar.com

অনুসন্ধানকারীরা তাবরিজ ও মেয়েটাকে দেখতে পায়নি। বাঁক ঘুরে যখন তারা ওখানে পৌঁছল, ততক্ষণে তাবরিজ মেয়েটাকে পিঠে করে গুহায় পৌঁছে গেছে। অনুসন্ধানকারীরা সম্মুখে চলে গেল। তারপর সূর্য অস্ত্র গেলে তারা মেয়েটার আশা পরিত্যাগ করে ব্যথিত মনে হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

'এমন মূল্যবান একটা মেয়েকে হারানোর দায়ে যদি তারা আমাদের মৃত্যুদণ্ড না দেয়, তা হলে মনে করব, তারা অনেক দয়ালু হয়ে গেছে' – বৃদ্ধ বলল – 'মেয়েটা কীভাবে ডুবেছে জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেব?'

'বলব, আমরা প্রবল তরঙ্গের মধ্যে নিপতিত হলে মেয়েটা খামখেয়ালি করেছে' – ইহুদি বলল – 'আমাদের কথা অমান্য করতে গিয়ে তার এই পরিণতি ঘটেছে। ও জিদ্ ধরে বলল, আমি আলাদা উটে চড়ে একাকি নদী পার হব। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে তাকে আমাদের থেকে দূরে নিয়ে গেছে। তারই হঠকারিতার কারণে আমরা তাকে রক্ষা করতে পারিনি।'

'যা খুশি বলো' – এক খ্রিস্টান বলল – 'আমাদের এই বিচ্যুতি যদি ক্ষমাও করে দেওয়া হয়, তবুও কি অনুতাপের কথা নয় যে, এমন একটা দক্ষ ও কর্মঠ মেয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে?' অন্য মেয়ে এনে তার স্থান পূরণ করতে এক মাসেরও বেশি সময় লেগে যাবে।'

'আমি কতবার বলেছি, এ-কাজে আমাদের দুটা মেয়ের প্রয়োজন' – বৃদ্ধ বলল – 'হেম্‌সের মুসলমানরা উত্তেজনায় ফেটে যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই, তারা যে-সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তা সাময়িক কিংবা আবেগতাড়িত নয়। আমি গভীরভাবে তাদের প্রশিক্ষণ লক্ষ্য করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এটা গেরিলা অপারেশন ও কমান্ডো হামলার নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ। আমি তাদের চারজন প্রশিক্ষক দেখেছি। তাদের কায়রো কিংবা দামেশ্‌ক থেকে পাঠানো হয়েছে। লোকগুলোকে কমান্ডো মনে হচ্ছে।'

'তারা যদি আমাদের শাসনাধীন হতো, তা হলে আমরা দেখে নিতাম কীভাবে তারা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।' এক খ্রিস্টান বলল।

'তুমি কি মনে কর, এখানে তারা প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারবে?' – ইহুদি বলল – 'আমরা তাদের মাঝে আপসে সংঘাত বাঁধিয়ে দেব।'

'এ-লক্ষ্যেই তো আমি মেয়েটাকে দামেশ্‌ক থেকে এনেছিলাম' – বৃদ্ধ বলল – 'হেম্‌সে অরাজকতা সৃষ্টির দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমি এই মেয়েটার কথা বললাম। তারা বলল, তুমি মেয়েটার পিতা হয়ে যাও এবং তাকে নিয়ে হেম্‌স চলে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, বসতি স্থানান্তর করছি।'

লোকগুলো রাতের অন্ধকারে পথ চলছে আর নিজেদের গোপন মিশন নিয়ে কথা বলছে। বৃদ্ধ খ্রিস্টানদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর এবং ঈমান ও চেতনা বিধ্বংসের ওস্তাদ। সে তার সঙ্গীদের বলল– 'মুসলমান সর্বত্র সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। দামেশ্‌কে নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা মেয়েদেরকে যথারীতি সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আমি সবখানে মুসলমানদের মাঝে এই জোশ দেখতে

www.pathagar.com

পেয়েছি। তবে হেম্‌স ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব অঞ্চলে মুসলিম গেরিলাদের ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ না পাওয়া উচিত। আমি জানতে পেরেছি, এটি সালাহুদ্দীন আইউবির একটি গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সফল না হওয়া দরকার।'

'হেম্‌স সীমান্তবর্তী শহর' – ইহুদি বলল – 'যদি মুসলমানরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে, তবে তা আমাদের জন্য বিপদ হবে। এখানকার মুসলমানদের বরং সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেওয়া দরকার।'

'এটা সম্ভব নয়' – বৃদ্ধ বলল – 'আমাকে অবহিত করা হয়েছে, আমাদের লোকেরা না-কি অনেক গুজবই ছড়িয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা তাতে কান দিচ্ছে না। আমাকে এ-ও বলা হয়েছে, তাদের খতীব নাকি অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ এবং মুসলমানদের সামরিক প্রশিক্ষণ তারই নির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুসারে চলছে। মেয়েটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন আমার হেম্‌স না যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তারপরও এজন্য যাব যে, দেখতে হবে খতীব লোকটা কে এবং সে আলেম, না কোনো সেনাকমান্ডার। আমাদেরকে হেম্‌সের খ্রিস্টান ও ইহুদি পরিবারগুলো থেকে দু-একটা মেয়ে সংগ্রহ করতে হবে, যারা এই মিশনে আমাদের সাহায্য করবে। মেয়েদের কাজ কী, তা তোমাদের জানা আছে।'

'আমি তোমাদের বলেছিলাম, এখানকার মুসলমানরা পাকা ঈমানদার' – এক খ্রিস্টান বলল – 'এ পর্যন্ত আমরা তাদের একজনকেও কিনতে পারিনি।'

আমি সারাজীবন সেই নদীটার উপর অভিশম্পাত করব, যে আমাদের দিরাকে আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে।

◆◆◆

'আমার নাম দিরা' – তাবরিজের প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটা বলল – 'আমরা গরিব মানুষ। মুসলমানরা দামেশ্‌কে আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব করে দিয়েছে। খোদা যেন গরিবের মেয়েকে রূপ না দেন। বড়-বড় অনেক আমির আমাকে কেনার চেষ্টা করেছেন। একজন আমাকে অপহরণ করতে চেয়েছিলেন। আমার পিতা আমাকে কাজীর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি আমার ফরিয়াদ শুনলেন এবং আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেখানকার শাসন মুসলমানদের হাতে। আমাদের ভয় দূর হয়নি। আমার পিতা দামেশ্‌ক থেকে বের হয়ে যাওয়াই শ্রেয় ভাবলেন। হেম্‌সে আমাদের আত্মীয় আছে। এখন আমরা তাদের কাছে যাচ্ছিলাম। জানি না, আব্বাজান বেঁচে আছেন কি-না। আচ্ছা, তুমি কি একটা অসহায় ও নিরাশ্রয় নারীর উপর দয়া করবে না?'

রাত অতিক্রান্ত হতে থাকল। বৃদ্ধ খ্রিস্টান – দিরা যাকে পিতা বলে দাবি করছে – সঙ্গীদেরসহ বহুদূর এগিয়ে গেছে।

'আমার জামা শুকিয়ে গেছে' – তাবরিজ জামাটা দিরার প্রতি ছুড়ে দিয়ে বলল – 'আমি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। ওঠো, গায়ের ভেজা জামাটা খুলে এটা পরে

www.pathagar.com

নাও। লম্বা আছে; মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যাবে। পরে নিজেরটা শুকিয়ে বদলে ফেলো।'

'তোমার হাতে আমি অসহায়' – দিরা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল – 'শিকার মারার আগে তার সঙ্গে যে-আচরণ করা হয়, তুমি আমার সঙ্গে সেই পশুসুলভ আচরণ করো না।'

'বলছি, ভেজা পোশাকটা খুলে ফেলো।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেই তাবরিজ বাইরে বেরিয়ে গেল।

তাবরিজ আড়ালে চলে গেছে। সেখান থেকে দিরাকে দেখা যায় না। দিরা সামান্য এগিয়ে গিয়ে তাকাল। তাবরিজ গুহার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুহার অভ্যন্তরে প্রজ্বলমান আগুনের আলো তাবরিজের পিঠে গিয়ে পড়েছে।

দিরা বুকে হা ঢোকাল। ভিতরে কোমরের সঙ্গে কাপড় বাঁধা আছে। তার মধ্যে খঞ্জর লুকানো। দিরা খঞ্জরটা বের করে পা টিপে-টিপে সামনের এগিয়ে গেল। তাবরিজ সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। দিরা তার থেকে মাত্র এক পা দূরে। মেয়েটা খঞ্জরটা ডান দিকে নিয়ে তাবরিজের ডান পাঁজরে সেঁধিয়ে দেওয়ার লক্ষে আঘাত হানল। তাবরিজ বিদ্যুদ্গতিতে মোড় ঘুরিয়ে দিরার ডান হাতটা ধরে ফেলে এত জোরে মোচড় দিল যে, দিরা ঘুরে গেল।

তাবরিজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কয়েক পা সামনেই আরেকটা টিলা। আগুন তাবরিজের পিছনে। তাবরিজ সম্মুখের টিলার গায়ে নিজের ছায়া দেখতে পেল। মেয়েটা আঘাত হানতে উদ্যত হলে তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ছায়ার ডান বাহু ডানে বিস্তৃত হয়ে যাওয়ামাত্র তাবরিজ খঞ্জরের ছায়াটা স্পষ্ট দেখে ফেলল। দিরা তাবরিজের পাঁজরে আঘাত হেনে তার পেটটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ছায়ার নড়াচড়া দেখে তাবরিজ পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে মেয়েটার হাতের কব্জি ধরে ফেলল এবং মেয়েটার হাত থেকে খঞ্জরটা কেড়ে নিল। তাবরিজ খঞ্জরের আগা মেয়েটার দিকে তাক করে ধরলে মেয়েটা হাঁটু গেড়ে তার সম্মুখে বসে পড়ল এবং হাতজোড় করে অনুনয় শুরু করল– 'যা বলবে সব শুনব; আমাকে খুন করো না।'

'অন্য কোনো কথা নেই। বলছি, গায়ের ভেজা পোশাকটা খুলে আমার জামাটা পরে নাও' – তাবরিজ আদেশের ভঙ্গিতে বলল – 'দেখেছ তো, আমাকে খুন করার সাধ্য তোমার নেই! আমার চোখ তো সামনেই আছে - পিছনে নয়। তা হলে আমি তোমার আক্রমণটা দেখলাম কীভাবে? আত্মার চোখে দেখেছি। ইচ্ছে করলে কি আমি আমার সামনে তোমাকে পোশাক খোলাতে পারি না? কিন্তু আমি তোমাকে উলঙ্গ দেখতে চাই না। নাও; কাপড়টা বদলে নাও।'

তাবরিজ পুনরায় বেরিয়ে গিয়ে পূর্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। দিরা গুহার এককোণে চলে গেল এবং ঝটপট গায়ের ফ্রকটা খুলল। তার পর সেমিজটাও খুলে তাবরিজের জামাটা পরিধান করল। দিরার সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল। এবার তাবরিজকে ডাক দিয়ে বলে– 'কই; এসে পড়ো।'

www.pathagar.com

তাবরিজ ভিতরে ঢুকে দিরার ফ্রকটা আগুনের উপর ধরে শোকাতে শুরু করল। দিরা লুকিয়ে-লুকিয়ে তাবরিজকে দেখতে থাকল। তাবরিজ কোনো কথা বলছে না। তার নীরবতা দিরাকে অস্থির করে তুলছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এই তাগড়া সুদর্শন যুবকটা তাকে ক্ষমা করবে। এখন তো খঞ্জরও তার হাতে।

তাবরিজ নীরবে দিরার পোশাক শোকাতে থাকল। শুকিয়ে গেলে ফ্রকটা মেয়েটার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও; পরে নাও। বলেই তাবরিজ গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা আবারও সভয়ে পোশাক বদল করে তাবরিজকে ভিতরে ডেকে নিল।

'তোমার কাছেই রাখো' – তাবরিজ খঞ্জরটা দিরার দিকে ছুড়ে মেরে বলল – 'ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে রওনা হব।'

'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ' – দিরা বলল – 'নাকি তুমি একটা অনুভূতিহীন মৃত মানুষ?'

'আমি অনুভূতিহীন বা মৃত কি-না প্রমাণ করব তোমার বাহিনীর সামনে' – তাবরিজ উত্তর দিল – 'আমার অন্তরে তোমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি তোমাদের সেই সম্রাটদের শত্রু, যারা আমার মাতৃভূমি দখল করতে এসেছে এবং যারা আমাদের প্রথম কেবলা দখল করে আছে।'

'তোমাদের ভুল তথ্য দিয়ে উত্তেজিত করা হচ্ছে' – দিরা বলল – 'তুমি অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ। যাকে তুমি প্রথম কেবলা বলছ, ওটা ইহুদিদের উপাসনালয়। ওটা হাইকেলে সুলায়মানি। সালাহুদ্দীন আইউবি তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছেন। তিনি তোমাদের মতো সহজ-সরল যুবকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে বলে বেড়াচ্ছেন– 'ওটা প্রথম কেবলা, ওটা মসজিদ।'

'আমরা আমাদের খতীব ছাড়া আর কারও কথা শুনি না' – তাবরিজ বলল – 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি তোমার কোনো কথা শুনব না।'

'আমার চোখে ঘুম আসছে না' – দিরা বলল – 'তোমাকে আমার ভয় লাগছে। আচ্ছা; তোমাদের খতীব হেম্‌সেরই লোক, নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছেন?'

'তিনি হেম্‌সেরই নাগরিক' – উত্তর দিয়েই তাবরিজ জামাটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

দিরার গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্রধ্বংসের প্রশিক্ষণ আছে। দামেশ্‌কে তাকে এ-লক্ষ্যেই পাঠানো হয়েছিল। আর এখনও একই উদ্দেশ্যে হেম্‌স যাচ্ছিল। মেয়েটা হেম্‌সের খতীব ও সেখানকার মুসলমানদের তথ্য বের করতে অনেক প্রশ্ন করছে। কিন্তু তাতে তাবরিজের কোনো আগ্রহ নেই। এসব আলাপচারিতায় অনীহা প্রকাশ করে চলছে সে। মেয়েটা চেষ্টা করছে, যাতে ঘুম না আসে। কিন্তু একসময় তার দু-চোখের পাতা বুজে এল। দিরা ঘুমিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

♦♦♦

সকালে ঘুম ভাঙলে দিরা চোখদুটো কচলাতে-কচলাতে ধড়মড় করে উঠে বসল। বাইরে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দিরা অর্ধমুদিত ফ্যালফ্যাল চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। দেখল, তাবরিজ বিশেষ এক ভঙ্গিতে মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বসল। আবার মাথাটা মাটিতে ঠেকাল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

তাবরিজ ফজর নামায আদায় করছে। তার নামায পড়ার দৃশ্যটাই দেখেছে খ্রিস্টান মেয়ে দিরা।

দিরা পরিধানের পোশাকটা ঠিকঠাক আছে কি-না দেখে নিল। রাতে না ঘুমানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিদ্রা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঘুম ভাঙার পর সর্বপ্রথম তাবরিজের কথা মনে পড়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে গাটা ছমছম করে উঠল। কিন্তু মেয়েটা বুঝতে পারল, যে অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায়ই জেগেছে। সবই ঠিক আছে তার।

মেয়েটা তাবরিজকে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত অবস্থায় দেখতে পেল। পরিস্থিতিটা আগাগোড়া স্বপ্ন বলে মনে হলো তার কাছে। দিরা জানত মুসলমান জংলী জাতি। কিন্তু তাবরিজের মতো একজন সুঠাম দেহের অধিকারী যুবকের তার মতো এক রূপসী যুবতীর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই! এ কেমন জংলীপনা! তাবরিজকে স্বপ্নজগতের মানুষ বলে মনে হচ্ছে তার।

দিরা পবিত্র মেয়ে নয়। শৈশব থেকেই তাকে চরিত্রহীনতা ও শয়তানি কর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। রূপ ও দেহের আকর্ষণকে জাদুর মতো ক্রিয়াশীল বানানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত যৌনতা আর অসচ্চরিত্রতা স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু মানবস্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যতই চেষ্টা করা হোক-না কেন, মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিকত্ব ধ্বংস করা যায় না। মানুষ অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতার যতই গভীরে নিমজ্জিত হোক, কোনোদিন সুযোগ পেলে তার আসল রূপটা ভেসে ওঠে এবং সে সুপথে ফিরে আসে। দিরা যেভাবে মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে উদ্ধার লাভের পর এখন তার মন-মস্তিষ্কে নতুন ভাবনা জাগতে শুরু করেছে। মেয়েটা জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ভয় এখনও কাটেনি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তাবরিজভীতি। এই মুসলমান যুবকটার ব্যাপারে এখন তার অন্য কোনো ভয় নেই। একটাই ভয়, লোকটা যদি যাযাবর কিংবা বেদুইন হয়ে থাকে, তা হলে তাকে কারও কাছে বিক্রি করে দেবে। মেয়েটা বিক্রি হওয়ার পরের কষ্টদায়ক জীবনের ভয় করছে।

রাত কেটে গেছে। তাবরিজ মেয়েটার এই মনোহারী দেহটার প্রতি কামনার দৃষ্টিতে একবারের জন্যও তাকায়নি। মেয়েটা অবচেতনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার পরও তাবরিজ তার থেকে দূরে থেকেছে। সকালে যখন পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হলো, ততক্ষণে মেয়েটার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

বিদূরিত হয়েছে তাবরিজভীতিও। রাতনাগাদ সে তাবরিজকে বেরসিক, অনুভূতিহীন ও মৃতপ্রাণ কাপুরুষ মনে করছিল। কিন্তু এখন লোকটাকে তার গভীর চোখে দেখতে ইচ্ছে হলো। তাবরিজের ওষ্ঠাধর নড়ছে। দিরার মনে হচ্ছে, লোকটা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে। তাবরিজের একটি উক্তি তার মনে পড়ে গেল– 'আল্লাহ কেবল তাদেরই সাহায্য করেন, যাদের নিয়ত ও আত্মা পবিত্র।'

তৎক্ষণাৎ দিরার মনে পড়ে গেল, তার নিয়ত তো পবিত্র নয়। তাবরিজের জাতির জন্য সে আস্ত একটা প্রতারণা। মেয়েটা রাতে সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছিল, নিজেকে তাবরিজের হাতে তুলে দিয়ে বলবে, তুমি যা খুশি করো; বিনিময়ে আমাকে হেম্‌স পৌঁছিয়ে দাও।

আর আত্মা? দিরা জীবনে এই প্রথমবার অনুভব করল, তার দেহ আত্মাবঞ্চিত। আর থেকেও যদি থাকে, তা অপরাধ-অশ্লীলতার আবর্জনায় হারিয়ে গেছে; কিন্তু মরে যায়নি। দিরার উপর দিয়ে যে-ঝড় প্রবাহিত হয়েছে, তাতে তার আত্মা জেগে উঠেছে, যা এখন তাকে লজ্জিত করে চলছে। তাবরিজের দেহাবয়বটা এখন তার কাছে অন্যরকম মনে হচ্ছে। তাকে ফেরেশতা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফেরেশতা না হলে খোদার সঙ্গে কথা বলতে পারে না-কি। দিরার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে। অশ্রু যতই ঝরছে, মনে হচ্ছে, ধীরে-ধীরে নিজের অস্তিত্বটা তাবরিজের অস্তিত্বের মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

তাবরিজ দু'আর জন্য হাত তুলল। সে বোধহয় ভুলে গেছে, গুহায় আরও একজন মানুষ আছে। তাবরিজ কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে দু'আ করছে–

'মহান আল্লাহ! তুমি আমাকে সব রকম পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকার হিম্মত দান করো। আমাকে তুমি এমন পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র দান করো, যেন তোমার এই সুন্দর আমানত আমি কোনো প্রকার খেয়ানত ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তোমার এই বান্দা দুর্বল, অসহায়। তুমি আমাকে শয়তানের মোকাবেলা করার সাহস দান করো।'

তাবরিজ আকাশের ফেরেশতা নয় – মাটির মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ। লোকটি আল্লাহর কাছে মানবীয় দুর্বলতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। দু'আ শেষ করে মুখে হাত বুলিয়ে পিছনের দিকে ঘুরে তাকাল। দিরা তার পানে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তাবরিজ কিছুক্ষণ তার প্রতি তাকিয়ে থাকল। মেয়েটাও মূর্তির মতো তার প্রতি তাকিয়ে আছে।

'বাইরে যাও' – তাবরিজ দিরাকে বলল – 'ওদিকে পরিষ্কার পানির ঝরনা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসো।' তাবরিজ নিজের মাথায় জড়ানো মোটা কাপড়ের হাতদুয়েক লম্বা রুমালটা নামিয়ে দিরাকে দিতে-দিতে বলল– 'ভালোভাবে হাত-মুখ ধুয়ে মাথার চুলগুলোও ঝেড়ে-মুছে নাও। জলোচ্ছ্বাসে নিপতিত হওয়ার

www.pathagar.com

আগে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, আমি ঠিক সেই রূপে তোমাকে তোমার স্বজনদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চাই।'

দিরা তাবরিজের হাত থেকে রুমালটা নিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে গেল, যেন একটা বোবা ও বধির শিশু কারও ইঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করেছে। তাবরিজের সঙ্গে যে-খাদ্য-পানীয় ছিল, সেগুলো ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল। এখন তার কাছে খাওয়ার কিছুই নেই।

তাবরিজ দিরার অপেক্ষায় বসে আছে।

♦♦♦

দিরা হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এল। দেখে তাবরিজ হঠাৎ চমকে উঠল, যেন নতুন কাউকে দেখছে। এতক্ষণ দিরার মাথার চুলগুলো কাদামাখা ও এলোমেলো ছিল। আপন রূপটা তার চাপা ছিল। ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হওয়ার পর এখন মেয়েটার আসল রূপ ফুটে উঠেছে। এখন তাবরিজ তাকে চিনতেই পারছে না। এমন জাদুকরী চুল মাথায় নিয়ে ফিরছে দিরা, যা তাবরিজ কল্পনাও করেনি। এমন রূপ অতীতে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি তাবরিজ। দিরার সুদর্শন মুখাবয়ব ও মনোহারী আঁখিযুগল তাবরিজকে হতবাক্ করে তুলল। তাবরিজ সেই তাবরিজের হাত থেকে ফস্‌কে যেতে শুরু করল, যে খানিক আগে আল্লাহর সমীপে দণ্ডায়মান ছিল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বলল– 'খাওয়ার কিছু নেই। আমাদের উপোস করেই সফর করতে হবে। চলো রওনা হই।' বলেই তাবরিজ দাঁড়াতে উদ্যত হলো।

রূপসী মেয়ে দিরা আলতো পরশে তার কাঁধে হাত রেখে বলল– 'একটু বসো; আমি তোমাকে কটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার কাছে আমি কিছু জানতে চাই।'

সারাটা রাত তাবরিজ মেয়েটার জন্য একটা মহা-আতঙ্ক হয়ে ছিল। কিন্তু এখন তার মানসিক অবস্থা এমন, যেন মেয়েটা তার উপর জয়ী হয়ে গেছে। তাবরিজ উঠতে-উঠতে কিছু না বলেই বসে পড়ল।

'আচ্ছা, তুমি যখন খোদার সঙ্গে কথা বলছিলে, তখন কি তুমি খোদাকে দেখতে পাচ্ছিলে?' দিরার প্রথম প্রশ্ন।

'আমি আল্লাহকে দেখি না' – তাবরিজ উত্তর দিল – 'আমি আলেম নই, তাই বলতে পারব না, দেখা না দিয়েই আল্লাহ কীভাবে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি দান করেন। আমি শুধু এটুকু জানি, আল্লাহ আমার কথা ও দু'আ শোনেন।'

'তুমি কি নিশ্চিত, যিনি আমাকে উত্তাল নদীর নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি খোদা-ই ছিলেন?' দিরা জিজ্ঞেস করল।

'খতীব আমাদের বলেছেন, আত্মা যদি পবিত্র হয়, তা হলে আল্লাহ যে কোনো বিপদে-সমস্যায় সাহায্য করেন' – তাবরিজ উত্তর দিল – 'আমি যদি এই নিয়তে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম যে, তুমি অতিশয় রূপসী মেয়ে

www.pathagar.com

এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে ডুবে মরতাম।'

'কিন্তু আমার আত্মা তো পবিত্র নয়' – দিরা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল – 'আল্লাহ আমাকে কেন সাহায্য করেছেন? তিনি আমাকে কেন নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছেন?'

'হেম্‌স গিয়ে খতীবকে জিজ্ঞেস করব – 'তাবরিজ উত্তর দিল – 'আমার অত জ্ঞান নেই।'

'আচ্ছা; আমার দেহটাকে তুমি এভাবে উপেক্ষা করলে কেন?' দিরা জিজ্ঞেস করল।

'একজন নারী হিসেবে তুমি আমার যে-আচরণের ভয়ে শঙ্কিত ছিলে, আমি যদি তা-ই করতাম, তা হলে আমি তোমার খঞ্জর থেকে রক্ষা পেতাম না' – তাবরিজ উত্তর দিল – 'আমার হাতে তুমি আল্লাহর আমানত। আর...' তাবরিজ চুপ হয়ে গেল। খানিক পর অলক্ষ্যে বলে উঠল– 'তুমি অতিশয় সুন্দর একটি আমানত। চলো রওনা হই।'

তাবরিজ অস্থির মনে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো। দিরা তাকে ধরে রাখল। তাবরিজ বলল– 'আমাকে এভাবে কাছে বসিয়ে রেখো না দিরা! এমন কঠিন পরীক্ষায় আমাকে ফেলো না বোন! তুমি আমাকে মহান আল্লাহর সমীপে অবনত থাকতে দাও।'

'তোমার আল্লাহর কসম' – দিরা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল – 'আমাকেও তোমার আল্লাহর সম্মুখে অবনত হওয়ার যোগ্য বানিয়ে দাও। তুমি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তুমি খোদার দূত।'

দিরার চোখে অশ্রু নেমে এল।

'তুমি কাঁদছ কেন?' তাবরিজ জিজ্ঞেস করল।

'আমি একটা পাপিষ্ঠা মেয়ে' – দিরা উত্তর দিল – 'খোদা আমার প্রতি রুষ্ট। আমার উট যখন আমাকে স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তখনও আমার খোদার কথা মনে আসেনি। আমি মনে করতাম, দেহটাই সব; এই দেহটাকেই আমার বাঁচাতে হবে। পরে নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করে তুমি যখন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, তখনও আমার একই ভাবনা ছিল, তোমার থেকে আমার দেহটাকে রক্ষা করতে হবে। নিজের শরীরটা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম। আমি নদীর তরঙ্গ থেকেও বেঁচে গেলাম, তোমার থেকেও রক্ষা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার উপাসনা আর প্রার্থনা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমাকে রক্ষাকারী শক্তি অন্য কিছু ছিল। বলো, সেই শক্তিটা কী এবং কোথায়?'

'এটি আল্লাহর শক্তি' – তাবরিজ উত্তর দিল – 'এটি আত্মার পবিত্রতার সুফল।'

'আমার গোটা জীবন একটা পাপ।'

www.pathagar.com

'স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলো' – তাবরিজ বলল – 'তুমি কি নর্তকী? আমির-উজিরদের কাছে থাকো? আমি শুনেছি, এ-ধরনের মেয়েরা খুবই সুন্দরী হয়। তোমার মতো রূপসী মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।'

দিরার মুখে কথা নেই। চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। হঠাৎ জায়গা থেকে সরে তাবরিজের ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। কিন্তু তাবরিজ দূরে সরে বসল। দিরা বলল– 'আমাকে ভয় পাচ্ছ? ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ভীতি এখনও আমাকে তাড়া করে ফিরছে। তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখো।'

'না' – তাবরিজ এক বিস্ময়কর হাসি হেসে বলল – 'তুমি আমার এত কাছে এসো না। অন্যথায় আমি বিচ্যুৎ হয়ে যাব।'

'দেখছ তো আমি কত বড় গুনাহগার' – দিরা বলল – 'তুমি এ-কারণে আমার থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছ যে, তুমি বিচ্যুৎ হয়ে যাবে। আমি বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছি।'

দিরা বুঝে ফেলল, তাবরিজের মাঝে ধর্মীয় চেতনা আছে; কিন্তু ভাবনায় গভীরতা নেই। ইচ্ছে করলে নতুন যেকোনো ছাঁচে তাকে গড়ে নেওয়া সম্ভব। দিরা তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে শুরু করল– 'আমি যদি বলি, আসো আমরা সারা জীবনের সফরে একত্রে থাকি, তা হলে তুমি কী উত্তর দেবে?'

তাবরিজ মেয়েটার মুখপানে তাকাল। মুচকি একটা হাসি দিয়ে খানিকটা উজ্জীবিতের মতো বলল– 'চলো; রওনা হই। সূর্য উঠে গেছে। দেরি করলে সমস্যায় পড়ব।'

দিরা নিজের অস্তিত্বে একটি বিপ্লব অনুভব করল, যার তাৎপর্য সে ভালোভাবে বুঝতে পারছে না। উঠে তাবরিজের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। তার দৃষ্টি যতটা-না পথের দিকে, তার চেয়ে বেশি তাবরিজের প্রতি। গত রাতে সে তাবরিজকে খুন করে হেম্‌স পালিয়ে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর ছিল। কিন্তু এখন তার দ্রুত পথ চলতে ভালো লাগছে না। যত দীর্ঘ সময় সম্ভব তাবরিজের সঙ্গে থাকার বাসনা বিরাজ করছে তার মনে। চলতে-চলতে একবার তাবরিজের ডান হাতটা চেপে ধরে বলল– 'আস্তে হাঁটো।'

'না; আমাদের দ্রুত হাঁটা উচিত' – তাবরিজ বলল – 'অন্যথায় পথে আরও একটা রাত এসে পড়বে।'

'আসতে দাও' – দিরা বলল – 'আমি দ্রুত হাঁটতে পারছি না।'

'এখন তাড়াতাড়ি হাঁটো' – তাবরিজ বলল – 'পরে হাঁটতে না পারলে আমি তোমাকে পিঠে করে নেব।'

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই আল-আদিল খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে হামাতের বাইরে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিলেন, যার ফলে বল্ডউইনের বাহিনী দিশা হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছনে সরে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধের কাহিনী আপনারা পাঠ করেছেন। বল্ডউইন অনেক কষ্টে তার বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্রিত

www.pathagar.com

করেছিলেন। খুঁজে-পেতে জীবিত সৈন্যদের একত্রিত করার পর সম্রাট বুঝতে পারলেন তার কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। এখন বেঁচে আছে অর্ধেকের সামান্য বেশি সৈন্য। তিনি দামেশ্‌ক দখল করতে এসেছিলেন। তার বিপুলসংখ্যক সৈন্য আল-আদিলের কমান্ডো আক্রমণে মারা গেছে। পিছপা হয়ে পালাবার পর অনেকে বিভিন্ন উপত্যকা ও বিজন অঞ্চলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কতিপয়কে মুসলমান রাখাল, যাযাবর ও গ্রামবাসীরা মেরে ফেলেছে এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়াগুলো কেড়ে নিয়েছে।

বল্ডউইন যখন তার অবশিষ্ট সৈন্যদের হামাত থেকে দূরে একস্থানে সমবেত করলেন, তখন তাকে অবহিত করা হলো, আপনার ফৌজের যেসব সৈন্য ও কমান্ডার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তারা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। পরাজয়ের কারণে বল্ডউইনের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, বেজায় ক্ষুব্ধ। এখন এই সংবাদে তার ক্ষোভ আরও বেড়ে গেছে। তিনি নির্দেশ জারি করলেন, যেখানেই মুসলমানদের কোনো বসতি চোখে পড়বে, লুট করো, যুবতী মেয়েদের তুলে নিয়ে আসো এবং কাজ সমাধা করে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দাও।

নির্দেশমতো বল্ডউইনের বাহিনী পুনঃপ্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে পিছপা হতে গিয়ে পথের মুসলিম বসতিগুলো একের-পর-এক ধ্বংস করে ফেলল।

এই বাহিনীটি এখন হেম্‌স থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। বল্ডউইন চেষ্টা করছেন, কোনো খ্রিস্টান সম্রাট তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, যাতে তিনি আল-আদিল থেকে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন এবং নিজের শাসনক্ষমতাকে – যাকে তিনি ক্রুশের শাসন বলে দাবি করতেন – দামেশ্‌ক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় বাস্তবায়িত করতে পারেন। এ সুবাদেই তিনি অপর এক খ্রিস্টান সম্রাট রেজিনাল্ট অফ শাইতুনের নিকট গিয়েছিলেন।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর দিরার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ খ্রিস্টান ও তার সঙ্গীরা রাতভর পথ চলতে থাকল এবং সকালে হেম্‌স গিয়ে পৌঁছল। কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও পৌঁছে গেছে। তাদের একজনও হেম্‌সের অধিবাসী নয়। গন্তব্য তাদের আরো সম্মুখে। তাবরিজের ঘোড়া তাদের সঙ্গে। তারা ঘোড়াটা এক মসজিদের ইমামের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এর মালিক হেম্‌সের একব্যক্তি। লোকটা জলস্রোতে ঘোড়া থেকে পড়ে ডুবে গেছে এবং ঘোড়াটা তীরে উঠে এসেছে। ইমাম সাহেব ঘোড়াটা বুঝে নিলেন। কিছুক্ষণ পরই জানা গেল ঘোড়াটা কার। ঘোড়াটা তাবরিজের ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল।

হেম্‌সে এক ইহুদি ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল। অত্যন্ত ধনশালী মানুষ। যে লোকটা নিজেকে দিরার পিতা বলে দাবি করত, সে সঙ্গীদেরসহ এই ইহুদির ঘরে উপবিষ্ট। সে সংবাদ জানাল, দিরা পানিতে ডুবে মারা গেছে।

www.pathagar.com

শুনে সকলে আক্ষেপ করতে থাকল। কিন্তু আক্ষেপে তো আর তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। বৃদ্ধ ইহুদি মেজবানকে জিজ্ঞেস করল, হেম্‌সের মুসলমানদের তৎপরতা ও পরিকল্পনা কী?

'খুবই ভয়ংকর' – মেজবান উত্তর দিল – 'তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই নগরী সুলতান আইউবির কমান্ডোসেনাদের আস্তানায় পরিণত হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের বড় মসজিদের খতীব শুধু খতীবই নয় – তাকে ফৌজের কমান্ডার ও প্রশিক্ষক মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা; লোকটাকে খুন করে ফেললে কি লাভ হবে?' বৃদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদিকে জিজ্ঞেস করল।

'কোনো লাভ হবে না' – ইহুদি উত্তর দিল – 'বরং ক্ষতি হবে। আমাদের উপর মুসলমানদের সন্দেহ তৈরি হবে এবং তারা আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেবে। জানেন তো, এই নগরী মুসলমানশাসিত এলাকা।'

'এখানকার ইহুদি-খ্রিস্টান পরিবারগুলোর মেয়েরা কি কিছু করতে পারে না?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

'আপনি জানেন তো এ-কাজের জন্য কীরূপ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়' – মেজবান উত্তর দিল – 'আমাদের কোনো মেয়েই অতটা চতুর নয়।'

'সে যা-ই হোক, এখানকার মুসলমানরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করুক এটা জরুরি বলে স্বীকার করেন তো?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

'আপনি কী নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?' মেজবান জিজ্ঞেস করল।

'নির্দেশ খুবই স্পষ্ট' – বৃদ্ধ জবাব দিল – 'রামাল্লায় সালাহুদ্দীন আইউবির পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু এই পরাজয় তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। ইতিমধ্যেই তিনি সব সামলে নিয়েছেন এবং বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আমাদের গোয়েন্দারা কায়রো থেকে যেসব খবর পাঠাচ্ছে, তা সুখকর নয়। সালাহুদ্দীন আইউবি কায়রো ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনও জানা যায়নি তিনি কোন্ দিকে রওনা হবেন এবং কোথায় আক্রমণ চালাবেন। এদিকে তার ভাই আল-আদিল দামেশ্‌ক থেকে সাহায্য পেয়ে গেছেন। তিনি সম্রাট বল্ডউইনকে এমনভাবে পরাজিত করেছেন যে, এত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি পুনর্গঠিত হতে পারেননি। আপনি তো জানেন, আইউবি গেরিলা ও কমান্ডো যুদ্ধ লড়ে থাকেন। আমাদের ফৌজের রসদ তার থেকে নিরাপদ থাকে না। হেম্‌সের মুসলমানরা যদি তার গেরিলাদের জন্য আস্তানা গড়ে দেয়, তা হলে এরা রসদ ও অগ্রসরমান সেনাদলের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

এমনি পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের দ্বারা মুসলমানদের মাঝে ফাটল ধরানো এবং তাদের চরিত্র ধ্বংসের কৌশল ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। এসব কাজের জন্য স্থান-কাল স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। সব ক্ষেত্রে সকল কৌশল কার্যকরি হয় না। আমি আমাদের সেই অফিসারদের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করছি, যারা এখানে একটা মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন।'

www.pathagar.com

'তা হলে কী করা যায়?'

'একদম ভিনিস' – মেজবান তার ডান হাতটা তলোয়ারের মতো ডানে-বাঁয়ে দুলিয়ে বলল– 'পুরো নগরটাকে মানুষজনসহ একদম নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তখন আমরাও এখানে থাকতে পারব না। আমরা প্রথমে আমাদের স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পদ এখান থেকে সরিয়ে ফেলব। আমি আশা করি, খ্রিস্টান সম্রাট আমাদের অন্যত্র পুনর্বাসিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে দেবেন। আমি ইহুদি। হাইকেলে সুলাইমানির জন্য আমি আমার ঘরবাড়ি সব ধ্বংস করে দিতে প্রস্তুত আছি।'

'কিন্তু নগরী ধ্বংসের ব্যবস্থাটা কী হবে?' – বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল – 'এ-কাজের জন্য তো সেনাবাহিনীর প্রয়োজন।'

'ফৌজ আছে' – ইহুদি বলল – 'সম্রাট বল্ডউইনের ফৌজের অবস্থান এখান থেকে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মাইল দূরে। আপনি সম্ভবত জানেন না, এই ফৌজ পিছপা হওয়ার পথের সমস্ত মুসলিম বসতি ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের দ্বারা হেম্‌স ধ্বংস করানো যাবে। আমি আজই রওনা হয়ে যাব এবং সম্রাট বল্ডউইনকে অবহিত করব এই নগরী তার বাহিনীর জন্য কতটুকু বিপজ্জনক।'

'নগরী ধ্বংস করা তো উদ্দেশ্য নয়' – বৃদ্ধ বলল – 'আমাদের উদ্দেশ্য এখানকার একজন মুসলমানকেও বেঁচে থাকতে দেওয়া যাবে না।'

'আর ফৌজ মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে।'

সকলে একমত হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, ইহুদি মেজবান আজ রাতেই সম্রাট বল্ডউইনের ছাউনির উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

রওনা হয়ে যাওয়ার সময় ইহুদি এক অশ্বারোহীকে নগরীতে প্রবেশ করতে দেখল। লোকটি অপরিচিত। খতীবের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। আরোহী খতীবের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খতীবের ঘরের দরজায় করাঘাত করে। খতীব বেরিয়ে এসে লোকটির সঙ্গে হাত মেলালেন এবং তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

'লোকটা কায়রোর দূত।' ইহুদি বলল।

◆◆◆

ঈশার নামায আদায় করে মুসল্লীরা সবাই চলে গেছে। পাঁচ-ছয়জন লোক খতীবের কাছে বসে আছে। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী আগন্তুকও আছে। খতীব একজনকে মসজিদের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করতে বললেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

'আমার বন্ধুগণ!' – খতীব বললেন – 'আমাদের এই বন্ধু আল-আদিলের তরফ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি অতি তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে রওনা হবেন। আপনারা সবাই সৈনিক এবং গেরিলা অপারেশনে দক্ষ। আপনাদের করণীয় কী বলা প্রয়োজন মনে করি না। প্রশিক্ষণ ও মহড়া জোরদার করুন। আল-আদিল সংবাদ পাঠিয়েছেন, খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনের

www.pathagar.com

যে-বাহিনীটা হামাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা আমাদের কাছাকাছি কোথাও ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের গতিবিধির সংবাদ আল-আদিলকে পৌঁছাতে হবে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা খ্রিস্টানদের এই বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাব এবং কমান্ডো অভিযান অব্যাহত রাখব, যাতে তারা স্থির হয়ে বসতে না পারে। সেই সঙ্গে আল-আদিল এ-ও বলেছেন, এই বাহিনী মুসলমানদের বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছে। সৈন্যস্বল্পতার কারণে তিনি তাদের ধাওয়া করতে পারেননি। তিনি আরও বলেছেন, বল্ডউইনের বাহিনী যদি পিছনে নিজ অঞ্চলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে আমরা তাদের ঘাটাব না। আমি আশঙ্কা করছি, লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে হেম্‌স নগরীকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি আমাদেরকে প্রশিক্ষণ ও মহড়া জোরদার করার আদেশ দিয়েছেন। হতে পারে, সুলতান আইউবি কোনোদিকে আক্রমণ চালালে বল্ডউইন তাদের উপর পিছন কিংবা পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করবেন। তখন আমাদেরকে বল্ডউইনের পিছন অংশের উপর গেরিলা হামলা চালাতে হবে এবং তাকে এখানেই আটকে রাখতে হবে।'

খতীব একব্যক্তিকে বল্ডউইনের ফৌজের অবস্থান ও গতিবিধি দেখে আসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ-সময় তাবরিজ ও দিরা নগরীতে প্রবেশ করল। তাবরিজ দিরাকে পিঠে করে নিয়ে এসেছে। পথে পানি পাওয়া গিয়েছিল বটে; কিন্তু খাবার জোটেনি। দিরা খ্রিস্টানদের রাজকন্যা। পায়ে হেঁটে সফর করায় অভ্যস্ত নয়। তাবরিজ কোথাও বিরতি দিতে চাচ্ছিল না। তাই দিরাকে পিঠে তুলে নিয়ে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করে এসেছে। নিজগৃহের সম্মুখে এসে তাবরিজ দিরাকে পিঠ থেকে নামিয়ে তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের লোকদের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাবরিজ জীবিত আছে। তার ঘোড়াটা আগেই ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাবরিজ পরিজনকে ঘটনার বিস্তারিত শোনাল।

দিরার জানা আছে, তার গন্তব্য ইহুদি ব্যবসায়ীর ঘর। মেয়েটা এখনই সেখানে পৌঁছে যেতে চাচ্ছে। পিতার চিন্তায় উদগ্রীব সে। তার আশা, পিতা হয়ত জীবনে রক্ষা পেয়ে পৌঁছে গেছেন। তাবরিজের ইহুদির ঘর জানা ছিল। সে মেয়েটাকে পৌঁছিয়ে দিতে রওনা হয়ে গেল।

দুজনে পথ চলছে। অন্ধকার পথ। একজায়গায় দিরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল এবং তাবরিজকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটা তাবরিজের প্রতি হৃদতা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে শুরু করল।

'আমাদের গন্তব্য আলাদা – তোমার এক আমার আরেক' – দিরা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল – 'কিন্তু কোনো একটা মোহনায় আমরা আবার মিলিত হব। আমি আমার আত্মার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলাম। এখন আমি তা পেয়ে গেছি। ভালবাসা কী জিনিস আমি জানতাম না। তুমি আমাকে তা দিয়েছ। আমি হৃদয়ে তোমার স্মরণ নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যাবে।'

www.pathagar.com

'না দিরা!' –তাবরিজের মানসিক অবস্থা দিরার চেয়েও বেশি নড়বড়ে – 'আমি তোমাকে ভুলতে পারব না। এত দিন তুমি একটা মিথ্যা ধর্মের অনুসরণ করে এসেছ। অবশিষ্ট জীবন ইসলামের ছায়াতলে কাটিয়ে দাও। আমি তোমার অপেক্ষা করব। আমার হৃদয়ে এখন অন্য কোনো নারী স্থান পাবে না। এখন তো তুমি এই নগরীতেই অবস্থান করবে। সময়-সুযোগমত সাক্ষাৎ হবে। তবে সাবধান থাকতে হবে কেউ যেন টের না পায়।'

তাবরিজ আমানতে খেয়ানত করেনি। সফরকালেই মেয়েটা তার অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে সে তাবরিজের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিল। এখন সে মেয়েটাকে ইহুদি ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

তাবরিজ দিরাকে নিয়ে ইহুদির বাড়িতে পৌঁছে গেল। দিরার কথিত পিতা ইহুদির ঘরে বসা। দিরাকে দেখে লোকটা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল। বৃদ্ধ উঠে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ইহুদি ব্যবসায়ী ঘরে ছিল না। সিদ্ধান্ত অনুসারে সে সম্রাট বল্ডউইনের সেনাছাউনির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। বৃদ্ধের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাবরিজ দিরাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আর বিলম্ব না করে সেখান থেকেই মসজিদে চলে এল এবং বিশেষ পদ্ধতিতে মসজিদের বন্ধ দরজায় করাঘাত করল। দরজা খুলে গেলে তাবরিজ ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সুলতান আইউবি এক বছরের মধ্যে বাহিনী প্রস্তুত করে ফেললেন। তিনি বেশি অপেক্ষা করলেন না। যে-রাতে হেম্‌সের ইহুদি ব্যবসায়ী সেনা-অভিযান পরিচালনা করে হেম্‌সের মুসলমানদের ধ্বংস করার আবেদন নিয়ে সম্রাট বল্ডউইনের নিকট রওনা হয়ে গিয়েছিল, সে রাতেই সুলতান আইউবির ফৌজ কায়রো ত্যাগ করল। তাঁর গন্তব্য দামেশ্‌ক। বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলছে। সুলতান আইউবি সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। তৎকালের ঐতিহাসিকদের মতে সুলতান আইউবি দামেশ্‌ক অবস্থান করে সেখানকার পরিস্থিতি জেনে, বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রীদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে এবং তাদের প্রতিহত করে আল-আদিলের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন। তারপর সেখান থেকে সামরিক অভিযান শুরু করবেন। কিন্তু পথেই তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেললেন।

পথে ইয্‌যুদ্দীনের এক দূতের সঙ্গে আইউবির সাক্ষাৎ ঘটল। দূত আইউবির নামে কায়রোতে বার্তা নিয়ে যাচ্ছিল। সুলতান যে কায়রো থেকে রওনা হয়ে এসেছেন, সে জানে না। মধ্যপথে সে একটি বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখল। পতাকা দেখে বুঝে ফেলল এটি সুলতান আইউবির ফৌজ। দূত বাহিনীর সম্মুখে চলে গেল। সুলতান আইউবি বাহিনীর সম্মুখ অংশে অবস্থান করছেন।

দূত ইয্‌যুদ্দীনের পত্রখানা সুলতান আইউবির হাতে দিল। ইয্‌যুদ্দীন নুরুদ্দীন জঙ্গি মরহুমের উপদেষ্টাদের একজন। পদমর্যাদায় একজন আমিরের সমান। লোকটি নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোক। তাই তাঁর প্রতি জঙ্গির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জঙ্গি তাঁকে অনেক মূল্যায়ন করতেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে সুলতান জঙ্গি তাকে হাল্‌ব প্রদেশে কারাহেসার নামক একটা দুর্গ দান করে তার অধিপতি নিযুক্ত করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। বেশকিছু অঞ্চল এই দুর্গের অধীনে ছিল। ইবনে লাউনের প্রদেশটিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যিনি খ্রিস্টানদের সঙ্গে খ্রিস্টান আর মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান হয়ে যেতেন। খ্রিস্টানদের মদদে তিনি ইয্যুদ্দীনের অঞ্চলে সীমান্তের উপর হানা দিতে শুরু করলেন। ইয্যুদ্দীন একাকি তার মোকাবেলায় পেরে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু হাল্‌ব-মসুল থেকেও তিনি সাহায্য নিতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, হাল্‌ব ও মসুলের শাসনকর্তা আল-মালিকুস সালিহ ও সাইফুদ্দীন প্রমুখ যখনই সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

ইয্যুদ্দীন আইউবির কাছে যে-বার্তা পাঠালেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ–

'মহামান্য সুলতান! আপনার ও সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার আনুগত্য সম্পর্কে আপনার কোনো সংশয় নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তালখালেদের দিক থেকে খ্রিস্টানদের পথ বন্ধ করে রেখেছি। সমস্ত অঞ্চল ও অগ্রযাত্রার পথ আমার কমান্ডোসেনাদের দৃষ্টিতে থাকছে। খ্রিস্টানরা আমাকে রাস্তা থেকে হঠানোর জন্য ইবনে লাউনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আপনি জানেন, আমার সীমান্ত সেই অঞ্চলের সঙ্গে লাগোয়া, যেটি মূলত আর্মেনিয়ার এলাকা। আর্মেনীয়রা আমার সীমান্ত চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার সৈন্য কম। খ্রিস্টান ও আর্মেনীয়রা দুবার মূল্যবান উপঢৌকনসহ আমার কাছে দূত পাঠিয়েছে। তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যেন আমি তাদের জোটে যোগদান করি এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে তারা আমাকে হামলার হুমকি দিয়েছে। আমার স্থলে অন্য কেউ হলে নিজের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিত। জায়গাটা এতই দূরে যে, প্রয়োজন হলে কারও সাহায্য নিয়ে সময়মতো পৌঁছানো সম্ভব নয়। তথাপি আমি তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে তাদের হুমকিকে বরণ করে নিয়েছি। এই পদক্ষেপ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিয়েছি। আমি আমার দুর্গ, অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আছি। তবু আমি খ্রিস্টানদের সঙ্গে জোট বাঁধব না। আমি কাফেরদের সঙ্গে হাত মেলাব না। আমাকে নুরুদ্দীন জঙ্গির আত্মার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেই লাখো শহীদের সম্মুখে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, যারা প্রথম কেবলার জন্য জীবনদান করেছে। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে আমার জানা নেই। আমি কেবল এটুকু জানি, রামাল্লার পরাজয়ের পর আপনি পুনর্গঠন ও অন্যান্য আয়োজন-প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন। আমি এ-ও জানি, মুহতারাম আল-মালিকুল আদিল আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি আপনাকে আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক মনে করছি। আপনি যদি আদেশ করেন, তা হলে আমি আমার অঞ্চল ও কারাহেসার দুর্গের দখল পরিত্যাগ করে বাহিনীসহ আপনার নিকট চলে আসব। অন্যথায় বলুন, আমি কী করব। কোনো মূল্যেই আমি ক্রুসেডার ও আর্মেনীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করব না।'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি বার্তাটি পাঠ করে তৎক্ষণাৎ সালার ও উপদেষ্টাদের তলব করলেন। তিনি বার্তাটি তাদের পড়ে শোনালেন এবং নির্দেশ প্রদান করে সবাইকে বিস্মিত করে দিলেন যে, রাস্তা পরিবর্তন করো। আমরা ইবনে লাউনের অঞ্চলে আক্রমণ চালাব।

একনায়কের মতো আদেশ করা সুলতান আইউবির নীতি ছিল না। তিনি আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন না। কিন্তু এবারকার আদেশের পিছনে সমর-কৌশলের পাশাপাশি আবেগও কার্যকর ছিল।

'কারাহেসার মুহতারাম ওস্তাদ নুরুদ্দীন জঙ্গির স্মৃতি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আর আমি ইয্যুদ্দীনের ভাষায় জঙ্গি মরহুমের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। আমি সেই লোকটিকে নিঃসঙ্গ ফেলে রাখতে পারি না, যে আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে একমত, যে আমাদের একই পথের অভিযাত্রী।'

'মহামান্য সুলতান!' – এক সালার বললেন – 'আমরা যদি বাস্তবতার আলোকে বিবেচনা করি, তা হলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।'

'বাস্তবতা হলো, আমাদেরকে সর্বাগ্রে দামেশ্ক পৌঁছে সেখানকার পরিস্থিতি অনুধাবন করা আবশ্যক ছিল' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কিন্তু এখন যদি আমরা দামেশ্ক চলে যাই, তা হলে ইবনে লাউন তালখালেদের উপর আক্রমণ করে বসবে এবং ইয্যুদ্দীন তার হাতে পরাজয়বরণ করবে। সম্মুখে হাল্‌ব। তোমরা আল-মালিকুস সালিহ ও এবং তার উপদেষ্টাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জান। আমাদের সঙ্গে তারা যে-চুক্তি করেছে, তা এখনও বহাল আছে বটে; কিন্তু চুক্তি লোহার প্রাচীর নয় যে, ভাঙা যাবে না। খ্রিস্টানদের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। আমি খ্রিস্টানদের হাল্‌ব দখল করতে দেব না। আমি ইয্যুদ্দীনকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে রাখতে পারব না।'

পরিকল্পনা নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, বাহিনী তালখালেদ অভিমুখেই এগিয়ে যাবে। সুলতান আইউবি ইয্যুদ্দীনের দূতকে মৌখিক বার্তা প্রদান করলেন যে, ইয্যুদ্দীনকে বলবে, তিনি যেন ইবনে লাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফাঁদ পাতেন। বলবে, আপনি বন্ধুত্বের টোপ দিয়ে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করুন। তাকে আশ্বাস দিন, আমার বাহিনীকে আপনার হাতে তুলে দেব। আমি আমার বাহিনীকে তালখালেদ অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'

দূত রওনা হয়ে গেল।

◆◆◆

খ্রিস্টান গুপ্তচররা সুলতান আইউবির গতিবিধির প্রতি নজর রাখছে এবং খ্রিস্টানদের কাছে সংবাদ পৌঁছাচ্ছে। তারা রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের দুর্গ ও অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা সংহত করছে। তারা জানে, সুলতান আইউবির

www.pathagar.com

পদক্ষেপ-পরিকল্পনা সম্পর্কে আগাম কিছু বলা যায় না। খ্রিস্টান হেডকোয়ার্টার যখন গোয়েন্দামারফত সংবাদ পেল, সুলতান আইউবির ফৌজ দামেশ্‌কের পথ ত্যাগ করে অন্যদিকে যাচ্ছে, তখন তাদের সেনাপতিরা বলল, আইউবি তার পরীক্ষিত ময়দানে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন।

হেম্‌সের ইহুদি ব্যবসায়ী – যে হেম্‌সকে ধ্বংস করার জন্য সম্রাট বল্ডউইনের নিকট গিয়েছিল – ফিরে এসেছে। কিন্তু বল্ডউইনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ মেলেনি। বল্ডউইন তার খ্রিস্টান বন্ধুদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাতে গেছেন। তার সেনাপতিরা ইহুদিকে বলল, আমরা সম্রাটের নির্দেশ ব্যতীত কিছু করতে পারি না। তবে আপনি অপেক্ষা করুন; কাজ হবে।

ইহুদি ফিরে আসার পর তাকে জানানো হলো, দিরা জীবিত ফিরে এসেছে এবং তাবরিজ নামক এক মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা তাবরিজকে নগদ পুরস্কার দিতে চাইল। কিন্তু তাবরিজ এই বলে প্রত্যাখ্যান করল যে, আমি যা করেছি, এটি আমার কর্তব্য ছিল। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি।

ইহুদি ব্যবসায়ী এখন দিরাকে অনাবশ্যক মনে করছে। কারণ, নগরী ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, দিরাকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দিরা চতুর মেয়ে। বলল, আমি খতীবকে ঘায়েল করব এবং যেসব মুসলমান সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, তাদের মাঝে ফাটল ধরাব। সে আরও বলল, এখানকার মুসলমানদের পরিকল্পনা জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমাকে প্রয়োজন আছে।

দিরাকে হেম্‌সেই রেখে দেওয়া হলো। কিন্তু কেউ জানে না, তার এই থাকার আগ্রহ একমাত্র তাবরিজের জন্য।

দিরা তাবরিজের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকল। রাতে নগরী থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকছে। দিরা উঁচুস্তরের একটা সুন্দরী খ্রিস্টান মেয়ে। তার মোকাবেলায় তাবরিজের কোনোই মর্যাদা নেই। দিরা আমির-উজির ও রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদে বাস করার মতো মেয়ে। দামেশ্‌কে প্রশাসনের দুজন পদস্থ কর্মকর্তাকে সে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছিল এবং তাদের দ্বারা এমন সব ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল, যার জন্য সুলতান আইউবিকে দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়েছিল। কিন্তু জলোচ্ছ্বাসের ভীতি আর তাবরিজের চরিত্র তাকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, মেয়েটার ব্যক্তিসত্তায় আত্মা ও আবেগ জেগে উঠেছে। দিরা তাবরিজের বন্দনা শুরু করে দিল আর তাবরিজ তার ভালোবাসার জালে আটকে গেল।

'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তাবরিজ' – দিরা বলল – 'খতীব ও অন্যান্য যারা তোমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তারা কোথা থেকে এসেছেন?'

তাবরিজ উত্তর দিতে শুরু করলে দিরা বলে উঠল– 'রাখো; ওসব বাদ দাও! তাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। যার যা খুশি করুক। এমন সুন্দর রাতটাকে আমরা যুদ্ধের আলোচনা দ্বারা কলঙ্কিত করব কেন!'

www.pathagar.com

দিরা দুমুখো চরিত্রের মেয়েতে পরিণত হয়ে গেল। যখন তাবরিজের সঙ্গে থাকে, তখন নিষ্পাপ ও পবিত্র মেয়ের রূপ ধারণ করে। তখন তার মনেই থাকে না সে গুপ্তচর। গুপ্তচরবৃত্তির মানসে তাবরিজকে খতীব ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেও শেষ পর্যন্ত তাবরিজকে জবাব দিতে বারণ করে দিল। আবার এই দিরাই যখন ইহুদি ব্যবসায়ীর ঘরে গিয়ে বসে, তখন সে মুসলমানদের ধ্বংসসাধন বিষয়ে কথা বলে।

◆◆◆

দেড়-দুই মাস সময় চলে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় দিরা তাবরিজের ঘরে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথার ফাঁকে দিরা তাবরিজকে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করল, যার মর্ম তাবরিজ বুঝে ফেলল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাঁঝের আঁধার গভীর হওয়ামাত্র তাবরিজ তাদের সাক্ষাতের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেল। দিরাও এসে পৌঁছল। দিরা তাবরিজকে নগরী থেকে দূরে নিয়ে গেল। আজ মেয়েটা কেমন যেন আনমনা ও আতঙ্কিত। তাবরিজ তার ভীতির কারণ জানতে চাইল। কিন্তু দিরা কোনো উত্তর দিল না। হঠাৎ তাদের কানে একটা শব্দ ভেসে এল। কে যেন দিরাকে ডাকছে। তাবরিজ জিজ্ঞেস করল, কে ডাকছে? দিরা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, আমার লোকেরা আমাকে খুঁজছে। চলো; আরও দূরে চলে যাই। বলেই তাবরিজকে টেনে দ্রুত পায়ে আরও দূরে চলে গেল। দিরাকে কে যেন এখনও ডেকে চলছে।

'এসব ডাকাডাকিতে কান দিও না তো তাবরিজ!' – দিরা বিরক্তি প্রকাশ করল – 'আমি যখন তোমার সঙ্গে থাকি, তখন অন্য কারও আওয়াজ শুনতে ভালো লাগে না।'

সামনে ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। তাবরিজ খানিক বিস্ময়ের সঙ্গে দিরার সঙ্গে হাঁটতে থাকল। দিরা একজায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। এখানে কারও শব্দ এসে পৌঁছাচ্ছে না। হঠাৎ তাবরিজ চমকে উঠে কান খাড়া করল– 'কেমন একটা শোরগোলের মতো শোনা যাচ্ছে! তুমিও শুনতে চেষ্টা করো। মনে হচ্ছে, অনেক লোকজন একসঙ্গে চিৎকার করছে আর অনেকগুলো ঘোড়া ছোটাছুটি করছে!'

'কিছু না; তোমার কান বাজছে' – দিরা অট্টহাসি হেসে বলল – 'বাতাসের তীব্র ঝাপটা টিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে অতিক্রম করছে। এটা সেই বাতাসের শব্দ।'

নিজের সুকোমল বাহু আর রেশমি চুলের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিরা তাবরিজের চোখ, কান ও বিবেক সব কব্জা করে নিল। তাবরিজ দিরার ব্যাখ্যা মেনে নিল, এই শব্দ বাতাসের, যা দূর থেকে আসা শোরগোলের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু তার জানা নেই, এই হই-হুল্লোড় তার অঞ্চলের মানুষদের এবং সেখানে সেই প্রলয় ঘটে গেছে, যা ইহুদি ব্যবসায়ী ঘটাতে চেয়েছিল। ঘটনাটা দিরা জানে। কিন্তু এ-প্রলয়ের শব্দ তাবরিজের কানে পৌঁছুক, দিরার তা কাম্য নয়।

www.pathagar.com

প্রথমবার ফিরে আসার পর ইহুদি ব্যবসায়ী আবারও বল্ডউইনের কাছে গিয়েছিল। হেম্‌সের মুসলমানরা কী করছে এবং কীভাবে খ্রিস্টান বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, ইহুদি বল্ডউইনকে তা অবহিত করে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করল। মুসলমান বল্ডউইনের প্রিয় শিকার। তিনি ইহুদির প্ররোচনা ও প্রস্তাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি ইহুদিকে দিন-ক্ষণ জানিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, সে-রাতে হেম্‌সের ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যেন আগে-ভাগে এলাকা থেকে সরে যায়। কাজটা করবে তারা রাতে। দিনে এলাকা ত্যাগ করতে গেলে মুসলমানরা সন্দেহ করে ফেলবে, কিছু একটা সমস্যা আছে।

ফিরে এসে ইহুদি যখন তার লোকদের পরিকল্পনা জানাল, তখন দিরা বলল, আমি তাবরিজ ও তার পরিবারকে বাঁচাতে চাই।

'একে আমরা ক্রুশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করব।' বৃদ্ধ খ্রিস্টান বলল।

'সাপের বাচ্চাকে রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' ইহুদি বলল।

'এখানে মুসলমানদের এমন দুটা পরিবার আছে, যাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্ক আছে' – হেমসের এক খ্রিস্টান অধিবাসী বলল – 'কিন্তু আমি তাদের বাঁচাবার কথা ভাবি না। আমি মুসলমানদের রক্ত চাই। কোনো মুসলমানের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকতে পারে; কিন্তু তারপরও সে আমার ধর্মের শত্রু।'

'যে-লোকটি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে, আমি তাকে বাঁচাতে চাই।' দিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

'আমরা তাকে এত পরিমাণ পুরস্কার দিতে চেয়েছিলাম, যা সে কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি' – ইহুদি বলল – 'কিন্তু সে বলল, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। পুরস্কার পেশ করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন সে আমাদের শত্রু, আমরাও তার শত্রু।'

'আমি তাকে শত্রু মনে করি না' – দিরা ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল – 'আমি এই একজন পুরুষ পেয়েছি, যে আমার দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হয়নি। তোমরা সবাই পাপী। তোমাদের মাঝে একজন লোকও এমন আছে কি, আমার ব্যাপারে যার নিয়ত পরিচ্ছন্ন? আমার চোখে নিজের চেহারাটা দেখে জবাব দাও।'

'আচ্ছা, তুমি শুধু তাবরিজকে রক্ষা করো' – ইহুদি বলল – 'কিন্তু বাঁচাবে কী করে? যা ঘটতে যাচ্ছে যদি তুমি তাকে বলে দাও, তা হলে সে সবাইকে বলে দেবে না? তুমি যদি তার পরিবারকে নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে বল, তা হলে কি তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করবে না? তখন তুমি কী উত্তর দেবে? একজন মুসলমানকে উপকারের প্রতিদান দিতে গিয়ে তুমি সেই সকল মুসলমানকে সতর্ক করে দেবে, যারা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আমাকে আনাড়ি মনে করো না' – দিরা বলল – 'আমি ক্রুশের সঙ্গে প্রতারণা করব না।'

www.pathagar.com

আক্রমণের দিন সন্ধ্যায় দিরা তাবরিজের ঘরে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এল। দিরা রাতে প্রায়ই কোথায় যেন চলে যায়, সে খবর তার লোকেরা জানে। তারা জানে, প্রেমের ধোঁকা দিয়ে দিরা তাবরিজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে।

দিরা তাবরিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে নগরীর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা পা টিপে-টিপে বের হতে শুরু করল। তারা দিরার সন্ধানে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিল, যে তাকে ডাকতে থাকল। কিন্তু দিরা তাবরিজকে নিয়ে দূরান্তে চলে গেল। মেয়েটা তাবরিজকে এতটুকু দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যেখান থেকে নগরীর হই-হুল্লোড় শোনা যাবে না। দিরার অনুসন্ধানে বের হওয়া লোকটা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সমগ্র নগরী। খ্রিস্টান বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা পা টিপে-টিপে নগরীর একেবারে কাছাকাছি এসে পৌঁছলে পিছন থেকে অশ্বারোহীরাও এসে পড়ল। নগরীর মুসলমানরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। খ্রিস্টান বাহিনী হঠাৎ ঝড়ের মতো আক্রমণ করে বসল। খ্রিস্টান সৈন্যদের হাতে মশাল। অধিক আলোর জন্য তারা দু-তিনটা ঝুঁপড়িতে অগ্নিসংযোগ করল। খ্রিস্টান সৈন্যরা প্রাচীর টপকে মুসলমানদের ঘরে-ঘরে ঢুকে পড়ল। অধিকাংশ মুসলমান সজাগ হওয়ার আগেই মারা গেল। যারা সময়মতো জাগ্রত হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে সক্ষম হলো, তারা মোকাবেলা করল। খ্রিস্টানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করল। খ্রিস্টান অশ্বারোহীরা নগরীটা ঘেরাও করে রেখেছিল। তারা কাউকে পালাতে দেখামাত্র বর্শা কিংবা তরবারির শিকারে পরিণত করল।

এই সেই হট্টগোল ও ডাক-চিৎকার, যা তাবরিজ টিলার অভ্যন্তরে বসে শুনেছিল। তার বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্রাট বল্ডউইন মুসলমানদের এই বসতিটা অধিবাসীদেরসহ ধ্বংস করে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

'আজ তুমি আমাকে এত দূরে নিয়ে এসেছ কেন?' – তাবরিজ দিরাকে জিজ্ঞেস করল – ' তুমি আজ কথা বলছ না কেন? তুমি সন্ত্রস্ত কেন?'

'কারণ, তুমি আমার সঙ্গ দেবে না' – সুচতুর মেয়ে দিরা বলল – 'আমি তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছি। আগামী কাল ফিরে আসব।'

'কোথায়?'

'কেন, আমার উপর কি তোমার আস্থা নেই?' দিরা তাবরিজকে উভয় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে মুখটা তাবরিজের এত নিকটে নিয়ে যায় যে, তার বিক্ষিপ্ত রেশমি চুলগুলো তাবরিজের গণ্ডদেশ ছুঁয়ে গেল। এই সেই চুল, গুহায় থাকাবস্থায় যা দেখে তাবরিজ যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এখন তো মেয়েটার ভালবাসা তার হৃদয় জুড়ে বাসা বেঁধে বসেছে– 'আমরা আর কত দিন চোরের মতো এভাবে মিলিত হব? এখন আর আমি তোমাকে ছাড়া একটা মুহূর্তও থাকতে পারব না। তোমার হৃদয়ে যদি আমার ভালবাসা থাকে, তা হলে জিজ্ঞেস করো না আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। মনে করো, সেখানে গিয়ে উপনীত হব, যেখানে আমাদের মাঝে ধর্মের দেওয়াল অন্তরায়

www.pathagar.com

হবে না। তুমি পুরুষ। আমাকে দেখো, আমি অবলা নারী হয়ে তোমার ভালবাসার খাতিরে কত বড় ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি।'

দুর্বল মূলত তাবরিজ। দিরা তার বিবেকের উপর জয়ী হয়েছে। এখন তার প্রচেষ্টা তাবরিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে না যাক। দিরা জানে, ফিরে গিয়ে তাবরিজ তার ভিটায় ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ আর স্বজনদের অগ্নিদগ্ধ লাশ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তখন লোকটা পাগল হয়ে যাবে। হয়ত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দিরাকে খুন করে ফেলবে। তাবরিজ দিরাকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে সসম্মানে হেম্‌স এনে পৌঁছানোর বিনিময়ে এবং ভালবাসার খাতিরে তাবরিজকে খ্রিস্টানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। এবার তাকে নিজগৃহ, স্বজনদের ধ্বংস ও করুণ পরিণতি দেখার যন্ত্রণা থেকেও বাঁচাতে চায়।

মেয়েটা তাবরিজকে নিয়ে একদিকে হাঁটা দিল। তাবরিজ তার সঙ্গে কথা বলে চলছে, যেন দিরা তাকে জাদু করেছে।

রাত পোহায়ে ভোর হলো। এখন গোটা হেম্‌স নগরী একটা ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নয়। এখানকার একজন মুসলমানও জীবিত নেই। বড় মসজিদের মিনারটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খতীব ও তার সঙ্গীরা কোনো প্রকার মোকাবেলা ছাড়াই শহীদ হয়ে গেছেন।

এতক্ষণে দিরা তাবরিজকে নিয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর সেনাছাউনির কাছে পৌঁছে গেছে। এবার তাবরিজের মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে উঠেছে। দিরাকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ? দিরা চাপার জোরে তাবরিজকে বুঝ দিয়ে দিল। তাবরিজকে একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে দিরা এক কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলল। কমান্ডার তাকে একটা পথের নির্দেশনা দিলে দিরা তাবরিজকে নিয়ে সেদিকে চলে গেল।

দিরা সম্রাট বল্ডউইনের প্রাসাদোপম তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেল। রক্ষীরা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হয়ে তাকে বল্ডউইনের তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি দিল। তাবরিজকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দিরা তাঁবুতে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর তাবরিজকেও তাঁবুতে ডেকে নেওয়া হলো।

বল্ডউইন তাবরিজকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন– 'এই মেয়েটা তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাচ্ছে। আমরা তার আবদার উপেক্ষা করতে পারি না। তোমার ভয় পাওয়ার কিংবা সন্দেহ পোষণ করার কোনোই কারণ নেই।'

'আমি আমার ধর্ম ছাড়তে পারব না।' তাবরিজ বলল।

'ধর্ম ত্যাগ করতে তোমাকে কে বলেছে?' দিরা বলল।

'তারপর কী হবে?' – তাবরিজ জিজ্ঞেস করল – 'এখানে অবস্থান করে আমি কী করব? আমাকে ফিরে যেতে দাও।'

'তাবরিজ!' – দিরা নিজের প্রতি তাবরিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চোখে চোখ রেখে বলল – 'বলেছিলাম না, আমিও সেখানে যাব, যেখানে তোমাকে যেতে হবে।' কিন্তু তাবরিজ কিছুই বুঝল না।

www.pathagar.com

◆◆◆

ইয্যুদ্দীনের দূত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জবাব নিয়ে ইয্যুদ্দীনের কাছে পৌঁছে গেছে। সুলতান আইউবির নির্দেশনা মোতাবেক ইয্যুদ্দীন ইবনে লাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করব এবং সালাহুদ্দীন আইউবিকে ধোঁকা দেব। তিনি ইবনে লাউনকে একটা সবুজ বাগান দেখালেন, যেন সে তার ফাঁদে আটকে যায়। পরক্ষণেই ইবনে লাউন ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে কারাহেসার এসে হাজির হয়। কারাহেসার একটা উঁচু ও সবুজ-শ্যামল অঞ্চল, যার দর্শনে ইবনে লাউনের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

দিনকয়েক পর সুলতান আইউবি বাহিনী নিয়ে কারাহেসারের সন্নিকটে এসে ছাউনি ফেললেন। বাহিনী ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কিন্তু তিনি বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। এই আশঙ্কাও ছিল যে, আক্রমণে বিলম্ব করলে ইবনে লাউন বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে যাবে। সুলতান আইউবির ধারণা, ইবনে লাউনের সঙ্গে তার কঠিন মোকাবেলা হবে। এই আশঙ্কার ভিত্তিতেই তিনি হাল্বের বাহিনীকেও ডেকে এনেছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করবেন বলে সুলতান আইউবির সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহর চুক্তি আছে।

মধ্যরাতের খানিক পর সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর্মেনীয়দের চৌকিগুলো কোথায়-কোথায় অবস্থিত এবং কোন চৌকিতে কতজন করে সৈন্য আছে, সুলতান আইউবি গোয়েন্দা-মারফত সেসব তথ্য জেনে নিয়েছেন। সেনাসংখ্যা যতই হোক-না কেন তারা সম্পূর্ণ উদাসীন অবস্থায় পড়ে আছে। ইয্যুদ্দীনের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোনো আশঙ্কাই তাদের ছিল না এবং সুলতান আইউবির এত নীরবে সেখানে পৌঁছে যাওয়া ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

আইউবির এই আক্রমণ ছিল তিনতরফা। হামলাকারী প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে ইয্যুদ্দীনের গঠনকরা গাইড ছিল। যে-গ্রুপটি কৃষ্ণসাগরের দিক থেকে আক্রমণ করেছিল, সুলতান আইউবি ছিলেন তাদের সঙ্গে।

কৃষ্ণসাগর ইবনে লাউনের রাজ্যের সীমান্ত। ইবনে লাউন তার উপর নৌকার পুল তৈরি করে রেখেছে। নদীর কূলে আর্মেনীয়দের দুর্গ মুখাযাতুল আহযানের অবস্থান। ইবনে লাউন সে-দুর্গেই অবস্থান করছে। এই দুর্গটা জয় করতে পারলে পুরো এলাকার জয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে-কারণেই সুলতান আইউবি নিজ বাহিনীর এই গ্রুপেরই সঙ্গে থাকছেন। এ-গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুলতান আইউবির ভাতিজা ফররুখ শাহ, যিনি যুদ্ধাভিজ্ঞ ও সাহসী ব্যক্তিত্ব। অপর দুটি গ্রুপ চৌকিগুলোর উপর আক্রমণ করে দুশমনের সৈন্যদের হতাহত ও বন্দি করে ফেলল এবং চৌকিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কয়েকটা জনবসতিতেও অগ্নিসংযোগ করা হলো।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির জানবাজ সৈন্যরা যখন দড়ি বেয়ে দুর্গের প্রাচীরের উপর উঠে গেল এবং মিনজানিকের সাহায্যে ভারী-ভারী পাথর নিক্ষেপ করে দুর্গের দরজা ভেঙে ফেলল, মাত্র তখন ইবনে লাউনের চোখ খুলল। বাহিনী দুর্গে ঘুমিয়ে ছিল। টের পেয়ে জাগ্রত হয়ে ইবনে লাউন দৌড়ে দুর্গের একটা মিনারের উপর উঠে পড়ল। সে দূরে আগুনের শিখা দেখতে পেল। কী ঘটছে এবং তার করণীয় কী ভাবতে-না-ভাবতে সুলতান আইউবির একদল জানবাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার রক্ষীরা যথাসাধ্য মোকাবেলা করে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আইউবির সৈন্যরা ইবনে লাউনকে বন্দি করে ফেলল।

ভোরে সূর্যোদয়ের আগে ইবনে লাউনকে সুলতান আইউবির সম্মুখে এনে দাঁড় করানো হলো। সুলতান দুর্গটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। এ-কাজের জন্য তাঁর এই বাহিনী যথেষ্ট ছিল না। ইয্যুদ্দীনও সুলতানের সঙ্গে আছেন। সুলতান আইউবির পরামর্শ অনুসারে ইবনে লাউন চতুর্দিকে এই নির্দেশসহ দূত পাঠিয়ে দিল, যেন সকল সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে দুর্গের নিকটে এসে জড়ো হয়। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবি ইবনে লাউনের সঙ্গে সন্ধির শর্তাবলি ঠিক করে নিলেন। একটি শর্ত হলো, ইবনে লাউন তার অর্ধেক বাহিনীকে সুলতান আইউবির হাতে তুলে দিবে। আরেকটি শর্ত, ইবনে লাউন সুলতান আইউবিকে কর প্রদান করবে। এরূপ আরও কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হলো, যা ইবনে লাউনকে একজন অথর্ব শাসকে পরিণত করল।

ইবনে লাউনের বাহিনী অস্ত্রসমর্পণ করে দুর্গের কাছে এসে সমবেত হলো। সুলতান আইউবি তাদের আদেশ দিলেন, দুর্গটা এমনভাবে ধ্বংস করে দাও, যেন এখানে দুর্গের কোনো চিহ্ন না থাকে। পরাজিত বাহিনীটা সঙ্গে-সঙ্গে দুর্গ ভাঙার কাজ শুরু করে দিল এবং সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে মাসাফা নামক একটা পল্লীর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি হাল্‌বের বাহিনীকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজ বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য দীর্ঘ সময় প্রদান করলেন। তিনি ইবনে লাউনের যে অর্ধেক বাহিনীকে নিয়ে নিয়েছিলেন, তাদের ইয্যুদ্দীনকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু সুলতান আইউবির জানা ছিল না, তার বাহিনীর ছাউনি পর্বতমালার যে-পাদদেশে অবস্থিত, তার অভ্যন্তরে ও চূড়ায় বল্ডউইনের বাহিনী এসে পৌঁছেছে এবং তাঁর উপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। সুলতান আইউবি সেই এলাকাটাতে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। সেখানে কোনো শত্রুবাহিনীর আগমন ঘটতে পারে, তা তাঁর ধারণায় ছিল না।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, সুলতান আইউবি ইয্যুদ্দীনের বার্তার উপর ভিত্তি করে কেন নিজের এত ব্যাপক পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ইবনে লাউনের মতো একজন গুরুত্বহীন শাসকের বিরুদ্ধে সেনা-অভিযান পরিচালনা করলেন! সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন বটে; কিন্তু যে-পরিমাণ সময় ও সৈন্য নষ্ট হয়েছে, তার মূল্যও ছিল অনেক। আর্নল নামক এক

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতান আইউবি আশপাশের সমস্যাগুলোকে দূর করতে চাচ্ছিলেন। তৎকালের ইতিহাসবেত্তাগণ – যাদের মাঝে আসাদুল আসাদি উল্লেখ্যযোগ্য – লিখেছেন, ইয্যুদ্দীনের বার্তা পাঠ করে সুলতান আইউবি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন।

মোটকথা, সমর বিশেষজ্ঞরা সুলতান আইউবির এ-অভিযানকে যৌক্তিক বলে মেনে নেননি। তারা লিখেছেন, সুলতান আইউবি জানতেন, নিকটেই কোথাও সম্রাট বল্ডউইনের ফৌজ অবস্থান করছে, যারা তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসতে পারে। সুলতান আইউবির ফৌজ যখন পর্বতমালার পাদদেশে ছাউনি স্থাপন করছিল, ঠিক তখন বল্ডউইন তার বাহিনীকে যুদ্ধের বিন্যাসে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ও উপরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এর জন্যও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, বল্ডউইন সময়মতো আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিকই বলতে পারেননি, এটা তার রাজকীয় নির্বুদ্ধিতা ছিল, না-কি অপারগতা ছিল। তিনি যদি তখনই আক্রমণ করতেন, তা হলে এখানেও সুলতান আইউবির সেই পরিণতিই ঘটত, যা রামাল্লায় ঘটেছিল। তিনি পরাজিত হতেন এবং পিছু হটতে বাধ্য হতেন।

♦♦♦

এখানে ছাউনি স্থাপনের পরও সুলতান আইউবি জানতে পারলেন না, সম্রাট বল্ডউইন তার মাথার উপর বসে দাঁতে ধার দিচ্ছেন। উপর থেকে বল্ডউইনের পর্যবেক্ষকরা সুলতান আইউবির তাঁবুর প্রতি নজর রাখছে এবং বল্ডউইনকে আইউবি-বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ অবহিত করছে। সুলতান আইউবির গোয়েন্দাব্যবস্থার দুর্বলতার এটাই বোধহয় প্রথম ঘটনা।

তাবরিজও বল্ডউইনের এ-বাহিনীর সঙ্গে আছে। দিরা এখনও বলেনি তাকে সঙ্গে করে কেন নিয়ে এসেছে। মেয়েটা সম্ভবত তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে গুপ্তচর বানাতে চাচ্ছে। তার মধ্যে দুটি চরিত্র সমানভাবে কাজ করছে। ক্রুশের আনুগত্য ও তাবরিজের ভালবাসা। তাবরিজকে নিয়ে বল্ডউইনের কোনো ভাবনা না থাকলেও দিরার প্রতি তার দুর্বলতা আছে। দিরা অতিশয় রূপসী মেয়ে। একদিন দিরা বল্ডউইনকে বলল, আমাকে সামনের ছাউনিতে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু বল্ডউইন তাকে ধরে রাখলেন।

একদিন বল্ডউইনের গোয়েন্দারা সংবাদ জানাল, সুলতান আইউবির ফৌজ তালখালেদ অভিমুখে রওনা হয়েছে। বল্ডউইনের কল্পনায়ও ছিল না, সুলতান আইউবি ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তার বাহিনীকে মাসাফার পার্বত্যাঞ্চল অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তার পরিকল্পনা হলো, তিনি সুলতান আইউবিকে এই পার্বত্যাঞ্চলে টেনে এনে লড়াবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি তার সৈন্যদের পাহাড়ের উপযুক্ত এলাকা এবং গোপন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আউইবির জন্য বিশাল এক ফাঁদ পেতেছেন বল্ডউইন।

www.pathagar.com

বল্ডউইনের এই আদেশ শুনে দিরা বলল, আমি আপনার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। তাবরিজের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিরা অবহিত করেছিল, কেন সে তাবরিজকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। এখন বল্ডউইন যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছেন। তো দিরার এখন তার সঙ্গে থাকায় কোনো লাভ নেই। কিন্তু বল্ডউইন দিরাকে ছাড়তে নারাজ।

'আমার কাছে মেয়ের অভাব নেই' – বল্ডউইন বললেন – 'কিন্তু তুমিই প্রথম নারী, যে আমার হৃদয়টাকে জয় করে নিয়েছে। তুমি কাছে থাকলে আমার আত্মা শান্তি পায়। আরও কটা দিন তুমি আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করো।'

দিরা তার সম্রাটদের স্বভাব-চরিত্র ভালোভাবেই জানে। বল্ডউইনের উদ্দেশ্য বোঝা তার পক্ষে কঠিন নয়। সে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল, বিষয়টা যদি আত্মার শান্তি হয়, তা হলে সেই সুখ আমি ওই মুসলিম যুবকের কাছ থেকেই লাভ করছি, যার গোটা পরিবারকে হত্যা করিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ফিরছি। জানি না তার পরিজনকে হত্যা করিয়ে এবং সেই সংবাদ তার থেকে গোপন রেখে আমি যে পাপ করেছি, আমার বিবেক আমার থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে আদায় করবে।'

'তোমারও আত্মা আছে?' – বল্ডউইন তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন – 'তোমারও হৃদয় আছে? মুসলিম আমিরদের সঙ্গে রাতযাপনকারী নারী পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করারও ভাবনা ভাবতে পারে?'

'আপনার সম্মুখে আমি শুধুই একটা দেহ – একটা মনোহারী শরীর' – দিরা বলল – 'আর যখন আমি তাবরিজের সামনে থাকি, তখন আমি আত্মা হয়ে যাই – প্রেমপিয়াসী আত্মা।'

বল্ডউইন রাজা। তিনি রাজার মতো আদেশ করলেন – 'তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।' দারোয়ানকে ডেকে বললেন– 'আমাদের তাঁবুতে যে-মুসলমানটা থাকে, তার পায়ে শিকল পরিয়ে দাও।'

বল্ডউইন যখন মাসাফার পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাবরিজ শিকলপরা কয়েদি আর দিরা বন্দিনী শিকলছাড়া। রক্ষীদের চোখে দুজনই আসামী। দুজনই অপরাধী।

বল্ডউইন বাহিনীর বিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবসর হয়ে তিনি দিরাকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিতে শুরু করলেন। তিনি দিরার সম্মুখে তাবরিজকে বেত্রাঘাত করতে আদেশ দিলেন। তাবরিজের পিঠে হান্টারের আঘাত পড়ছে আর চিৎকার বেরুচ্ছে দিরার মুখ থেকে। বল্ডউইন দিরাকে বললেন– 'তুমি আমার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার মুখের উপর কথা বলার শাস্তি দিচ্ছি।'

তাবরিজ বোবা ও বধির হয়ে গেছে যেন। তার কিছুই বুঝে আসছে না, এসব কী ঘটছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এই শাস্তি তাকে দিরা দেওয়াচ্ছে। দিরার চিৎকার-আহাজারিতে সে বুঝে ফেলেছে, মেয়েটাও মজলুম।

www.pathagar.com

তাবরিজ নির্যাতন সহ্য করতে থাকল।

কিন্তু একদিন দিরার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে বল্ডউইনের কাছে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল– 'আপনি যত দিন বলবেন এবং যেভাবে বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকব। আমি তাবরিজকে পরিত্যাগ করেছি।'

বল্ডউইনের নির্দেশে তাবরিজের হাত-পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হলো এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। দিরা সম্রাট বল্ডউইনের বিনোদসঙ্গিনীতে পরিণত হয়ে গেল।

দিনকয়েক পর একরাতে বল্ডউইন মদ ও দিরার রূপে মত্ত হয়ে দিরাকে বলল– 'আমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবিকে তাবরিজের মতো শিকল পরিয়ে তোমার সম্মুখে এনে দাঁড় করাই, তা হলে কি স্বীকার করবে, আমি অত বৃদ্ধ নই, যতটা তুমি মনে করছ?'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে বলব, আমি রাজা বল্ডউইনের রানি' – দিরা বলল – 'তাই তোমার তরবারিটা আমার পায়ে রেখে দাও।'

'দুটা দিন অপেক্ষা করো। কাজটা আমি করে দেখাব।' বল্ডউইন বললেন।

'মনে হয় পারবেন না।' দিরা বলল।

'তুমি দেখনি, সালাহুদ্দীন আইউবি আমার পায়ের উপর ছাউনি ফেলে রেখেছে' – বল্ডউইন বললেন – 'পরশু ভোরের আঁধারে আমরা তার উপর আক্রমণ চালাব। কী ঘটছে, জানতে-না-জানতেই তিনি আমার কয়েদি হয়ে যাবেন। এখানে আমার উপস্থিতির কথা তার জানা নেই।'

◆◆◆

তাবরিজ এখন মুক্ত। বল্ডউইন তার ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। এখন সে রাজ-অতিথি। সকালে দিরা তার তাঁবুতে প্রবেশ করল। দেখে হঠাৎ চমকে উঠে সে কথা বলতে শুরু করল।

'কথা বলার সময় নেই' – দিরা বলল – 'আজ আমি তোমার উপকারের প্রতিদান আর ভালবাসার উত্তর দেব। আমি যা বলি, তা-ই করবে – আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। আমি অনেক পাপ করেছি। তোমার হেম্‌স ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি ওখানে যেয়ো না। তোমার জন্মভূমি এখন শুধুই ধ্বংসাবশেষ। তোমার পরিবারের লোকদের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই।'

দিরা তাবরিজকে এই ধ্বংসযজ্ঞের এবং তাকে রক্ষা করার বৃত্তান্ত শুনিয়ে বলল– 'তোমাদেরকে বল্ডউইনের বাহিনী থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। এখনই এই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাও, যেন কেউ দেখতে না পায়। সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট গিয়ে তাঁকে বলো, খ্রিস্টান বাহিনী তাঁর মাথার উপর বসে আছে এবং তারা পরশু আক্রমণ করবে।'

দিরা তাবরিজকে বল্ডউইনের আক্রমণ-পরিকল্পনা শুনিয়ে বলল– 'এখন আর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না; অন্যথায় এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমি

www.pathagar.com

তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের গন্তব্য আলাদা। আজ আমরা উভয়ে আপন-আপন গন্তব্য পেয়ে গেছি।'

দিরা যদি হেম্‌সের ধ্বংসলীলা ও গণহত্যার কাহিনী না শোনাত, তা হলে তাবরিজ ওখান থেকে এত তাড়াতাড়ি উঠত না। চোখে অশ্রু নিয়ে তাবরিজ দিরা থেকে আলাদা হয়ে গেল।

রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তাবরিজ চুপি-চুপি হাঁটতে শুরু করল এবং সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে গেল।

তাবরিজ সুলতান আইউবির বাহিনীর ছাউনিতে এসে বলল– 'আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তাবরিজকে সুলতানের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। সুলতান আইউবি ধৈর্যের সঙ্গে তার কাহিনী শুনলেন এবং তার থেকে বল্ডউইনের ফৌজ ও তার পরিকল্পনার তথ্য জ্ঞাত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সালারদের তলব করে তাদের জরুরি নির্দেশনা প্রদান করলেন।

সম্রাট বল্ডউইন তৃতীয় রাতে সুলতান আইউবির ছাউনি এলাকায় আক্রমণ করলেন। কিন্তু সেখানে তাঁবুর সারি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁবুতে সৈন্য নেই। হঠাৎ আকাশে সলিতাওয়ালা তিরের স্ফুলিঙ্গ উড়তে এবং তাঁবুগুলোর উপর এসে পড়তে শুরু করল। তাঁবুগুলোতে শুক্‌না ঘাস ভরে তাতে তরল দাহ্যপদার্থ ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো এসে পতিত হওয়ামাত্র ভয়ানক অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে গেল।

এই অবস্থা দেখে বল্ডউইন আক্রমণের জন্য আরও সৈন্য পাঠালেন। ডান ও বাঁ দিক থেকে তির এসে তাদের উপর আঘাত হানতে শুরু করল। রাত পোহাতে-না-পোহাতে বল্ডউইনের উপত্যকায় লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের উপর আক্রমণ হয়ে গেল। এবার বল্ডউইন বুঝতে পারলেন, তিনি সুলতান আইউবির উপর অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ চালাতে পারেননি। বরং নিজেই আইউবির ফাঁদে এসে পড়েছেন।

বল্ডউইন একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজবাহিনীর পরিণতি দেখতে শুরু করলেন। এমন সময় পিছন থেকে শাঁ করে একটা তির তার প্রতি ধেয়ে এল। কিন্তু তিরটা তার দুজন দেহরক্ষীর গায়ে বিদ্ধ হলো। তিনি পালিয়ে নিচে নেমে এলে সম্মুখ থেকে সুলতান আইউবির সৈনিকরা ছুটে এল।

বল্ডউইন একটা সরু পথে পালিয়ে গেলেন।

১১৭৯ সালের অক্টোবর মাসের এই যুদ্ধে বল্ডউইন বন্দি হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। সুলতান আইউবি রামাল্লার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। তাঁর বাহিনীর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা হয়ে উঠল। আর তাবরিজ ও দিরা ইতিহাসের আঁধারে হারিয়ে গেল।

www.pathagar.com

জোহর নামায আদায় করে জায়নামাযে বসে তাসবীহ জপছেন রজী' খাতুন। খাদেমা কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে সমাহিত কণ্ঠে বলল– 'খালাম্মা! আপনার মেয়ে শামসুন্নিসা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে; সঙ্গে আরও লোক আছে।'

রজী' খাতুন প্রথমে কিছুক্ষণ অপলক চোখে খাদেমার পানে তাকিয়ে থাকলেন। পরক্ষণেই তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করল।

মা-মেয়ের মাঝে যখন বিরহ ঘটে, তখন মেয়ের বয়স ছিল ৯ বছর। এখন পনেরো। সংবাদ পাওয়ামাত্র মায়ের 'কই আমার বাছা' বলে ছুটে বেরিয়ে এসে কলজেছেঁড়া ধন মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা ছিল। কিন্তু মা কঠিন গলায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– 'ও কেন এসেছে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে খালাম্মা!' – খাদেমা বলল – 'মনে হয় ও আপনার কোলে ফিরে এসেছে।'

রজী' খাতুন নীরব হয়ে গেলেন। খাদেমা দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পর মাথা তুলে বললেন– 'ওকে ফিরে যেতে বলো। বলো, ও ওর বিশ্বাসঘাতক ভাইয়ের কাছে চলে যাক। আমার চোখের সামনে আসবার দুঃসাহস যেন ও না দেখায়।'

'আপনার ছেলে যখন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, ও তো তখন অবুঝ ছিল – মাত্র ৯ বছর' – খাদেমা বলল – 'অবুঝ মেয়েটা কি জানত ভাই তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!'

'আমি জানি ওকে ওর ভাই-ই পাঠিয়েছে' – রজী' খাতুন বললেন – 'কেন পাঠিয়েছে তা-ও বলতে পারি। আমার পুত্র গাদ্দার ও আত্মমর্যাদাহীন। আমি মেয়েকে দেখা দেব না।'

রজী' খাতুন নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা। আপনারা পড়ে এসেছেন, ইসলামের অতন্দ্রপ্রহরী নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর পর তাঁর আমির-উজির ও কতিপয় আমলা তাঁর বালক পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে রাজার আসনে আসীন করেছিল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। শামসুন্নিসা তার ছোট বোন। বয়স ৯ বছর। নুরুদ্দীন জঙ্গির শাসনামলের কতিপয় আমির ও দুর্গপতি স্বায়ত্ত্বশাসন ঘোষণা করলেন এবং বাগদাদের খেলাফত থেকে মুক্ত হয়ে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। সুলতান আইউবি সে-সময়ে মিসর ছিলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল, তাঁরা তাদেরকে ভোগ-বিলাসিতা করতে দিচ্ছেন না; জীবনের সকল সুখ-আহলাদ পরিত্যাগ করে

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের প্রত্যয়-পরিকল্পনাকে চুরমার করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণ ঘটানোই তাদের একমাত্র ব্রত। নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সুলতান আইউবির এই নিরানন্দ জিহাদি জীবনধারা বরণ করে নিতে পারেননি তাদের এই বিলাসী আমির-উজিরগণ।

বিদ্রোহী এই আমিরদের উপর ক্রুসেডারদের প্রভাব ছিল বিস্তর। সে কারণে ভোগ-বিলাসিতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য চরিত্রে পরিণত হয়। খ্রিস্টানদের প্রেরিত নারী আর সোনা-মাণিক্য তাদের ঈমান ক্রয় করে ফেলেছিল। নুরুদ্দীন জঙ্গি মৃত্যুবরণ করেছেন। এবার এই লোকগুলো সুলতান আইউবিকে পরাজিত করে তাঁর শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। তারা জঙ্গি মরহুমের অর্ধেক ফৌজকে বিদ্রোহী বানিয়ে ফেলেছেন। সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবি মাত্র সাতশো অশ্বারোহী নিয়ে দামেশ্ক প্রবেশ করেন। জনগণ তাঁকে স্বাগত জানায়। নগরীর বিচারক তাঁকে ফটকের চাবি দিয়ে দেন। কিন্তু দামেশ্কের ফৌজের বিদ্রোহী অংশটা তাঁর মোকাবেলা করে। এটা ছিল গৃহযুদ্ধ। নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা সুলতান আইউবির সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে চাচ্ছিলেন।

এক রাতেই বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজয় ঘটে। রাতেই আল-মালিকুস সালিহ, তার আমির-অনুচরবৃন্দ, দু-তিনজন সালার ও বিদ্রোহী বাহিনী দামেশ্ক থেকে পালিয়ে হাল্‌ব চলে যান। আল-মালিকুস সালিহ আপন বোন শামসুন্নিসাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যেসব আমির ও দুর্গপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তাদের মধ্যে হাররানের দুর্গপতি গোমস্তগিন ও মসুলের আমির সাইফুদ্দীন উল্লেখযোগ্য।

আল-মালিকুস সালিহ হাল্‌বকে নিজের রাজধানী বানিয়ে নেন। পরে এই নগরীটি তার, গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়। সবার কাছে খ্রিস্টান উপদেষ্টা এসে পড়ে। তাদের সঙ্গে মদ আর এমনসব নারীও আসে, যারা শুধু অপরূপা সুন্দরীই নয় – গুপ্তচরবৃত্তি ও চিন্তা-চেতনা বিধ্বংসের ওস্তাদও বটে। খ্রিস্টানরা তাদের সহযোগিতা দিয়ে অপপ্রচার-মিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে, তাদের অন্তরে সুলতান আইউবির বিরোধিতা ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সুলতান নুরুউদ্দীন জঙ্গির স্ত্রী দামেশ্ক থেকে যান। সেখানে তিনি মেয়েদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। বয়সে তিনি এখনও বার্ধক্যে উপনীত হননি। মাত্র দুই সন্তানের জননী। দুজনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। দুজনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বুকে পাথর বেঁধে নেন এবং এই বলে সান্ত্বনা নেন যে, স্বামীর সঙ্গে আমার সন্তানরাও মরে গেছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে মমতা উথলে উঠছে এবং চোখে অশ্রু নেমে আসছে। মায়ের মন বলে কথা।

সুলতান আইউবি হাল্‌ব ও হাররানে গোয়েন্দা প্রেরণ করেছেন। তারা ভয়ংকর-ভয়ংকর রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। ওখানে খ্রিস্টানরা জোরেশোরে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি মিসর থেকে ফৌজ তলব করেন। দামেশ্‌কের বাহিনীর বড় অংশটি তাঁর সঙ্গে। তিনি প্রথমে বিদ্রোহী আমিরদের কাছে বার্তা পাঠালেন, তোমরা ইসলামের মর্যাদার খাতিরে খ্রিস্টানদের হাতে খেলো না এবং তাদের সঙ্গ দিয়ো না। এসো, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে ইসলামি দুনিয়া থেকে উৎখাত করে ইউরোপ দখল করে নিই। কিন্তু ঈমান নিলামকারী আমিরগণ সুলতান আইউবির দূতদের লাঞ্ছিত করে বিদায় করে দেন। গোমস্তগিন সুলতান আইউবির দুজন দূতকে বন্দি করে ফেলেন।

সুলতান আইউবি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রজী' খাতুন তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য দামেশ্‌ক থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে যান। ফিরে আসার সময় বললেন– 'আমার পুত্র যদি আপনার তির-তরবারি-বর্শার আয়ত্তে এসে পড়ে, তা হলে ভুলে যাবেন ও আমার সন্তান। ও বিশ্বাসঘাতক। ওর লাশ পাওয়া গেলে দাফন করবেন না; শৃগাল-শকুনদের জন্য ফেলে রাখবেন।'

মায়ের চোখ শুষ্ক। কিন্তু সুলতান আইউবির দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। রজী' খাতুন বয়সে সুলতানের ছোট। তিনি সুলতানের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিগলিত কণ্ঠে বললেন– 'আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করুন।'

রজী' খাতুন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাহিনীর যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

এখান থেকেই মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের দীর্ঘ ও খুনরাঙা যুগের সূচনা হয়। সুলতান আইউবিকে মুসলিম আমিরদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ লড়তে হয়েছিল, সে-কাহিনী আপনারা বিস্তারিত পড়েছেন। খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা ছিল, তারা নিজেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাদের আপসে লড়াবে এবং ঐক্যের সঙ্গে তাদের সামরিক শক্তিটাকেও নিঃশেষ করে দেবে। পাশাপাশি তারা হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতকদের দ্বারা বহুবার সুলতান আইউবির উপর সংহারী আক্রমণও করিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ প্রতিবারই ইসলামের এই অতন্দ্র প্রহরীটাকে রক্ষা করেছেন।

তিন-চার বছর যাবত মুসলমানরা আপসে যুদ্ধ করে-করে মরতে থাকে। মহান আল্লাহ প্রতিটি যুদ্ধে সুলতান আইউবিকে বিজয় দান করেন। এক যুদ্ধে নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীর প্রেরিত কয়েকশো মেয়েও লড়াই করে যুদ্ধের পট-পরিবর্তন করে দিয়েছিল। কিন্তু সুলতান আইউবি কঠোর নির্দেশ জারি করে দেন, আগামীতে কোনো নারী রণাঙ্গনে আসবে না।

সর্বশেষ যুদ্ধে সুলতান আইউবি হাল্‌ব পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং হাল্‌বের প্রতিরক্ষাদুর্গ এজাজ দখল করে নেন। আল-মালিকুস সালিহ স্বীয় বোন শামসুন্নিসাকে কয়েকজন দূতের সঙ্গে সন্ধির প্রতিশ্রুতিসহ সুলতান আইউবির কাছে প্রেরণ করেন এবং বোনের মাধ্যমে সুলতানের কাছে আর্জি পেশ করান, এজাজ দুর্গটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। সুলতান আইউবি জঙ্গির মেয়েকে সস্নেহে গলায় জড়িয়ে ধরেন এবং আবেদন মঞ্জুর করে নেন। তিনি এজাজ দুর্গ জঙ্গির

www.pathagar.com

মেয়েকে দান করেন এবং কয়েকটি শর্ত আরোপ করে আল-মালিকুস সালিহকে হাল্‌বের আধা স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। তার মধ্যে একটি শর্ত ছিল, সুলতান আইউবির যখন সৈন্যের প্রয়োজন হবে, আল-মালিকুস সালিহ তাঁকে সৈন্য দিবেন। গোমস্তগিনকে আল-মালিকুস সালিহ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করেন। অবশিষ্ট আমিরগণ সুলতান আইউবির আনুগত্য মেনে নেন।

কারাহেসারের শাসক ইবনে লাউন ও খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে পরাজিত করল। এখন সুলতান আইউবি উক্ত অঞ্চলেরই কোনো একস্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। খ্রিস্টানরা তাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করছে, আইউবির পরবর্তী অগ্রযাত্রা কোন দিকে হবে।

◆◆◆

নভেম্বর ১১৮১ মোতাবেক রজব ৫৭৭। আল-মালিকুস সালিহ'র বোন শামসুন্নিসা হাল্‌ব থেকে দামেশ্‌কে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তার সঙ্গে রক্ষীবাহিনী আছে। খাদেমা নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীকে সংবাদ জানাল। কিন্তু তিনি মেয়েকে সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। খাদেমাও নারী। সে রজী' খাতুনকে সম্মত করার লক্ষ্যে বলল– 'মেয়েটা এতটা দূর থেকে এত দিন পর এল; আপনি অন্তত তাকে ভেতরে ডেকে এনে বলে দিন, তুমি চলে যাও। মমতা বলতে একটা কথা তো আছে খালাম্মা!'

'আমার মমতা মরে গেছে।' রজী' খাতুন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন।

এমন সময় এক তরুণী রজী' খাতুনের নামাযকক্ষে প্রবেশ করল। মেয়েটার চুল, মুখমণ্ডল ও পোশাকে ধূলির স্তর জমে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মানুষটা দীর্ঘ সফর করে এসেছে। রজী' খাতুন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কে?'

মেয়েটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। খাদেমা একধারে সরে গেছে। রজী' খাতুন ধীরে-ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর বাহুদ্বয় আপনা-আপনি প্রসারিত হয়ে গেল। মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল– 'তুমি? আমার কন্যা? আমার শামসুন্নিছা?' রজী' খাতুন ধীর পদবিক্ষেপে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছেন আর ক্ষীণ গলায় বলছেন– 'তুমি এতটা বড় হয়ে গেছ!'

শামসুন্নিসা দরজা ঘেঁষে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

এখন মা-মেয়ের মধ্যখানে ব্যবধান দু-তিন পা মাত্র। রজী' খাতুন হঠাৎ থেমে গেলেন। তার প্রসারিত বাহু গুটিয়ে এল। এতক্ষণ ঠোঁটে যে-মুচকি হাসির আভা পরিলক্ষিত হচ্ছিল, হঠাৎ তা উবে গেল। দু-তিন পা অগ্রসর হওয়ার স্থলে তিনি দু-তিন পা পিছিয়ে গেলেন। হাসি-হাসি দাঁতগুলো রাগে কড়মড় করে উঠল। মায়ের হৃদয়সাগরে মমতার যে-ঢেউ উত্থিত হতে শুরু করেছিল, তা মিইয়ে গেল।

'তুমি এখানে কেন এসেছ?' মা চাপা অথচ রোষান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

'মা!' – শামসুন্নিছা দুবাহু প্রসারিত করে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল – 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বারো দিনের পথ আমি তিন দিনে পাড়ি দিয়ে এসেছি মা!'

'কিন্তু কেন এসেছ?' – রজী' খাতুন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন – 'আমার কাছে এসো না, দূরে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও। আমি ক্রুসেডারদের ছায়ায় লালিত একটা মেয়েকে আমার কাছে ঘেঁষতে দিতে পারি না।'

'মা! আগে আমার দুটা কথা শোনো' – শামসুন্নিছা অতিশয় মিনতির স্বরে বলল – 'তুমি আমার গায়ের ধুলাবালি দেখো।'

'এই ধুলা থেকে আমি মুজাহিদীনে ইসলামের রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছি' – রজী' খাতুন বললেন – 'সেই মুজাহিদদের রক্ত, যারা আমার পুত্রের বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছে। এ গৃহযুদ্ধের রক্ত।'

'মা!' – শামসুন্নিছা সম্মুখে এগিয়ে এসে মায়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। সে কাঁদছে আর বলছে – 'ভাইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত মা! হয়ত এতক্ষণে মারা গেছেন। তিনি মা-মা করে আপনাকে ডাকছেন। ভাইয়া বড় কষ্টে আছেন মা। আমাকে তিনি আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, তুমি মাকে নিয়ে আসো; আমি তার থেকে দুধের দাবি আর গুনাহ মাফ করাব।'

'আমি তার দুধের দাবি ক্ষমা করতে পারি' – রজী' খাতুন বললেন – 'কিন্তু তার সেই খুন কে ক্ষমা করবে, যা সে মুসলমানের সন্তান হয়ে মুসলমানদের ঝরিয়েছে? মা আপন পুত্রের গাদ্দারির অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না।'

'ভাইয়া আপনার একমাত্র পুত্র মা' – শামসুন্নিছা বলল – 'তিনি আপনার মহান স্বামীর একমাত্র স্মৃতি।'

'কিন্তু সে পিতার মহত্ত্ব-মর্যাদাকে ক্রুসেডারদের পায়ের তলে নিক্ষেপ করেছে।' রজী' খাতুন বললেন।

'তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছেন' – শামসুন্নিছা বলল – 'এখন আর তাদের আপসে কোনো যুদ্ধ হবে না।'

'তুমি কি আমাকে কসম খেয়ে বলতে পারবে, ওর কাছে কোনো খ্রিস্টান নেই' – রজী' খাতুন গর্জে উঠে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন – 'ওর হেরেমে কি কোনো ইহুদি-খ্রিস্টান মেয়ে নেই? এখন ও আঠারো বছর বয়সের যুবক। ওর ঘোড়াও এখন টের পায় পিঠের আরোহী একজন পুরুষ। তুমি যদি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পার, আমার পুত্রের দরবার থেকে খ্রিস্টানদের অশুভ ছায়া সরে গেছে, তা হলে বারো দিনের যে-দূরত্ব তুমি তিন দিনে পাড়ি দিয়ে এসেছ, সেই পথ আমি দেড় দিনে অতিক্রম করে আমার মুমূর্ষু পুত্রের কাছে পৌঁছে যাব।'

'ভাইয়ার এখন কোনো নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও শক্তি নেই মা' – শামসুন্নিছা বলল – 'আপনি তার জন্য দু'আ করুন।'

'আমি দু'আ করব না' – রজী' খাতুন বললেন – 'আমি তাকে অভিশাপও দেব না।'

www.pathagar.com

আবেগে রজী' খাতুনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তবু তিনি থামছেন না। থামতে পারছেন না। বললেন– 'আমি কাউকে বদদু'আ দিই না। কিন্তু কোনো মায়ের 'আহ' মহান আল্লাহ উপেক্ষা করেন না। আমার ছেলে ক্ষমতার লোভে খ্রিস্টানদের ক্রীড়নক হয়ে হাজার-হাজার মুসলমানকে শহীদ করেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের মা, স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মুখে লজ্জিত হতে পারব না। আমার হৃদয় উজাড়করা মমতা তাদের জন্য নিবেদিত। খুনী পুত্রের প্রতি আমার একবিন্দু মমতা নেই।'

'ভাইয়া নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছেন মা।' শামসুন্নিছা কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল।

'এ-ও এক প্রতারণা মনে হচ্ছে' – রজী' খাতুন বললেন – 'আমি জানি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি হাল্‌ব দখল করে নেওয়ার পর ও তোমাকে এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আইউবির কাছে পাঠিয়েছিল। মহান সুলতান তোমাকে নিজের কন্যা মনে করে তোমাদেরকে দুর্গটা দান করেছেন। ও আগেই নিজে সুলতানের দরবারে এল না কেন? পরাজিত হওয়ার পর তো ওর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নিজে এসে তরবারিটা আইউবির পায়ে রাখা দরকার ছিল। আইউবি ওর শত্রু ছিলেন না। ও তো তাঁকে মামা ডাকত। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, গাদ্দাররা ঈমানদারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সাহস হয় না। যারা নিজেদের ঈমান নিলাম করে দেয়, তারা কাপুরুষ ও প্রতারক হয়। আমার পুত্র মালিকুস সালিহ গাদ্দার, কাপুরুষ, প্রতারক।'

'এত পাষাণ হয়ো না মা!' শামসুন্নিছা মিনতির সুরে বলল।

'এই গৃহযুদ্ধে যত মুসলমান শহীদ হয়েছে, তাদের মায়েরা অন্তরে পাথর বেঁধে রেখেছে' – রজী' খাতুন বললেন – 'তারা বলতে লজ্জাবোধ করছে, যে সন্তানদের তারা ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠিয়েছিল, তারা আপসে যুদ্ধ করে মারা গেছে। সেই মায়েদের দায়িত্ব কে বহন করবে? বহন করবে আমার ছেলে!'

'তখন তো তিনি অনেক ছোট ছিলেন মা!'

'তা হলে আমার কাছেই থাকত' – রজী' খাতুন বললেন – 'আমি যা বলি শুনত। যখনই তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল, আমার কাছে ফিরে আসত। হাল্‌বকে সুলতান আইউবির হাতে অর্পণ করে দিত। তা তো সে করেনি।... তুমি চলে যাও। ইসলামের মায়েরা যদি মমতার জালে আটকা পড়ে যায়, তা হলে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আমি মাতৃমমতাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। আমার দেহ শহীদ হয়ে গেছে।'

'মায়েরা কি গর্ভজাত কন্যাদের এভাবে বিদায় করে দেয় মা! বলো মা, বলো!' শামসুন্নিছা বলল।

'তুমি আমার কাছে থাকো' – রজী' খাতুন মেয়েকে বললেন – 'তবে শর্ত থাকবে, আমার সামনে কখনও ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করবে না।'

www.pathagar.com

'এটা সম্ভব নয় মা! এটা সম্ভব নয়' – শামসুন্নিছা বলল – 'যে-ভাইটি তার বোনকে অপত্যস্নেহে লালন-পালন করে বড় করেছে, সে তার নাম মুখে নেবে না কেন মা!'

'তা হলে সেই ভাইয়ের কাছেই চলে যাও' – রজী' খাতুন বললেন – 'তুমি খ্রিস্টানদের ছায়ায় বড় হয়েছ। এখানকার মেয়েদের দেখো, তারা ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত। আমি যখন তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করি, তাদের রাগ-ধমক দিই, তখন ভয় লাগে, কেউ বলে বসে কি-না, নিজের মেয়ের খবর নেই; আমাদের ধমকায়। তুমি কি এই নোংরা বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে যে, আমার ছেলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মদপান করে এবং তার হেরেমে খ্রিস্টান ও ইহুদি মেয়েরা আছে?'

শামসুন্নিছা মাথাটা নত করে ফেলল। অভিযোগটা সে অস্বীকার করতে পারল না।

'যাও, হাত-মুখ ধুয়ে মায়ের ঘরে কিছু খেয়ে চলে যাও' – রজী' খাতুন বললেন – 'ফিরে গিয়ে যদি আমার ছেলেকে জীবিত পাও, তা হলে বলবে, মা তোমার দুধের দাবি ক্ষমা করে দিয়েছেন; কিন্তু শহীদের রক্তের দাবি ক্ষমা করেননি। তাকে বলবে, তোমার বুকে যদি খ্রিস্টানদের তির বিদ্ধ হতো আর তুমি সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে জীবন কুরবান করে দিতে, তা হলে তোমার মা উড়ে চলে আসতেন এবং তোমার মৃতদেহ বুকে করে দামেশ্‌ক নিয়ে যেতেন আর গর্বভরে বলতেন, এই আমার শহীদ পুত্রের মাজার। এখন আমি কী বলব? মায়ের গর্ব তো পুত্র কেড়ে নিয়ে গেছে।'

শামসুন্নিছা অনেকক্ষণ যাবত নীরব দাঁড়িয়ে থাকল। তার মাথাটা অবনত। পরক্ষণে যখন মাথা তুলল, ততক্ষণে উভয় গণ্ডদেশে ধূলির যে স্তর জমাট হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে অশ্রুর নদীর মতো রাস্তা হয়ে গেছে। হঠাৎ মেয়েটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের আঁচল ধরে চুমো খেয়ে চোখের সঙ্গে লাগাল। সচেতন মেয়ে শামসুন্নিছা মাকে বুকে জড়িয়ে ধরল না। কারণ, মায়ের নিষেধ আছে, খ্রিস্টানদের ছায়ায় লালিত মেয়ে যেন তার কাছে না ঘেঁষে।

শামসুন্নিছা খ্রিস্টানদের ছায়ায় লালিত মেয়েই বটে। এই মহাসত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না। শামসুন্নিছা উঠে দাঁড়িয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলল– 'তিনি আমার ভাই, আমার শৈশবের সঙ্গী। সম্ভবত তিনি বাঁচবেন না। আমি তার কাফন-দাফনের পর আপনার কাছে ফিরে আসব মা।'

'কী জন্য?' রজী' খাতুন নিরতিশয় কঠিন ও তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন।

'আমি এমন একটা পুত্রসন্তান জন্ম দেব, যে আল্লাহর পথে শহীদ হবে' – শামসুন্নিছা বলল – 'আপনার পুত্রের বিনিময়ে আমি এমন একটা পুত্রের জন্ম দেব, যার কবরের উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে আপনি গর্বের সঙ্গে বলবেন, এটি আমার নাতির মাজার।... আমি ফিরে আসব মা, আমি ফিরে আসব। আপনি

www.pathagar.com

আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে রাখুন। আমি চোখ বন্ধ করে এসেছিলাম। এখন চোখ খুলে ফিরে যাচ্ছি। আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিজহাতে ভাইয়ার কাফন পরাতে পারি।... বিদায় মা, বিদায়।'

শামসুন্নিছা পা টিপে-টিপে ধীরে-ধীরে সভয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। এখন বুক ফুলিয়ে, ঘাড় উঁচু করে লম্বা পদবিক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

রজী' খাতুন মেয়ের প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। তিনি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল– 'মেয়ে আমার!' তিনি দরজাটা সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকালেন। বাইরে থেকে শামসুন্নিছার কণ্ঠ ভেসে এল। মেয়েটা গর্জন করে বলছে– 'ইবনে আজর! সকল আরোহীকে ডাকো, জলদি করো। হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হও। তাড়াতাড়ি করো।'

মা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। মেয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অশ্বারোহী কাফেলার সকলের সামনে চলে গেছে। তার আদেশে কাফেলার গতি উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে।

রজী' খাতুন দরজা বন্ধ করে দিলেন। চোখ তার অশ্রু-আবিল। খাদেমা ভিতরে প্রবেশ করলে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন– 'আহা, মেয়েটা আমার না খেয়েই চলে গেল!'

◆◆◆

মা-মেয়ের এই মিলন-ঘটনা ১১৮১ সালের নভেম্বর মাসের। সুলতান আইউবির ইবনে লাউনকে পরাজিত করে তারই বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা তার দুর্গকে নিশ্চিহ্ন করা এর দু-বছর আগের ঘটনা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষগুলো নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তার পরপরই সুলতান আইউবি খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনকে পরাজিত করেছিলেন। কৃতিত্বটা ছিল মূলত একজন মুসলিম গোয়েন্দার। তারই সময়োচিত রিপোর্টের ভিত্তিতে সুলতান আইউবি এই সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

এটা বল্ডউইনের দ্বিতীয় পরাজয়। এর আগে তিনি সুলতান আইউবির ভাই আল-আদিলের হাতে এমনিভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন। এবার আইউবি তার কোমর ভেঙে দিয়ে একেবারে বসিয়ে দিয়েছেন। এখন আর তার উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু ওখানে খ্রিস্টান সম্রাট একা তিনিই তো নন। ইসলামি দুনিয়ায় একাধিক খ্রিস্টান বাহিনীর উপস্থিতি বিদ্যমান। তারা অন্তরের দিক থেকে একে অপরের প্রতিপক্ষ; কিন্তু সকলের শত্রু অভিন্ন হওয়ায় তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেন। সকলেরই কামনা, কীভাবে একাকি অধিকতর অঞ্চলে দখল প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ-লক্ষ্যেই বল্ডউইন একাকি আল-আদিল ও সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার সৈন্য ও উপকরণের অভাব নেই। অস্ত্রও আছে বিস্তর। আছে বিপুলসংখ্যক শক্তিশালী উট-ঘোড়া। কিন্তু তারপরও তিনি হেরে গেলেন।

www.pathagar.com

বিক্ষিপ্ত সৈনিকদের একত্রিত করতে কিছু সময় লেগে গেল বল্ডউইনের। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলেন, সুলতান আইউবি ইবনে লাউনকে পরাজিত করে তার রাজত্ব ও সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছেন। ইবনে লাউন আর্মেনীয় নাগরিক। আর্মেনীয়রা খ্রিস্টানদের মিত্র। তাদের পরাজয় খ্রিস্টানদের হৃদয়ে বেশ আঘাত হানল। সেইসঙ্গে বল্ডউইন আরও সংবাদ পেলেন, ইবনে লাউনের রাজ্য তালখালেদ ও তার দুর্গ কারাহেসার আক্রমণে সুলতান আইউবির ফৌজের সঙ্গে আল-মালিকুস সালিহ'র বাহিনীও যোগ দিয়েছিল। এটি বল্ডউইনের জন্য একটা অতিরিক্ত দুঃসংবাদ। বল্ডউইন অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ও অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাটগণ অবশ্য জানেন, সুলতান আইউবি আল-মালিকুস সালিহকে পরাজিত করে তাকে নিজের অধীন করে নিয়েছেন। কিন্তু আল-মালিকুস সালিহ চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবেন, তা তাদের ভাবনায় ছিল না। না করাটা আস-সালিহ'র চরিত্র। তাদের ধারণা ছিল, লোকটা উপরে-উপরে সুলতান আইউবির অনুগত হয়ে গেলেও খ্রিস্টানদের সঙ্গে বাঁধা গাঁটছড়া অটুট থাকবে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

বল্ডউইন 'জেরুজালেমে' খ্রিস্টান সম্রাটদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলেন। তাদের আরেকটা হেডকোয়ার্টার আছে আক্রায়।

'আপনারা কি জানেন, মুসলমানরা আবারও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' – বল্ডউইন কনফারেন্সে খ্রিস্টান সম্রাট ও সেনানায়কদের উদ্দেশে বললেন – ' আপনারা আল-মালিকুস সালিহকে আপনাদের জোটভুক্ত মিত্র মনে করছেন আর তিনি সালাহুদ্দীন আইউবিকে বাহিনী দিয়ে সাহায্য করছেন।'

'ইবনে লাউনের পরাজয় আমাদেরই পরাজয়' – ফিলিপ অগাস্টাস বললেন – 'আপনারা যদি ওঁৎ পেতে বসে থাকার পরিবর্তে ইবনে লাউনের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন এবং পেছন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবির উপর আক্রমণ করতেন, তা হলে পরাজয় আইউবিরই হতো।'

'আইউবির অগ্রযাত্রার গতি পরিবর্তন করে তালখালেদ অভিমুখে মুখ করার সংবাদ যেমন আপনারা কেউ জানতেন না, তেমনি আমিও জানতে পারিনি।'

'এটা আপনার গোয়েন্দাব্যবস্থার দুর্বলতা' – গাই অফ লুজিনান বললেন – 'আমরা অনেক দূরে ছিলাম। তথ্য সংগ্রহ করা এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থা সম্পন্ন করার দায়িত্ব আপনার ছিল। আপনি কাছে ছিলেন। আইউবির বাহিনী আপনার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছে। কিন্তু আপনি টেরও পেলেন না। আপনি ওঁৎ পেতে চুপটি মেরে বসে রইলেন।'

'আমার সঙ্গে একজন মুসলমান ছিল' – বল্ডউইন বললেন – 'আমি তাকে গুরুত্বহীন লোক মনে করতাম। সে আমার কয়েদি ছিল। পরে পালিয়ে গিয়ে আইউবিকে আমার তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। সে যা হোক, এখন আমাদের ভাবনার বিষয় হলো আইউবি-আস-সালিহ'র ঐক্য কীভাবে ভেঙে দেওয়া যায়।'

www.pathagar.com

'আপনি কি মুসলমানদের দুর্বলতাগুলো ভুলে গেছেন, না-কি উপেক্ষা করছেন?' – এক খ্রিস্টান সম্রাট বললেন – 'আমরা যখন আস-সালিহ'র উপদেষ্টা, আমির ও সালারদেরকে উপঢৌকন ও বিলাস-উপকরণ দিয়ে আমাদের হাতে এনেছিলাম, আস-সালিহ তখন কিশোর ছিল। এখন যুবক হয়েছে। এখন তাকে হাতে আনা বেশি সহজ। আমরা আমাদের অস্ত্র ব্যবহার করি এবং বিশেষ উপহারটা দূতমারফত পাঠিয়ে দিই। আপনি যদি তাকে সামরিক শক্তির মাধ্যমে অনুগত বানাতে মনস্থ করে থাকেন, তা হলে এই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আইউবির বাহিনী এই অঞ্চলে উপস্থিত আছে। আপনারা যদি হাল্‌ব আক্রমণ করেন, তা হলে আইউবি তার সমগ্র বাহিনীর কমান্ড নিজ হাতে তুলে নেবেন। তিনি যদি আমাদের উপর জয়ী না-ও হতে পারেন, তবু আমাদের এই ক্ষতিটা অবশ্যই হবে যে, আস-সালিহ আমাদের হাত থেকে আজীবনের জন্য বেরিয়ে যাবে। ফিলিস্তিন আমাদের রক্ষা করতেই হবে। আমরা আমাদের বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং লক্ষ্য রাখছি, সালাহুদ্দীন আইউবি কোন দিকে মুখ করেন এবং তার পরিকল্পনা কী। এই অবস্থায় আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। আপনি নিজের মতো করে আস-সালিহকে হাত করে নিন।'

◆◆◆

১১৮০ সালে মসুলের গবর্নর সাইফুদ্দীন মারা গেলেন। তার স্থলে ইয্‌যুদ্দীন মাসউদ শাসনক্ষমতা হাতে নিলেন। একই বছর সুলতান আইউবির ভাই শামসুদ্দৌলা তুরান শাহ আলেকজান্দ্রিয়ায় মারা যান আর সুলতান মিসরে চলে যান। সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ হতে চলেছে। তিনি নিজবাহিনীকে আপন ভাই আল-আদিলের কমান্ডে পিছনে রেখে যান।

এখন ১১৮১ সাল। বল্ডউইন তার বাহিনীর সেনাসংখ্যা পূরণ করে নিয়েছেন এবং তাদের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করেছেন। তিনি নিজবাহিনীকে সুলতান আইউবির কৌশল অনুসারে সামরিক মহড়াও করিয়ে নিয়েছেন। এখন তিনি পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে তাকে আল-মালিকুস সালিহকে হাতে নেওয়া আবশ্যক।

আল-মালিকুস সালিহ এখন পরিণত যুবক। তিনি রাষ্ট্রপরিচালনা বুঝতে শুরু করেছেন। তার উপদেষ্টা ও সালারগণ হচ্ছেন তার দুর্বলতা, যারা তলে-তলে খ্রিস্টানদের সহযোগী ও সমর্থক। সুলতান আইউবির সঙ্গে তিনি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন বটে; কিন্তু রাজত্বের পোকা এখনও মাথা থেকে বের হয়নি। এখনও তিনি স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

একদিন তার কাছে সংবাদ এল, খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনের দূত এসেছে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ভিতরে নিয়ে আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এই দূত নাশকতার ওস্তাদ এবং মানবীয় দুর্বলতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। সে আল-মালিকুস সালিহকে জানাল, আপনার জন্য কিছু উপহারও এনেছি।

www.pathagar.com

কী উপহার?

মহামূল্যবান হিরা-জহরত ও স্বর্ণমুদ্রাভর্তি একটা বাক্স, দুটা তলোয়ার ও পঁচিশটা উন্নতজাতের ঘোড়া।

আর?

আর একটা মেয়ে।

আস-সালিহ বাইরে গিয়ে ঘোড়াগুলো দেখলেন। হিরা-জহরত-স্বর্ণমুদ্রাগুলোও নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু যে উপহারটির উপর তার চোখ আটকে গেল, সে হলো মেয়েটা।

আস-সালিহ অনেকক্ষণ যাবত মেয়েটার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। তার উঠতি যৌবনের সবগুলো দুর্বলতা জাদুর রূপ ধারণ করে বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। তিনি হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছেন, তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন এবং এখন তিনি টগবগে এক যুবক।

দূত আস-সালিহ'র হাতে বল্ডউইনের একটি বার্তা দিল। পত্রখানা আরবিতে লেখা। কিন্তু খ্রিস্টান সম্রাটের পত্রের প্রতি তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। মেয়েটা তার কল্পনার চেয়েও বেশি রূপসী।

দূত পত্রখানা খুলে অন্য চিন্তায় বিভোর আস-সালিহ'র সম্মুখে রাখল। এবার তার চৈতন্য ফিরে এল। তিনি পত্রখানা পাঠ করলেন। বল্ডউইন লিখেছেন–

'প্রিয় হাল্‌বের গবর্নর আল-মালিকুস সালিহ! আমি দূত ও উপহারের পরিবর্তে বাহিনী পাঠাতে পারতাম। কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা প্রয়োজন অনুভব করি না। আপনি আমার বন্ধু ও সন্তানতুল্য। আপনি যখন কিশোর ছিলেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবি আপনার সালতানাতের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য দিয়েছিলাম। আমি অনুশোচনায় ফেটে যাচ্ছি, গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীন আপনাকে বন্ধুত্বের ধোঁকায় রেখেছে। আমরাও তাদের প্রতারণা ধরতে পারিনি। আপনি যদি একা হতেন, তা হলে আপনার বাহিনী পরাজিত হতো না। আপনি দেখেছেন, গোমস্তগিন কত বড় ধোঁকাবাজ ছিল, যার ফলে আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। সাইফুদ্দীনও আপনাকে বরাবরই ধোঁকার মধ্যে রেখেছে। সে হাল্‌বের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিল। আমরা তাকে তার প্রত্যয়-পরিকল্পনা থেকে বিরত রেখেছি।

'অবশেষে আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পরাজয়বরণ করেছেন, যা আপনাকে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করেছে। আপনি এতই অসহায় হয়ে পড়লেন যে, আপনি ইবনে লাউনের উপর আক্রমণ করার জন্য তাকে সৈন্য দিতে বাধ্য হলেন। আমি ভালো করেই জানি, আপনার মতো একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যোদ্ধা এই অপমান সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু আপনি তো সঙ্গীহীন ছিলেন। আমি নিজেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যথায় আমি আপনার সাহায্যে ছুটে যেতাম। এখন আমি আপনাকে নিয়ে ভাববার সুযোগ

www.pathagar.com

পেয়েছি। আপনার ভুলে গেলে চলবে না, সালাহুদ্দীন আইউবি আপনাকে এমন এক স্বায়ত্তশাসন দান করেছেন, যার অর্থ দাসত্ব। তিনি আপনাকে ধীরে-ধীরে গোলামে পরিণত করছেন। তিনি ইযযুদ্দীনের সাহায্যার্থে আর্মেনীয়দের পরাজিত করেছেন এবং তাকে নিজের অনুকম্পার শিকলে বেঁধে ফেলেছেন। ছোট-ছোট সব কজন আমির তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এখন তার দৃষ্টি আপনি ছাড়াও মসুল ও হাররানের উপর নিবদ্ধ।

'ভেবে দেখুন, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মিসর থেকে সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তালখালেদের উপর আক্রমণ করলেন এবং আপনার থেকেও সৈন্য নিলেন। এখন আবার মিসর ফিরে গেছেন। তার এই যাওয়ার রহস্য কী? গোয়েন্দারা আমাদের অবহিত করেছে, তিনি বিপুল পরিমাণ ধনভাণ্ডার নিয়ে গেছেন। সেগুলো কায়রোতে রেখে আবার ফিরে আসবেন। বলুন তো, আপনাকে তিনি কী দিয়েছেন? আপনার বাহিনীকে তিনি গনিমতের সম্পদের কত অংশ দিয়েছেন? তিনি কেন জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রযাত্রা করলেন না? আপনি কি জানেন, তিনি আর্মেনীয়দের কয়েকটা মেয়েকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন?

'আমি জানি, এসব প্রশ্ন আপনার মাথাটা আউলা-ঝাউলা করে দেবে। আপনার কাছে সালাহুদ্দীন আইউবির চরিত্র ও তার নিয়তের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আমরা এই ভূখণ্ডে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। আমরা এ-ও জানি, আইউবি আমাদেরকে এখান থেকে উৎখাত করে ইউরোপের উপর আক্রমণ করার এবং নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর ভাবনা ভাবছেন। তিনি আপনাকে ও অন্যান্য আমিরদের নিজের থলের মুদ্রা জ্ঞান করেন। আপনি যদি নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তা হলে ইতিহাসের পাতা থেকে আপনার নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। এখানে আমরা ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছি। আমার বক্তব্য যদি আপনার বুঝে এসে থাকে, তা হলে আমাকে উত্তর দিন। আমি আপনাকে উপদেষ্টা পাঠিয়ে দেব, যে আপনার আর্থিক ও সামরিক প্রয়োজনের পরিসংখ্যান নিয়ে আমাকে অবহিত করবে। আমি যে-ঘোড়াগুলো প্রেরণ করেছি, এগুলো আপনার জন্য উপহার। আপনার ফৌজের জন্য আমি এমন হাজার-হাজার ঘোড়া দিতে পারি। ইউরোপ থেকে আমি নতুন অস্ত্র চেয়ে পাঠিয়েছি। সেসবও আপনাকে দিয়ে দেব। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করবেন না। উপরে-উপরে তার আনুগত্য বজায় রেখেই আপনি নিজের প্রতিরক্ষা শক্ত করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'

ইহুদিদের চিত্তহারী রূপসী এই মেয়েটা শুরুতেই আল-মালিকুস সালিহ'র তরুণ মস্তিষ্কটা কব্জা করে ফেলল। বার্তার প্রতিটি শব্দ জাদুর মতো তার হৃদয়ে গেঁথে গেল। তিনি দূতের বিশ্রাম ও খাওয়ার এমন আয়োজনের নির্দেশ দিলেন,

www.pathagar.com

যেন বল্ডউইন নিজেই এসে হাজির হয়েছেন। তারপর তিনি নিজেকে মেয়েটার হাতে সঁপে দিলেন। আল-মালিকুস সালিহ এর চেয়েও অধিক রূপসী মেয়ে দেখেছেন। কিন্তু এই মেয়েটার অপূর্ব ভাবভঙ্গি আর মনোহারী মুচকি হাসি তার রূপে অবিশ্বাস্য এক জাদুকরি ক্রিয়া সৃষ্টি করে রেখেছে।

মেয়েটার রূপ-জৌলুসে আস-সালিহ অন্ধ হয়ে গেলেন।

রাতে যখন মেয়েটা আল-মালিকুস সালিহ'র শয়নকক্ষে প্রবেশ করল, তখন তার হাতে মদের পিপা-পেয়ালা। এগুলোও তার সঙ্গে উপহার হিসেবে আসা। মেয়েটা বলল, এগুলো ফ্রান্সের মদ, যা কিনা শুধু সম্রাটদের জন্যই প্রস্তুত হয়।

'আপনার হেরেমে কিছুই তো নেই' – মেয়েটা বলল – 'আপনি কি প্রয়োজন মনে করেন না আপনার হেরেমটা সজ্জিত হোক?'

'আমার হেরেমের শোভার জন্য একা তুমিই যথেষ্ট।' আস-সালিহ বললেন।

'আমি আমার মতো আরও মেয়ে দ্বারা আপনার হেরেম ভরে দেব' – মেয়েটা মদের পেয়ালাটা আস-সালিহ'র হাতে তুলে দিতে-দিতে বলল – ' আচ্ছা, এটা কি সত্য, সালাহুদ্দীন আইউবির একজনই স্ত্রী এবং তিনি কাউকে হেরেমে নারী রাখার অনুমতি দেন না?'

'হ্যাঁ। এটাও ঠিক, তিনি মদপানের অনুমতিও দেন না।'

'আপনি তা হলে জানেন না, তার একটা গোপন হেরেম আছে, যাতে অনেকগুলো অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে আছে। তাদের মাঝে মুসলমানও আছে, ইহুদি-খ্রিস্টানও আছে।'

ঝাড়বাতির রঙিন ও হাল্কা মিষ্টি আলো আর ফ্রান্সের উন্নত মদের নেশার মধ্যে এই মেয়েটা আপাদমস্তক জাদুর রূপ ধারণ করে আস-সালিহকে প্রভাবিত করে চলছে। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি মেয়েটার রেশমি চুলের শক্ত শিকলে বন্দি হয়ে গেলেন।

রাত পোহাবার পর চোখ মেলে আল-মালিকুস সালিহ মেয়েটাকে বললেন– 'এখানে আমার একটা বোন আছে; তুমি তার মুখোমুখি হয়ো না। বিয়ে ছাড়া কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া ও পছন্দ করে না। তোমার-আমার এই সম্পর্ক সে মেনে নেবে না। সুযোগমতো আমি তাকে বলে দেব, তুমি মুসলমান এবং আমাকে বিয়ে করতে এসেছ।'

'ওকে মুক্ত করে দেন না কেন?' – মেয়েটা বলল – 'ওকে পুরুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে দিন। ও রাজকন্যা। আপনি রাজা। সালাহুদ্দীন আইউবি আপনার পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করছেন। আমরা আলাদা একটা রাজ্য দিয়ে আপনার বোনকে রানি বানিয়ে দেব।'

আল-মালিকুস সালিহ স্বপ্নের রাজা হয়ে গেলেন।

◆◆◆

'খবর কী? সংবাদ কী নিয়ে এসেছ?' বল্ডউইন মদমাতাল কণ্ঠে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

'আমি কখনও ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি না-কি?' দূত উত্তর দিল। সে আল-মালিকুস সালিহ'র প্রাসাদে চার দিনের দীর্ঘ আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। বলল– 'মুসলমানদের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে আপনারা অযথা জীবন ও সম্পদহানি করছেন। মুসলমানদের শাসকদের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে আনতে একটা মেয়েই তো যথেষ্ট।'

'মেয়ে নয়' – বল্ডউইন বললেন– 'মুসলমানকে যদি তুমি একটা সুন্দরী মেয়ের শুধু কল্পনা দাও, তাতেই সে নিজের নেক-বদ ভুলে গিয়ে সেই কল্পনার গোলাম হয়ে যায়। এবার বলো, তুমি কী করে এসেছ?'

'তিনি লিখিত উত্তর দেননি' – দূত বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা ও কমান্ডোসেনারা সর্বত্র গিজগিজ করছে। লিখিত উত্তর দিলে পাছে ধরা পড়ে যায় কি-না। তিনি আপনার সব বক্তব্য ও পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির সমর্থক নন। তবে তার ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং তার মোকাবেলায় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করছেন। আপনার বার্তা তাকে অনেক সাহস জুগিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনি উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিন। তবে তাকে যেতে হবে বণিকের বেশে। ওখানকা লোকদের বলবে, আমি উচ্চপর্যায়ে ব্যবসাসংক্রান্ত আলোচনা করতে এসেছি।'

'তার মনে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ নেই তো?' বল্ডউইন জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি তাকে ইহুদিদের যে-উপহারটা দিয়েছেন, সে সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ রাখেনি' – দূত জবাব দিল – 'আমি সেখানে চার দিন অবস্থান করেছি। এ-সময়টায় আমি তার সালার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কথাবার্তা বলেছি ও মতবিনিময় করেছি। তাদের অনেকেই আইউবির সমর্থক। আমি তাদের দুজনকে হাত করে নিয়েছি। তাদের আমি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং লুকিয়ে-লুকিয়ে উপহারও দিয়েছি। ওখানে সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দাও আছে। সে-কারণে কোনো কথা-ই গোপন রাখা সম্ভব হয় না। তথাপি আল-মালিকুস সালিহকে আপনারই লোক মনে করুন। যে দুজন সালারকে হাত করে এসেছি, মেয়েটার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। সে তার দায়িত্ব পালন করবে। আপনি তাড়াতাড়ি উপদেষ্টা পাঠিয়ে দিন।'

এই দূত শুধু দূতই নয়; মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলা করার দক্ষ ওস্তাদ। সে বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবি তার অফিসার-কর্মকর্তা ও দেশের জনগণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, রাজত্বের স্বপ্ন, মোহ, সম্পদ ও নারী এই চারটা বিষয় মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। এই বিষয়গুলো যখন একজন বিজ্ঞ আলেমেরও সম্মুখে এসে হাজির হয়, তারও ঈমানের পা উপড়ে যায়। এটা মানবীয় দুর্বলতা। তখন তাকে ওয়াজ শুনিয়েও কোনো লাভ হয় না।'

বল্ডউইন তখনই তিনজন উপদেষ্টা ঠিক করে ফেললেন এবং তারা রওনা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

♦♦♦

ব্যবসাপণ্যবোঝাই অনেকগুলো উটের একটা কাফেলা হাল্‌বে আল-মালিকুস সালিহ'র প্রাসাদের সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কাফেলায় জনাকতক লোক। তার মধ্যে তিনজন আরবি পোশাক পরিহিত। উটগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে এই তিনজন প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল। দারোয়ান তাদের থামিয়ে দিল। তারা নিজেদের ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে আলোচনার জন্য আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে বলে জানাল। বলল, আমরা হিরা এবং অন্য আরও মহামূল্যবান কিছু পণ্য নিয়ে এসেছি, যেগুলো রাজা-বাদশাগণ ক্রয় করে থাকেন। তা ছাড়া আমরা আপনাদের রাজার সঙ্গে হাল্‌বের সঙ্গে ব্যবসা করার ব্যাপারেও আলোচনা করব।

রক্ষী কমান্ডার ইবনে খতীব তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করল এবং আলাপ জমিয়ে তাদের মুক্তমনে কথা বলার সুযোগ করে দিল। সে লোকগুলোর চোখের সবুজ ও নীলাভ বর্ণ এবং মুখশ্রীটা গভীরভাবে পরখ করে দেখল। তার জানা আছে, ব্যবসাসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা কখনও সরাসরি রাজার সঙ্গে হয় না।

ইবনে খতীব লোকগুলোকে একধারে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা বলুন।' ইবনে খতীব বলল।

'বলেছি তো আমরা ব্যবসায়ী; পণ্য বিক্রি করতে এবং আপনাদের রাজার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।' তারা বলল।

'জেরুজালেম থেকে এসেছেন, না-কি আক্রা থেকে?' ইবনে খতীব জিজ্ঞেস করল।

'আমরা ব্যবসায়ী মানুষ' – একজন উত্তর দিল – 'আমরা সব দেশেই যাই। জেরুজালেম-আক্রায়ও যাই। আপনার সন্দেহটা কী?'

'না; আমার কোনো সন্দেহ নেই' – ইবনে খতীব বলল – 'আমি নিশ্চিত, আমি আপনাদের তিনজনকেই চিনি। তবে আপনারা আমাকে চেনেন না। আমি আপনাদেরই লোক। আমার নাম ইবনে খতীব। এটা আমার আসল নাম নয়। হারমান আমাকে ভালো করেই জানেন।'

ইবনে খতীব কিছু সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করল, যেগুলো খ্রিস্টানদের গুপ্তচররা পরস্পর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। ব্যবসায়ীগণ – যারা মূলত বল্ডউইনের প্রেরিতে উপদেষ্টা – মিটিমিটি হাসল। তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল, আল-মালিকুস সালিহ'র দরবারে খ্রিস্টান গোয়েন্দা আছে। ইবনে খতীব নিশ্চিত করে দিল, সে তাদেরই গুপ্তচর।

'আপনারা কি সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন?' – ইবনে খতীব জিজ্ঞেস করল – 'আমাকে বলতে সমস্যা নেই। অন্যথায় আপনারা ভেতরে যেতে পারবেন না।'

'হ্যাঁ' – একজন অস্ফুটস্বরে বলল – 'সে উদ্দেশ্যেই। আচ্ছা, এই প্রাসাদে সালাহুদ্দীন আউইবীর চর আছে কি?'

www.pathagar.com

'আছে' – ইবনে খতীব উত্তর দিল – 'তবে তাদের উপর আমরা নজর রাখছি। আপনাদের আমরা তাদের থেকে লুকিয়ে রাখব। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য ও এবং তৎপরতা সম্পর্কে আমাকে পুরোপুরি অবহিত রাখতে হবে।'

গোপন সাংকেতিক শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে আগন্তুক তিন খ্রিস্টান নিশ্চিত হয়ে গেল, ইবনে খতীব তাদেরই লোক। তারা ইবনে খতীবকে তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলি ব্যক্ত করল। ইবনে খতীব ভিতরে ঢুকে আল-মালিকুস সালিহকে সংবাদ জানাল– 'তিনজন ব্যবসায়ী আপনার সাক্ষাৎ কামনা করছে।'

'তুমি কি রক্ষীবাহিনীর নতুন কমান্ডার?' আল-মালিকুস সালিহ জিজ্ঞেস করলেন।

'জি হুজুর।' ইবনে খতীব জবাব দিল।

'বাড়ি কোথায়?'

ইবনে খতীব একটা গ্রামের নাম বললে আল-মালিকুস সালিহ বললেন– 'আমি যখন-তখন যাকে-তাকে সাক্ষাৎ দিতে পারি না। বিষয়টা ভবিষ্যতে খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, তাদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ইবনে খতীব বেরিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের ভিতরে যেতে বলল এবং বিশেষ ভঙ্গিতে চোখ টিপে বলে দিল, অনেক সাবধানে কথা বলবেন।

◆◆◆

এখন রাত। ঈশার নামাযের পর। ইবনে খতীব জামে মসজিদের ইমামের কাছে উপবিষ্ট। এখানে আরো দুজন লোক আছে।

'এখন আর কোনো সন্দেহ থাকল না, আল-মালিকুস সালিহ পুনরায় খ্রিস্টানদের ফাঁদে চলে যাচ্ছেন' – ইবনে খতীব বলল – 'আমি আপনাকে প্রথমে একজন দূতের আগমন এবং উপহারের সংবাদ অবহিত করেছিলাম। সেগুলো খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে এসেছিল। উপহারের মধ্যে একটা অপরূপা সুন্দরী মেয়েও ছিল। আজ প্রমাণিত হয়ে গেল, সেই দূত বল্ডউইনের পক্ষ থেকে এসেছিল। আজ তিনজন ব্যবসায়ী আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে ব্যবসাসংক্রান্ত আলোচনা করতে এসেছে। আপনি জানেন, আমি দুই বছর বায়তুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টানদের মাঝে অবস্থান করে গুপ্তচরবৃত্তি করেছি। আজ যে তিন ব্যক্তি এসেছে, তাদের চেহারা ও বর্ণনাভঙ্গি প্রমাণ করছে, তারা যে এ্যারাবিয়ান পোশাক পরিধান করেছে, এটা তাদের ছদ্মবেশ। আমি তাদেরই লোক দাবি করে তাদের আসল রূপ দেখে নিয়েছি। বায়তুল মুকাদ্দাসের চরবৃত্তি আজ আমাকে অনেক উপকার করেছে। আমি তাদের সংকেত জানি, বিশেষ ইঙ্গিতও বুঝি। মুহতারাম আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণের সুফল আজ আমি চোখে দেখেছি।'

ইবনে খতীব সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর। অল্প কদিন হলো হাল্‌বে এসেছে এবং আল-মালিকুস সালিহ'র এমন একজন নায়েব সালারের মাধ্যমে এখানকার রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছে, যিনি মূলত সুলতান আইউবির

www.pathagar.com

সমর্থক। ইবনে খতীব আলী বিন সুফিয়ানের একজন বিচক্ষণ ও নির্ভীক গোয়েন্দা। বায়তুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টান সম্রাট ও সেনা-অধিনায়কদের হেডকোয়ার্টারে দু-বছর অবস্থান করে সফল গুপ্তচরবৃত্তি করে এসেছে।

হাল্‌বের জামে মসজিদের এই ইমাম সেই গোয়েন্দাদের কমান্ডার, সুলতান আইউবি যাদের হাল্‌বে প্রেরণ করে রেখেছেন। যার রিপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয়, ঈশার নামাযের সময় মসজিদ গিয়ে ইমামকে দিয়ে আসে। ইমাম এই সময়টায় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সেসব রিপোর্টের সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করে তিনি সুলতান আইউবির কাছে পাঠিয়ে দেন।

এখন ইবনে খতীব অতিশয় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ইমামের সম্মুখে বসা।

এমন সময় এক মধ্যবয়সী মহিলা এসে হাজির হলো। মহিলা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরকায় আবৃতা। ভিতরে প্রবেশ করেই সে বোরকাটা খুলে ফেলল। বোরকার ভিতরের মানুষটাকে দেখেই সবাই হেসে উঠল। মহিলা আল-মালিকুস সালিহ'র চাকরানী। আস-সালিহ'র শয়নকক্ষের দেখভাল করা তার দায়িত্ব। তার সকল গোপন তথ্য এই মহিলার পেটে। সেদিনই সে ইমামকে রিপোর্ট করেছিল, খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে আল-মালিকুস সালিহ'র কাছে একটা মেয়ে এসেছে, যে কিনা আকার, গঠন, শরীর, অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখের ভাষায় আপাদামস্তক একটা জাদু, যার থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি ইয়া বড় অলি-দরবেশেরও নেই। রূপের একটা মূর্তপ্রতীক মেয়েটা। চাকরানী ইমামকে জানিয়ে রেখেছে, আস-সালিহ'র নিয়মতান্ত্রিক কোনো হেরেম নেই বটে; কিন্তু নারী ছাড়া তার রাত কাটে না। নারী তার দুর্বলতায় পরিণত হয়েছে।

'...কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটা ইহুদি' – চাকরানী বলল – 'আস-সালিহকে সে নিজের গোলাম,' বরং কয়েদি বানিয়ে নিয়েছে। লোকটা এমনই পাগল হয়ে গেছে যে, গর্বভরে আমাকে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কি তোমার পছন্দ হয়? আমি কি ওকে বিয়ে করে নেব?' আমি একবার বলেছিলাম, আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে কী বলে। কিন্তু তিনি আমাকে শক্তভাবে বলে দিলেন, খবরদার ওকে কিছু বোলো না।'

আস-সালিহ'র চাকরানীও গোয়েন্দা। সে ইমামকে বিস্তারিত জানাল, আল-মালিকুস সালিহ পুরোপুরি মেয়েটার জালে আটকা পড়ে গেছেন। এখন আর অন্য কোনো নারী তার শয়নকক্ষে ঢুকতে পারে না। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, এখনই সুলতান আইউবিকে রিপোর্ট করব, না-কি দেখব খ্রিস্টানরা কী করে কিংবা আস-সালিহকে দিয়ে তারা কী করায়।'

ইমাম বললেন– 'আমার অভিমত হচ্ছে, আস-সালিহ যদি চুক্তি পরিপন্থী কোনো আচরণ করে, তবেই সুলতানকে বিস্তারিত জানাব।'

'সুলতান আইউবি মিসর চলে গেছেন' – অপর একজন বলল – 'এদিকে আল-আদিল আছেন। সুলতানের সিদ্ধান্ত না নিয়ে তিনি কোনো অভিযান

www.pathagar.com

পরিচালনা করবেন না। ততক্ষণে এখানকার পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ করতে পারে, যা হয়ত আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমাদের এমন কিছু করা দরকার, যার ফলে এই ধারাটা এখানেই শেষ হয়ে যায়।

'আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি' – চাকরানী ইমামকে উদ্দেশ্য করে বলল – 'আস-সালিহ'র মনোযোগ শুধুই মেয়েটার প্রতি নিবদ্ধ। তাকে ছাড়া তিনি এখন কিছুই বোঝেন না। ভাল-মন্দ ভাববার শক্তি তার নেই। মেয়েটা দিনের বেলায়ও তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখে। হতভাগা আগেও মদপান করতেন। তবে করতেন শুধু রাতে। তা ছাড়া এত বেশি করতেন না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বোনের মুখোমুখি হতেন না। তার সঙ্গে দিনে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু এখনকার অবস্থা হলো, এই মেয়েটা আসার পর থেকে এ-যাবত ভাই-বোনের কোনো সাক্ষাৎ ঘটেনি। বোনের মাঝে পিতার কৌলিন্য আছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি, রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম এত বেড়ে গেছে যে, সময় পান না।... যা হোক, আমার পরামর্শ হলো, মেয়েটাকে গুম করে ফেলা দরকার; তবেই আস-সালিহ দিক-দিশা হারিয়ে ফেলবেন।'

প্রস্তাবের উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হলো। ইবনে খতীব বলল, আমি বণিকদেরও গুম করে ফেলতে পারব। কাজটা সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।

♦♦♦

১১৮১ সালের নভেম্বর মাস। উটের কাফেলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ কেনাকাটা করছে। তিন খ্রিস্টান উপদেষ্টা আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। তারা আস-সালিহকে বল্ডউইনের পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করছে। দিনটা নভেম্বর মাসের ১৬ কি ১৭ তারিখ। রাতে আল-মালিকুস সালিহ বিরাট এক ভোজের আয়োজন করেছেন। কারণটা বাহ্যত বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টা জানেন আস-সালিহ'র দুজন সালার। আস-সালিহ খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। সে-উপলক্ষ্যেই এই ভোজের আয়োজন। অতিথি অসংখ্য। তার মধ্যে বণিকবেশী তিন খ্রিস্টান উপদেষ্টাও আছে। কাফেলার উষ্ট্রচালকরাও আজকের এই ভোজসভার বিশিষ্ট মেহমান। কিন্তু আসলে তাদের উপস্থিতি উষ্ট্রচালকের বেশে নয়। তারা উষ্ট্রচালক নয়ও। তাদের কেউ গোয়েন্দা, কেউ খ্রিস্টান বাহিনীর অফিসার। উষ্ট্রচালক তাদের ছদ্মপরিচয়। ভোজের আসরে ইহুদি মেয়েটাও আছে। আছে আস-সালিহ'র বোনও। তার দায়িত্ব আয়োজন তদারকি করা।

আজ রাত রক্ষীসেনাদের তৎপরতা কম। দলে-দলে মেহমান আসছে। কোনো আশঙ্কা বোধ হচ্ছে না। অন্তত আস-সালিহ'র মনে কোনো ভয় নেই। মদপানের ধারা চলছে। আস্ত খাসির রোস্ট তৈরি হয়েছে। খোলা মাঠে জাঁকজমকপূর্ণ প্যান্ডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। রাত যত গভীর হচ্ছে, আসরের রং ততই উজ্জ্বল হচ্ছে। সর্বত্র মেহমানদের পদচারণা বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

ইহুদি মেয়েটা ফাং-ফাং করে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। মেয়েটি কার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করে এদিকে আসছিল। এমন সময় চাকরানী তাকে দাঁড় করিয়ে একজন সালারের নাম করে বলল, কি এক প্রয়োজনে তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন। মেয়েটা জানে, সালার তাদের লোক। সে সালারের কাছে গেল; কিন্তু আর ফিরল না। কী হলো, কোথায় গেল কেউ বলতে পারছে না। ঘটনাটা আস-সালিহ এখনও জানতে পারেননি।

ইবনে খতীব আজ রাত ডিউটিতে নেই। সুযোগ সৃষ্টি করে সে তিন বণিকের একজনকে বলল– 'আপনারা তিনজন এখান থেকে বেরিয়ে যান; অন্যথায় মারা পড়বেন। বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুলতান আইউবির কমান্ডোরা জেনে ফেলেছে, আপনারা মেহমানের বেশে এখানে আছেন।'

ইবনে খতীব একটা জায়গার নাম উল্লেখ করে বলল– 'আপনারা ওখানে চলে আসুন।'

'আমাদের চলে যাওয়ার সময় হয়েও গেছে' – খ্রিস্টান বলল – 'আমাদের কাজ সমাধা হয়ে গেছে।'

'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন' – ইবনে খতীব বলল – 'অন্যথায় সকালে এখান থেকে আপনাদের লাশ বের হবে।'

খ্রিস্টান লোকটা তৎক্ষণাৎ কথাটা তার সঙ্গীদের কানে দিল। তারা একজন-একজন করে প্রাসাদ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ল, যেন কারও মনে সন্দেহ না জাগে। প্যান্ডেলের ভিতর থেকে সাবধানে বের হয়েই তারা একটা অন্ধকার গলিপথে ঢুকে পড়ল। ইবনে খতীব তিনটা ঘোড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ও একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। আসরে নাচ-গান চলছে। আমোদে উন্মাতাল অতিথিবৃন্দ। হট্টগোল এত বেশি যে, চারটা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কারও কানেই প্রবেশ করল না। আস-সালিহ টেরই পাননি, তার বিশিষ্ট তিন মেহমান কাল্পনিক বিপদ থেকে পলায়ন করে প্রকৃত বিপদের মধ্যে চলে গেছে।

◆◆◆

লোকালয় থেকে দূরে একজায়গায় ঝুপড়ির মতো একটা ঘর। তিন খ্রিস্টান সেই ঘরে বসা। ইবনে খতীব মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে, তাদের জীবন রক্ষা পেয়ে গেছে। তারা তাদের উষ্ট্রচালকদের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করল। ইবনে খতীব তাদের সান্ত্বনা দিল। তাদেরও বের করে আনা হলে ইবনে খতীব বলল, আস-সালিহ'র সঙ্গে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমার জানা দরকার। আমাকেও তো সতর্ক থাকতে হবে। তারা বলল, আমরা আস-সালিহকে নেপথ্য থেকে সমরসরঞ্জাম ও ঘোড়া দেব, তার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেব এবং গোয়েন্দা দেব। আর যখন তিনি সুলতান আইউবির উপর আক্রমণ করবেন, তখন আমরা আইউবি বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ চালাব। মোটকথা, আস-সালিহ আইউবির সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন করবেন, যখন আমরা তাকে সবুজ সংকেত দেব।

www.pathagar.com

'এখনই কি আমাদের রওনা হওয়া উচিত না?' এক খ্রিস্টান ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল।

'হ্যাঁ' – ইবনে খতীব বলল – 'আপনাদের রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে; আমার সঙ্গে আসুন।'

ইবনে খতীব কক্ষের দরজা খুলল। এটা অন্য একটা দরজা। বলল, 'চলুন'।

তারা দরজা পেরিয়ে একটা কক্ষে ঢুকে পড়ল। কক্ষটা অন্ধকার। কিন্তু ঢোকামাত্র হঠাৎ কী যেন ঘটে গেল। তিন খ্রিস্টানের প্রত্যেককে একজন করে লোক ঝাপটে ধরল এবং পরক্ষণেই প্রত্যেকের হৃদপিণ্ডে খঞ্জর ঢুকে গেল। আগেই কক্ষের এক কোণে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। আল-মালিকুস সালিহ'র তিন খ্রিস্টান উপদেষ্টাকে তাতে পুঁতে রাখা হলো।

সে-কক্ষেরই এককোণে আল-মালিকস সালিহ'র উপহার ইহুদি মেয়েটা উপবিষ্ট। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হাত-পা বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজানো। তাকেও ভোজসভা থেকে চাকরানীর মাধ্যমে সফলভাবে অপহরণ করে আনা হয়েছে। কক্ষে ইবনে খতীব ছাড়া আরও পাঁচজন। তারা মেয়েটার হাত-পা খুলে দিল এবং মুখের কাপড় বের করে ফেলল। মেয়েটা তার সহকর্মী খ্রিস্টানদের পরিণতি দেখেছে। বলল, আমাকে অপর কক্ষে নিয়ে চলো। তাকে অপর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে।

'তোমরা কি আমার চেয়ে রূপসী মেয়ে কখনও দেখেছ?' মেয়েটা টোপ ছাড়ল।

'তুমি কি আমাদের অপেক্ষা বেশি ঈমানদার মানুষ কোনোদিন দেখেছ?' – ইবনে খতীব পাল্টা প্রশ্ন করল – 'আমরা তোমাকে এতটুকু সুযোগ দেব না যে, তুমি আস-সালিহ'র মতো আমাদেরও ঈমান ক্রয় করে ফেলবে।'

'আমি তোমাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি' – মেয়েটা বলল – 'তোমাদের যদি আমাকে ভালো না-ই লাগে, তা হলে কী পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের দরকার বলো; আমি সকালেই সেসব তোমাদের কাছে এনে হাজির করব। তার পর আমি এখান থেকে সোজা জেরুজালেম চলে যাব।'

ইবনে খতীব সঙ্গীদের প্রতি তাকাল। দুজনের চেহারায় বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল। সে অতি দ্রুত খঞ্জর বের করে অস্ত্রটা মেয়েটার বুকে সেঁধিয়ে দিল। মেয়েটা লুটিয়ে পড়ে গেলে মাথার চুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে অপর কক্ষে নিয়ে গর্তে ছুড়ে ফেলল। সবাই মিলে গর্তটা মাটিতে ভরে দিল।

ইমামকে রাতেই জানানো হলো, কাজ সমাধা হয়ে গেছে।

ওদিকে আস-সালিহ তিন উপদেষ্টা ও রক্ষিতা মেয়েটার জন্য অস্থির-বেচইন হয়ে উঠেছেন– 'কী ব্যাপার, ওরা গেল কোথায়? ওদের দেখছি না কেন?'

মধ্যরাতের খানিক পর যখন শেষ মেহমানটিও বিদায় নিয়ে চলে গেল, তখন আস-সালিহ ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, ওরা গেল কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও পাওয়া গেল না। আস-সালিহ বিশেষত মেয়েটার জন্য

www.pathagar.com

বেশি অস্থির ছিলেন। তিনি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন আর চাকরানীকে বকাঝকা করছেন। অবশিষ্ট রাত নিজেও ঘুমোলেন না, চাকর-নকরদেরও ঘুমোতে দিলেন না। চাকরানী ইমামকে বলেছিল, মেয়েটা হাতছাড়া হয়ে গেলে আস-সালিহ দিশা হারিয়ে ফেলবেন। এখন তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তার মন্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আল-মালিকুস সালিহ পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

♦♦♦

রাত পোহাবার পর আল-মালিকুস সালিহ'র অবস্থা এখন পাগলের চেয়েও খারাপ। তিনি দুজন ঘনিষ্ঠ সালারকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তারা ইবনে খতীবকে ডেকে নিয়ে এল। খতীবকে জিজ্ঞেস করা হলো– 'একটা মেয়ে আর আরব ব্যবসায়ীদের বের হতে দেখেছ কি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি' – ইবনে খতীব উত্তর দিল – 'আমি বাহিনীসহ বাইরে প্রস্তুত দণ্ডায়মান ছিলাম। মধ্যরাতের আগে ব্যবসায়ী তিনজন বাইরে এল। তাদের সঙ্গে একটা সুন্দরী মেয়েও ছিল। তারা এখান থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেয়েছি। পরে আর তাদের ফিরে আসতে দেখিনি।'

সুলতান আইউবির সমর্থক সালারও এসে পড়েছেন। তিন খ্রিস্টান ও মেয়েটার সন্ধান তার জানা আছে। তিনি আস-সালিহকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করলেন– 'তারা এমন একটা রূপসী মেয়েকে আপনার কাছে রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করেনি। আপনাকে ধোঁকা দিয়ে তারা আপনার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য নিয়ে পালিয়েছে। হয়তবা আপনিও জানেন না, কী সে মূল্যবান তথ্য।'

আস-সালিহ'র উপর নীরবতা ছেয়ে গেছে। বোধহয় তার চৈতন্য ফিরে এসেছে যে, মেয়েটা তাকে দিনের বেলায়ও মদপান করিয়ে অচেতন করে রাখত। সে-সময় কে জানে সে তার মুখ থেকে কী সব কথা বের করে নিয়েছে। এখন ভাবটা এমন, যেন তিনি কৃতকর্মে মর্মাহত। গত রাতে একটুও ঘুমোননি। অনেক দিন যাবত মদপান করে আসছেন। একদিকে তার ক্রিয়া, অন্যদিকে আক্ষেপ-অনুশোচনা। হঠাৎ মুখ খুলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আদেশ করলেন– 'লোকগুলোর সঙ্গে যে-কাফেলাটা এসেছিল, তাদের প্রত্যেককে বন্দি করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করো, তাদের উট ও অন্যান্য মালপত্র ক্রোক করে নাও।'

সেদিনই সন্ধায় আস-সালিহ'র পেটব্যথা শুরু হলো। ডাক্তার দেখে তাকে ওষুধ দিলেন। কিন্তু রোগ ধীরে-ধীরে বাড়তেই থাকল। রাতনাগাদ পেট ফুলে উঠল। ৫৭৭ হিজরির ৯ই রজব অর্থাৎ– পরদিন অবস্থা আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে। ডাক্তার একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন। কিন্তু আস-সালিহ'র অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। পরবর্তী রাতও একইভাবে অতিবাহিত হলো। দ্বিতীয় দিন তার সংজ্ঞা হারিয়ে যেতে শুরু করল। ডাক্তার তাকে কিছু বুঝেত না দিয়ে সালার

www.pathagar.com

প্রমুখদের জানিয়ে দিলেন, মহারাজের সেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই। জামে মসজিদের ইমামকে ডেকে আনা হলো। তিনি শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। রাতে আস-সালিহ চোখ খুললেন। ইমামের প্রতি তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন– 'কুরআন যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে তার বরকতে আমাকে সারিয়ে তুলুন।'

'আমার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করা আপনার মিশনে পরিণত হয়েছে' – ইমাম বললেন – 'এই সংক্ষিপ্ত জীবনের পুরোটাই আপনি কুরআন ও ইসলামের বিপক্ষে ব্যয় করেছেন। কুরআনের বরকত সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার আনুগত্য করে চলে। আপনি আল্লাহর সমীপে পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করুন। তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার চেষ্টা করুন।'

আস-সালিহ'র বোন পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আস-সালিহ বলে উঠলেন– 'যাও; আমার মাকে ডেকে আনো। তাকে বলো, তোমার পুত্র মৃত্যুবরণ করছে; তুমি এসে তার দুধের দাবি ও জীবনের পাপ ক্ষমা করে দাও।'

ইমাম শামসুন্নিসার প্রতি তাকালেন। শামসুন্নিসা ভাইয়ের মাথায় সস্নেহে হাত বোলাল– 'আমি এক্ষুনি দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আমি মাকে নিয়েই তবে আসব। সে পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকো ভাইয়া!'

শামসুন্নিসা দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরই সে রক্ষীদের সঙ্গে দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন– 'রজবের ১৩ তারিখ আস-সালিহ'র অবস্থা এতই গুরুতর রূপ ধারণ করল যে, দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হলো। একপর্যায়ে সামান্য চৈতন্য ফিরে এলে আস-সালিহ ইয্‌যুদ্দীনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন। ইয্‌যুদ্দীন সাইফুদ্দীনের মৃত্যুর পর মসুলের গবর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি মসুল অবস্থান করছিলেন। এখন তাকে হালবেরও গবর্নর নিযুক্ত করা হলো। আস-সালিহ সকল আমির ও সালারদের ডেকে বললেন, শপথ নাও, তোমরা ইয্‌যুদ্দীনকে গভর্নর হিসেবে বরণ করে নেবে এবং তার অনুগত হয়ে কাজ করবে।

সবাই শপথ করল।

৫৭৭ হিজরীর ২৫ রজব আল-মালিকুস সালিহ অচেতন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মসুলে দূত প্রেরণ করে ইয্‌যুদ্দীনকে ডেকে আনা হলো। তাকে অবহিত করা হলো, আপনাকে হাল্‌বের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।

◆◆◆

যে-সময় শামসুন্নিসা দামেশ্‌কে মায়ের পায়ের উপর বসে বলছিল, আপনার একমাত্র পুত্র মৃত্যুবরণ করছে, আপনার দুধের দাবি মাফ করানোর জন্য তিনি আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন আর মা বলেছিলেন, আমি তার দুধের দাবি ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু গুনাহের ক্ষমা আল্লাহর কাছ থেকে নিতে হবে, তখন আস-

www.pathagar.com

সালিহ'র জীবনের চির অবসান ঘটল। শামসুন্নিসা হাল্‌বে ফিরে এসে দেখল, দুর্গ থেকে তার ভাইয়ের জানাযা বের হচ্ছে।

দূত ইয্‌যুদ্দীনকে আস-সালিহ'র মৃত্যুসংবাদ জানাল। ইয্‌যুদ্দীন সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন। দ্রুত এসে পৌঁছানোর জন্য তিনি অন্য পথ ধরলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই আল-আদিলের সেনাছাউনির পাশ দিয়ে তার অতিক্রম ঘটল। তিনি আল-আদিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আল-আদিল আস-সালিহ'র মৃত্যুর খবর জানতেন না। ইয্‌যুদ্দীন তাকে সংবাদটা জানালেন। সঙ্গে এ-ও অবহিত করলেন যে, তাকে হাল্‌বের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে। আল-আদিল বললেন– 'তবে তো তুমি ইচ্ছে করলে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং হাল্‌বকে দামেশ্‌কের সঙ্গে একীভূত করে ফেলতে পার। গাদ্দার মরেছে; তুমি তো গাদ্দার নও।'

ইয্‌যুদ্দীন ক্ষণিকের জন্য গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। পরক্ষণে আল-আদিলকে বললেন– 'হ্যাঁ, আমি হাল্‌ব ও দামেশ্‌ককে এমন একটা সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারি, যা কখনো ছিঁড়বে না। কিন্তু...। কিন্তু সেই সম্পর্কটা অটুট রাখার জন্য আপনাকে একটি কাজ, বরং আমার একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিতে হবে।... আমি নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবাকে বিয়ে করতে চাই যদি ভদ্রমহিলা রাজি হয়।'

'আমি আজই দামেশ্‌ক যাব' – আল-আদিল বললেন – 'আমি আশা করি, তিনি সম্মত হবেন।'

আল-আদিল দামেশ্‌ক পৌঁছে গেলেন এবং রজী' খাতুনকে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানালেন। শুনে তিনি ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ ওকে ক্ষমা করুন।

আল-আদিল রজী' খাতুনকে জানালেন– 'আল-মালিকুস সালিহ ইয্‌যুদ্দীনকে হাল্‌বের গভর্নর নিযুক্ত করে গেছে। আর... আর ইয্‌যুদ্দীন আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।'

রজী' খাতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

'এই পরিণয় আপনার আর ইয্‌যুদ্দীনের নয়' – আল-আদিল বললেন – 'এ বিবাহ হবে দামেশ্‌ক ও হাল্‌বের। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে আগামীতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং ক্রুসেডবিরোধী অভিযান আরও জোরদার হবে।'

'ঠিক আছে' – রজী' খাতুন বললেন – 'ইসলামের মর্যাদার খাতিরে আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলতে কিছু নেই।'

৫৭৭ হিজরির ৫ শাওয়াল মোতাবেক ১১৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইয্‌যুদ্দীন ও রজী' খাতুনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো।

www.pathagar.com

সাপটা দেড় বিঘতের বেশি লম্বা হবে না। কিন্তু প্রাণীটা ইসহাক তুর্কির এমন শক্তিমান ঘোড়াটাকে উপুড় করে ফেলে দিল। গন্তব্য এখনও বহুদূর। সিনাই মরূদ্যানের অর্ধেক পথ এখনো বাকি।

ইসহাক তুরস্কের নাগরিক। সুঠাম দেহ, সুদর্শন চেহারা, আকর্ষণীয় গাত্রবর্ণ, নীলরঙা চোখ। দেখে কেউ বলতে পারবে না লোকটা মুসলমান, না খ্রিস্টান। যেমন সুঠাম, তেমনি সুদর্শন। তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।

ইসহাক যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীতে যোগ দেয়, তখন তার বয়স আঠারো বছর। সৈনিকগিরি করে উপার্জন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। ঈমানি চেতনায় উজ্জীবিত এক সত্যিকার মর্দে মুমিন ইসহাক। ক্রুশের অনুসারীদের ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ইসহাক ইসলামের জন্য কাজ করতে দামেশ্ক এসেছিল। এসেই ভর্তি হয়ে গেল সুলতান আইউবির বাহিনীতে। সুলতান আইউবি মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হলে ইসহাক তুর্কিকে মিসর পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নিজেকে গর্বের সঙ্গে তুর্কি দাবি করত ইসহাক।

তুরস্কের বহু নাগরিক সুলতান আইউবির বাহিনীর সৈনিক ছিল। তাদের উপর সুলতানের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। সুলতান যখন কমান্ডোফোর্স গঠন করলেন, তখন তুর্কিদেরই বেশি নিয়োগ দিলেন। সেই ফোর্স থেকে গোয়েন্দাবাহিনীও গঠন করা হয়েছিল। ইসহাক তুর্কি তাদেরই একজন।

বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরপরই ইসহাক তুর্কি নিজেকে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী কমান্ডো হিসেবে প্রমাণিত করল। তাকে কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। তার পর তাকে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্যে প্রেরণ করা হলো।

ইসহাক তুর্কি অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ও দুঃসাহসী মানুষ। জীবনটা হাতে নিয়ে মাটির কয়েক স্তর নিচ থেকেও তথ্য বের করে আনার সাহস-যোগ্যতা আছে তার।

অথচ এই মুহূর্তে সিনাই মরূদ্যানে দেড় বিঘত লম্বা সামান্য একটা সাপ লোকটাকে কঠিন এক পরীক্ষায় ফেলে দিল।

ইসহাক তুর্কি খ্রিস্টান-অধ্যুষিত এক মুসলিম অঞ্চলে কর্মরত ছিল। সেখান থেকে হাল্‌ব চলে গেল। এখন একটি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রোর

www.pathagar.com

পথে। সুলতান আইউবি এখন কায়রো। অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে হবে ইসহাককে। তাই অবিশ্রাম পথ চলছে সে।

সবুজ-শ্যামল এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে ইসহাক তুর্কি। সম্মুখে বালির সমুদ্র, যার ভিতর থেকে কোনো পথভোলা পথিক কখনও জীবিত বের হয়নি।

মরুভূমি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শত্রু। ইসহাক তুর্কি মরুবিশেষজ্ঞ। সবুজ অঞ্চল থেকে পানি সংগ্রহ করে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে সে। পথটা তার জানাশোনা ছিল। কোথায়-কোথায় পানি আছে তার জানা ছিল।

এই মরু-অঞ্চলে একাধিকবার যুদ্ধও করেছে ইসহাক তুর্কি। হাল্‌ব থেকে রওনা হয়ে এ-পর্যন্ত নির্ভয়ে-নিরাপদেই এসে পৌঁছেছে। খ্রিস্টান আর মরুযাযাবরদের ভয় করে না ইসহাক। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অবিরাম পথচলাকেই জীবন মনে করে। তার বিশ্বাস, আল্লাহর সন্তুষ্টি এই জিহাদের মধ্যেই নিহিত।

সম্মুখে বিশাল মরু-অঞ্চল। স্থানে-স্থানে টিলা-পর্বত। ঘোড়াটাকে সামান্য বিশ্রাম দেওয়ার জন্য একটা টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে যায় ইসহাক। দুপুরের সূর্য খানিকটা পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। ইসহাক একটা টিলার আড়ালে ছায়ায় বসে পড়ল। তার চোখের পাতা বুজে এল।

খানিক পর ঘোড়াটা উচ্চ রবে ডেকে উঠল। ইসহাকের চোখ খুলে গেল। ঘোড়াটা সামান্য একটু জায়গার মধ্যে চারদিক ঘুরে-ঘুরে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু বেশি দৌড়াতে পারল না – থেমে গেল। সমস্তটা শরীর কাঁপছে প্রাণীটার।

কী হলো? ইসহাক এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল, সে যে-জায়গাটায় শুয়েছিল, তার চার-পাঁচ পা দূরে দেড় বিঘত লম্বা একটা সাপ। সাপটার রং কালো। কালোর মধ্যে শাদা-শাদা ডোরা দাগ। সাপটা ছটফট করছে। লেজের দিক থেকে দেহের অর্ধেকটা থেতলানো।

ঘোড়াটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ইসহাক বুঝতে পারল, দংশনের আগে কিংবা পরে সাপটা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন তার চলনশক্তি অবশিষ্ট নেই। ইসহাক তুর্কি সাপটার মাথাটা পায়ের নিচে ফেলে পিষে ফেলল।

ঘোড়াটার বাঁচার আশা নেই। মরুভূমির বিচ্ছু আর এ-জাতের সাপ এতই বিষাক্ত যে, দংশিত হলে পানি পান করারও সুযোগ পাওয়া যায় না। মরুর পথিকরা প্রখর সূর্যতাপ আর দস্যুদেরও এত ভয় করে না, যতটা করে এই সাপ-বিচ্ছুকে। এই সাপ মেঠো ও পাহাড়ি অঞ্চলের সাপের মতো বুক টেনে সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। এরা পাশের দিকে এক বিস্ময়করভাবে চলাচল করে।

ইসহাক হতাশ নয়নে ঘোড়াটার প্রতি তাকাল। ঘোড়াটা সজোরে কেঁপে উঠল। মুখটা হা হয়ে গেছে। পাগুলো বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাকে কোনো সাহায্য করার ক্ষমতা ইসহাকের নেই। উন্নত জাতের যোদ্ধা ঘোড়া। ঘাস-পাতা, তরুলতাহীন মরু বিয়াবান আর ক্ষুৎ-পিপাসা কিছুই আমলে নেয় না।

www.pathagar.com

এরূপ একটা ঘোড়ার মৃত্যুতে ইসহাকের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো, এখন তাকে পায়ে হেঁটে কায়রো পৌঁছতে হবে। তাকে অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার কথা ছিল। বুকে করে যে-মূল্যবান তথ্য ইসহাক নিয়ে যাচ্ছিল, তা যদি যথাসময়ে সুলতানের কানে পৌঁছানো না যায়, তা হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ইসহাক অনুতপ্ত চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকাল। ঘোড়ার একটা পায়ের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। খুরের সামান্য উপরে কয়েক ফোঁটা রক্ত জমে আছে। সাপটা এখানেই দংশন করেছে।

ঘোড়াটা মরে গেছে। ইসহাক ঘোড়ার যিন থেকে খেজুরের থলে ও পানির মশক খুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। মৃত সাপটার প্রতি তাকিয়ে ঘৃণার সঙ্গে বলল– 'সাপ আর খ্রিস্টানের স্বভাব একই।'

◆◆◆

ইসহাক টিলাময় এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। উপর থেকে সূর্যটা যেন আগুন ঢালছে। ১১৮২ সালের এপ্রিল মাস। বসন্তকাল। কিন্তু মরু-এলাকায় কখনও বসন্ত আসে না। ইসহাক তুর্কির সামনে এখন বালির সমুদ্র। মরুর বালুকারাশি এমনভাবে চিকচিক করছে, যেন এই আধা মাইল পথ অতিক্রম করলেই পানি পাওয়া যাবে।

ইসহাক এখনও সজীব-তরতাজা। খেজুরের থলে, মশক, তরবারি আর খঞ্জরের ভার তার অনুভবই হচ্ছে না। চলার গতি তীব্র। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো পৌঁছে যাওয়ার প্রত্যয় এখনও বিদ্যমান।

ইসহাক হাঁটছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা ডুবে গেছে।

একজায়গায় ইসহাক অল্প সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দিল। কয়েকটা খেজুর খেয়ে পানি পান করল। তারপর মিনিটকয়েক শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসল।

ইসহাকের মনে বেজায় আনন্দ যে, একটি মহামূল্যবান তথ্য নিয়ে সুলতান আইউবির কাছে যাচ্ছে। পানাহারের প্রয়োজন বেশি অনুভব করছে না সে। তার আত্মা পরিতৃপ্ত। কর্তব্যপরায়ণ মানুষ যখন কর্তব্য আদায় করে ফেলে, তখন তার আত্মা আনন্দিত হয়। ইসহাক তুর্কিও আত্মিক আনন্দে পরিতৃপ্ত।

ইসহাক উঠে দাঁড়াল এবং তারকা দেখে দিঙ্‌নির্ণয় করে হাঁটতে শুরু করল।

মরুভূমির রাত ততটা শীতল হয়, যতটা উত্তপ্ত থাকে দিনে। তাই মরু-অঞ্চলে রাতের সফর আরামদায়ক।

ইসহাক হাঁটতে থাকল। হাঁটতে-হাঁটতে তার মনের পাতায় অনেক কিছু ভেসে উঠল। চিন্তা করল, এত দীর্ঘ পথ এই সামান্য সময়ে অতিক্রম করতে পারবে কি। যদি কোনো নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী-উষ্ট্রারোহী পাওয়া যায়, তা হলে তার বাহনটা কেড়ে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিংবা যদি কোথাও অবস্থানরত কাফেলা পাওয়া যায়, তা হলে তাদের একটা উট বা ঘোড়া চুরি করে একটা বিহিত করা যায়। এ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছে না ইসহাক।

www.pathagar.com

আশায় বুক বেঁধে পথ চলতে থাকল ইসহাক। রাত কেটে যাচ্ছে আর তার পায়ের তলা থেকে মরুভূমি ধীরে-ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছে। এবার তার ক্লান্তি অনুভব হতে শুরু করেছে। কিন্তু ক্লান্তি, ঘুম, ক্ষুধা ও পিপাসা কয়েকদিন পর্যন্ত সহ্য করার প্রশিক্ষণ তার আছে। ইসহাক ক্লান্তির প্রথম অনুভূতিটা একটা সঙ্গীতের কাছে পরাজিত করে দিল। সে গান গাইতে শুরু করল – যুদ্ধের গান।

রাতের শেষ প্রহরে ইসহাক একজায়গায় বসে পড়ল এবং সামান্য পানি পান করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এখনও সূর্য উদিত হয়নি। ইসহাক সজাগ হয়ে গেল। ক্ষিধেয় পেটটা চোঁ-চোঁ করছে। কিন্তু এই ক্ষুধাটাকেও জয় করে নিল ইসহাক। একঢোক পানিও পান না করে হাঁটতে শুরু করল। গন্তব্য এখনও অনেক দূর। তাই সামান্য যে-খেজুর-পানিটুকু আছে, তা এখনই শেষ করা যাবে না।

দূর থেকে আরেকটা বিপদ চোখে পড়ছে ইসহাকের। বালির গোল-গোল অসংখ্য টিলা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে টিলাগুলো। দেখতে সবগুলো এক রকম। সবগুলোর উচ্চতাও প্রায় সমান। অপরিচিত কোনো লোক তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে বের হতে পারবে না। এলাকাটা একটা মরণফাঁদের রূপ ধারণ করে আছে। কারণ, অনেক পথিক একই টিলার চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে মনে করে সে পথ অতিক্রম করছে। আসলে সে গন্তব্যের দিকে না এগিয়ে টিলার চতুর্দিকেই ঘুরছে। মরুবিশেষজ্ঞরাও এরূপ অঞ্চলকে ভয় করে।

ইসহাক তুর্কি প্রথমে ভাবল, দিক অনুযায়ী এই টিলাময় অঞ্চলটা তার অতিক্রম করার কথা ছিল না। তা হলে কি সে ভুল পথে এসেছে? ইসহাক অস্থির হয়ে উঠল। এখন তাকে সামনের দিকেই অগ্রসর হতে হবে। সে সামনের এগিয়ে গেল এবং টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল।

সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। পায়ের তলার বালি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ইসহাক টিলাময় অঞ্চলে পথ চলছে এবং ডানে-বায়ে মোড় ঘুরে-ঘুরে হাঁটছে। অঞ্চলটার বালুকাময় ভূমি প্রমাণ করছে, এ-পথে ইসহাক ছাড়া অন্য কোনো মানুষের আগমন ঘটেনি।

ইসহাক হাঁটছে তো হাঁটছেই। এই ডানে মোড় তো পরক্ষণেই বামে। আসলেই কি সে পথ অতিক্রম করছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

এভাবে একজায়গায় মোড় ঘুরতে গিয়েই হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল ইসহাক। মাটিতে পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। চিহ্নটা তারই পায়ের, যা অপর একটা টিলার পাশ হয়ে মোড় ঘুরে গেছে। ইসহাক বুঝে ফেলল, সে মরুভূমির নিঃসীম বিপজ্জনক ধোঁকায় পড়ে গেছে। যতই হাঁটছে, একটুও অগ্রসর হচ্ছে না। কারণ, এতক্ষণ হাঁটার পরও সে টিলাময় অঞ্চল থেকে বের হতে পারেনি।

ইসহাক পাশের টিলার উপর উঠে গেল এবং চার দিকে চোখ মেলে তাকাল। তার মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা গোল-গোল উঁচু-উঁচু বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছুই

www.pathagar.com

নয়। সূর্যের আগুন আর বালির উত্তাপ ইসহাকের দেহের রস চুষে নিতে শুরু করেছে। পাদুটো যেন কয়েক মণ ওজন হয়ে গেছে।

ইসহাক পানি পান করল। দিকটা আন্দাজ করে নিচে নেমে এল। কিন্তু পরিস্থিতি যা-ই হোক, মাথাটা ঠিক রেখে কাজ করতে হবে। প্রতিটা মোড় মুখস্থ করে রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তার প্রশিক্ষণও আছে। এখন প্রশিক্ষণটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে সে।

ইসহাক আবার হাঁটতে শুরু করল। এখন প্রতিটা টিলা, প্রতিটা মোড় হিসাব করে-করে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু মরুভূমির নির্মমতা তার মাথাটা ঘুলিয়ে ফেলছে। ইসহাকের সহনশক্তি অস্বাভাবিক। অন্যথায় বহু আগেই তাকে বালির বিছানায় শুয়ে পড়তে হতো।

এখন বিকাল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ইসহাক মরুভূমির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। কিন্তু এখন তার দেহের ভার বহন করার শক্তি নেই। কর্তব্যের অনুভূতিটাই তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসহাক সম্মুখপানে তাকাল। দেখল, কতগুলো ঘোড়া সারিবদ্ধ হয়ে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা ঘোড়ায় একজন করে আরোহী। ইসহাক হাঁক দিল। আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকল। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ঘোড়াগুলো আপন গতিতে এগিয়েই যাচ্ছে।

ইসহাক তুর্কি দাঁড়িয়ে গেল। চোখদুটো বন্ধ করে মাথাটা সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিল। সে বুঝে ফেলল, আসলে ওগুলো ঘোড়া নয় – কল্পনা। ওগুলো মরিচিকা, যা কিনা মরুভূমির ভয়ানক এক প্রতারণা।

এখন পা টেনে-টেনে হাঁটছে ইসহাক।

ইসহাক অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। এখন দিন-না-রাত বুঝতে পারছে না। একস্থানে তার পা ফস্‌কে গেল। পড়ে গিয়ে গড়াতে-গড়াতে নিচে চলে গেল। তার খানিকটা চৈতন্য ফিরে এল। সে এদিক-ওদিক তাকাল। তীব্র পিপাসা অনুভব করল। পিপাসায় কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিঁধছে যেন। ঠোঁটদুটো শুকনো কাঠের মতো খসখসে হয়ে গেছে। কিন্তু তার কাছে না আছে পানির মশক, না আছে খেজুরের থলে। ওগুলো কোথায় হারিয়ে এসেছে খবর নেই।

ইসহাক এখন অনেকটা অসহায় ও হতাশ। তবুও চলার চেষ্টা করছে। যেদিকে তাকায় শুধু শাদা-শাদা পরিচ্ছন্ন অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছে। শিখাগুলো যেন তাকে গোল বৃত্তের মতো ঘিরে রেখেছে।

ইসহাক দাঁড়িয়ে গেল। একস্থানে তিনজন লোক দেখতে পেল। দুজন পুরুষ, একজন নারী। তিনজনই একনাগাড়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকগুলোর পিছনে সামান্য দূরে খেজুর গাছও চোখে পড়ে ইসহাকের। তাদের সন্নিকটে টিলা। ইসহাক তুর্কি এসবকেও কল্পনা জ্ঞান করল এবং মরিচিকা বলে ধারণা করল। তার হতাশা আরও বেড়ে গেল। তাতে তার দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও

www.pathagar.com

নিঃশেষ হয়ে গেল। ডাকাডাকি করে লাভ নেই। কাল্পনিক দৃশ্য আর মরিচিকারা তো সাড়া দিতে পারে না। মরিচিকার কাজ পথচারীদের লোভ দেখিয়ে-দেখিয়ে কাছে টানা আর নিজে পিছনে সরে যাওয়া। একসময় তার পিছনে-পিছনে ছুটেচলা মানুষটা পরাজিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে আর মরুভূমির বালি তার চামড়া-মাংস চুষে-চুষে কঙ্কালে পরিণত করে।

ইসহাক তুর্কির মাঝে এতটুকু চৈতন্য অবশিষ্ট আছে যে, সে লোকগুলোকে কল্পনা বলে স্থির করেছে। কিন্তু সম্মুখপানে পা ফেলামাত্র পাদুটো নিথর হয়ে দুদিকে সরে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে মরুর মরিচিকা আর কল্পনারা সব ঘন অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ইসহাক সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর ধীরে-ধীরে তার চৈতন্য ফিরে এল। কারও কথা বলার শব্দ কানে আসছে তার। ইসহাক বালির উপর লুটিয়ে পড়েছিল। তখন পায়ের নিচের বালিগুলো আগুনের উপর রাখা লোহার পাতের মতো গরম ছিল। কিন্তু এখন সংজ্ঞা ফিরে আসার পর শীতলতা অনুভব করছে।

'ওখানেই মরতে দেওয়া ভালো ছিল' – ইসহাক পুরুষালি কণ্ঠ শুনতে পেল – 'এখন তুলে বাইরে ফেলে দাও। লোকটা পথভোলা কোনো পথিক হবে নিশ্চয়।'

'না; লোকটা কোনো সাধারণ পথচারী বলে মনে হচ্ছে না।' আরেকটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল।

'হুঁশ ফিরে আসুক' – এবার নারীকণ্ঠ – 'আমার সন্দেহ হচ্ছে। লোকটা অচেতন অবস্থায় বিড়বিড় করছিল। বলছিল, "কায়রো আর কত দূর? সুলতান...। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি! আপনি সতর্কতার সঙ্গে কায়রো থেকে বের হবেন। আমি অনেক মূল্যবান সংবাদ নিয়ে এসেছি।" লোকটাকে আমি একটু যাচাই করে দেখব।'

এই কথোপকথনকেও ইসহাক তুর্কির কল্পনা মনে হতে লাগল। কিন্তু সে জানে না, এই কণ্ঠ সেই দুই পুরুষ ও এক মেয়ের, যাদের সে মরূদ্যানে নিজের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখেছিল, যাদেরকে কল্পনা বলে মনে করেছিল। কিন্তু আসলে তারা কল্পনা নয় – বাস্তব মানুষই ছিল।

'তুমি এর কাছে বসে থাকো' – একজন বলল – 'জ্ঞান ফিরে এলে খাবার-পানি দিয়ো। তারপর তার পরিচয় জানা যাবে।' বলেই লোকটা বেরিয়ে গেল।

ইসহাক ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। সে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পেল। এবার পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠে বসল। অলক্ষ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে এল– 'এই ঘোড়াটা আমাকে দিয়ে দাও।'

'নাও; সামান্য পানি পান করো' – ইসহাক নারীকণ্ঠ শুনতে পেল। একটা মেয়ে এক পেয়ালা পানি হাতে করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটা বলল– 'সামান্য পান করে নাও। একসঙ্গে সবটুকু পান করো না; অন্যথায় মরে যাবে।'

www.pathagar.com

পিপাসাকাতর ইসহাকের পানির বড্ড প্রয়োজন। সে মেয়েটার পরিচয় জানার চেষ্টা করল। পানির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ঠোঁট লাগিয়ে ঢকঢক করে কয়েক ঢোক পান করল। তার পর পেয়ালাটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে বলল– 'আমি জানি, এরূপ অবস্থায় বেশি পানি পান করা ঠিক নয়।'

ইসহাক মেয়েটাকে পরখ করে দেখল। টাটকা যুবতী মেয়ে। পোশাক-আশাকে এই অঞ্চলের মরুযাযাবরদের মতো হলেও গঠন-আকৃতি ও চেহারা এখানকার মেয়েদের মতো নয়। মাথায় প্যাঁচানো রুমালের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান চুলও যাযাবর মেয়েদের মতো মনে হলো না। ইসহাক ভাবল, এই অঞ্চলে তো কোনো সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের মেয়েদের আসবার কথা নয়। এখানে সাধারণত যাযাবররাই আসে।

'তুমি কি কোনো কাফেলার সঙ্গে আছ?' ইসহাক মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'আমি এক বণিক কাফেলার সঙ্গে আছি। আমরা ব্যবসায়ী। তুমি কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ?'

ইসহাক তুর্কি উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে পানির পেয়ালাটা আবার ঠোঁটে লাগাল এবং কয়েক ঢোক পান করল। আস্তে-আস্তে তার শরীরে সজীবতা ফিরে আসছে। চিন্তা করার শক্তিও ফিরে পেয়েছে। তার মনে পড়ে গেল, সে সুলতান আইউবির গোয়েন্দা এবং নিজের আসল পরিচয় বলা যাবে না।

'আমিও একটা বণিক কাফেলায় ছিলাম' – ইসহাক চিন্তা করে উত্তর দিল – 'একরাতে এখান থেকে দূরবর্তী একস্থানে একদল দস্যু আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে। উট-ঘোড়াগুলোও নিয়ে গেছে। আমি একা ওখান থেকে পালিয়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'তোমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি।' বলেই মেয়েটা বেরিয়ে গেল।

ইসহাক তুর্কি একটা তাঁবুতে বসা। তাঁবুতে বাতি জ্বলছে। সে ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। জোৎস্না রাত। বাইরে ফকফকা চাঁদের আলো। ইসহাক তিন-চারজন লোক ঘোরাফেরা করতে দেখল এবং মেয়েটার গালভরা কুটিল হাসি শুনতে পেল। পরক্ষণেই মেয়েটাকে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। ইসহাক পিছনে সরে গিয়ে নিজ জায়গায় বসে পড়ল। তাঁবুতে ঢুকে মেয়েটা ইসহাকের সামনে খাবার রাখল। ইসহাক খেতে শুরু করল।

'তুমি কি কায়রো যাচ্ছ?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'না' – ইসহাক মিথ্যা বলল – 'আমি আলেকজান্দ্রিয়া যাচ্ছি।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তো কায়রোতে আছেন' – মেয়েটা মুচকি হেসে বলল – 'আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে কী করবে?'

'আইউবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী!' ইসহাক বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলল।

'আমাদের তো আছে' – মেয়েটা বলল – 'তিনি আমাদের সুলতান। তাঁর নির্দেশে আমরা জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুত আছি।'

www.pathagar.com

'ভালো কথা' – ইসহাক বলল – 'কিন্তু আইউবি কায়রোতে আছেন সেকথা আমাকে বললে কেন?'

'শোনো' – মেয়েটা ইসহাকের মাথায় হাত রেখে বলল – 'তোমার একটা ঘোড়া দরকার। তুমি সুলতান আইউবির নিকট যাচ্ছ। আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তোমাকে আমরা ঘোড়া দেব। তুমি অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে।'

'এসব তুমি কীভাবে জানলে?' ইসহাক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'ও কথা জিজ্ঞেস করো না' – মেয়েটা বলল – 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছ; আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে দাও। তোমাকে ঘোড়া দিয়ে প্রমাণ করব, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি।'

মেয়েটা এমন ধারায় কথা বলছে যে, ইসহাক চিন্তায় পড়ে গেল। বলল– 'হ্যাঁ, আমাকে অনেক তাড়াতাড়ি সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছতে হবে।'

'জরুরি কোনো সংবাদ আছে মনে হয়?'

'ওসব জিজ্ঞেস করো না' – ইসহাক উত্তর দিল – 'সব কথা বলাও যায় না, আবার সবকিছু সকলের জানারও প্রয়োজন নেই।'

'আমি তোমার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি' – মেয়েটা উঠতে-উঠতে বলল – 'তুমি বিশ্রাম নাও। রাত সবে শুরু হয়েছে। শেষ প্রহরে রওনা হলেই চলবে।'

মেয়েটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। ইসহাক তুর্কি বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

◆◆◆

'কে না বলেছিলে ওকে ওখানেই মরতে দিলে ভালো হতো?' – মেয়েটা তাঁবুর বাইরে গিয়ে দলের লোকদের বলল – 'ওস্তাদ মান আমাকে? লোকটা আইউবির গুপ্তচর। বলছে কী জান? বলছে, আমাকে একটা ঘোড়া দাও; সুলতান আইউবির কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। লোকটা যখন অচেতন অবস্থায় বিড়বিড় করছিল, তখন আমি কান পেতে শুনছিলাম, সে আইউবির নাম উচ্চারণ করে বলছে, আমি বড় মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছি।'

ইসহাকের সঙ্গে মেয়েটার যেসব কথা হলো এবং তার মুখ থেকে যেসব কথা বের করল, দলের লোকদের সব জানাল।

এটি বণিক কাফেলা নয়। এরা সবাই খ্রিস্টানদের গুপ্তচর ও দুর্বৃত্ত। মিসরে দায়িত্ব পালন করে এখন ফিরে যাচ্ছে কিংবা অন্য কোনো অঞ্চলে যাচ্ছে। সঙ্গে রক্ষীও আছে। দশ-বারোজন পুরুষ আর দুটা মেয়ে। মেয়েদুটো অত্যন্ত রূপসী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা। ছদ্মবেশ ধারণ করেছে বণিকের। তাদের সঙ্গে উট আছে, ঘোড়াও আছে। ছায়া-পানি দেখে এখানে অবস্থান নিয়েছে। সন্ধ্যার খানিক আগে তারা দূর থেকে ইসহাককে দেখতে পায়। দুজন পুরুষ ও একটা মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে।

ইসহাক তুর্কি তাদেরকে দেখেছিল। কিন্তু এই দেখাকে সে কল্পনা ও মরিচিকা মনে করেছিল। তার পরক্ষণেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। খ্রিস্টান পুরুষ দুজন আর মেয়েটা তার কাছে গেল। মেয়েটা বলল, লোকটা সাধারণ

www.pathagar.com

মুসাফির বলে মনে হয় না। পুরুষ দুজন অভিমত ব্যক্ত করল, আনাড়ি কোনো পথচারীই হবে; অন্যথায় এই দশা ঘটত না। তথাপি ইসহাকের শারীরিক গঠন-আকারে তাদেরও কিছুটা সন্দেহ জাগল যে, অন্য কিছু হতে পারে। কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তারা ইসহাককে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে এল এবং এই তাঁবুতে শুইয়ে দিল। তারা ইসহাকের মুখে ফোঁটা-ফোঁটা করে পানি ও মধু ঢালল। ইসহাক বিড়বিড় করে উঠল। ইসহাক অচেতন ছিল। এই অচেতন অবস্থা আর ঘুমের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্ক জেগে ওঠে। গোয়েন্দাদের বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া থাকে, যেন তারা শত্রুর এলাকায় অচেতন না হয়। অজ্ঞান অবস্থায় অনেক সময় তার কাছ থেকে গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে। মরুভূমি ইসহাককে অসহায় ও অচেতন করে দিয়েছিল। অন্যথায় তার যথেষ্ট প্রতিরোধ-ক্ষমতা ছিল। অচেতন অবস্থায় যদি তার মুখ থেকে বিড়বিড়ানি বের না হতো, তা হলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারত না।

ইসহাক বিচক্ষণ ও কৌশলী হওয়া সত্ত্বেও চেতনা ফিরে পেয়ে এখন সে মেয়েটার ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। মেয়েটা সুদক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা খ্রিস্টান গোয়েন্দা। মেয়েটা নিশ্চিত হয়ে গেল, লোকটা মুসলমান এবং সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর। তাঁবুর বাইরে গিয়ে সে সঙ্গীদের জানাল, আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এই সুদর্শন লোকটা আইউবির গোয়েন্দা-ই বটে।

'বিরাট শিকার' – দলনেতা বলল – 'এখন জানতে হবে, লোকটা কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় কার কাছে যাচ্ছে।'

'তথ্য কোথা থেকে এনেছে জানার পর আরও জানতে হবে, ওখানে তারা কতজন আছে এবং তাদের আস্তানা কোথায়।' দলের একজন বলল।

'কিন্তু সে যেন আমাদের পরিচয় জানতে না পারে' – দলনেতা বলল – 'আমি সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দাদের ভালো করে জানি। তারা মৃত্যুকে বরণ করে নেবে; তবু তথ্য দেবে না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ওই মুসলমানগুলোকে আমিও ভালোভাবেই জানি' – মেয়েটা অর্থবহ মুচকি হেসে বলল – 'তথ্য তো দেবেই, নিজের খঞ্জর দ্বারা নিজের হৃদয়টাও বের করে আমার পায়ের উপর রাখবে।'

'তুমি সেই মুসলমানদের জান, যারা ক্ষমতা আর বিত্তের নেশায় মাতাল হয়ে গেছে' – অপর এক খ্রিস্টান বলল – 'সাধারণ মুসলমান আর সাধারণ সৈনিকের পাল্লায় তুমি পড়নি। তোমাদের দ্বারা বিভ্রান্ত মুসলমানরাই শুধু সম্পদ ও মর্যাদার গোলাম হয়। কিন্তু যেসব মুসলমানের কাছে ঐশ্বর্যের স্থলে ঈমান বড়, তাদের কাছে গিয়ে দেখো।'

দলে আরও একটা খ্রিস্টান মেয়ে আছে। সে-ও এই বৈঠকে উপস্থিত। এ যাবত সে কোনো কথা বলেনি। দলনেতা তার প্রতি তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল– 'তুমি কি এই মুসলমান থেকে তথ্য বের করতে পারবে না বারবারা।'

www.pathagar.com

মেয়েটা মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল চোখে দলনেতার প্রতি তাকাল।

দলনেতা আবার বলল– 'তুমি কায়রোতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছ। মেরিনার দক্ষতা দেখো এবং তার থেকে শেখো। আমি তোমাকে আর সুযোগ দেব না। মেরিনার বিচক্ষণতার কথা চিন্তা করো। আমরা সবাই লোকটাকে দিকভোলা পথিক মনে করেছিলাম। কিন্তু মেরিনা ঠিকই ধরে ফেলেছে, লোকটা মূল্যবান একটা শিকার হবে। আমি তোমাকে এজন্য মিসর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি যে, তুমি ক্রুশের উপকার করার পরিবর্তে ক্ষতি করছ।'

'তোমার পরিণতি খুবই মন্দ হবে বারবারা' – অপর এক খ্রিস্টান বলল – 'এই পেশায় তোমরা একজন রাজকন্যার মর্যাদ পেয়ে থাক। কিন্তু তুমি এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তারপর কারও গণিকা কিংবা বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় থাকবে না।'

'উহ!' – পাশের থেকে মেরিনা ঘৃণা প্রকাশ করে বারবারার উদ্দেশে বলল – 'এ তো যোগ্যই এ-কাজের।'

বারবারা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মেরিনার প্রতি তাকাল। রাগে-ক্ষোভে তার চেহারাটা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো কথা বলছে না। মেয়েটা মেরিনার মতোই রূপসী। কিন্তু মিসর যাওয়ার পর তার দক্ষতায় ভাটা পড়ে গেল। সমস্যাটা সৃষ্টি করেছে দলনেতা। লোকটা পদস্থ অফিসার ও সুদর্শন যুবক। বারবারাকে তার ভালো লাগত। তাই বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলল। তারা দুজনে দুজনার হয়ে গেল। কিন্তু এ দৃশ্য মেরিনার সহ্য হলো না। সে তার কূটচাল প্রয়োগ করে দলনেতাকে বারবারা থেকে সরিয়ে নিজের মুঠোয় নিয়ে নিল এবং তার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা শুরু করল। বারবারার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটল। বারবারা বিষণ্ন হয়ে উঠল এবং কর্তব্যে অবহেলা শুরু করল। এ-সুযোগে মেরিনা এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাল যে, সন্দেহে নিপতিত হয়ে বারবারার ধরা পড়ার উপক্রম হলো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়ে গেল।

মেয়েটাকে সুলতান আইউবির উচ্চপদস্থ একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার পিছনে নিয়োজিত করা হয়েছিল। কিন্তু সে সফল হতে পারেনি। দলনেতা টের পেয়ে গেল, বারবারা ও মেরিনার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। পরস্পর সহকর্মী হয়ে কাজ করার পরিবর্তে এখন তারা একজন অপরজনকে ঘায়েল করার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। এই পরিস্থিতি মিশনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মেয়েটা এই দল ত্যাগ করে অন্য দলে যাওয়ার চিন্তা করল।

বারবারা দলনেতার শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল। মেরিনা তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। নিজের অশুভ পরিণতি চোখের উপর ভাসছে মেয়েটার। আর এখন কিনা মেরিনা বলে ফেলল, বেশ্যাবৃত্তিই বারবারার মানানসই পেশা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল বারবারার মনে।

www.pathagar.com

'এই লোকটার কাছ থেকে তথ্য কেবল আমিই বের করতে পারব' – মেরিনা বলল – 'এ-কাজ বারবারার সাধ্যের অতীত।'

বারবারা ক্ষুব্ধ মনে নিজ তাঁবুতে চলে গেল।

◆◆◆

'রাতে লোকটা পালাবার কোনো সুযোগ পাবে না' – দলনেতা বলল – 'এ যাবত পালাবার কোনো কারণও নেই। তথাপি সতর্ক থাকতে হবে। লোকটাকে অজ্ঞান করে রাখো।'

খানিক পর মেরিনা ইসহাকের তাঁবুতে প্রবেশ করল। ইসহাক শুয়ে আছে। বাতিটা জ্বলছে। মেরিনার হাতে একটা রুমাল। রুমালটা চেতনানাশক ঔষধে ভেজা। মেরিনা পা টিপে-টিপে ইসহাকের কাছে গিয়ে বসে পড়ল। রুমালটা ইসহাকের নাকের উপর রেখে কিছুক্ষণ পর সেটা সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেরিনা সঙ্গীদের জানাল– 'আগামী কাল সূর্যোদয়ের সামান্য পর হুঁশ ফিরবে।'

'এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো' – দলনেতা বলল – 'আগামী কাল সালাহুদ্দীন আইউবির এই গোয়েন্দাকে তার চাহিদা অনুসারে ঘোড়া ঠিকই দেব; তবে সেই ঘোড়ায় সে কায়রো যাবে না – যাবে আমাদের সঙ্গে বৈরুতে। লোকটা আমাদের সফরসঙ্গী হবে।'

সুলতান আইউবির একজন গোয়েন্দাকে কব্জায় নিয়ে আসা বিরাট এক সাফল্য। তারা উৎসবে মেতে উঠল এবং মদের আসর বসাল। সাফল্যের আনন্দে মেরিনার পা যেন মাটিতে পড়ছে না।

কিন্তু আজ বারবারার মনে আনন্দের পরিবর্তে তুষের আগুন জ্বলছে। উৎসবে যোগ না দিয়ে নিজতাঁবুতেই ব্যথিত মনে অবস্থান করছে সে।

গভীর রাত পর্যন্ত আমোদ-বিনোদনে কাটিয়ে প্রত্যেকে যার-যার তাঁবুতে ফিরে গেল। দলনেতা মেরিনাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

ব্যর্থ ও বেদনাহত বারবারা নিজতাঁবুতে বসে অস্থিরতার মধ্যে সময় পার করছে। তার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বাইরের আসরের হই-হুল্লোড় তার মনের আগুনকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছে। মেয়েটা উঠে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখল, তাদের দলনেতা আর মেরিনা টিলার দিকে যাচ্ছে। এক সময়ে তারা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারবারার কানে মেরিনার কণ্ঠ বাজছে– 'একমাত্র আমিই তার কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারব।' বারাবারার মাথায় চিন্তা জাগল, ইচ্ছে করলে আমি মেরিনাকে ব্যর্থ করতে পারি। একটা পন্থা এই হতে পারে, আমি ইসহাককে বলে দেব, আমরা সবাই খ্রিস্টান গোয়েন্দা; তুমি সতর্ক হয়ে যাও। আবার সহযোগিতা দিয়ে লোকটাকে ভাগিয়েও দিতে পারি। প্রতিশোধ আগুনে প্রজ্বলমান বারবারার মাথায় নানা ভাবনা উঁকি দিয়ে উঠল।

www.pathagar.com

সকলের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে বারবারা। তার চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময় তার তাঁবুর পর্দা ফাঁক হয়ে গেল। কে যেন ফিসফিস শব্দে তাকে ডাকছে।

বারবারা বুঝতে পারল কে এসেছে।

'চলে যাও মার্টিন' – বারবারা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল – 'চলে যাও তুমি এখান থেকে।'

মার্টিন চলে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁবুতে ঢুকে বারবারার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল – 'তোমার হয়েছেটা কী বলো তো? তুমি কি মনে কর, দলনেতা মেরিনাকে হৃদয় থেকে ভালবাসে? তুমি কি বিশ্বাস কর, তোমাকে সে মন দিয়ে ভালবেসেছিল? এ সবকিছুই তার বদমায়েশি ও ফষ্টিনষ্টি। বারবারা! তুমি অযথা হৃদয়ের উপর অস্থিরতার বোঝা চাপিয়ে কর্তব্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছ। তুমি যদি সত্যিকার ভালবাসার প্রত্যাশী হয়ে থাক, তা হলে সেটা তুমি আমার কাছ থেকেই আশা করতে পার। আমি তোমাকে অন্তর থেকে কামনা করি। তুমিই বলো, আমি কি তোমাকে কখনও ধোঁকা দিয়েছি?'

'তোমরা আপাদমস্তক প্রতারক' – বারবারা ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল– 'তোমরা প্রত্যেকেই ধোঁকাবাজ। আমি আমার কর্তব্য থেকে সরে যাইনি। তবে জীবনের প্রতিই আমার অনীহা এসে গেছে। আমাদের শৈশব থেকেই প্রতারণার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এ-লক্ষ্যে যে, আমরা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে ক্রুশের মোকাবেলায় তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেব। কিন্তু সেই বিদ্যা আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছি। আমরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে পাপ করছি এবং একে অপরকে ধোঁকা দিচ্ছি। মুসলমানরা আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান। তারা গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার কাজে মেয়েদের ব্যবহার করে না। আমাদের নেতা আমাকে ভালবাসার টোপ দিলেন। কিন্তু মেরিনা বেশি চালাক বলে তাকে হাত করে নিল। তুমি আমাকে দখল করার চেষ্টা করছ। ফল দাঁড়াচ্ছে, এখন আমরা পুরো দলটাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে যদি আমরা দুটা মেয়ে না থাকতাম, তা হলে তোমরা সফলতার সঙ্গে কর্তব্য পালনে সক্ষম হতে। নারীর উপস্থিতি পুরুষদের মধ্যে শত্রুতার জন্ম দেয়।'

'এ-লক্ষ্যেই তো আমরা মুসলমানদের মাঝে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের লেলিয়ে দিই' – মার্টিন বলল – 'তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা কাজটা এজন্য করি, যাতে ইসলামের পতন ঘটে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।'

মার্টিন বারবারাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল– 'এমন রাতটাকে নিরামিষ আলাপচারিতায় বিস্বাদ করো না বারবারা! এসো বাইরে যাই; দেখো চাঁদটা কত সুন্দর!'

www.pathagar.com

'আমার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে' – বারবারা বলল – 'আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমার অন্তরে ঘৃণা জন্ম নিয়েছে। আমি কোথাও যাব না। দরকার হলে তুমিই যাও।'

'একটা দিন এমন আসবে, তুমি আমার পায়ের উপর পড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলবে, মার্টিন আমাকে বাঁচাও; ওরা আমাকে কুকুরের মুখে তুলে দিচ্ছে। তখন কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করব না।'

'এখনও আমি কুকুরের মুখেই আছি' – বারবারা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল – 'আমি কোনোদিনও তোমার কাছে সাহায্য চাইব না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

মার্টিন ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন মনে উঠে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

বারবারা মার্টিনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল এবং অপেক্ষা করতে থাকল মার্টিন কখন ঘুমিয়ে পড়ে। সে জানে, দলনেতা আর মেরিনার ফিরতে অনেক দেরি হবে।

খানিক পর বারবারা তাঁবু থেকে বের হলো এবং বসে-বসেই সামনের দিকে এগুতে থাকল। সম্মুখের জায়গাটা সামান্য গভীর। বারবারা সেখানে নেমে পড়ল। সেখান থেকে ঝুঁকে-ঝুঁকে কূপের পিছনে চলে গেল। অনেক দূর ঘুরে ইসহাক যে তাঁবুতে অবচেতন পড়ে আছে, সেখানে পৌঁছে গেল। বারবারা জানে না, ইসহাককে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। সে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। বাতিটা জ্বলছে। বারবারা পা ধরে ইসহাককে নাড়া দিল। কিন্তু ইসহাক জাগছে না। বারবারা তার মাথা ধরে নাড়াল। হাত ধরে টানল। কিন্তু-না; কিছুতেই লোকটা নড়ছে না।

'ওঠো হতভাগা!' – বারবারা ইসহাকের গালে কষে একটা চড় মেরে বিরক্তির সঙ্গে বলল – 'তুমি প্রতারণার জালে আটকা পড়েছ। আমরা সবাই গোয়েন্দা। তুমি কায়রো যেতে পারবে না। তুমি বৈরুতের অন্ধকার কারাগারের পাতাল প্রকোষ্ঠে নির্যাতনের মুখে ধুকে-ধুকে মরবে।'

ইসহাক অচেতন পড়ে আছে, যেন মরে গেছে। বারবারা তাঁবুর বাইরে হালকা হাসির শব্দ শুনে পেল। কিন্তু সে ভয় পেল না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কিনা। শব্দগুলো নিকটে চলে আসার পরও মেয়েটা ইসহাকের কাছে বসে থাকল। হাসি আর ফিসফিস কথোপকথনের শব্দ তাঁবু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। একটা কণ্ঠ মেরিনার। নেতার সঙ্গে কয়েদিকে দেখতে এসেছে।

'আমরা মুসলমান' – বারবারা ইসহাককে উদ্দেশ করে উচ্চ স্বরে বলল – 'আমরা তোমাকে এমন একটা ঘোড়া দেব, যে তোমাকে দুদিনে কায়রো পৌঁছিয়ে দেবে।'

'বারবারা! বারবারা!' বারবারা দলনেতার কণ্ঠ শুনতে পেল। সে পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। দলনেতা ও মেরিনা দাঁড়িয়ে আছে। নেতা বলল– 'এই

www.pathagar.com

মুহূর্তে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারবে না। লোকটাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।'

'এটা আমার শিকার বারবারা' – মেরিনা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল – 'এর থেকে কীভাবে তথ্য বের করতে হবে, সে শুধু আমিই জানি।'

দলনেতা ও মেরিনা হেসে উঠল। এই তিরস্কারের হাসি বুঝতে পারল বারবারা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বলল– 'আমি কোনো ভুল করিনি, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম।'

'যাও, ঘুমিয়ে পড়ো।' দলনেতা আদেশের সুরে বলল।

বারবারা উঠে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

দলনেতা ইসহাকের শিরায় হাত রাখল। তারপর মেরিনাকে নিয়ে চলে গেল।

ইসহাক তুর্কি বুকে সুলতান আইউবির জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে।

◆◆◆

'আলী বিন সুফিয়ান!' – কায়রোতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর ইন্টেলিজেন্স প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন – 'ওদিক থেকে এখনও কোনো সংবাদ এল না। তার অর্থ হচ্ছে, ওখানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি বিষয়টা মেনে নিতে পারছি না।'

'আর আমিও মানতে পারছি না' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'ওখানে কোনো পরিবর্তন ঘটবে, সমস্যা দেখা দেবে; অথচ আমাদের কাছে কোনো খবর আসবে না। ওখানে আমাদের যারা আছে, তারা সাধারণ গোয়েন্দা নয়। ইসহাক তুর্কিকে তো আপনি ভালো করেই জানেন। মাটির বুক চিরে তথ্য বের করে আনবার মতো সাহস ও যোগ্যতা তার আছে। অন্যরাও তারই মতো বিচক্ষণ।'

'ওদিকে যেসব ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, খ্রিস্টানরা তা দ্বারা স্বার্থ উদ্ধার করবেই' – সুলতান আইউবি বললেন – 'বল্ডউইন তার ফিরিঙ্গি বাহিনীকে নিয়ে হাল্‌ব ও মসুলের আশপাশে অবস্থান করছে।'

'কিন্তু আল-মালিকুস সালিহ তো মারা গেছে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'হাল্‌বের শাসক এখন ইয্‌যুদ্দীন। তিনি তো খ্রিস্টানদের আনুগত্য করবার মতো লোক নন।'

'আলী!' – সুলতান আইউবি মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন – 'তুমি কি তা হলে আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছ? তুমি সম্ভবত ইয্‌যুদ্দীনকে এজন্য পরিপক্ব মুসলমান মনে করছ যে, আমি তাকে বন্ধু ভাবি এবং তার সাহায্যার্থে পরিকল্পনা বদল করে তালখালেদের উপর আক্রমণ করেছি এবং আর্মেনীয়দের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছি। তাই না? কিন্তু শুনে রাখো আলী! আমি আমার মুসলমান শাসক ও আমিরদের উপর ভরসা রাখতে পারি না। ইয্‌যুদ্দীন আমাদের পক্ষভুক্ত শাসক হতে পারে; কিন্তু তার আমির-উজিরদের মাঝে খ্রিস্টানদের অনুগত লোকও আছে। তুমি কি দেখনি আলী! একজন ঈমানদার শাসকও মন্ত্রী-

www.pathagar.com

উপদেষ্টাদের তোষামোদমূলক পরামর্শের জালে এসে দেশ-জাতিকে ভুল সিদ্ধান্ত দ্বারা ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করে থাকে? আমি পরামর্শ ও পরামর্শকের বিরোধী নই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পরামর্শ নেওয়া কুরআনের নির্দেশ। কিন্তু একজন শাসকের এতটুকু বুদ্ধি-বিচক্ষণতা থাকতে হবে, যেন পরামর্শকদের উদ্দেশ্য ও চরিত্র বুঝতে সক্ষম হন। তোষামোদ ও চাটুকারিতা রাজত্বের মোহকে চাঙ্গা করে তোলে। একসময় শাসক তোষামোদের সুরলহরীতে সুখনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্তবুদ্ধির শাসক যত বড় যোদ্ধা কিংবা দুনিয়াবিমুখই হোন-না কেন, জাতি ও মাতৃভূমিকে নিয়ে সাগরে ডুবে মরে। এমনি আশঙ্কা আমার ইয্যুদ্দীনের ব্যাপারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।'

'আমি আশাবাদী এজন্য যে, নুরুদ্দীন জঙ্গি মরহুমের বিধবা মুহতারামা রজী' খাতুন ইয্যুদ্দীনকে বিয়ে করেছেন' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, মুহতারামা রজী' খাতুন এই বিবাহ এজন্য কবুল করেছেন, যেন হাল্‌ব ও মসুলের শাসক ও সেনাবাহিনী আমাদের পক্ষে কাজ করে। ভদ্র মহিলার এ ছাড়া বিবাহের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'তবুও আমার সন্দেহ হচ্ছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'সন্দেহের কারণটা হলো, ইয্যুদ্দীন খ্রিস্টানদের দ্বারা সরাসরি বেষ্টিত। নিজের নিরাপত্তার জন্য তিনি তলে-তলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেন। ওখানকার খবরাখবর আমার তাড়াতাড়ি জানা দরকার। আমি কখনও অন্ধকারে পথ চলি না, সে তো তুমি জান।'

'আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন মহামান্য সুলতান।' আলী বিন সুফিয়ান পরামর্শ দিলেন।

'আমি বেশিদিন অপেক্ষা করব না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তুমি জান, আমি বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছি। এ তো তোমার সম্মুখের ঘটনা, আমি দিন-রাত অবিশ্রাম বাহিনীকে মহড়া করাচ্ছি। গোপন কথাটা শুনে নাও। আমি হাল্‌ব-মসুলের দিকে যাব না। আমার টার্গেট এখন বৈরুত। এখন আর আমি প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ব না। হাল্‌ব, মসুল প্রভৃতি অঞ্চলে যাওয়ার অর্থ হবে, আমি প্রতিরক্ষা লড়াই করতে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আমার যুদ্ধ হবে আক্রমণাত্মক ও মারমুখী। বৈরুত ফিরিঙ্গিদের হৃদপিণ্ড। হাত-পায়ে আঘাত হানার পরিবর্তে কেন দুশমনের হৃদপিণ্ডে এক আঘাত হেনে নিঃশেষ করে দেব না? এখন আমি বাহিনীকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। নিজ এলাকায় যুদ্ধে জড়িয়ে থাকলে আমি কোনোদিন বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে পারব না। বুঝতে চেষ্টা করো আলী! ওদিক থেকে কোনো সংবাদ এখনও না আসার কারণ কী। আমার দুটি তথ্যের প্রয়োজন। প্রথমত, বৈরুতে ফিরিঙ্গি বাহিনীর তৎপরতা। দ্বিতীয়ত, হাল্‌বে ইয্যুদ্দীনের উদ্দেশ্য কী। আমার জানার প্রয়োজন, আমরা আরেকটা গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কি-না।'

www.pathagar.com

'বৈরুতে ইসহাক তুর্কি আছে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'নিজে আসতে না পারলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখান থেকেও কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারব না আলী' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তুমি এখান থেকে কাউকে পাঠাবে। সে খবর নিয়ে যাবে। তারপর আসবে। এই যাওয়া-আসার মাঝে সময় ব্যয় হবে কমপক্ষে তিন মাস। না; আমি এত সময় অপেক্ষা করতে পারব না। দিনকয়েকের মধ্যেই আমি বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেব।'

'তা এই অগ্রযাত্রা কি অন্ধকারে পথচলা হবে না?' আলী বললেন।

'কমান্ডো ইউনিটগুলোকে অগ্রগামী বাহিনীরও অনেক সম্মুখে ছড়িয়ে রাখব' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি আল্লাহর আদেশে তাঁরই পবিত্র ভূমির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি মিসরে আরামে বসে থাকতে পারি না আলী!'

১১৮২ সালের কোনো একদিন সুলতান আইউবি খ্রিস্টানদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থির প্রহর গুণছেন। আপনারা পিছনে পড়ে এসেছেন, তার দুমাস আগে নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্র আল-মালিকুস সালিহ – যিনি হাল্‌বের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সুলতান আইউবির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন – মৃত্যুবরণ করেছেন। সুলতান আইউবির সঙ্গে তার যুদ্ধ না করা এবং সুলতানের জোটভুক্ত হয়ে কাজ করার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও গোপনে-গোপনে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা রেখেছিলেন। তার মৃত্যুসংবাদ খ্রিস্টান ও সুলতান আইউবি উভয় পক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। আল-মালিকুস সালিহ মৃত্যুর পূর্বে ইয্‌যুদ্দীন মাসউদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ঘটনাটি, সেটি হচ্ছে ইয্‌যুদ্দীন-রজী' খাতুনের বিবাহ। নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রী এবং আল-মালিকুস সালিহ'র মা এই বিয়ে সংসার পাতার জন্য বরণ করেননি। সুলতান আইউবির ভাই আল-আদিল ইয্‌যুদ্দীনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এই বিবাহ হবে দামেশ্‌ক ও হাল্‌বের বিবাহ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধের পথ রুদ্ধ হবে এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান শক্ত হবে। রজী' খাতুন শেষ পর্যন্ত এই বলে সম্মতি প্রদান করেন যে, তার ব্যক্তিগত সব কামনা-বাসনা মরে গেছে। তিনি শুধু ইসলামের মর্যাদার খাতিরে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন।

রজী' খাতুন ত্যাগ স্বীকার করে নিলেন এবং ইয্‌যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। হাল্‌ব ও মসুলের প্রজাতন্ত্রগুলোর উপর বহুদিন যাবত খ্রিস্টানদের প্রভাব কাজ করে আসছিল। যার ফলে এই প্রজাতন্ত্রগুলো সুলতান আইউবির বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আপনারা তার বিস্তারিত কাহিনী পড়ে এসেছেন। এখন

www.pathagar.com

রজী' খাতুন ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে খ্রিস্টানরা চিন্তায় পড়ে গেল, রজী' খাতুন খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় শত্রু জঙ্গির স্ত্রী। বিচক্ষণ এই মহিলা তো হাল্‌ব-মসুল ও অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলসমূহ থেকে খ্রিস্টানদের প্রভাব নস্যাৎ করে দিবেন। ওদিকে মিসরে সুলতান আইউবি এই ভাবনায় অস্থির যে, খ্রিস্টানরা সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে কি-না। সুলতান আরও ভাবছেন, আরবে তার অনুপস্থিতিতে খ্রিস্টানরা স্বার্থ উদ্ধার করার অপচেষ্টা করতে পারে।

সুলতান আইউবি বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের একটা সম্ভাব্য চিত্র এঁকে সিদ্ধান্ত নিলেন, খ্রিস্টানরা অগ্রযাত্রা করে হাল্‌ব-মসুল অবরোধ করার আগে তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রযাত্রা করবেন এবং বৈরুত অবরোধ করে ফেলবেন।

সুলতান আইউবির এ এক চরম স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। বৈরুত অবরোধ করতে হলে তাকে শত্রুর এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে। পথেই সংঘাতের আশঙ্কা বিদ্যমান।

যাহোক, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সম্ভাব্য সব ধরনের সকল শঙ্কা-বিপদের পরিসংখ্যান মাথায় নিয়ে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়েই তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যতীত অভিযান-অগ্রযাত্রা তিনি কমই করেছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতির দাবি ভিন্ন। ইয্যুদ্দীনের নিয়ত কী এবং ওখানে রজী' খাতুনের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে কি-না জানা খুবই প্রয়োজন ছিল তাঁর।

আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত গোয়েন্দারা আনাড়ি কিংবা ভীতু নয়। তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা কায়রোতে পৌঁছানোর জন্য জীবনের বাজি রাখা তাদের জন্য মামুলি ব্যাপার। একটা দীক্ষা তারা সব সময় মনে রাখে যে, অর্ধেক যুদ্ধ লড়াই শুরু হওয়ার আগেই গোয়েন্দারা জয় করে ফেলে। তারা এ-ও জানে, একজন গোয়েন্দার কর্তব্য অবহেলা কিংবা ভুল তথ্য গোটা বাহিনীকে শেষ করে দিতে পারে। আবার একজনমাত্র গুপ্তচর দুশমনকে অস্ত্রসমর্পণ করাতেও বাধ্য করতে পারে।

ইসহাক তুর্কির উপর আলী বিন সুফিয়ানের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। লোকটি যেমন যোগ্য, তেমনি সাহসী। তদুপরি পরিপক্ব ঈমানদার মুসলমান। আলীর এই আস্থা যথার্থ। ইসহাক তুর্কি দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সে সুলতান আইউবিকে অবহিত করতে আসছিল, বল্ডউইনের ফিরিঙ্গি বাহিনী বৈরুতের আশপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইয্যুদ্দীনের ঝোঁক খ্রিস্টানদের প্রতি। কাজেই সুলতান যেন বৈরুতের দিকে পা না বাড়ান। তদুপরি সুলতান যদি অগ্রযাত্রা করেনই, তার অনুকূলে ইসহাক ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিস্তার ও অবস্থানের নকশা তৈরি করে আসছিল। কিন্তু পথেই ইসহাক খ্রিস্টান গোয়েন্দাদের জালে আটকা পড়ে গেল।

www.pathagar.com

♦♦♦

'বলো, সেই তথ্যটা কী, যা তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে নিয়ে যাচ্ছ?' – খ্রিস্টান গোয়েন্দা ইসহাককে জিজ্ঞেস করল – 'আমরাও মুসলমান এবং সুলতান আইউবির সমর্থক ও অনুগত। তোমার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত আছে। খাদ্য-পানীয়ও ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

'আল্লাহ আমাদের সুলতানকে এরূপ সমর্থক-অনুগতদের থেকে নিরাপদ রাখুন' – ইসহাক বলল – 'আমি এই মেয়েটাকে বলেছিলাম, মধ্যরাতে পর আমাকে তুলে দিয়ো, আমি রাত থাকতেই রওনা হয়ে যাব। কিন্তু তোমরা আমাকে জাগালে না। রাত কেটে দিনেরও অর্ধেকটা চলে গেছে। সময় তো নষ্ট হয়েছেই, তদুপরি এখন রওনা হলে ঘোড়া অতটা পথ অতিক্রম করতে পারবে না, যতটা রাতে পারত।'

'তুমি অনেক ক্লান্ত ছিলে' – মেরিনা সস্নেহে বলল – 'এমন গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে জাগিয়ে তোলা অবিচার হবে মনে করেছি। আমরা তোমার জন্য যে-ঘোড়াটা প্রস্তুত করে রেখেছি, ওটা এত ভালো যে, সময় যেটুকু নষ্ট হয়েছে, তা পুষিয়ে দেবে।'

ইসহাক তুর্কি এখনও বুঝতে পারছে, যাকে ওরা 'ক্লান্তির পর গভীর নিদ্রা' বলছে, আসলে তা কোনো ওষুধের ক্রিয়ার অচেতনতা। এত দীর্ঘ সময় ঘুমানোর পর এখনও তার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। ইসহাক শারীরিকভাবে এখনো ভ্রমণে সমর্থ নয়। তবু এক্ষুনি রওনা হওয়ার জন্য ব্যাকুল সে।

ইসহাকের যখন চোখ খুলল, তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে এসেছে। খ্রিস্টান দলনেতা ও মেরিনা তার চৈতন্য ফিরে আসার আগেই তার কাছে এসে বসে ছিল। ইসহাক চোখ খুললে তারা তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। তারা এমন ধারায় কথা বলল যে, ইসহাক তুর্কির মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি। সে তার সকল পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছে। তবে ইসহাক সুলতান আইউবির জন্য কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে, তা বলছে না।

খ্রিস্টান দলনেতা তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল এবং ইসহাককে কুপোকাত করতে মেরিনাকে রেখে গেল। চিত্তহারী মেয়ে মেরিনা ইসহাককে উত্তেজিত করে তোলার লক্ষ্যে বলল– 'আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসি।' মেরিনা প্রেমনিবেদনসহ তাকে আরও অনেক কথা বলতে থাকল।

'কায়রো পৌঁছে প্রেমালাপের জন্য সময় বের করে নেব' – ইসহাক বলল – 'তুমি যদি আমাকে হৃদয় থেকেই কামনা করে থাক, তা হলে আমাকে কর্তব্যপালনে সাহায্য করো।'

ইসহাক উঠে দাঁড়াল এবং লম্বাপায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। বলতে শুরু করল– 'আমাকে ঘোড়া দাও; এক্ষুনি দাও।'

'কিছু খেয়ে নাও' – মেরিনা ইসহাকের বাহু ধরে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিতে-নিতে বলল – 'আমি তোমাকে না খাইয়ে যেতে দিতে পারি না।'

www.pathagar.com

মেরিনা ইসহাককে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ ইসহাককে কোনো কিছুই গলাতে পারছে না। তাঁবুতে নিয়ে মেরিনা ইসহাককে বসিয়ে দিল এবং তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল– 'খাবার তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো, সময় নেই, ইনি এক্ষুনি চলে যাবেন।'

বারবারা খাবার নিয়ে এসে ইসহাকের সামনে রেখে পিছনে সরে দাঁড়াল। মেরিনা ইসহাকের পাশে উপবিষ্ট। বারবারা মেরিনাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ইসহাক খেতে শুরু করল। খাওয়ার মধ্যে ইসহাক বারবারার প্রতি তাকাল। বারবারা হাতে ক্ষুদ্র একটা ক্রুশ লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা অতি সতর্কতার সঙ্গে ইসহাককে দেখাল এবং নিজের বুকে হাত রেখে মেরিনার প্রতি ইঙ্গিত করল। তারপর বাইরের দিকে ইশারা করে আঙুল নাড়াল এবং আঙুলটা নিজের ঠোঁটের উপর রাখল। বারবারা তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

বারবারার ইশারা-ইঙ্গিতে ইসহাক বুঝে ফেলল, এরা খ্রিস্টান এবং এদের আর কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। ব্যাপারটা অনুধাবন করে ইসহাক মনে-মনে চমকে উঠল বটে; কিন্তু অভিজ্ঞ গুপ্তচর বলে কিছুই প্রকাশ পেতে দিল না। তার সন্দেহ দৃঢ় সত্যে পরিণত হলো। সে বুঝতে পারল সুলতান আইউবির জন্য সে কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছে, তা জানবার এদের এত আগ্রহ কেন। তার চেতনা এল, সে তো ঘুমকাতর নয়। তবে কি তাকে বেহুঁশ করে রাখা হয়েছিল? ঘুম থেকে জেগে সে বিস্ময়কর একটা ঘ্রাণ অনুভব করেছিল। তার আর সন্দেহ রইল না, তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, দ্বিতীয় মেয়েটা তাকে ইশারা করে গেল কেন? তবে কি মেয়েটা মুসলমান যে, এদের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে?

মিষ্টিমধুর কথা, পাগলকরা মুচকি হাসি আর মনকাড়া ভাবভঙ্গিতে ইসহাককে তথ্য প্রকাশের জন্য কসরত চালিয়ে যাচ্ছে মেরিনা। ইসহাকের মাথাটাও কাজ করে যাচ্ছে দ্রুত যে, কীভাবে এদের কবল থেকে মুক্তি অর্জন করব।

ইসহাক মেরিনাকে জিজ্ঞেস করল– 'তোমাদের কাফেলায় কতজন লোক আছে?' মেরিনা সংখ্যা বলল। ইসহাক আরও কিছু প্রশ্ন করে শেষে বলল– 'দাও; আমাকে ঘোড়া দাও।'

ইসহাক বাইরে চলে এল। এদের সংখ্যা যাচাই করার চেষ্টা করল। কীভাবে এদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই ফন্দি আঁটতে থাকল। তার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাইরে এসে সে কোনো ঘোড়া দেখতে পেল না।

মেরিনা ইসহাকের পাশে এসে দাঁড়াল।

'ঘোড়া কোথায়?' ইসহাক জিজ্ঞেস করল।

'আমি দেখছি।' বলেই মেরিনা চলে গেল।

www.pathagar.com

♦♦♦

'তুমি ঠিকই বলেছিলে' – মেরিনা দলনেতাকে বলল – 'লোকটা পাথর, ঘোড়া ছাড়া কোনো কথাই বলছে না, আমার কথার কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না।'

'তার মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি তো?' দলনেতা বলল।

'এ পর্যন্ত না' – মেরিনা বলল – 'তবে তার মুখ থেকে আসল তথ্য বের করা যাচ্ছে না।'

'তার মানে তোমরা ব্যর্থ!'

দলনেতা জানে না, বারবারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। সে প্রমাণ করে দিয়েছে, মেরিনা জাদুকর নয় যে, অসম্ভব কাজও করে দেখাবে। সুলতান আইউবির এই গোয়েন্দাকে পলায়নের কাজে সহায়তা করার ইচ্ছা তার আছে। পারলে মজাটা জমতো ভালো। মেরিনার দম্ভ মাঠে মারা যেতো। কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ইসহাক আবারও তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। মেরিনা ও তাদের নেতা দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ইসহাক দৌড়ে তাদের কাছে গেল এবং জিজ্ঞেস করল– 'ঘোড়া কোথায়?'

'কোথাও নেই' – দলনেতা রাগান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিল – 'তোমার যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ।'

ইসহাক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। তার সঙ্গে না আছে তলোয়ার, না আছে খঞ্জর। ইসহাক তাদের আসল পরিচয় জেনে গেছে। তথাপি বলল– 'আমার অবাক লাগছে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছ কেন?'

'যদি লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা হলে তাড়াতাড়ি বলো, তোমার সুলতানের জন্য কী বার্তা নিয়ে যাচ্ছিলে?' খ্রিস্টান দলনেতা বলল।

'শুধু এটুকু যে, আমাদের এক আমির ইয্যুদ্দীন নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবাকে বিয়ে করেছেন।' ইসহাক উত্তর দিল।

'এই সংবাদ বাসি হয়ে গেছে' – খ্রিস্টান দলনেতা বলল – 'এই খবর তোমাদের সুলতান দুমাস আগে পেয়ে গেছেন। এখন তিনি সিরিয়ায় যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আসল কথা বলো।'

'তোমরা কি আসল কথা বল ?' ইসহাক জিজ্ঞেস করল।

'আসল তথ্য, সঠিক তথ্য তোমাকে দিতেই হবে' – খ্রিস্টান দলনেতা বলল – 'আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে অস্ত্র থাকলেও আমাদের মোকাবেলা করতে পারতে না। আমি তোমাকে বেঁচে থাকার এবং রাজপুত্রের মতো বেঁচে থাকার বুদ্ধি শিখিয়ে দিতে পারি। আমার প্রস্তাব মেনে নাও, আমাদের সঙ্গে চলো। আমাদের জন্য সেই কাজ করো, যা সালাহুদ্দীন আইউবির জন্য করছ আর বিত্ত-বৈভবের মাঝে জীবন অতিবাহিত করো।'

www.pathagar.com

খ্রিস্টান দলনেতা মেরিনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল– 'এর মতো মেয়েরা তোমার সেবার জন্য একপায়ে খাড়া থাকবে। কী দরকার এভাবে বন-বাদাড়ে আর মরুবিয়াবানে ঘুরে মরবে!'

'আমি ক্রুশের জন্য কাজ করব?'

'না করবে তো আমাদের কয়েদখানার পাতাল কক্ষে বন্দি হয়ে থাকবে' – খ্রিস্টান দলনেতা বলল – 'সেটাই হবে তোমার জন্য জাহান্নাম। তুমি মরবেও না, বাঁচবেও না। আমরা তোমাকে এমন শাস্তি দেব, যার কল্পনাও হবে তোমার জন্য ভয়ংকর। আমাদের সঙ্গে চলো। ফিরে তো আর যেতে পারবে না।'

'তা তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে কীভাবে?' – ইসহাক বলল – 'আমি তোমাদের দলভুক্ত হওয়ার পর তোমরা আমাকে আমারই এলাকায় পাঠাবে। তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হবে, আমি নিজ এলাকায় থেকে যাব না কিংবা তোমাদের ধোঁকা দেব না?'

'আমাদের কাছে তার ব্যবস্থা আছে' – খ্রিস্টান দলনেতা বলল – 'তুমি নিজ অঞ্চলের কথা বলছ। আমরা ইচ্ছে করলে তোমাকে তোমার ঘরের গোপন ঠিকানা থেকেও বের করে আনতে পারব। সেই বিদ্যা আমাদের আছে। তুমি কি মনে কর, তোমাদের দেশে আমাদের যত গুপ্তচর আছে, তাদের মধ্যে তোমাদের দেশের কোনো লোক নেই? দশ গোয়েন্দার একটা দলে আমাদের লোক থাকে মাত্র দুজন। বাকিরা তোমাদেরই ভাই। আমাদেরকে ধোঁকা দেবে এমন সাহস তাদের কারুর নেই। এমন দুঃসাহস দেখানোর পরিণতি কী তা তারা জানে। কেউ এমন অপরাধ করলে আমরা শুধু তাকেই হত্যা করি না, প্রথমে তার স্ত্রী-সন্তানদের এক-এক করে হত্যা করে লাশগুলো তার সামনে রাখি। তারপর তাকে হত্যা করি। আর যে আমাদের অনুগত থেকে কাজ করে, তার জন্য জগতটাকে স্বর্গ বানিয়ে দিই। কেউ ধরা পড়লে তার পরিজনের সম্পূর্ণ দায়ভার আমরা বহন করি।'

'আমাকে ভাবতে দাও' – ইসহাক বলল – 'এখান থেকে কবে রওনা হবে?'

'আজই' – দলনেতা বলল – 'মধ্যরাতের পর। তুমি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। মনে রেখো, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে।'

'আমি জানি।' ইসহাক বলল।

'আর তোমাকে বলতে হবে, তুমি আইউবির কাছে কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে।' খ্রিস্টান দলনেতা বলল।

'বলব' – ইসহাক বলল – 'পরে বলব। মথাটা আমার আউলা-ঝাউলা হয়ে আছে। একটু সুস্থির হয়ে নিই।'

'যাও; এখন বিশ্রাম নাও।' খ্রিস্টান দলনেতা বলল।

ইসহাক তুর্কি তাঁবুর দিকে চলে গেল।

www.pathagar.com

♦♦♦

নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা রজী' খাতুন এখন ইয্যুদ্দীনের স্ত্রী। মহিলার ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। নেই কোনো জৈবিক চাহিদাও। তবু এ-বিয়েতে তিনি আনন্দিত। আনন্দিত এজন্য যে, স্ত্রী হওয়ার সুবাদে ইয্যুদ্দীনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন এবং হাল্‌বের বাহিনীকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সহযোগী হয়ে কাজ করাবেন। তার আশা ছিল ইয্যুদ্দীন তাকে নিজের উপদেষ্টা নিযুক্ত করবেন।

কিন্তু বিবাহের প্রথম দিনই যখন রজী' খাতুন এ-জাতীয় আলাপের অবতারণা করলেন, দেখা গেল তাতে ইয্যুদ্দীনের কোনো আগ্রহ নেই। কেমন যেন বিরক্তিভাব তার মধ্যে। তিনি রাতে রজী' খাতুনের সঙ্গে একশয্যায় ঘুমালেনও না। থাকলেন মহলের অন্য এক কক্ষে।

রজী' খাতুন প্রাথমিকভাবে ধরে নিলেন, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিধায় ঝামেলার কারণে মন ভালো নেই। দু-চারদিন গেলে হয়ত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় ঝক্কি-ঝামেলার প্রতি তার কোনো অনুযোগ নেই। তিনি নিজেও তো রাষ্ট্রের ভাবনা-ই ভাবেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির জীবদ্দশায় তিনি বহু কাজ করেছেন। করেছেন জঙ্গির মৃত্যুর পরও। দামেশ্‌কের যুবতী মেয়েদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রীতিমতো একটি মহিলা বাহিনী গঠন করে ফেলেছিলেন।

রাত পোহাবার পর রজী' খাতুন কক্ষ থেকে বের হন। হাঁটতে-হাঁটতে মহলের ভিতরেই একস্থানে চলে যান। বিশাল প্রাসাদ। তিনি দূরে একটা বাগিচা দেখতে পান। তাতে পাঁচ-ছটা যুবতী মেয়ে হাসি-তামাশা করছে।

রজী' খাতুন এখনও তাদের থেকে বেশ দূরে। এক মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে এসে তাঁকে বলল– 'আপনি আপনার কক্ষে চলে যান।'

'কেন?'

'মুহতারাম আমিরের এটাই নির্দেশ' – মহিলা বলল – 'চলুন; আমি আপনাকে পৌঁছিয়ে দিই। ওখানেও আপনি ঘোরাফেরা করতে পারবেন। মাননীয় আমিরের কঠোর নির্দেশ আছে, আপনাকে যেন এখানে আসতে না দিই।'

'আমি যদি সেই নির্দেশ অমান্য করি, তা হলে কী হবে।' রজী' খাতুন পালটা প্রশ্ন করলেন।

'আমাকে গোস্তাখি করার সুযোগ দেবেন না' – মহিলা অনুরোধের সুরে বলল – 'মনিবের আদেশ আমাকে মানতেই হবে।'

আরেক মধ্যবয়সী মহিলা এসে হাজির হলো। সে রজী' খাতুনের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তাঁর কক্ষে নিয়ে যায়। মহিলা বলতে শুরু করল– 'আমি আপনার সেবিকা। সর্বক্ষণ আপনার কাছে থাকার নির্দেশ পেয়েছি। আরও নির্দেশ পেয়েছি, আপনাকে যেন নির্ধারিত সীমানার বাইরে যেতে না দিই।'

www.pathagar.com

রজী' খাতুন চমকে উঠলেন। সেবিকা বলল– 'আপনি ভয় পাবেন না। আমি জানি, আপনি কী স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে এসেছেন। আপনার প্রতিটি স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। আমাকে আপনার সহকর্মী মনে করুন। এই মহল খ্রিস্টানদের কড়া নজরদারির মধ্যে আছে। আপনার পুত্র তাদের হাতের খেলনা ছিলেন। বর্তমান আমিরও – এখন যিনি আপনার স্বামী – খ্রিস্টানদের মদদপুষ্ট ও অনুগত হয়েই থাকবেন। এখানকার বহু উজির ও উপদেষ্টা খ্রিস্টানদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবির ব্যাপারে মহলের লোকদের অভিমত কী?' – রজী' খাতুন জিজ্ঞেস করলেন – 'এখানে তার কোনো প্রভাব আছে কি?'

'অতটা নেই, যতটা আছে খ্রিস্টানদের' – সেবিকা গোপনীয়তা রক্ষা করে বলল – 'মহলে সুলতান আইউবির গোয়েন্দা আছে। আমি নিজে সেই গ্রুপের সদস্যা। আমি আপনাকে ভালো করেই জানি। তাই নিজের পরিচয়টা দিয়েছিলাম। তবে সব কথা এখনই বলব না। আপনি ইয্যুদ্দীনের কাছে আপত্তি জানান। তিনি আপনাকে কয়েদি বানাবেন কেন।'

'তা তো করবই।'

'তার উদ্দেশ্যটা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে' – সেবিকা বলল – 'পরবর্তী পরিস্থিতিই প্রমাণ করবে, আমি মিথ্যা বলিনি। সত্য হচ্ছে, ইয্যুদ্দীনের আপনাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি আপনাকে কয়েদি বানাবেন। আপনাকে নিজের মতো করে কাজ করতে দেবেন না। সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিতে এবং আপনাকে দামেশ্ক থেকে বের করে আনাই তার উদ্দেশ্য। দামেশ্কের মানুষ সুলতান আইউবির সমর্থক ও অনুগত এজন্য যে, আপনি ওখানে ছিলেন। এখন শত্রুরা দামেশ্কের জনগণকে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। ফলে মুসলমানরা পুনরায় গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং খ্রিস্টানরা অনায়াসে আমাদের ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেবে।'

'এই তথ্যগুলো কি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পৌঁছানো যায় না?' রজী' খাতুন জিজ্ঞেস করলেন।

'সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে' – সেবিকা উত্তর দিল – 'আমাদের দলের কমান্ডার অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সাহসী এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার নাম ইসহাক তুর্কি। আমি তাকে ভালো করে জানি। আপনার ছেলের মৃত্যুর পর সে শত্রুর পরিকল্পনা জানতে খ্রিস্টান অঞ্চলে চলে গেছে এবং শীঘ্রই ফিরে আসবে।'

'আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব?' রজী' খাতুন জিজ্ঞেস করলেন।

'পারবেন।' সেবিকা উত্তর দিল।

www.pathagar.com

ইয্যুদ্দীনের মহলের গোপন তথ্যাদি অবহিত করে রজী' খাতুনের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিল খাদেমা। যেসব স্বপ্ন বুকে নিয়ে রজী' খাতুন হাল্বের গভর্নর ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন থেকে তিনি জাগ্রত হয়ে গেছেন।

রজী' খাতুন মহান এক নারী। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক বীর মুজাহিদা। মৃত স্বামী নুরুদ্দীন জঙ্গি এবং পাসেবানে ইসলাম সালাহুদ্দীন আইউবির মতো রজী' খাতুনও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং সালতানাতে ইসলামিয়ার ঐক্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জন্মেছিলেন। খাদেমা তাকে যেসব তথ্য অবহিত করল, সেসব যদি সত্য ও বাস্তব হয়, তা হলে তার অর্থ হচ্ছে, এই বীর নারীর স্বপ্নসাধ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং তাঁর ধারালো তরবারিটা ভোতা বানিয়ে তাঁকে কয়েদিতে পরিণত করা হয়েছে। তাঁর যুবতী কন্যা শামসুন্নিসা এ-মহলেই অবস্থান করছে। অথচ মেয়ের সঙ্গে এখনও তাঁর দেখা মেলেনি।

তিনি খাদেমাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমার মেয়ে শামসুন্নিসা কোথায়? আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি না?'

'সে এখানেই আছে' – খাদেমা উত্তর দিল – 'মনিবকে জিজ্ঞেস করুন তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন কি-না। যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকে, তা হলে আমি গোপনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করব।'

'তুমি তোমার দলের যে কমান্ডারের কথা বলছ, আমি তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।' রজী' খাতুন বললেন।

'কটা দিন যাক' – খাদেমা বলল – 'দেখি আপনার উপর কী-কী বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। পরিস্থিতি অনুপাতে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আপনার বিয়েটা হঠাৎ হয়েছে এবং এত দ্রুত যে, আমরা আগে জানতেই পারিনি। অন্যথায় এ বিয়ে হতে দিতাম না।'

'আচ্ছা, আমি কীভাবে বিশ্বাস করব, তুমি আমার সমর্থক এবং আমার বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করছ না?' রজী' খাতুন সরলমনে জিজ্ঞেস করলেন।

খাদেমার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটে উঠল। রজী' খাতুনকে গভীর দৃষ্টিতে একনজর দেখে নিয়ে বলল– 'আমি যদি কোনো ধনাঢ্য নারী হতাম, কোনো প্রাসাদের রাজকন্যা হতাম কিংবা আমার মর্যাদা যদি আপনার সমান হতো, তা হলে আপনি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করতেন না। আপনি আমার প্রতিটা মিথ্যাকে সত্য

www.pathagar.com

বলে মেনে নিয়ে প্রতারণার শিকার হতেন। আমার অবস্থান তো এমন যে, আমার সত্যটাও মিথ্যা বলে মনে হবে। এখনও কি আপনার এই অভিজ্ঞতা হয়নি যে, সততা, বিশ্বস্ততা ও চেতনা শুধু গরিবদের হৃদয়েই বিদ্যমান থাকে? অনাগত ভবিষ্যৎই বলে দেবে, আপনাকে কার উপর আস্থা রাখা উচিত – একজন গরিব সেবিকার উপর, না-কি হাল্‌বের রাজার উপর, যিনি আপনার স্বামীও বটে। আপনি আমাকে বিশ্বাস করার ঝুঁকি বরণ করে নিন আর দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের সাহায্য করেন।'

খাদেমা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। রজী' খাতুন চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে শুরু করলেন। রাজকীয় এই কক্ষটা তার কাছে একটা নরক বলে মনে হলো।

দু-তিন দিন হয়ে গেল রজী' খাতুন ইয্‌যুদ্দীনের দেখা পাচ্ছেন না। কক্ষে খাবার-পানীয় ইত্যাদি সব এসে যাচ্ছে যথারীতি। তার কখন কী প্রয়োজন হয়, সরবরাহের জন্য সেবিকাগণ মহাব্যস্ত, যেন তিনি এ-মহলের রানি। কিন্তু এই রাজকীয় আয়োজন তাঁকে মানসিকভাবে নিদারুণ পীড়া দিয়ে যাচ্ছে। তিনি একজন রাজার বিধবা। স্বামীর জীবদ্দশায় কখনও তিনি নিজেকে রানি কিংবা রাজকন্যা ভাবেননি। তার প্রত্যয় ছিল, তিনি পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবেন, মাঠে-ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবেন এবং একদিন শহীদের মর্যাদা লাভ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন।

হঠাৎ একদিন ইয্‌যুদ্দীন তাঁর কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন এবং ব্যস্ততার কারণে এত দিন আসতে পারেননি বলে ওজরখাহি করলেন।

'আপনি আসেননি বলে আমার কোনো অভিযোগ নেই' – রজী' খাতুন বললেন – 'আমি এখানে মূলত বধূ হয়ে আসিনি। প্রতিটি মুহূর্তে আপনি আমার সঙ্গে থাকুন কিংবা প্রতিরাত আমার সঙ্গে সময় কাটান এরূপ আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমার দাম্পত্যজীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় নিঃসঙ্গ কেটেছে। মরহুম নুরুদ্দীন জঙ্গি রণাঙ্গনে থাকতেন আর আমি তাঁর লাশের অপেক্ষায় প্রহর গুণতাম। যে-সময়টায় তিনি রণাঙ্গনের বাইরে থাকতেন, তখন রাজ্যের বিভিন্ন কাজ ও ফৌজের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকতেন। আমাকে দেওয়ার মতো সময় তিনি তেমন একটা পেতেন না। কিন্তু সেখানে আমিও ব্যস্ত থাকতাম। সালতানাতের কিছু-কিছু কাজের তত্ত্বাবধান ও শহীদ পরিবারের দেখাশোনা আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি মেয়েদেরকে আহত যোদ্ধাদের ব্যান্ডেজ, তরবারিচালনা, তিরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ দিতাম। ওখানে আমি এক কক্ষে বন্দি ছিলাম না, যেমনটা এখানে আছি। এই বন্দিদশা আমি পছন্দ করি না।'

রজী' খাতুন খাদেমার কাছ থেকেই ইয্‌যুদ্দীনের মতলব জানতে পেরেছেন। তাই এই দ্বিতীয় স্বামীর মনভোলানো প্রেমনিবেদনে প্রবঞ্চিত হতে প্রস্তুত নন তিনি। একবারমাত্র এবং আজই তিনি নিজের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে ফেলবেন বলে মনস্থ করলেন। রজী' খাতুন খুকীটি নন – পরিণত বয়সের একজন পরিপক্ব অভিজ্ঞ নারী।

www.pathagar.com

'কিন্তু আমাকে এই কক্ষে যেভাবে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এটা আমার পছন্দ নয়' – রজী' খাতুন বললেন – 'আমি আপনার হেরেমের দাসি নই। আপনি আমাকে এভাবে রাখতে পারেন না।'

'রজী' খাতুন!' – ইয্যুদ্দীন কক্ষে পায়চারি করতে করতে বললেন – 'নুরুদ্দীন জঙ্গির সংসারে তুমি যে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেছ, সেই ধারা এখানে তোমাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তিনি তোমাকে যে-স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন, তা আমার পছন্দ নয়। আর কোনো স্বামীই এই জীবনধারা মেনে নিতে পারে না। তুমি যদি বাইরে বেড়াতে যেতে চাও তো তোমার জন্য ঘোড়াগাড়ি প্রস্তুত আছে; যখন খুশি তুমি বেড়িয়ে আসতে পার।'

'যার জন্য মহলের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি নেই, সে আবার বাইরে বেড়ানোর অনুমতি কী করে পায়?' – রজী' খাতুন প্রশ্ন করলেন – 'আপনি কি সত্যিই নির্দেশ দিয়েছেন, আমি মহলের ভেতরে ঘোরাফেরা করতে পারব না?'

'এই আদেশ আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য দিয়েছি' – ইয্যুদ্দীন উত্তর দিলেন – 'তুমি তো জান, হাল্‌ব ও দামেশ্‌কে কীরূপ গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সুলতান আইউবি তোমার পুত্রকে পরাজিত করে তাকে আনুগত্যের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকজন অন্তর থেকে আইউবির শত্রুতা ভুলতে পারেনি। মহলে এমন লোকও থাকতে পারে, যে তোমাকে ও সুলতান আইউবিকে শত্রু মনে করে। সুলতান আইউবির ফৌজের হাতে তাদের বাস্তুভিটা ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের যুবক ছেলেরা নিহত হয়েছে। তারা জানে, তুমি আইউবির সমর্থক এবং তাঁর দামেশ্‌ক দখলে সহায়তা করেছ। তাদের কেউ তোমাকে হত্যা কিংবা অপহরণ করতে পারে।'

'তারা আপনাকেও হত্যা করতে পারে। কারণ, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির বন্ধু ও জোটভুক্ত শাসক' – রজী' খাতুন বললেন – 'তো যে-লোকগুলো ইসলামি ঐক্যের বিরোধী, তাদের গ্রেফতার করা আবশ্যক নয় কি? আপনার কি এমন কোনো গুপ্তচর নেই, যারা খুঁজে বের করে এদের ধরিয়ে দিতে পারে?'

'আমি সকল ব্যবস্থা-ই করছি' – ইয্যুদ্দীন এমনভাবে কথাটা বললেন, যেন তার কাছে এ-প্রশ্নের উপযুক্ত কোনো জবাব নেই – 'আমি তোমার জীবনটা ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাই না।'

'এই ঝুঁকি কি শুধু মহলের ভেতরে?' – রজী' খাতুন জিজ্ঞেস করলেন – 'আপনি আমাকে ঘোড়াগাড়িতে চড়ে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। বাইরেও তো কেউ আমাকে খুন কিংবা গুম করতে পারে।'

ইয্যুদ্দীন উত্তর দিতে চাইলে রজী' খাতুন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'আমি আপনাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছি যে, নুরুদ্দীন জঙ্গি যে-কাজ অসমাপ্ত রেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন; আমি, সালাহুদ্দীন আইউবি আর আপনি মিলে কাজটা সমাপ্ত করব। তার জন্য এখনও যদি আপনার পোষ্যদের

www.pathagar.com

মধ্যে আমাদের মিশনবিরোধী কেউ থেকে থাকে, তাদের নির্মূল করা এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই ভূখণ্ড থেকে খ্রিস্টানদের উৎখাত করা জরুরি।'

'তোমার কি সন্দেহ আছে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির দলভুক্ত নই?' ইয্যুদ্দীন বললেন।

'আপনি কি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবেন, আমার পুত্র এই মহলের উপর খ্রিস্টানদের যে প্রভাব জন্ম দিয়ে গেছে, তার সব নির্মূল হয়ে গেছে?' – রজী' খাতুন জিজ্ঞেস করলেন – 'আপনার সকল আমির ও সালার কি বাগদাদের খেলাফতের অনুগত?'

'এখানে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এসেছ – উপদেষ্টা হয়ে নয়।' ইয্যুদ্দীন খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

'আমি এখানে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, তা আপনাকে ব্যক্ত করেছি' – রজী' খাতুন বললেন – 'আমি আমার পেটে আপনার সন্তান ধারণ করতে আর শুধু স্ত্রী হয়ে এ-কক্ষে আবদ্ধ থাকতে আসিনি। আমি মহলের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে এবং হাল্‌ব খ্রিস্টানদের অপচ্ছায়া থেকে নিরাপদ আছি কি-না জানতে চাই। যদি না থাকে, তা হলে নিরাপদ বানাতে হবে। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে আরেকবার বলছি' – ইয্যুদ্দীন কঠিন গলায় বললেন – 'তুমি আমার কাজে কোনো নাক গলাবে না। তুমি আমার স্ত্রী। স্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই থাকো। যদি মুক্ত হতে চেষ্টা কর, তা হলে বাইরে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর যে অনুমতি আমি তোমাকে দিয়েছি, সে-ও প্রত্যাহার করে নেব।'

'আমি যদি আপনার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করি, তা হলে?'

'তা হলে তুমি এই কক্ষে বন্দি হয়ে থাকবে' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'তালাকও পাবে না। আমি তোমাকে তালাক দেব না।' বলেই ইয্যুদ্দীন বেরিয়ে গেলেন।

◆◆◆

'ভুল করলেন' – খাদেমা রজী' খাতুনকে বলল। এতক্ষণ পিছন দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে ইয্যুদ্দীন ও রজী' খাতুনের কথোপকথন শুনছিল খাদেমা। ইয্যুদ্দীন বেরিয়ে যাওয়ার পর খাদেমা সেই দরজায় ভিতরে ঢুকে পড়ল।

খাদেমা বলল – 'আপনি যদি হটকারিতা দেখান, তা হলে লোকটা সত্যি সত্যিই আপনাকে এমন এক কারাগারে নিক্ষেপ করবে, যা হবে স্বাধীনতা; কিন্তু কয়েদ থেকেও নিকৃষ্ট। আপনি মনিবের চিন্তাধারা ও মনোভাব নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন। এখন আর তার সঙ্গে এ-ধারায় কথা বলবেন না। তার সামনে হাসি-খুশি থাকবেন এবং বাহ্যত অনুভূতিহীন হয়ে যাবেন। আপনি যে ইচ্ছা ও স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন, আমরা তা পূরণ করব। মনিব আপনাকে বাইরে বেড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন শুনে আমার আনন্দ লাগছে। আমি আপনাকে আমাদের কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব। আর ইসহাক তুর্কি যদি এসে পড়ে, তার সঙ্গেও দেখা করাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

www.pathagar.com

এমন সময় কে যেন আস্তে করে দরজাটা ঠেলা দিল। উভয়ে চাতক নয়নে দরজার দিকে তাকাল। আগন্তুক রজী' খাতুনের কন্যা শামসুন্নিসা। মেয়েটা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। ঠোঁটে মুচকি হাসি। কিন্তু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। ঠোঁটের হাসি ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে। রজী' খাতুন উঠে এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। মা-মেয়ে দুজনই কাঁদতে শুরু করলেন। খাদেমা বাইরে বেরিয়ে গেল। অনেক সময় ধরে দুজনে আল-মালিকুস সালিহ'র কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকলেন।

'তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?' রজী' খাতুন জিজ্ঞেস করলেন।

'চাচাজান (ইয্যুদ্দীন) আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দেননি।'

'কী কারণে সাক্ষাৎ করতে দেননি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছিলাম' – শামসুন্নিসা উত্তর দিল – 'তিনি স্পষ্ট কোনো উত্তর দেননি। এইমাত্র বললেন, যাও মায়ের সঙ্গে দেখা করো। বলেছেন, আমি ব্যস্ত থাকি বলে সময় দিতে পারি না। তুমি তাকে সঙ্গ দাও।

'একথা কি বলেননি যে, মায়ের উপর দৃষ্টি রাখো আর আমাকে রিপোর্ট করো, তার কাছে কারা আসে এবং কী-কী কথা হয়?' রজী' খাতুন বললেন।

'বলেছেন' – শামসুন্নিসা সরলমনে উত্তর দিল – 'তিনি এমন কিছু কথাও বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তাকে বলেছি, ঠিক আছে বলব। তিনি বলেছেন, তোমার মা খুব জেদি, সন্দেহপ্রবণ ও ঝগড়াটে মনে হচ্ছে। তাকে বলবে, আমি খুব ব্যস্ত ও পেরেশান থাকি।'

'শোনো মেয়ে' – রজী' খাতুন বললেন – 'তুমি বড় হয়েছ। সরল-সিধা মন ত্যাগ করতে হবে। আমি বলছি না এখনই তোমার বিয়ে হওয়া দরকার। মুজাহিদদের মেয়েরা হাতে রক্তের মেহেদি ব্যবহার করে। জীবন্ত জাতির মেয়েদের পালকি কমই বহন করা হয়। রণাঙ্গন থেকে তাদের লাশ বহন করা হয়। তোমার দুর্ভাগ্য হলো, তুমি তোমার ভাই ও তার উপদেষ্টাদের ছায়ায় লালিত হয়ে বড় হয়েছ। এরা সবাই গাদ্দার। তোমার ভাইও গাদ্দার ছিল। তুমি তোমার ভাইয়ের বাহিনীকে তোমার পিতার বাহিনী ও সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছ। তোমার ভাই – যাকে পুত্র বলতে আমি লজ্জাবোধ করি – ক্রুসেডারদের বন্ধু ছিল। তাদের বন্ধু, যারা তোমার ধর্মের শত্রু। তোমার পিতা সারাটা জীবন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।'

'ভাইয়া বলতেন খ্রিস্টানরা খুব ভালো মানুষ' – শামসুন্নিসা বলল – 'তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে কথা বলতেন।'

রজী' খাতুন কন্যা শামসুন্নিসাকে খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও পরিকল্পনার কথা অবহিত করে বললেন– 'ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতায় তারা এত কট্টর যে, তাদের বন্ধুত্বের মধ্যেও শত্রুতা থাকে।'

www.pathagar.com

রজী' খাতুন বলে যাচ্ছেন আর শামসুন্নিসার চোখ খুলে যাচ্ছে। মায়ের মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য তার মনের পর্দা খুলে দিচ্ছে। মায়ের মমতামিশ্রিত কথাগুলো মেয়ের মনে গেঁথে যাচ্ছে।

'মুসলমানের কোনো বন্ধু নেই' – রজী' খাতুন বললেন – 'জগতের প্রতিটা বেঈমান জাতি মুসলমানের শত্রু। আর তাদের শত্রুতার সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর পন্থা বন্ধুত্ব। খ্রিস্টানরা হাল্‌ব, মসুল ও হাররানের আমিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে আমাদের জাতিকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। তোমার ভাই তাদের হাতের পুতুল ছিল। উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট করে জাতিকে বিভক্ত করা ছিল তার মহা-অপরাধ। কেননা, এই বিভক্তি জাতির এক সদস্য দিয়ে অপর সদস্যকে খুন করায়। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, কাফেরদের মোকাবেলায় সিসাঢালা প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান থাকো। আমরা ছিলামও তা-ই। কিন্তু কাফেররা বিলাসিতার উপকরণ আর নারীদের ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সেই দেওয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। শয়তানের কাজে জাদুর ক্রিয়া থাকে। নারী, মদ, স্বর্ণমুদ্রা ও ক্ষমতার লোভ মানুষকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে। আমাদের বিপক্ষে শয়তানের এ-কাজটা খ্রিস্টানরা করছে।'

'এসব আমি এই মহলে নিজচোখে দেখেছি' – 'শামসুন্নিসা বলল – 'আমি তখন ছোট ছিলাম। কিছুই বুঝতাম না। ভাইয়া যখন আমাকে এজাজ দুর্গ ভিক্ষা চাইতে সুলতান আইউবির নিকট পাঠিয়েছিলেন, তখন আমি হেসে-খেলে এখানকার সালারদের সঙ্গে সুলতানের নিকট গিয়েছিলাম। কেউ আমাকে বলেনি এসব কী ঘটছে। আমার জানা ছিল না, এটা গৃহযুদ্ধ, যা মূলত খ্রিস্টানদেরই কারসাজি। আমি কিছুই বুঝতাম না। আমার কিছু জানা ছিল না মা! বলুন মা, আপনি বলুন।'

'আমার কথাগুলো মনোযোগসহকারে শোনো' – রজী' খাতুনের চোখ ঝাপসা হয়ে এল – 'এই মহলে এখনও শয়তানের রাজত্ব চলছে। আমি এখন বুঝতে পারছি, ইয্‌যুদ্দীন বিয়ে করে আমাকে স্ত্রী নয় – কয়েদি বানিয়েছে। অথচ আমি এই বিয়েতে শুধু এজন্যই রাজি হয়েছিলাম যে, আমরা আইউবিবিরোধী যুদ্ধের সকল সম্ভাবনাকে দূর করে জাতির মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করব এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু জীবনে এ-ই প্রথম আমি প্রতারণার শিকার হলাম। তথাপি আমি আমার প্রত্যয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবই। আর এ-কাজে তোমার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।'

'বলুন আম্মা আমাকে কী করতে হবে' – শামসুন্নিসা বলল – 'আপনি এই প্রথমবার ধোঁকা খেয়েছেন আর আমি এই প্রথমবারের মতো বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হলাম। আমি ধোঁকা আর প্রতারণার মাঝেই এত দিন বড় হয়েছি। বলুন আমার এখন করণীয় কী?'

'গুপ্তচরবৃত্তি।' রজী' খাতুন মেয়েকে নির্দেশনা দিতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

শামসুন্নিসা যখন মায়ের কক্ষে প্রবেশ করল, তখন ছিল বেপরোয়া ও উদাসীন মেয়ে। আর যখন বের হলো, তখন সে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী এক মুজাহিদ নারী। তার ব্যক্তিসত্তা ও ভাবনার জগতে এসেছে অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় বিরাট এক বিপ্লব।

♦♦♦

'আপনাকে কে বলল আমার মা ঝগড়াটে ও সন্দেহপ্রবণ' – শামসুন্নিসা ইয্যুদ্দীনকে বলছে – 'আপনি তো জানেন তার জীবনটা কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তো আপনাকেও আমার পিতা নুরুদ্দীন জঙ্গির মতো বিখ্যাত যোদ্ধা ও মুজাহিদে ইসলাম বানাতে চাচ্ছেন।'

'তোমার মা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায়' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'তার সন্দেহ, আমরা খ্রিস্টানদের বন্ধু।'

'আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করতে আমি তাকে বারণ করেছি' – শামসুন্নিসা বলল – 'আপনি খ্রিস্টানদের সুহৃদ এই সন্দেহও আমি তার থেকে দূর করে দিয়েছি। আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না। তার উপর আরোপিত অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা আপনি তুলে নিন।'

'আমি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'ঘোড়াগাড়ি সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকে; তোমরা যখন খুশি ভ্রমণ করতে পারো।'

ইয্যুদ্দীন শামসুন্নিসার রিপোর্ট সত্য বলে মেনে নিলেন। কথোপকথন হচ্ছে ইয্যুদ্দীনের দফতরে। আলাপ শেষে শামসুন্নিসা বেরিয়ে এসে দেখল, আমের ইবনে ওসমান দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বয়স এখনও ত্রিশের নিচে। সুঠাম আকর্ষণীয় এক যুবক। তিরন্দাজি ও তরবারিচালনায় তার জুড়ি নেই। মেধাও খুব প্রখর। আল-মালিকুস সালিহ'র বিশেষ রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার ছিল। বাসা মহলেরই ভিতরে। অল্প কদিন হলো শামসুন্নিসাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে তার। সহজ-সরল রূপসী মেয়ে শামসুন্নিসা। পিতার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কারও তাকে ধারণা দিতে হয়নি। মহলের একজন বিশ্বস্ত মেয়ে হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। ভাইয়ের মৃত্যুর পর সরল মেয়ে মনে করে ইয্যুদ্দীন তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সুযোগে আমের ইবনে ওসমানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হতো।

শামসুন্নিসা এখন ষোলো বছরের যুবতী। সে যুগের মেয়েরা উচ্চতা ও আকার-গঠনে বয়সের চেয়ে বড় মনে হতো এবং অনেকে এ বয়সেই দু-একটা সন্তানের মা হয়ে যেত। শামসুন্নিসা শাসক পরিবারের কন্যা। মানে রাজকন্যা। আল্লাহ তাকে যে-রূপ দান করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় মনে হতো তাকে। তার এই রূপসাগরে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে আমের ইবনে ওসমান। তাদের মাঝে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। তবে এই প্রেম ছিল পবিত্র, যার তীব্রতা দুজনকে গভীরভাবে একে অপরের অনুরক্ত বানিয়ে রেখেছিল। পরস্পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে তারা। তবে সমস্যা হচ্ছে,

www.pathagar.com

আমের ইবনে ওসমান শামসুন্নিসার বংশের একজন নিম্নপর্যায়ের চাকর। তাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার স্বপ্ন তার পক্ষে ছিল অকল্পনীয় বিষয়। তথাপি শামসুন্নিসার আশায় বাবা-মার পছন্দের মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে।

শামসুন্নিসা যখন ইয্যুদ্দীনের দফতর থেকে বের হলো, তখন আমের ইবনে ওসমান বাইরে দণ্ডায়মান। শামসুন্নিসা তাকে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করে চলে গেল। আমের তার ইঙ্গিতের মর্ম ভালোভাবে বোঝে। সে মাথা দুলিয়ে জবাব দিল, যাও; আমি আসছি।

♦♦♦

জায়গাটা গাছপালা ও লতাপাতায় সুশোভিত। উপরটা রাতের আঁধারের চাদরে ঢাকা। মহলের জাঁকালো পরিবেশ ছেড়ে আমের ও শামসুন্নিসা এখানে উপবিষ্ট। যৌবনদীপ্ত উন্মাতাল ভালবাসার মাদকতায় আচ্ছন্ন তারা।

'আমি আজ আম্মাজানের সঙ্গে দেখা করেছি' – শামসুন্নিসা বলল – 'এখন থেকে তাঁর সঙ্গেই থাকব।'

'তোমার মা-ও তো রাজপরিবারের মেয়ে' – আমের বলল – 'তিনি নিশ্চয় তোমাকে রাজপুত্র ছাড়া বিয়ে দেবেন না।'

'না' – শামসুন্নিসা বলল – 'মা রাজপরিবারের মেয়ে বটে; কিন্তু তিনি সেই তাঁবুকে বেশি পছন্দ করেন, যেটি রণাঙ্গনের একেবারে সন্নিকটে স্থাপিত হয়। আমাকে তিনি সৈনিক বানাতে চান।'

'আমি কি আশা করতে পারি, তুমি তাঁর সঙ্গে আমার ব্যাপারে কথা বলবে এবং তিনি বিষয়টা মেনে নেবেন?' আমের জিজ্ঞেস করল।

'আমার উপর তিনি যে-দায়িত্ব অর্পন করেছেন, আমি যদি তা পালন করতে সক্ষম হই, তা হলে তিনি অবশ্যই আমার সকল মনোবাসনা পূরণ করবেন' – শামসুন্নিসা উত্তর দিল – 'তাঁর এই বাসনা পূরণে তোমাকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

'কেন; তিনি আমার নাম নিয়ে কিছু বলেছেন না-কি?'

'না' – শামসুন্নিসা উত্তর দিল – 'আমাকে তিনি তার সেই উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, যার বাস্তবায়নে তাঁর আমাকে প্রয়োজন। আর আমার প্রয়োজন তোমাকে। কিন্তু আগে শপথ নিতে হবে, আমাকে সাহায্য কর আর না কর, আমাদের তৎপরতার কথা গোপন রাখবে।'

'যদি শপথ না করি, তা হলে?' আমের মুচকি হেসে হাতে ধরে শামসুন্নিসাকে কাছে টানল।

শামসুন্নিসা তড়াক করে দূরে সরে গেল। প্রেম-পিপাসায় মাতাল আমের ইবনে ওসমান। শামসুন্নিসা বলল– 'আমি আগেও ওয়াদা করেছি এবং আজও প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি, আমার যদি বিয়ে হয়, তোমার সঙ্গেই হবে। কিন্তু তার আগে আম্মা আমার উপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেটি সম্পাদন করতে হবে।'

www.pathagar.com

আমের ইবনে ওসমান এই ভেবে বিস্মিত যে, শামসুন্নিসাকে ইতিপূর্বে কখনও এত কর্তব্যপরায়ণ ও আবেগপ্রবণ দেখিনি। সে মুখে বিস্ময়ভাব ফুটিয়ে বলল– 'তোমার হৃদয়ে আমার ভালবাসার এই কি নমুনা যে, তুমি আমার থেকে শপথ নেওয়া প্রয়োজন মনে করছ?'

'কাজটা এমনই যে, শপথ নেওয়া জরুরি' – শামসুন্নিসা উত্তর দিল – 'আমি তো আম্মার আদেশ পালনার্থে জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুতি আছি। তখন আমার সঙ্গ দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

'তোমার ভালবাসার খাতিরে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।'

'না' – শামসুন্নিসা বলল– 'আমার ভালবাসার খাতিরে নয়, জীবন দিতে হবে ইসলামের মর্যাদার খাতিরে। তবে সেই ইসলাম নয়, যে ইসলাম আমরা এই মহলে দেখতে পাচ্ছি। আমি সেই ইসলামের কথা বলছি, যার খাতিরে আমার পিতা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং সুলতান আইউবি তারই জন্য যুদ্ধ করছেন।'

'আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, এ-কাজে আমাকে যে-দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, জীবনের বাজি রেখেও আমি তা পালন করব' – আমের ইবনে ওসমান শামসুন্নিসার ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল – 'আমি যদি এই শপথ ভঙ্গ করি, তা হলে আমাকে হত্যা করে ফেলো এবং আমার লাশটা কুকুর-শেয়ালকে খেতে দিয়ো। এবার বলো আমাকে কী করতে হবে?'

'গোয়েন্দাগিরি' – শামসুন্নিসা বলল – 'সুলতান আইউবি মিসরে আছেন। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, তিনি আমার ভাই আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভবিষ্যতে যুদ্ধ না করার যে-চুক্তি করেছিলেন, তার মৃত্যুর পরও তা বহাল আছে। কিন্তু তুমি হয়ত অবগত আছ, এই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও হাল্‌বের শাসনক্ষমতা ক্রুসেডারদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সুলতান আইউবি ইয্‌যুদ্দীনকে বন্ধু মনে করলেও আমার মা অন্য আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।'

'মনিবের সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ের পর এখন তো কোনো শঙ্কা থাকার কথা নয়।' আমের বলল।

'আসল বিপদ তো সেখান থেকেই শুরু' – শামসুন্নিসা বলল – 'এই বিবাহ মূলত বন্দিত্ব, আমার মাকে যার শিকলে বাঁধা হয়েছে। ইয্‌যুদ্দীন বিবাহটা এই উদ্দেশ্যে করেছেন, যাতে দামেশ্‌কবাসীকে সঠিক পথ দেখানোর মতো কেউ না থাকে। এই মহলের সকল গোপন তথ্য-সংগ্রহ করে আমাদের কায়রো পৌঁছাতে হবে। জানতে হবে, খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা কী। তারা কি আমাদের বাহিনীকে পুনরায় গৃহযুদ্ধের আগুনে পোড়াতে চায়, না-কি অন্য কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে চায়। তুমি এমন এক অবস্থানে আছ, যেখান থেকে অনেক কিছুই দেখতে পাও। কারণ, তুমি ইয্‌যুদ্দীনের খাস রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি' – আমের বলল – 'তুমি ঠিকই বলেছ, আমি এমন এক অবস্থানে আছি, যেখান থেকে অনেক কিছু দেখি। শোনো

www.pathagar.com

শামসী! আমি এ যাবত যা কিছু দেখে আসছি, বিষয়গুলো কখনোই গভীরভাবে চিন্তা করিনি, যার ফলে মুজাহিদ থেকে চাকরে পরিণত হয়েছি। সৈনিক যখন মুজাহিদ থেকে বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হয়, তখন এমনই ঘটে। আমাদের মহলে এখন তা-ই ঘটছে। সৈনিক যখন চাকরি নেয়, তখন সে শত্রুর রক্ত ঝরানোর পরিবর্তে চাটুকারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, যাতে মনিব তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। খুন আর তোষামোদে সেই পার্থক্য, যে-পার্থক্য জয় আর পরাজয়ের মাঝে। আমাকে কখনও কেউ বলেনি, একজন সৈনিকের কর্তব্য শুধু বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করাই নয়, ভেতরের সমস্যার মোকাবেলা করাও তার দায়িত্ব। কেউ আমাকে বলেনি, সৈনিকের এটাও কর্তব্য যে, দেশ ও জাতির জন্য যদি শাসকের পক্ষ থেকে সমস্যা দেখা দেয়, তা হলে তার বুকটা তিরের আঘাতে ঝাঁজরা করে দুর্গের বাইরে ছুড়ে ফেলতে হবে। তুমি আমাকে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। বলো, কাউকে খুন করতে হবে, না-কি ভেতরের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করলেই চলবে?'

'দুটোই করতে হবে' – শামসুন্নিসা বলল – 'তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি কোনো গাদ্দারকে খতম করতে হয় পরোয়া করবে না।'

'শোনো শামসী' – আমের ইবনে ওসমান বলল – 'এখন আমি সরকারি কর্মচারী হিসেবে নয় – একজন মুজাহিদ হিসেবে কথা বলব। হাল্‌বের শাসকমণ্ডলি ও কতিপয় সালারের উপর আস্থা রাখা যায় না। ইয্‌যুদ্দীন যদি নিষ্ঠাবান ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সত্যিকার বন্ধু হন, তবুও তিনি হাল্‌বের বাহিনীকে মিসরের সহযোগী বানাতে পারবেন না। তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও উজির-মন্ত্রীবর্গের ঈমান খ্রিস্টানরা কিনে নিয়েছে। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তারা ইয্‌যুদ্দীনকে এমনভাবে পেরেশান করতে শুরু করেছে যে, কারণে-অকারণে তারা রাজকোষের সম্পদে হাত দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার দ্রুত শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, এটা একটা ষড়যন্ত্র। যার উদ্দেশ্য, কোষাগার শূন্য করে ইয্‌যুদ্দীনকে বাধ্য করা, যেন তিনি খ্রিস্টানদের কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। আর ইয্‌যুদ্দীনও যে যা চাইছে দিয়ে দিচ্ছেন।'

'তার অর্থ হচ্ছে, ইয্‌যুদ্দীন দুর্বল শাসক।' শামসুন্নিসা বলল।

'তার দুর্বলতা হলো, তিনি ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে রাজী নন' – আমের ইবনে ওসমান বলল – 'আমি তার যেসব বক্তব্য শুনেছি, তাতে প্রমাণিত হয়, ক্ষমতা অটুট রাখতে তিনি খ্রিস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন। আমি তার ও তার উপদেষ্টাদের কথাবার্তা মনোযোগের সাথে শুনব আর তোমাকে জানাতে থাকব।'

'এ-ও মাথায় রাখতে হবে যে, এখানে খ্রিস্টানদের গুপ্তচররা তৎপর' – শামসুন্নিসা বলল – 'আর আমাদের গোয়েন্দারাও কাজ করছে। তোমার সঙ্গে হয়ত তাদের সাক্ষাৎও ঘটবে।' শামসুন্নিসা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল– 'আচ্ছা, তোমার সুদানি পরীটা কী হালে আছে? খবর-টবর রাখে কি?'

www.pathagar.com

'রাখে' – আমের উত্তর দিল – 'পরশু তার সঙ্গে দেখা হলে ও কেঁদে ফেলল। বলল, একটিবারের জন্যে হলেও যেন তার কক্ষে যাই। শোনো শামসী! মেয়েটাকে আমার ভয় লাগছে। ওর জালে আটকা পড়লে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে না। আমি ওকে এজন্য ভয় করছি না যে, মেয়েটা রূপসী। ভয় হলো, মেয়েটা হাল্‌বের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীনের হেরেমের অধিপতি। তার নাম আনুশি। মহলের লোকেরা তাকে 'সুদানী পরী' বলে ডাকে। ইয্‌যুদ্দীন কিংবা তার কোনো আমির-উজির যদি জেনে ফেলে আমাকে সে ভালবাসে, তা হলে মাশুল দিতে হবে আমাকে। আমার ভয় লাগছে, ওর কথায় রাজি না হলে হয়ত ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে জেল খাটাবে।'

'ও বোধহয় তোমার-আমার ভালবাসার কথা জানে না, না?' শামসুন্নিসা জিজ্ঞেস করল।

'যেদিন জানতে পারবে, সেই দিনটা তোমার-আমার জীবনের শেষ দিন হবে' – আমের জবাব দিল – 'তোমাকে ক্ষমা করা হলেও আমি রেহাই পাব না।'

'আনুশি মূলত খ্রিস্টানদের পাঠানো উপহার। মেয়েটা হাল্‌ব এসে পৌঁছার পরপরই আল-মালিকুস সালিহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে মারা গেলেন। ইয্‌যুদ্দীন এসে হাল্‌বের শাসনক্ষমতা হাতে নিতেই খ্রিস্টানরা আনুশিকে তার খেদমতে উপস্থাপন করল। সেইসঙ্গে ইয্‌যুদ্দীন রজী' খাতুনকেও বিয়ে করে ঘরে তুললেন। সে যুগের নিয়ম ছিল, বিবাহিতা স্ত্রী ও হেরেমের মেয়েরা আলাদা থাকত। ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের এ-রীতিকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে মেয়ে উপহার দিত। তারা এভাবে উপহারের নামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা নারীগোয়েন্দা পাঠাতে থাকল।'

আনুশি তেমনি এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা গুপ্তচর। সে ইয্‌যুদ্দীনের ভোজসভায় মদ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছে। নিজেও মদপান করে। সে হাল্‌বের এমন দুজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রতারণার ফাঁদে আটক করেছিল, যাদের হাতে ছিল হাল্‌বের অস্তিত্ব। মেয়েটা ইয্‌যুদ্দীনকে কব্জা করে নিয়েছিল। আমের ইবনে ওসমান ইয্‌যুদ্দীনের কাছে থাকত। কেননা, সে ছিল তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। তার দৃষ্টি ছিল ঈগলের মতো প্রখর ও দূরদর্শী। আনুশি দেখল, লোকটি যেমন সুদর্শন, তেমনি চটপটে।

সে আমেরকে ভালবেসে ফেলল এবং তার সঙ্গে প্রেমনিবেদন শুরু করল। কিন্তু আমের তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ, তার জানা ছিল, হেরেমের মাণিকটার সঙ্গে যদি কেউ তাকে কথা বলতেও দেখে, তা হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। কিন্তু আনুশি তার পিছু ছাড়ল না।

'আমি এই মহলের একজন কর্মচারী মাত্র' – আমের একদিন মেয়েটাকে বলল – 'তোমার অন্তরে যদি আমার সত্যিকার ভালবাসা থাকে, তা হলে তুমি আমাকে দয়া করো, আমার থেকে দূরে থাকো।'

www.pathagar.com

'তোমার প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস কেউ পাবে না' – আনুশি বলল – 'একটিবারের জন্যে তুমি আমার কক্ষে আসো।'

ঠিক ওই সময়ে আমের ও শামসুন্নিসার গোপন অভিসার চলছিল।

◆◆◆

সে সময়কার ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'ইয্যুদ্দীন অনুভব করলেন, মসুল ও সিরিয়ার শাসকদের নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবেন না। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। তার অধীন আমির-উজিরগণ তার কাছে যখন-তখন কারণে-অকারণে এত বেশি অর্থ দাবি করতে শুরু করলেন, যা দিতে তিনি ব্যর্থ হলেন। কেননা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তত সম্পদ ছিল না। আয়ের উৎসও ছিল সীমিত।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ আরো লিখেছেন–

'ইয্যুদ্দীনের ভয় ছিল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি অবশ্যই হাল্‌ব দখল করে নিবেন। তিনি আইউবির বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি তার এক সুযোগ্য ও দুঃসাহসী সালার মুজাফফর উদ্দীন কাকবুরির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এ-পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত ছিল সাত স্তর মাটির তলে লুকানো এক গোপন রহস্য। মসুলের গভর্নর ছিলেন ইয্যুদ্দীনের ভাই ইমাদুদ্দীন, যিনি ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ঘোর বিরোধী। ইয্যুদ্দীন মসুলের শাসনক্ষমতা হাতে নিলেন আর ইমাদুদ্দীন হাল্‌ব এসে হাল্‌বের গভর্নর হয়ে গেলেন। ক্ষমতার এই হাতবদল ছিল উভয় নগরীর বাসিন্দাদের জন্য একটা রহস্যজনক ঘটনা।'

কয়েকজন ঐতিহাসিক ক্ষমতার এই রদবদল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। একেকজন একেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে সময়কার কাহিনীকারদের লেখনী থেকে কিছু গোপন বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইয্যুদ্দীন যখন মসুলের দুর্গে গমন করেন, তখন রজী' খাতুন ও তার কন্যা শামসুন্নিসা তার সঙ্গে ছিলেন। তার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীও ছিল, যার কমান্ডার ছিল আমের ইবনে ওসমান। বিশাল এক বহর ছিল। বহরে কয়েকটা উটের পালকি ছিল, যেগুলো চারদিক থেকে পর্দাঘেরা ছিল। রজী' খাতুন ও শামসুন্নিসার উট ছিল সকলের সামনে। রজী' খাতুনের খাদেমাও সঙ্গে ছিল। রাতে একজায়গায় তাদের অবস্থান করতে হয়েছিল।

মসুল পৌঁছতে বেশ তাড়া ছিল ইয্যুদ্দীনের। সে-কারণে কাফেলার জন্য একজন দলনেতা নিযুক্ত করে তিনি নিজে অবস্থান না করে কয়েকজন রক্ষী ও দু-তিনজন উপদেষ্টাসহ সফর অব্যাহত রাখলেন। আমের ইবনে ওসমানকে কাফেলার সঙ্গে রেখে দেওয়া হলো। সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র তাঁবু স্থাপন করা হলো। রজী' খাতুনের তাঁবু সেই তাঁবুগুলো থেকে অনেক দূরে স্থাপন করা হলো, যেগুলোতে রাতে হেরেমের মেয়েরা অবস্থান করবে। ইয্যুদ্দীন রজী' খাতুন ও

www.pathagar.com

শামসুন্নিসাকে হেরেমের তাঁবু থেকে দূরে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অবস্থানের জায়গাটা ছিল সবুজ-শ্যামল বনানীতে সুশোভিত।

রাত। আমের ইবনে ওসমান ঘুরে-ঘুরে ছাউনি এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। সে-সময় কোথাও যুদ্ধ ছিল না। সুলতান আইউবি মিসরে আছেন। খ্রিস্টানরা দূরে একজায়গায় বসে সুলতান আইউবির পরবর্তী রণপরিকল্পনা মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তবু ছাউনি ও পশুপালের আশপাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমেরের কর্তব্য। সে হেরেমের তাঁবুগুলো থেকে সামান্য দূরে ঘোরাফেরা করছে। সঙ্গে কেউ নেই। তাঁবু থেকে আরও কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পর সম্মুখে একটা ছায়া দেখতে পেল। আমের ছায়াটার কাছাকাছি গিয়ে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'অন্ধকারে এত দূর থেকে আমি তোমাকে চিনে ফেললাম আর তুমি কিনা কাছে এসেও আমাকে চিনতে পারলে না।' কণ্ঠটা আনুশির।

আমের ইবনে ওসমান কণ্ঠটা চিনে বলল– 'এখনও অনেক কাজ করতে হবে। এত বিস্তৃত তাঁবু-অঞ্চল আর এতগুলো পশুর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। আমার পথে তুমি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না আনুশি!'

আনুশি আমেরের ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে লাগামটা ধরে রাখল। বলল– 'ঘোড়া থেকে নেমে এসো আমের! যে-লোকটাকে তোমার ভয় ছিল, সে মসুল চলে গেছে। নির্ভয়ে নেমে এসো।'

আমের ঘোড়া থেকে নেমে এল। আনুশি তাকে বাহু ধরে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। আমের অনুগত অবোধ শিশুটির মতো বসে পড়ল।

'আমের!' – আপ্লুতকণ্ঠে আনুশি বলল – 'আমাকে চরিত্রহীনা ও খারাপ মেয়ে মনে করে তুমি আমার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। আমি জানি, আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে তুমি অবহিত। তুমি নিজেকে সাধু মনে করছ। টগবগে যৌবন আর আকর্ষণীয় দেহটার জন্য তোমার বেজায় গর্ব। কিন্তু কখনও ভেবে দেখনি, এই দেহখানা যে-কোনো মুহূর্তে লাশ হয়ে যেতে পারে। এটা যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ। একদল লোক যুদ্ধের মাঠে জীবন নেওয়া-দেওয়ার খেলা খেলছে। আরেক শ্রেণীর জন্য অনুরূপ ঘটনা ঘটছে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদে – গোপনে। তোমার পরিণতিও এমনটা হতে পারে। নিজের পুরুষালি রূপ আর দেহের আকর্ষণটাকে স্থায়ী ভেবো না।'

'তুমি কি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছ?' আমের জিজ্ঞেস করল।

'না' – আনুশি উত্তর দিল – 'আমি তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, তুমি যদি মনে করে থাক আমি তোমার রূপ-যৌবনের জন্য পাগল হয়েছি, তা হলে এই ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আমার নিজের শরীরটাও ভোগের একটা উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু দেহের স্বাদ আস্বাদনের প্রতি আমি সম্পূর্ণ অনীহ। মানুষ যত শক্ত পাথরে পরিণত হোক, যত কঠিন পাষাণ হয়ে যাক হৃদয় কখনও পাথর হয় না। মানুষের আত্মা মূর্ছা যেতে পারে – মরে না। ভালবাসা হৃদয় ও

www.pathagar.com

আত্মাকে জীবিত রাখে, যার সম্পর্ক দেহের সঙ্গে নয়। তুমি আমাকে আরও গভীর চোখে নিরীক্ষা করো। আমার দেহের জাদুময়তা দেখো। আমি নিজে পাপ করি এবং অপরকে পাপের প্রতি উৎসাহিত করি। মানুষ আমাকে রাজকন্যা নয় – পরী বলে ডাকে। তোমাদের রাজা ও আমিরগণ আমার পায়ে তাদের ঈমান ও মাথা রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু আমি এমন একটা পিপাসায় কাতর ছিলাম, যা কখনও অনুভব করতে পারিনি। তোমাকে দেখলাম, ভালো লাগল। প্রথমবার যখন আমি তোমার কাছে এলাম, তখন আমার উদ্দেশ্য পবিত্র ছিল না। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে এবং পরে এমনভাবে তাড়িয়ে দিলে যে, আমি বুঝে ফেললাম সেই পিপাসাটা আসলে কী, যেটা আমাকে অস্থির করে রেখেছে। আমি তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করতে শুরু করলাম। এটা তোমার ব্যক্তিত্বের নয় – চরিত্রের ক্রিয়া ছিল। আর ক্রিয়াটা এমন যে, আমার হৃদয়ে সেই লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে, যারা আমাকে বিলাসিতার খেলনা মনে করত এবং নিজেদের ঈমান ও জাতীয় মর্যাদাকে আমার হাত থেকে নেওয়া মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দিত।'

আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে আনুশি। চুপচাপ শুনতে থাকল আমের ইবনে ওসমান। কিন্তু মনে তার ভয়, দৃশ্যটা কেউ দেখে ফেললে রেহাই পাওয়া কঠিন হবে। আরও ভয়, শামসুন্নিসা যদি তার সন্ধানে এদিকে এসে পড়ে, তবে তো ভালবাসাটা খুন হয়ে যাবে। তাই আমের আনমনে শুধু শুনেই যাচ্ছে আনুশির কথা। রূপসী কন্যা আনুশির এমন আবেগময় কথাগুলো তার হৃদয়ে কোনোই রেখাপাত করছে না।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমের! না-কি তোমার অন্তরটা মরে গেছে?' – আনুশি আমেরের গালে কোমল হাতের পরশ বুলিয়ে বলল – 'আমার হৃদয়টা যদি মরে গিয়ে না থাকে, তা হলে আমি মানতেই পারছি না তোমার অন্তর মরে গেছে।'

আনুশি তার মাথাটা আমেরের বুকের মধ্যে এলিয়ে দিল। তার রেশমকোমল বিক্ষিপ্ত চুলগুলো আমেরের তরুণ গণ্ডদেশ ছুঁয়ে যেতে লাগল। চরিত্র যত পবিত্রই হোক যুবক তো! আমেরের দেহটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। তার হৃদয়জগতে কেমন যেন একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আমের আনুশির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল। মেয়েটা হাসতে-হাসতে বলল– 'হ্যাঁ, হৃদয়টা জীবিত আছে। ধুকপুক করছে। আমি তোমার থেকে কিছুই চাই না। তুমি আমার কাছে চাও। হিরা, জহরত, মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা – যা খুশি চাও দেব।'

'আমার কিছুই প্রয়োজন নেই সুদানি পরী!' আমের বলল।

'আমাকে আনুশি বলো' – মেয়েটা বলল – 'যারা আমাকে 'সুদানি পরী' ডাকে, তাদের অন্তরে ভালবাসা নেই। তারা পাপিষ্ঠ। তুমি তাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক পবিত্র। আমার থেকে ধনভাণ্ডার নিয়ে নাও। বিনিময়ে তুমি আমাকে ভালবাসা দাও।'

www.pathagar.com

আনুশি তার চিবুকটা আমেরের চিবুকের সঙ্গে লাগিয়ে দিল। আমের চমকে উঠে পিছনের দিকে সরে গেল। এখন তার অবস্থাটা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখিটার মতো। আমের মুক্তির জন্য ছটফট শুরু করল।

'আমার মনে হয়, তোমার অন্তরে অন্য কারও ভালবাসা আছে' – আনুশি সন্দেহ ব্যক্ত করল – 'আমার জাদুতে কেউ কখনও এভাবে ছটফট করে না। বলো, কোন শক্তি তোমাকে আমার ভালবাসায় বাঁধা সৃষ্টি করছে?'

আনুশি দাঁত কড়মড় করে বলল– 'তুমি এটুকুও বুঝছ না, একটা পাপিষ্ঠা মেয়ে তোমার থেকে পবিত্র ভালবাসা প্রার্থনা করছে। হতে পারে সে পাপ থেকে তাওবা করে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আশ্চর্য পুরুষ বটে তুমি। শুনে রাখো কপালপোড়া যুবক! তুমি এমন একটা মেয়েকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, যার দু-চারটা দেশের সিংহাসন উলটে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তুমি এমন একটা মেয়েকে রুষ্ট করছ, যে ইচ্ছা করলে ভাইকে ভাইয়ের হাতে খুন করাতে পারে। আমার সামনে তোমার একটা কীটের চেয়ে বেশি মর্যাদা নেই।'

'তা হলে আমাকে পিষে ফেলো। আমি তোমার যোগ্য নই।'

আমের উঠে দাঁড়াল।

'আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না আমের' – আনুশি আমেরের হাতদুটো নিজের দু-হাতের মুঠিতে নিয়ে বলল– 'তুমি শুধু আমার পাশে বসে থাকো।'

আমের কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

◆◆◆

আমের ইবনে ওসমানের ঘোড়া ধীরে-ধীরে হাঁটছে। আমেরের মাথাটা অবনত। নাকে আনুশির চুলের ঘ্রাণ আর গালে তার হাতের কোমল ছোঁয়া এখনও অনুভূত করছে। ভাবল, মেয়েটা যদি এই নির্জন আঁধারে তাকে ধরে বসে, তা হলে শামসুন্নিসার সঙ্গে কৃত শপথ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তার কাছে আর ঠাঁই মিলবে না। আমের ভাবনার মোড় শামসুন্নিসার দিকে ঘুরিয়ে দিল। তার মনে পড়ে গেল, সন্ধ্যায় তাঁবু স্থাপনের সময় স্বল্প সময়ের জন্য সে শামসুন্নিসার কাছে দাঁড়িয়েছিল। দুজনে সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করে এসেছিল। এখন ওদিকেই যাচ্ছিল; কিন্তু পথে আনুশি তাকে আটকে দিল।

আমের ঘোড়ার পিঠে বসে পিছনের দিকে তাকাল। অন্ধকারে আনুশিকে আর দেখা যাচ্ছে না। পথের মোড় ঘুরে আমের সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছল, যেখানে শামসুন্নিসার আসবার কথা ছিল। আমের যেভাবে আনুশির ছায়া দেখেছিল, তেমনি শামসুন্নিসার ছায়াও দেখতে পেল। ছায়াটা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে এল। আমের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' – শামসুন্নিসা প্রশ্ন করল – 'অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছি।'

www.pathagar.com

'কী করেছি, কোথায় থাকতে পারি সবই তুমি জান' – আমের মিথ্যা বলল – 'এদিকেই তো আসছিলাম। পথে একজায়গায় থামতে হলো বলে দেরি হয়ে গেল।'

'নিজেদের লোকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে' – শামসুন্নিসা বলল – 'তারা প্রত্যেকেই সতর্ক। তাদের প্রতি কারুর সন্দেহ জাগবে না।'

শামসুন্নিসা সেই লোকদের কথা বলছে, যারা হাল্‌বে সুলতান আইউবি ও রজী' খাতুনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, যারা মহলের কর্মচারী ছিল। এ-শহরে তারা একই পদে দায়িত্ব পালন করছে। রজী' খাতুনের খাদেমা ও শামসুন্নিসা আমের ইবনে ওসমানকে তাদের চিনিয়ে দিয়েছে।

'এসো; এখানে কিছুক্ষণ বসি।' শামসুন্নিসা আমেরের কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

তারা দুজনে দুজনার হয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠে সামনের দিকে হাঁটতে থাকল। শামসুন্নিসা এক পা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। নিজের নাকটা আমেরের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে শুঁকতে-শুঁকতে তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল– 'তুমি কোথায় ছিলে? কার কাছে ছিলে?'

'আমি পশুগুলো দেখাশোনা করে আসছিলাম।' আমের উত্তর দিল।

'পশুরা সুগন্ধি ব্যবহার করছে কবে থেকে' – শামসুন্নিসা চাপা অথচ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল – 'তোমাকে তো আমি কোনোদিন সুগন্ধি মাখাতে দেখিনি!'

আমের চুপসে গেল। তার মুখে কোনো উত্তর নেই। শামসুন্নিসা কেইসটা ঠিকই ধরেছে– 'রূপসী ডাইনীটা তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি তার ফাঁদে আটকে গেছ।'

'এখনও আটকাতে পারেনি' – আমের বলল – 'পথে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিষয়টা তোমাকে জানাতে চাচ্ছিলাম না। সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আমি আনাড়ি নই। আমার বুকে যে-ঘ্রাণ পেয়েছ, সেটা আনুশির তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বুকের ভেতরটা শুঁকে দেখার চেষ্টা করো।'

শামসুন্নিসা আমেরের কণ্ঠে ভীতির হাল্‌কা একটা কম্পন অনুভব করল। আমের বলল– 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন শামসী! আমি কোনো আমির-শাসক কিংবা সালার নই। আমি একজন সাধারণ কর্মচারীমাত্র। আনুশি আমাকে অতি সহজে প্রতিশোধের নিশানা বানাতে পারে।'

'বোধহয় মেয়েটা আজ তোমাকে বেশি বিরক্ত করেছে।' শামসুন্নিসা বলল।

'খুব বেশি' – আমের উত্তর দিল – 'মেয়েটা আজ নিজে থেকে বলেছে, সে পাপিষ্ঠা ও চরিত্রহীনা। বেহায়াপনা ছড়ানো এবং আপসে যুদ্ধ বাঁধানোর জন্যই সে এসেছে। আমার থেকে পবিত্র ভালবাসার বিনীত আবেদন জানিয়ে বলেছে, তার বিনিময়ে আমি যা চাইব, তা-ই সে দেবে। আমি অনেক কষ্টে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি। শামসী! মেয়েটা যদি তার সমুদয় সম্পদও আমার পায়ে অর্পণ করে, তবুও আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারব না।'

www.pathagar.com

'তারপরও ওকে ধোঁকা দাও' – শামসুন্নিসা বলল – 'তাকে সেই ভালবাসা দাও, যা সে কামনা করছে। বিনিময়ে সেই তথ্য নাও, যা আমাদের প্রয়োজন। এখানে তাকে কী উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, তা তোমাকে বলে দিয়েছে। তুমি অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তোমার মহলের গোপন তথ্য প্রয়োজন একথা বলে কাজ আদায় করবে, নাকি কিছু না জানিয়ে কৌশলে তথ্য বের করবে, তা তুমিই ভালো বোঝ।'

'আমি বিষয়টা ভেবেছি' – আমের বলল – 'কিন্তু ভয় পাচ্ছি এজন্য যে, একদিন হয়ত তুমি আমাকে ভুল বুঝবে।'

'তোমার-আমার প্রেম আমি আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছি' – শামসুন্নিসা বলল – 'আম্মার নির্দেশমূলক কথাগুলো আমার আত্মায় গেঁথে আছে। আমার ভালবাসার মৃত্যু হতে পারে না। হৃদয়ের ভালবাসাকে আমি সেই মহান লক্ষ্য অর্জনে কুরবান করতে চাই, যে-দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ নেওয়ার কথা যদি আমি স্মরণ রাখি, তা হলে কোনো ভুল বোঝাবুঝি জন্ম নিতে পারবে না।' শামসুন্নিসা প্রশ্ন করল– 'মেয়েটা কি জানে, তোমার-আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়?'

'তা তো সে বলেনি' – আমের উত্তর দিল – 'বোধ হয় জানে না।'

'একটা কাজের কথা বলি' – শামসুন্নিসা বলল – 'আমরা হাল্‌ব থেকে রওনা হওয়ার কিছু আগে কায়রো থেকে একজন লোক এসেছিল। সে ইয্‌যুদ্দীনের লক্ষ্য ও খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা জানতে চাচ্ছিল। আমরা তাকে সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারিনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে ফৌজ নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। লোকটি বলেছে, আইউবির এই তাড়াহুড়ার কারণ হলো, খ্রিস্টান বাহিনী মসুল, হালব্ ও দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর কায়রো থেকে ফৌজ নিয়ে এখানে সময়মতো পৌঁছানো সম্ভব হবে না। সমস্যা হলো, সুলতান যদি বাহিনী নিয়ে এসে পড়েন আর খ্রিস্টানদের কৌশল অন্য কিছু হয়, তা হলে সুলতানকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের অতি দ্রুত মুসলমান আমির ও খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে জানতে হবে।'

'আমি শুনেছি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দারা নাকি আকাশ থেকে তারকাও ছিঁড়ে আনতে পারে' – আমের ইবনে ওসমান বলল – 'খ্রিস্টান অঞ্চলগুলোতে কি তাঁর কোনো লোক নেই?'

'আম্মা আমাকে বলেছেন, ইসহাক তুর্কি নামে অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন গোয়েন্দা আছেন' – শামসুন্নিসা উত্তর দিল – 'তিনি বৈরুত গেছেন। সঠিক সংবাদ তো তিনি নিয়েই আসবেন। কিন্তু কায়রো থেকে তার কোনো সংবাদ আসেনি। দেখো আমের! সোনাবাহিনী তৎপরতা চালালে কিছু একটা আন্দাজ করা যায়। এখানে তো তেমন কোনো তৎপরতা দেখছি না। যা কিছু গোপন তথ্য আছে, সব ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের পেটে। আর এসব তথ্য মহলের

www.pathagar.com

ভেতর থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। আর সেই সংবাদ তুমি একমাত্র আনুশির কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে পার।'

'কিন্তু সে যে-বিনিময় দাবি করছে, তা তো আমি দিতে পারব না।'

'এই মূল্য তোমাকে দিতেই হবে' – শামসুন্নিসা বলল – 'আমি আমার ভাইয়ের গুনাহের কাফফারা আদায় করতে চাই। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের কাছে ভালবাসা ও কামনা-বাসনার কোনোই মূল্য নেই। আমাদেরকে সেই শহীদদের ঋণ শোধ করতে হবে, যারা ইসলামের জন্য আপন স্ত্রীদের বিধবা করে গেছেন।'

◆◆◆

ইসহাক তুর্কি এখন বৈরুতে। এখানে খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনের ফিরিঙ্গি বাহিনীর বিশাল সেনাক্যাম্প। বল্ডউইন এক পরাজয়বরণ করেছিলেন সুলতান আইউবির ভাই আল-আদিলের হাতে। তার পরপরই সুলতান আইউবির বাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেই আইউবির ফাঁদে পড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন এবং বন্দি হতে-হতে অল্পের জন্য রক্ষা পান। উভয়বারই তার বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছনে সরে যায়।

এখন দিন-রাত সমানে কাজ করছেন বল্ডউইন। রাতে ঘুমান না। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনায় মহাব্যস্ত। তিনি আল-মালিকুস সালিহকে অনুগত বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আস-সালিহ তার কোনো উপকার না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বল্ডউইন এখন ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনকে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ব্যবহারের ফন্দি আঁটছেন। কায়রোতে তার গোয়েন্দারা সুলতান আইউবির পরিকল্পনার গোপন তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

বৈরুত পৌঁছে ইসহাক তুর্কি প্রথমে বল্ডউইনের হাইকমান্ড পর্যন্ত পৌঁছানোর বুদ্ধি ঠিক করে নেয়। নিজেকে মুসলিম অঞ্চল থেকে পালিয়ে-আসা-খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেয়। এভাবে সে তাদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়। ইসহাক তুরস্কের নাগরিক। গায়ের রং ফর্সা। সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক। অশ্বচালনা, বর্শাছোড়া, তিরন্দাজি ও তরবারিচালনায় বিশেষ পারদর্শী। তার দীর্ঘ বাহুতে বেজায় শক্তি। মস্তিষ্কটা প্রখর ও সূক্ষ্মদর্শী। অপরের মন জয় করে প্রভাব বিস্তার ও অনুরক্ত বানানোর কলাকৌশল তার জানা। প্রয়োজন অনুপাতে যথাযথ রূপ ধারণ করায় ওস্তাদ। সঙ্গীদের বলে, আমার আসল শক্তি ঈমান আর চরিত্র।

বৈরুতে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। জনসাধারণকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমরমেলা বসানো হয়েছে। মেলায় সৈন্যদের কৃতিত্বপ্রদর্শন, তির-তলোয়ারের ব্যবহার ইত্যাদির প্রতিযোগিতা চলছে।

ইসহাক তুর্কি এ-রকম এক মেলায় গিয়ে হাজির হলো। খ্রিস্টানদের প্রাচীন একটা খেলা চলছে। দুজন অশ্বারোহী লম্বা বর্শা হাতে করে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা বর্শার সাহায্যে একে অপরকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা

www.pathagar.com

করছে। প্রথমবার কেউ কাউকে ফেলতে না পারলে পুনরায় সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আরোহীরা বর্মপরিহিত।

প্রতিযোগিতা চলছে। একটার-পর-একটা গ্রুপ আসছে। পরাজিত আরোহী ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। বিজয়ী হুংকার দিচ্ছে, আর কেউ আছ কি লড়াই করার? কিন্তু কেউ এল না। ইসহাকের গায়ে মরুপোশাক। সে মাঠে নেমে পড়ল। মোকাবেলাকারী অশ্বারোহী সৈনিক বর্মপরিহিত। ইসহাককে সাধারণ পোশাকে ময়দানে নামতে দেখে দর্শকরা টিটকিরি মারতে থাকল। মেলায় খ্রিস্টান সেনাপতি ও অন্যান্য কমান্ডাররা উপস্থিত। তারাও ইসহাককে দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসল। একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয়কারী অশ্বারোহী শেষবারের মতো হুংকার ছেড়ে ঘোড়াটা এদিক-ওদিক হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, যেন শিকার খুঁজছে। ঘোড়সওয়ার খ্রিস্টান বাহিনীর ইউনিট-কমান্ডার। ঠাট্টার ছলে সে ঘোড়াটা ইসহাক তুর্কির দিকে ঘুরিয়ে দিল এবং নিকটে এসে বর্শাটা তার গায়ে নিক্ষেপ করল। ইসহাক বর্শার আঘাত প্রতিহত করল। দর্শনার্থীরা আবারও হি-হি করে হেসে উঠল। রব উঠল– পাগল, পাগল; ওকে মেরে ফেলো।

অশ্বারোহী কমান্ডার ঘোড়াটা পিছনের দিকে মোড় ঘোরাল। তার সঙ্গী কমান্ডারদের একজন বলল– 'বর্শায় গেঁথে পাগলটাকে এদিকে নিয়ে আসো। আরেকজন বলল– 'বর্শা প্রতিহত করে লোকটা তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছে।'

অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকাল। ইসহাক নিরস্ত্র। ঘোড়া নিজের দিকে আসতে দেখে গায়ের চোগাটা খুলে বর্শার আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অশ্বারোহী সামান্য নত হয়ে বর্শাটা হাতে তুলে নিল এবং কাছে এসে ইসহাকের উপর আঘাত হানল।

ইসহাক কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়ার সঙ্গে এমনভাবে দৌড়াতে থাকল, যেন বর্শা তার দেহে গেঁথে গেছে। দর্শকরা উল্লাস করতে থাকল। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের উল্লাস থেমে গেল। সবাই অবাক্ বিস্ময়ে দেখতে পেল, ইসহাক দৌড়ের মধ্যেই অশ্বারোহী কমান্ডারের ঘোড়ার পিছনে চড়ে বসেছে। বর্শা তার গায়ে বিদ্ধ হয়নি। সে বরং বর্শাটা ধরে রেখেছে। আরোহীও বর্শার একটা মাথা ধরে রেখেছে। সে ঘোড়ার মোড় ঘোরাল। ঘোড়া একচক্কর ছুটতে শুরু করল। ইসহাক তার থেকে বর্শাটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

ইসহাক বর্শাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেল। বর্শাটা চারদিক ঘুরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ল– 'আমাকে একটা ঘোড়া দাও; সাহস থাকলে আমার মোকাবেলা করো।'

অশ্বারোহী কমান্ডার ঘোড়া থেকে নেমে ইসহাকের কাছে চলে এল। এখন তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। উভয় বাহু সম্প্রসারিত করে রেখেছে। ইসহাক বর্শাটা মাটিতে গেড়ে দিল। খ্রিস্টান অশ্বারোহী তাকে গলায় জড়িয়ে ধরল। ইসহাক বলল– 'আমি মোকাবেলা করব; আমাকে ঘোড়া দাও।'

www.pathagar.com

ইসহাককে একটা ঘোড়া আর একটা বর্শা দেওয়া হলো। সে কমান্ডারের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো। দর্শনার্থীরা অপলক চোখে অনিঃশ্বাস দাঁড়িয়ে থাকল। তারা নিশ্চিত, লোকটা বর্শার আঘাতে শোচনীয়ভাবে মারা পড়বে।

উভয় ঘোড়া খানিক দূরত্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। ইঙ্গিত পেয়ে ঘোড়া ছুটতে শুরু করল। কমান্ডার তার বর্শাটা ইসহাকের পেটবরাবর তাক করে রেখেছিল। সে চলন্ত ঘোড়া থেকে আঘাত হানল। ইসহাক সামান্য মোড় ঘুরিয়ে কমান্ডারের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। সেইসঙ্গে তার বর্শাটা গিয়ে কমান্ডারের পেটে গেঁথে গেল। কমান্ডার ঘোড়ার অপরদিকে পড়ে গেল। সে ওদিককার পা রেকাব থেকে সরাতে ভুলে গিয়েছিল। তাই পড়তে গিয়ে পা রেকাবে আটকে গেল। ঘোড়া কমান্ডারকে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করল।

প্রতিযোগিতায় কোনো প্রতিযোগীকে দর্শনার্থীদের সাহায্য করার অনুমতি নেই। কোনো প্রতিযোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলেও নয়।

ঘোড়া কমান্ডারকে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসহাক পিছন দিকে ফিরে দেখতে পেয়ে মোড় ঘুরিয়ে ঘোড়া হাঁকাল এবং কমান্ডারের ঘোড়ার পাশে গিয়ে এক লাফে তাতে চড়ে বসল। তারপর লাগামটা টেনে ধরে ঘোড়ার গতি থামিয়ে দিল। কমান্ডার বর্মপরিহিত বলে দেহটা অক্ষত আছে। অন্যথায় এতক্ষণ ছাল-বাকল ছিলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত।

কমান্ডার ইসহাককে বাহুতে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি কে? তোমার পরিচয় কী?'

'আমি মুসলমানদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা খ্রিস্টান। এখন তো আর নিজেকে সাধারণ খ্রিস্টান দাবি করতে পারছি না।'

ইসহাক কৃতিত্বটা দেখিয়েছে অসাধারণ। এমন অশ্বচালক, বর্শাবাজ হয়ত কোনো সুদক্ষ সৈনিক কিংবা কোনো উচ্চবংশের যোগ্য সন্তান। ইসহাক কমান্ডারকে জানাল, মুসলমানরা তাকে জোর করে ফৌজে ভর্তি করতে চেয়েছিল; তাই সে পালিয়ে এসেছে।

কমান্ডার ইসহাককে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কমান্ডার বল্ডউইন বাহিনীর একজন নাইট। নাইট হওয়ার কারণেই তার আপাদমস্তক বর্ম দ্বারা আবৃত। সামরিক যোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার কারণে খ্রিস্টানদের নাইটরা আজও বিখ্যাত। তাদের এত মর্যাদা দেওয়া হত যে, সম্রাটগণ তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলতেন।

ইসহাক তুর্কি বর্ম ছাড়াই খালি গায়ে এই বর্মপরিহিত নাইটকে ধরাশায়ী করল এবং তাকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করল। রতনে রতন চেনে। বল্ডউইনের এই নাইট ইসহাককে চিনে ফেলল। বুঝে ফেলল লোকটার দাম কত। সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে ইসহাককে মদ খেতে দিল।

www.pathagar.com

ইসলামে মদ হারাম। মুসলমান মদপান করে না। ইসহাক তুর্কি মুসলিম গোয়েন্দা। ছদ্মবেশে, ভিন্ন পরিচয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে হরদমই এ-রকম সমস্যায় পড়তে হয় আইউবির গোয়েন্দাদের। খ্রিস্টান পরিচয়ে খ্রিস্টানদের মাঝে ঢুকে পড়ার পর তাদের সামনে মদ আসে। তাতে তাদের বিব্রত হতে হয়, বাধ্য হয়ে হারাম খেতে হয়। মদ না খেলে তাদের সন্দেহ করা হয়, খ্রিস্টান হলে মদ খাবে না কেন?

এই মুহূর্তে ইসহাক তুর্কি তেমনি এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন। সামনে মদের পেয়ালা। ইসহাক পরিপক্ব ঈমানদার মুসলমান। সে মদপান করতে অস্বীকৃতি জানাল– 'আপনি আমার শক্তি দেখেছেন। এই শক্তি অর্জন করতে গেলে মদপান থেকে বিরত থাকতে হয়। এটা মদপান না করার সুফল। আমার ওস্তাদ বলেছেন, তোমার পেটে যদি মদ ঢোকে, তা হলে তোমার ঘোড়াটাও অনুভব করবে, তার পিঠে একজন দুর্বল লোক সওয়ার হয়েছে। ফলে ঘোড়া তোমার নির্দেশ অমান্য করবে।'

ইসহাক গলায় ঝুলানো তাগাটা টেনে বের করল। শার্টের ভিতর থেকে ছোট একটা ক্রুশ বেরিয়ে এল। বলল– 'আমি নিজের শক্তিটা ক্রুশের সুরক্ষার জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যে ক্রুশ হাতে শপথ করেছিলাম, মদ আর যৌনতা থেকে বিরত থাকব। শপথটা আমি ভঙ্গ করতে পারি না।'

'তুমি কোথায় থাক' – নাইট জিজ্ঞেস করল – 'পরিবার সঙ্গে আছে কি?'

'না' – ইসহাক উত্তর দিল – 'আমি আমার পরিবার-পরিজনকে বলে এসেছি, নিরাপদ কোনো ঠিকানা পেলে তাদের নিয়ে আসব।'

'ঠিকানা পেয়ে গেছ' – নাইট বলল – 'আমি তোমার মূল্য বুঝি। আজ থেকে তুমি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্ব পালন করবে। আমার মতো প্রত্যেক কমান্ডারের সঙ্গে দু-চারজন করে রক্ষী থাকে। তুমি হলে আমার একজনই যথেষ্ট। আমি তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সময়টা যুদ্ধের। ইসহাকের মতো শক্তিশালী ও সাহসী লোকদের খুব দার্ম। বল্ডউইনের নাইট সুলতান আইউবির গোয়েন্দা ইসহাকের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। তার জন্য আরবি ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির জোগান দেওয়া হলো। মাসিক বেতন-ভাতাও নির্ধারিত হলো।

আল্লাহ ইসহাককে প্রখর মেধা দান করেছেন। সেই মেধাকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে সে। দুদিনেই ইসহাক খ্রিস্টান নাইটের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেল।

'আমার একটি ছাড়া আমার আর কোনো বাসনা নেই' – ইসহাক নাইটকে বলল – 'মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের মতো খানায়ে কাবাও আমাদের দখল করে নেওয়া দরকার। তা হলে ইসলাম অল্পদিনেই মৃত্যুবরণ করবে। সারা পৃথিবীতে না হলেও অন্তত আরব বিশ্বের উপর ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।'

www.pathagar.com

'তুমি স্বপ্ন দেখছ বন্ধু' – নাইট বলল – 'মুসলমানদের এত তাড়াতাড়ি পরাস্ত করা সহজ নয়। আমরা যদি মুসলমানদের কাবাঘরে অভিযান চালাই, তা হলে সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। সকল মুসলমানের মোকাবেলা করে জয়লাভ করা তো দূরের কথা, এক সালাহুদ্দীন আইউবিকেও তো এখন পর্যন্ত পরাজিত করতে পারলাম না।'

'আপনি তা হলে হীনম্মন্যতায় ভুগছেন' – ইসহাক বলল – 'মুসলমানদের ঐক্য ভেঙে গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। মুসলমানরাই এখন তার শত্রু। হাল্‌ব ও মসুলের নতুন শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন-ইমামুদ্দীন কি আপনার সমর্থক-সহযোগী নন? তারা কি আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন? আপনাদের গোয়েন্দারা মুসলমানদের ফোক্‌লা করে দিয়েছে। আমি আপনাকে সেখানকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি।'

ইসহাকের বক্তব্যে নাইটের চোখ কপালে উঠে গেল। ইসহাক নাইটকে এমনসব পরামর্শ দিল যে, একজন সেনাপতির পক্ষেই এমন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব। নাইটের চোখ খুলে গেল।

'তুমি তো আমাকে অবাক্ করে দেয়ার মতো কথা বলছো'– নাইট বলল– 'আমরা তো এমনসব পরিকল্পনা-ই প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কিনা তোমার আকাঙ্খা ও প্রত্যয়ের অনুকূল।'

'আপনাকে আমি আরেকটি পরামর্শ দিতে চাই' – ইসহাক বলল – 'আপনারা সালাহুদ্দীন আইউবির মতো কমান্ডোবাহিনী গঠন করুন। একটা বাহিনী আমার হাতে তুলে দিন। আমি মুসলিম ভূখণ্ড ও তাদের স্পর্শকাতর শিরাগুলো সম্পর্কে অবগত আছি। আমি তাদের হাড়ির খবর পর্যন্ত জানি। রসদ প্রভৃতির ডিপো কোথায় থাকে, সব খবর আমার জানা আছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমি তাদের কোনো ভাণ্ডার অক্ষত থাকতে দেব না।'

'তা-ই হবে' – নাইট বলল – 'আমি তোমাকে সুযোগ করে দেব।'

◆◆◆

'আমি তোমাকে শামসুন্নিসার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।' আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে বলল।

তারা এখন মসুলে। ভালবাসার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছে আমের। আনুশি মধ্যরাতের পর তার কক্ষে এসে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল– 'শামসুন্নিসা কি আমার চেয়ে বেশি রূপসী?'

'ওর নামটাও উচ্চারণ করো না' – আমের বিরক্তির সুরে বলল – 'ও রাজকন্যা। ওকে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভয় করতাম। তোমাকেও আমি রাজকন্যা মনে করতাম। কিন্তু তুমি আমার ভয় দূর করে দিয়েছ। তারপরও মাঝে-মধ্যে মনে ভয় ধরে যায়, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করো কি-না। তা ছাড়া তোমার-আমার সম্পর্কটা জানাজানি হলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে, সেজন্যও আমার ভয় আছে।'

www.pathagar.com

'কেউ যদি তোমার একবিন্দু ক্ষতি করে, তা হলে আমার ইঙ্গিতে প্রাসাদের প্রতিটা ইট খসে পড়বে' – আনুশি আমেরকে কাছে টেনে নিল – 'কেউ তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে এই আশঙ্কা যথার্থ। আমার অস্তিত্ব একটা চিত্তাকর্ষক প্রতারণা। কিন্তু তুমি আমাকে মানুষরূপে দেখো। আমাকে আমার ইবাদত করতে দাও।'

আনুশির হৃদয়ে আবেগ চেপে বসে। তার মাথার চুলে বিলি কাটছে আমের ইবনে ওসমানের আঙুলগুলো। রাত কেটে যাচ্ছে। আনুশির কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গিতে মাদকতা। আমেরের জন্য এ একটা কঠিন পরীক্ষা। সে একজন অবিবাহিত যুবক। একাধিকবার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপথগামী হওয়ার উপক্রমও হয়েছিল। প্রতিবারই আল্লাহকে স্মরণ রেখে প্রার্থনা করেছে– 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দাও, আমার চরিত্রকে পবিত্র রাখো।'

রাত আর বেশি বাকি নেই। আনুশি আমেরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

এভাবে আরও তিন-চার রাত গোপনে দুজনের কথাবার্তা চলল। আনুশি আমেরের অস্তিত্বে একাকার হয়ে গেল। সে দেখেছে, আমেরের মধ্যে একটা ভালোমানুষি আছে। কিন্তু তার সত্তায় যে কম্পন সৃষ্টি হতে চলেছে, আনুশি তা টের পায়নি।

'মুসলিম শাসকদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে' – একরাতে আমের আনুশিকে বলল – 'আমি খ্রিস্টান সম্রাটদের দেখিনি। আমাদের রাজাদের চেয়ে ভালো তো হবে নিশ্চয়ই।' আনুশির পেট থেকে গোপন কথা বের করতে আমের বলল– 'আচ্ছা, এটা কি সম্ভব যে, খ্রিস্টানরা এসে এই অঞ্চলটা দখল করে নেবে?'

আনুশি অনেক চতুর মেয়ে। শৈশব থেকেই ওস্তাদি শিখে আসছে। তার রূপ-যৌবন দুর্ভেদ্য দুর্গের শক্ত প্রাচীর ভাঙার ক্ষমতা রাখে। প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহদের গোলাম বানিয়ে রাখার মতো যোগ্যতা তার আছে। কিন্তু সে মানবিক দুর্বলতা এবং স্বভাবজাত চাহিদা ও দাবি থেকে মুক্ত নয়। একজন মানুষ স্বভাব-চরিত্রে হিংস্র পশুতে পরিণত হোক-না কেন, সৃষ্টিগত স্বভাবের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না। আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে তার পিপাসার কথা ব্যক্ত করেছিল। সত্যপ্রেমের পিপাসা আর আমেরের শোভনীয় অস্তিত্ব তাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রেখেছে। মদের নেশা তার জানা ছিল; কিন্তু প্রেমের নেশা সম্পর্কে অবগত ছিল না। এই নেশা যখন তাকে পেয়ে বসল এবং দুর্বল মুহূর্তটায় তার খ্রিস্টান শাসকদের পক্ষে কথা বলল, তখন মেয়েটার প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা বেকার হয়ে পড়ল। সে আমেরের সঙ্গে এমনসব কথাবার্তা বলতে শুরু করল, যা কোনো গুপ্তচর সাধারণত বলে না।

আমেরের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সে গা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করেছে। এ-মুহূর্তে যদি আনুশির খ্রিস্টান গুরু, ইয়ুদ্দীন কিংবা অন্য কোনো কর্মকর্তা তাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়, তা হলে তারা বিশ্বাসই করবে না, এ সেই মেয়ে, যাকে তারা 'সুদানি পরী' বলে ডাকেন। নিষ্পাপ মেয়ের মতো

www.pathagar.com

লাজুক বদনে বসে আছে আনুশি। তার একবিন্দু অনুভূতি নেই যে, এ-মুহূর্তে এখানে বসে সে সালতানাতে ইসলামিয়ার মূলোৎপাটনের পরিবর্তে ক্রুশকেই বরং ফোক্‌লা করে ফেলছে। আমের আনুশিকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করছে।

আজ যখন আনুশি আমেরের কক্ষ থেকে বের এলা, তখন রাতের শেষ প্রহর। আমেরকে আজ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে গেছে আনুশি।

◆◆◆

অনেক দিন কেটে গেছে। ইসহাক তুর্কি এখন বৈরুতে খ্রিস্টান নাইটের শুধু দেহরক্ষীই নয় – অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে। খ্রিস্টান নাইটের এমন কোনো গোপন তথ্য নেই, যা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কি জানে না। ইসহাক একটা বিষয় অনুভব করল, তার এই কমান্ডার ক্রুশের জন্য অতটা আন্তরিক নয়– যতটা-না আন্তরিক পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করে সম্রাট বল্ডউইন থেকে পুরস্কার হিসেবে আরবের কোনো একটা ভূখণ্ড অর্জন করার প্রতি। একটা ভূখণ্ডের স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন চেপে বসেছে তার মাথায়। ওস্তাদ আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণ মোতাবেক ইসহাক তুর্কি তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। যেভাবে আনুশির মতো একটা ভয়ংকর মেয়ে মানবীয় দুর্বলতা ও চাহিদার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল, তেমনি খ্রিস্টানদের এ-নাইটও আপন দৃঙ্গিভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার কাছে পরাজিত হয়ে ভাববার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে যে, অচেনা লোকটাকে সে নিজের অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিল। সে শুধু তার নিজেরই নয় – তার সম্রাট ও তার ক্রুশের পরাজয়েরও বার্তাবাহক।

একদিন নাইট ইসহাক তুর্কিকে বৈরুত থেকে দূরে একস্থানে নিয়ে গেল। ইসহাক জানে, নাইটের সেনা-ইউনিট রাতে বেশ তড়িঘড়ি রওনা হয়ে গেছে। সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন পয়েন্টের জন্য বন্টন করার লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে। দেহরক্ষী হিসেবে ইসহাক তার সঙ্গে আছে। বাহিনীর অবস্থানস্থলে পৌঁছে ইসহাক দেখতে পেল, তাঁবু স্থাপন করা হয়নি। বাহিনীতে অশ্বারোহীও আছে, পদাতিকও আছে। নাইট তার অধীন কমান্ডারদের ডেকে কয়েকটা জায়গার নাম উল্লেখ করে উক্ত স্থানগুলোতে তাঁবু স্থাপন করতে এবং প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দিল। ইসহাক পাশে দাঁড়িয়ে সব পর্যবেক্ষণ করল।

'হতে পারে, একমাস পর্যন্ত তোমাদের এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে' – নাইট তার অধীন কমান্ডারদের বলল – 'তাতে বিরক্ত হতে পারবে না। গতকাল কায়রো থেকে আসা এক গোয়েন্দা সংবাদ জানিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবি বৈরুত অবরোধ করে নগরীটা দখল করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের আশা ছিল, তিনি এখনও দামেশ্‌কের দিক থেকেই আসবেন এবং সর্বপ্রথম তার মুসলিম আমিরদের – যাদের মধ্যে হাল্‌ব, মসুল ও হাররানের আমিরগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – সঙ্গে নেবেন। তারপর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান

www.pathagar.com

চালাবেন। কিন্তু এখন নির্ভরযোগ্য তথ্য পেলাম, তিনি সর্বাগ্রে আমাদের হৃদপিণ্ডের উপর আঘাত হানবেন। তার তার যেসব আমিরকে আমরা আমাদের বন্ধু বানিয়ে রেখেছি, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। আমরা যদি এই সংবাদ না পেতাম, তা হলে আমরা বৈরুতের অভ্যন্তরে তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়তাম। তোমরা অনেকে হয়ত জান না, সালাহুদ্দীন আইউবি অবরোধে অভিজ্ঞ। কোনো ভূখণ্ড তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের অস্ত্রসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। ক্রুশের আশীর্বাদে আমরা সময় থাকতে তথ্য পেয়ে গেছি।'

ইসহাক শুনছে। শরীরটা ঘেমে উঠছে তার। মনে রাগ এল, সালাহুদ্দীন আইউবির অভ্যন্তরীণ জগতেও খ্রিস্টানদের চর আছে! এত ভেতরের খবর শত্রুর হাতে পৌঁছে গেলে চলবে কী করে? ইসহাকের মনে পড়ে গেল, তার মুসলমান ভাইদের ঈমান বিক্রি করতে সময় লাগে না। সুলতান আইউবির ব্যক্তিগত বলয়ে তো কোনো খ্রিস্টান ঢুকতে পারে না। কাজেই এটা কোনো ঈমান নিলামকারী মুসলমানেরই কাজ। ইসহাক তুর্কি তীব্রভাবে অনুভব করল, তাকে এ-মুহূর্তে কায়রো পৌঁছে আলী বিন সুফিয়ানকে বলতে হবে, সুলতান সত্যিই যদি বৈরুতের উপর সেনা-অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে যেন তিনি সরাসরি বৈরুত না যান।

'সময়মতো সংবাদটা পাওয়ায় আমাদের অনেক লাভ হয়েছে। যেভাবে আমাদের এই বাহিনীকে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে, তেমনি আরও কয়েকটা ইউনিটও – যাদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যাই বেশি – বৈরুতের আশপাশে এবং দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হয়েছে। যে-বাহিনীটা বৈরুতে প্রস্তুত আছে, তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে স্বাগত জানাবে। আইউবি আকস্মিক হামলা করে বৈরুত দখল করে নিতে চাইবেন। তিনি যখন অবরোধ সংকীর্ণ করবেন, তখন আমরা পেছন থেকে তার উপর আক্রমণ চালাব। তারপর তিনি বৈরুতের অভ্যন্তরে আমাদের বাহিনীর ও বাইরের বাহিনীগুলোর গ্যাঁড়াকলে আটকে যাবেন।' খ্রিস্টান নাইট বলল।

'মিস্টার!' – এক প্রবীণ কমান্ডার বলল – 'জানতে পেরেছেন কি তিনি কোন দিক থেকে আসবেন?'

এখনও তা জানতে পারিনি' – নাইট উত্তর দিল – 'মনে হচ্ছে, তিনি আমাদের অঞ্চলগুলোর উপর দিয়েই আসবার ঝুঁকি মাথায় নেবেন। সম্রাট বল্ডউইন নির্দেশ জারি করেছেন, পথে যেন তাকে না ঘাটানো হয়। আমরা তাকে আমাদের ভেতরে এবং বৈরুত পর্যন্ত পৌঁছতে দেব। এখানে এনে আমরা তার বাহিনীকে রসদ থেকে বঞ্চিত করে মারব।'

'আপনি তো জানেন, বৈরুত সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত' – প্রবীণ কমান্ডার বলল – 'তিনি তো তার নৌশক্তিও ব্যবহার করতে পারেন।'

www.pathagar.com

'তিনি নৌশক্তি ব্যবহার করবেন' – নাইট বলল – 'তার বিপুলসংখ্য সৈন্য জাহাজে করে আসছে। আমরা তারও আয়োজন করে রেখেছি। আমরা সমুদ্রে তার মোকাবেলা করব না। তার বাহিনীকে কূলে নামার সুযোগ দেব। এভাবে আমরা তার জাহাজগুলোকে ধ্বংস করব কিংবা তাদের পালানোর সুযোগ না দিয়ে জাহাজগুলোকে দখল করব। আমার বন্ধুগণ! তোমরা তো জান, সেনাবাহিনীর এসব গোপন তথ্য মুখ থেকে বের করা যায় না। কেননা, মুসলমানদের অঞ্চলে যেমন আমাদের গুপ্তচররা কাজ করছে, তেমনি আমাদের অঞ্চলেও মুসলমান গোয়েন্দা আছে। আমাদের সৈনিকদের মুখনিঃসৃত যেকোনো কথা সালাহুদ্দীন আইউবির কানে পৌঁছে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে কোনো-কোনো সময় অন্তত কমান্ডারদের জানা থাকা দরকার, অনাগত পরিস্থিতি কীরূপ হবে এবং তার পটভূমি কী হবে। সাবধান থাকবে, সৈনিকরা যেন জানতে না পারে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির কোনো সংবাদ পেয়েছি। অন্যথায় আইউবি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলবেন।'

'মুসলমান আমিরদের মনোভাব কি আপনার জানা আছে?' – অপর এক কমান্ডার জিজ্ঞেস করল – 'এমনও তো হতে পারে, তারাও আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।'

'তাদের দিক থেকে আমাদের কোনো আশঙ্কা নেই' – নাইট বলল – 'হাল্‌বের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীন মসুলে এসে পড়েছেন আর আমির চলে গেছেন হালবে। ক্ষমতার এই হাতবদল আমাদের পরিকল্পনায়ই হয়েছে। ওখানকার পরিস্থিতি পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এতটুকু আশা করা যায়, তাদের কেউ-না-কেউ সালাহুদ্দীন আইউবির উপর আক্রমণ করবে কিংবা তাকে রসদ সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। মোটকথা, এটা নিশ্চিত, আইউবি তার মুসলমান আমিরদের থেকে কোনো সাহায্য পাবেন না।'

◆◆◆

রাতে ইসহাক তুর্কি নাইটের সঙ্গে সুলতান আইউবির সম্ভাব্য আক্রমণ ও বৈরুত অবরোধ সম্পর্কে মতবিনিময় করল এবং সন্তোষ প্রকাশ করে বলল– 'এবার আমি আমার বাসনা পূরণ করার সুযোগ পাব।' সে আরো কিছু জরুরি তথ্য জেনে নিল। তার সামনে এখন কাজ, তাকে ওখান থেকে পালিয়ে কায়রো পৌঁছতে হবে। ভাবল, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলে নাইট সন্দেহ করে বসবে, আমি গোয়েন্দা ছিলাম এবং তাদের সবকিছু দেখে-শুনে চলে গেছি। ফলে সে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবে। তাই ইসহাক নাইটকে বলে ছুটি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। অজুহাত তার আছে। ঠিক করল, বলবে, পরিবার-পরিজনকে মুসলমানদের অঞ্চলে রেখে এসেছি; আপনি তা জানেন। এখন যেহেতু আমি মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে গেছি, তাই তাদেরকে উদ্ধার করে আনতে চাই। অন্যথায় মুসলমানরা তাদের জ্বালাতন করতে থাকবে।

www.pathagar.com

অজুহাত উপস্থাপন করে ইসহাক নাইটকে বলল– 'এক-আধ মাস পর তো আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বই। তারপর কে জানে আমাদের কত দিন যুদ্ধের মাঠে থাকতে হয়। পরিবারের লোকদের এখনই নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে, আমি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলাম আর ওদিকে তাদের কোনো সহায় রইল না।'

অজুহাতটা যৌক্তিক। নাইট তাকে যে-ঘোড়াটা দিয়েছিল, সেটা দেখিয়েই বলল– 'তুমি এখনই রওনা হয়ে যাও। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।'

ইসহাক তুর্কির তাড়া খ্রিস্টান নাইটের চেয়ে বেশি। কারণ, তাকে দ্রুত কায়রো পৌঁছতে হবে। তবে তার আগে হাল্‌ব ও মসুল যাওয়া আবশ্যক। ওখানকার শাসকদের সম্পর্কে তার কানে কিছু কথা এসেছে। সে জানে না, সুলতান আইউবি যখন অভিযান পরিচালনা করবেন, তখন মসুলের শাসনকর্তা ও সেনা-অধিনায়কদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে। হাল্‌বে তার সহকর্মী কারা আছে এবং কোথায় আছে, তার জানা আছে। কিন্তু সে নাইটের মুখ থেকে শুনেছে, ইয্‌যুদ্দীন মসুল আর ইমাদুদ্দীন হাল্‌ব চলে গেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, রজী' খাতুনও এখন মসুলে অবস্থান করে থাকবেন। তা-ই যদি হয়, তা হলে তার খাদেমাও তার সঙ্গে থাকবে। মহলের ভিতরের যোগাযোগ এই খাদেমার মাধ্যমেই হতে পারে।

ইসহাক তুর্কি সে-রাতেই রওনা হয়ে গেল। ঘোড়াটা উন্নত জাতের। ইসহাক দক্ষ অশ্বারোহী। মাসের দূরত্ব কয়েক দিনে অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা তার আছে। ইসহাক পথ চলতে থাকল আর আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকল, যেন তার কায়রো পৌঁছার আগে সুলতান আইউবি রওনা না হন। ছুটতে-ছুটতে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ইসহাক থামছে না। ধীরে-ধীরে ঘোড়ার গতি কমতে শুরু করল। ইসহাক নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে পেটটা যিনের সঙ্গে লাগিয়ে চলন্ত ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

শেষ রাতে ইসহাকের চোখ খুলল। হন্তদন্ত হয়ে ইসহাক আকাশের দিকে তাকাল। তার পথপ্রদর্শনকারী তারকাটা জ্বলজ্বল করছে। ঘোড়া সঠিক পথেই এগুচ্ছে। ভোরের আলোতে ইসহাক একস্থানে ঘোড়াটাকে পানি পান করাল এবং ঘাস খাওয়াল। নিজেও খানিকটা বিশ্রাম নিল। তারপর আবার যাত্রা শুরু করল।

এ-দিনটাও কেটে গেল। রাতও অতিক্রান্ত হলো। খ্রিস্টান নাইটের প্রদত্ত ঘোড়া ইসহাককে খুব কাজ দিচ্ছে। সূর্য অস্ত যেতে এখনও অনেক দেরি। মসুলের মিনারের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে ইসহাক। ইসহাক এই নগরী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। দুজন সহকর্মী গোয়েন্দার ঠিকানাও তার কাছে আছে। তবে তারা কোনো তথ্য দিতে পারবে কি-না তার জানা নেই। এমনও হতে পারে, তারা তাকে হাল্‌বের পথই দেখিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

♦♦♦

ইয্যুদ্দীন নিশ্চিন্ত হয়েছেন, রজী' খাতুন তার প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি এখন আর রজী' খাতুনের কোনো কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করছেন না। রজী' খাতুন একথাও জিজ্ঞেস করলেন না যে, আপনি ইমামুদ্দীনের সঙ্গে ক্ষমতার হাতবদল কেন করলেন। যে-উদ্দেশ্যে তিনি ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা পূরণ হয়নি। তথাপি তিনি এই ভেবে সান্ত্বনা নিলেন যে, তিনি এই রহস্যময় জগতের অভ্যন্তরে ঢুকতে পেরেছেন এবং সুলতান আইউবি এখানে যে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রেখেছেন, তাকে আরও কার্যকর করতে পারছেন। তিনি শামসুন্নিসাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং মেয়েটা বিভ্রান্ত জীবনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে মুজাহিদ নারীতে পরিণত হয়েছে। সে ইয্যুদ্দীনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আমের ইবনে ওসমানকে গুপ্তচর বানিয়ে নিয়েছে। আর নিজের প্রেমাস্পদ হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তচরবৃত্তির স্বার্থে তাকে এমন একটা চতুর ও রূপসী মেয়ের পিছনে নিয়োজিত করেছে, যে তাকে আজীবনের জন্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম।

আমের ইবনে ওসমান আনুশি থেকে যেসব তথ্য উদ্‌ঘাটন করছে, শামসুন্নিসার মাধ্যমে সেসব রজী' খাতুনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এ এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা কায়রোতে পৌঁছিয়ে দেওয়া একান্ত জরুরি। হাল্‌ব থেকে সুলতান আইউবির যে-গোয়েন্দা এসেছিল, তাদের কমান্ডারকে কায়রো যাওয়ার জন্য একজন লোক ঠিক করে রাখতে বলা হলো। সে বলেছিল, ইসহাক তুর্কি বৈরুত থেকে এসে পড়বে। ওখানকার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকবে। সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে খ্রিস্টানদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করতে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন।

আনুশি আমের ইবনে ওসমানকে যেসব তথ্য দিয়েছে, সবই সত্য ছিল। মেয়েটা ইয্যুদ্দীন ও তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল যে, তারা তার উপস্থিতিতে যারপরনাই স্পর্শকাতর কথাবার্তা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। লোকগুলোর প্রতি আনুশির কোনো হৃদ্যতা ছিল না। সে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। মেয়েটা শুধু নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল। কিন্তু তার জানা ছিল, যে-যুবককে সে মনে-প্রাণে ভালবাসে, সেই আমের ইবনে ওসমানও নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আমের আনুশির প্রেমের ফাঁক গলিয়ে অনেক অজানা তথ্য বের করতে সক্ষম হলো।

ইয্যুদ্দীন রজী' খাতুনের ভ্রমণবিহারের জন্যে ঘোটঘযান দিয়ে রেখেছেন। এক সন্ধ্যায় রজী' খাতুন শামসুন্নিসাকে সঙ্গে করে বাইরে বেড়াতে গেলেন। নগরীর সন্নিকটে একটা সবুজ বাগিচা। ভিতরে মনোরম একটা কূপ। জায়গাটা এত সুন্দর ও মনভোলানো যে, রাজপরিবারের সদস্যরা ব্যতীত অন্য কেউ এখানে আসতে পারে না। রজী' খাতুনের সঙ্গে খাদেমাও আছে। রক্ষী হিসেবে সঙ্গে এসেছে আমের। আমের ইয্যুদ্দীনের বিশ্বস্ত মানুষ। তার প্রতি নির্দেশ আছে, রজী' খাতুন যখন বাইরে বেড়াতে যাবেন, সে তার সঙ্গে থাকবে।

www.pathagar.com

গন্তব্যে পৌঁছে গাড়িটা দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। রজী' খাতুন ও শামসুন্নিসা কূপের দিকে চলে গেল। আমের ইবনে ওসমানও সঙ্গে আছে। আসলে এটা তাদের নিছক ভ্রমণ নয়, ভ্রমণের বাহানায় রজী' খাতুনের আমের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার আয়োজন।

ইসহাক তুর্কি মসুলে তার এক সহকর্মীর কাছে পৌঁছে গেছে। সঙ্গী তাকে জানাল, রজী' খাতুনও তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। বরং বলা যায়, তিনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন। উভয়ের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন ও তথ্য আদান-প্রদান হলো। ইত্যবসরে তাদের আরেক সঙ্গী এসে পড়ল। সে ইসহাককে জানাল, রজী' খাতুনের খাদেমাকে এ-মুহূর্তে অমুক কূপের কাছে পাওয়া যাবে। ভালো হবে, তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করো। ইসহাক সঙ্গীদের তার ব্যস্ততার কথা জানাল। সম্ভব হলে রাতেই আবার সে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়া হয়ে যাবে।

কূপের কিনারায় বসে আমের ইবনে ওসমান রজী' খাতুন ও শামসুন্নিসাকে বলছে, আনুশির কথা অনুযায়ী সে নিশ্চিত হয়েছে, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে ইয্যুদ্দীন সুলতান আইউবিকে বন্ধুত্বের ফাঁদে ফেলে প্রতারণা করবেন। সুলতান আইউবি যদি রসদ দিতে বলেন, তিনি সময়মতো রসদ সরবরাহ করবেন না। সুলতান যদি সৈন্য তলব করেন, তা হলে এই অজুহাতে ব্যর্থতা প্রকাশ করবেন যে, ইমামুদ্দীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নেই। সে যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে পারে; তাই আমাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনাকে আমি সৈন্য দিতে অপারগ। ইমাদুদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম। ব্যাপারগুলো সুলতান আইউবির অবগত হওয়া দরকার। কারণ, তিনি তো উভয় শাসককেই তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ মনে করছেন।

খাদেমা এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। হঠাৎ ভ্রমণস্থলের কাছাকাছি থেকে কারও গানের শব্দ কানে এল। কে যেন গাইছে– 'পথভোলা পথিক হে! তারকাটা দেখে নে'। খাদেমা কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল। এই গান তো তাদের গোয়েন্দাদের গোপন সংকেত! তারা একজন অপরজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে এই গান গাইতে থাকে। খাদেমা ঝোপের আড়ালে-আড়ালে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সে ইসহাক তুর্কিকে চিনে ফেলল। তাকে দাঁড় করাল। ইসহাক বলল– 'আমার সময় নেই, তুমি পায়চারি করতে থাকো।' বলেই রজী' খাতুনের কাছে চলে গেল।

◆◆◆

সূর্য ডুবে গেছে। ভ্রমণস্থলের উপর আঁধার নেমে আসছে। ইসহাক তুর্কি রজী' খাতুন, শামুসন্নিসা ও আমেরের সঙ্গে এমন একটা জায়গায় বসে আছে, যেখানে তাদের দেখার সাধ্য কারও নেই।

রজী' খাতুন ইসহাক তুর্কির কাছে হাল্‌ব ও মসুলের যাবতীয় গোপন রহস্য ও প্রতারণার চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি ইসহাককে বললেন, তুমি সালাহুদ্দীন

www.pathagar.com

আইউবিকে বলবে– 'আমি নুরুদ্দীন জঙ্গির আসনটা ইয্যুদ্দীনকে দিয়েছিলাম। হৃদয়ে পাথর বেঁধে আমি ইয্যুদ্দীনকে এজন্য গ্রহণ করেছিলাম যে, তাকে জঙ্গির যথাযথ উত্তরাধিকার বানাব এবং তিনি জঙ্গির মতো তোমার ডান হাত হয়ে কাজ করবেন। কিন্তু বিয়ের পর তার আসল রূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এই বিয়ে করে আমি মারাত্মক ভুল করেছি। বিয়ের বাহানায় আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এখন দামেশ্কের মর্যাদা তোমার হাতে। বৈরুতে তোমাকে কীভাবে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে, তা তুমি ইসহাকের নিকট থেকে জেনে নাও। তোমার বৈরুত অবরোধের পরিকল্পনার সংবাদ বৈরুত পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় কী করতে হবে তুমিই ভালো বোঝ। ভেবে দেখো, সরাসরি বৈরুতই যাবে, না-কি পরিকল্পনা বদল করে ফেলবে। তথ্যটা বৈরুতে কে পৌঁছাল, এ প্রশ্নের উত্তর আলী বিন সুফিয়ান দিতে পারবে। আমাদের জাতির মধ্যে ঈমান বিক্রি একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবের আমিরদের বিলাসিতার এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে তারা খানায়ে কা'বাকেও বিক্রি করার চেষ্টা করবে। বিলাসিতা আর ক্ষমতার মোহ এ দুই উপসর্গ মিলে আমাদের রাজ্যগুলোকে টুকরো-টুকরো করে ফেলছে এবং জাতিগুলোর নাম-চিহ্ন মুছে ফেলছে। তুমি ইয্যুদ্দীন ও ইমামুদ্দীনের উপর আস্থা রেখো না। এরা তোমাকে সাহায্য নয়; বরং ধোঁকা দেব।

'আমার পরামর্শ হলো, বৈরুতের পরিবর্তে হাল্ব ও মসুল অবরোধ করে আগে গাদ্দার শাসকদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করো। এটি ইসলামের অনেক বড় খেদমত হবে। ইতিহাসের উপর একবার চোখ বোলাও সালাহুদ্দীন! আমাদের রাজা-বাদশারা আজীবন দেশ-জাতি-রাষ্ট্রকে বিক্রিই করেছে। দেশ ও জাতির লাজ রক্ষা করেছে ইসলামের সৈনিকরা। সৈনিক ছাড়া কেউ শত্রু দেখে না। আর শত্রুর হাতে জীবন দেয় শুধুই সৈনিক। সে কারণে দেশ ও জাতির মূল্য-মর্যাদা শুধু সৈনিকরাই বোঝে। যে-সময় এই বিলাসী শাসকরা শত্রুর প্রেরিত মদ, সুন্দরী নারী আর বিত্তের নেশায় মাতাল পড়ে থাকে, তখন আল্লাহর সৈনিকরা মরুবিয়াবান, পাহাড়-জঙ্গল আর নদী-সমুদ্রে কষ্টের জীবন কাটায়। সালাহুদ্দীন ভাই! তোমার জীবনটাও তেমনি মরুবিয়াবানে, পাহাড়-জঙ্গলে লড়াইরত অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছে। আমার প্রথম স্বামী নুরুদ্দীন জঙ্গির সারাটা জীবন ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়েছেন। কিন্তু তুমি যখন ঈমান বিক্রেতা শাসকদের বিরুদ্ধে বুকটান করে দাঁড়াও, তখন তারা তোমাকে জাতির ঘাতক ও গাদ্দার আখ্যা দেয়। আমাদের এসব ফতোয়ার পরোয়া করা চলবে না। এসব ইহুদি-খ্রিস্টানদের ফতোয়া, যা আমাদের ভাইয়েরা তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত করছে। তুমি আসো – ঝড়ের বেগে আসো। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। আমি তোমার জন্য ভূমি সমতল করছি। এখানকার প্রতিটা শিশু, প্রতিজন বৃদ্ধ ও নারী তোমার সঙ্গে থাকবে। বাকি সংবাদ ইসহাকের কাছ থেকে জেনে নাও।'

www.pathagar.com

প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য ইসহাক তুর্কিকে অবহিত করা হলো। সে উঠে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল। এ-সময় তার অনুভব হতে লাগল, কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ইসহাক এদিক-ওদিক তাকাল। তার মনে সন্দেহ জাগল, খানিক দূরে ছায়ার মতো একটা কী যেন চলে গেছে এবং ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দিল না ইসহাক। মাথায় তার ভাবনা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কায়রো পৌঁছতে হবে। এমন যেন না হয়, তার পৌঁছার আগেই সুলতান আইউবি রওনা হয়ে গেছেন। এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে অত্যন্ত আনন্দিত সে।

ইসহাক তার সঙ্গীদের কাছে গেল। খুব তাড়াতাড়ি করে চারটা খেয়ে রওনা হলো। তার সামনে আরও কাজ আছে। হাল্‌ব গিয়ে কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ইসহাক হাল্‌ব পৌঁছে গেল এবং কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কমান্ডার ইসহাককে অতিশয় উন্নত জাতের একটা তাগড়া ঘোড়া দিল। পানির ছোট একটা মশক ও খাদ্যভর্তি থলে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিল।

ইসহাক কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

◆◆◆

ইসহাক তুর্কি যে-রাতে রজী' খাতুনের সঙ্গে দেখা করেছিল, সে-রাতে মন ভালো না থাকার অজুহাতে আনুশি ইয্‌যুদ্দীন ও তার সাঙ্গদের আসরে যায়নি। মেয়েটা অসুস্থ ভেবে ইয্‌যুদ্দীন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার তাকে দেখে ঔষধ দিলেন। কিন্তু আনুশি ঔষধ খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল– 'বিরক্ত করো না; আমাকে একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।'

রাত জাগা ও অধিক মদপানের কারণে তার এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ইয্‌যুদ্দীন ও ডাক্তার চলে গেলেন। আনুশি কক্ষের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে কক্ষে পায়চারি করতে থাকল। মনটা তার বেজায় অস্থির। মেয়েটা বারকয়েক জানালার পর্দা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল।

আনুশি তার অলংকারের বাক্সটা খুলে একটা আংটি বের করল। আংটির নগিনার জায়গাটা ডিবার মতো। অত্যন্ত সুন্দর ও ভারী একটা আংটি। আনুশি ডিবাটা খুলল। তার মধ্যে শাদা পাউডার ভরা। সে পাউডারগুলোর প্রতি খানিক তাকিয়ে ডিবাটা বন্ধ করে আংটিটা আঙুলে পরল। এবার তাকে কিছুটা শান্ত মনে হলো, যেন অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করছে।

রাত অর্ধেক কেটে গেছে। আনুশির সেবিকা তার কক্ষের কাছাকাছি অপর একটা কক্ষে ঘুমিয়ে আছে। তাকে বলে দিয়েছিল, আজ রাতে তাকে আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মধ্যরাতের পর আনুশি সেবিকার কক্ষে গিয়ে তাকে জাগিয়ে বলল, আমের ইবনে ওসমানকে ডেকে আনো।

www.pathagar.com

সেবিকা আনুশি–আমেরের প্রেমের ঘটনা জানে। সে উঠে গিয়ে আমেরকে ডেকে আনল। আনুশি সেবিকাকে বলল– 'তুমি কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'আমের!' – আনুশি এমন এক ভঙ্গিতে বলল, যেন তার সঙ্গে আমেরের পরিচয় নেই – 'আজ ভ্রমণস্থলে তোমাদের সঙ্গে যে-লোকটা বসা ছিল, ও কে?'

'কেউ নয়' – আমের অজ্ঞতা প্রকাশ করে উত্তর দিল – 'আমার কাছে কেউ আসেনি। আমি তো বেগমের সঙ্গে রক্ষী হিসেবে গিয়েছি এবং তার থেকে দূরে থেকেছি।'

'আমের!' – আনুশি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কণ্ঠে বলল – 'সাত স্তর মাটির তলের গোপন খবরও আমার জানা আছে। তোমাকে আমি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসি। কিন্তু তুমি আমাকে বোকা ভেবো না। তুমি, রজী' খাতুন, শামসুন্নিসা ও তার খাদেমা একসঙ্গে উপবিষ্ট ছিলে আর একজন অপরিচিত লোক তোমাদের মাঝে বসা ছিল। অতি গোপনীয় কথপোকথন হচ্ছিল। প্রমাণ চাইলে তা-ও দিতে পারি। তোমরা কানে-কানে কথা বলছিলে। শেষে অপরিচিত লোকটা সেখান থেকে চলে গেছে। তখন আমি ফিরে আসি।'

ইসহাক তুর্কি সেখান থেকে ওঠে চলে যাওয়ার সময় কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। খানিক দূরে একটা ছায়াও দেখেছিল। আসলে সে ছিল আনুশি। মেয়েটা চুপি-চুপি রজী' খাতুন, শামসুন্নিসা ও আমের ইবনে ওসমানের পিছু নিয়েছিল।

আমের ইবনে ওসমান উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো এবং আমতা-আমতা করে কিছু বলবার চেষ্টা করল, যার কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। আনুশি দক্ষ গোয়েন্দা। তার সন্দেহটা ভিত্তিহীন নয়। বলল– 'শামসুন্নিসা যদি একা হতো, তা হলে মনে করতাম, রাজকন্যা তোমাকে দখল করে রেখেছে। কিন্তু বিষয়টা ভিন্ন ছিল। আচ্ছা বলো তো, আমাকে তুমি রাষ্ট্রের গোপন বিষয়াদি কেন জিজ্ঞেস কর?'

'এমনিই' – আমের মুচকি হেসে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল – 'এমনিতেই জিজ্ঞেস করি। ওসব রাজকীয় বিষয়-আশয়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। মনে কৌতূহল জাগে, আমরা রাজা-বাদশাহদের কী ভাবি আর আসলে তারা কী।'

'আমের!' – আনুশি অত্যধিক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল – 'তুমি জান না আমি কে। আমার এক ইশারায় এই নগরীর প্রতিটা ইট খসে পড়তে বাধ্য। আমার পিপাসু আবেগ আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমি তোমার প্রেমের নেশায় নিজের কর্তব্য ভুলে গেছি আর তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছ। তারপরও আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি দুর্বলতা কাজ করছে। তার প্রমাণ, তুমি এখনও এখানে নিরাপদে অবস্থান করছ। আমি চাইলে তোমাকে সেই কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখতে পারতাম, যেখানে নির্যাতনের পর গাদ্দার ও গোয়েন্দাদের ফেলে রাখা হয়। তোমাকে আমি সেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছি। শুধু এটুকু স্বীকার করো, আমার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ওই অচেনা লোকটাকে দিয়েছ আর সংবাদ

www.pathagar.com

নিয়ে লোকটা কায়রো চলে গেছে। তুমি আমার নিষ্ঠা-ভালবাসার প্রমাণ দেখো। আমি তোমাদের দেখে ফেলার পরও লোকটাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি। আমি ইচ্ছা করলে তাকে গ্রেফতার করাতে পারতাম। কিন্তু তোমার ভালবাসা আমাকে এ-কাজে বাধা তৈরি করেছে।'

আনুশির চোখ অশ্রুতে ভিজে গেল – 'যে-আমি নিজেই একটা চিত্তাকর্ষী প্রতারণা, সেই আমি ধোঁকায় পড়ে গোলাম! তুমি জিতে গেছ আমের, তুমি জিতে গেছ। ভালবাসার কাছে আমি পরাজিত। বলো, সত্য বলো আমের!'

'হ্যাঁ; আনুশি' – আমের বলল – 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছ আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমাকে তুমি কারাগারে বন্দি করে রাখো।'

আনুশির গণ্ড বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরছে। হঠাৎ সে অট্টহাসি হেসে বলল– 'ব্যস, এতটুকুই জানবার প্রয়োজন ছিল, যা তুমি স্বীকার করেছ। আমি তোমাকে বন্দি করাতে পারব না। এখন আমিও এই পিঞ্জিরা থেকে মুক্ত হতে চাই। তুমি মদপান কর না। আমাদের সম্রাটগণ যে-শরবত পান করেন, আমি তোমাকে সেই শরবত পান করাব।'

আনুশি বসা থেকে ওঠে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিলের উপর একটা সোরাহি রাখা আছে। তার পিঠটা আমেরের পিঠের দিকে। আনুশি দুটা পেয়ালা নিয়ে নখের সাহায্যে আংটিতে স্থাপন করা ডিবাটা খুলল। ডিবার কিছু পাউডার একটা পেয়ালায়, কিছু অপর পেয়ালায় ঢেলে দিল। বিষয়টা আমের দেখতে পায়নি। আনুশি উভয় পেয়ালায় সোরাহি থেকে শরবত ঢেলে একটা আমেরের হাতে তুলে দিল, অপরটা নিজের হাতে রাখল।

'শুঁকে দেখো' – আনুশি বলল – 'এগুলো শরাব নয় – শরবত। এ আমার প্রিয় পানীয়। নাও; পান করো।'

আনুশি নিজের পেয়ালাটা ঠোঁটের সঙ্গে লাগাল। আমেরও পান করতে শুরু করল। ঢকঢক করে শরবত পান করে উভয়ে পেয়ালা শূন্য করে ফেলল। আনুশি আমেরের হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার গলাটা নিজের বাহুতে জড়িয়ে ধরে বলল– 'এখন আমরা স্বাধীন।'

আনুশি হঠাৎ লাফিয়ে আমের থেকে আলাদা হয়ে বলে উঠল– 'তুমি কি তন্দ্রা অনুভব করছ?'

'হ্যাঁ' – আমের উত্তর দিল – 'তোমার ডাক পেয়ে আমি ঘুম থেকে উঠে এসেছি। নিদ্রা আমাকে অস্থির করে তুলছে।'

'এখন আমরা দুজনে এমন গভীর ঘুম ঘুমাব যে, কেউ আর আমাদের জাগাতে পারবে না' – আনুশি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল – 'আমি তোমার চেয়ে বেশি ক্লান্ত। পাপের বোঝা আমাকে কাহিল করে তুলেছে।

আনুশির মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু আত্মসংবরণ করে বলল– 'বেশি কথা বলার সময় নেই আমের। তুমি আমার প্রথম ও শেষ ভালবাসা। এখন আমরা পরকালে একসঙ্গে উত্থিত হব। আমি আমার কর্তব্য

www.pathagar.com

পালন করেছি। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এই শরাবে আমি সেই বিষের মিশ্রণ ঘটিয়েছি, যে-বিষ সঙ্গে দিয়ে আমাদের ভিনদেশে পাঠানো হয়। বস্তুটা প্রয়োজনের সময়কার জন্য দেওয়া হয়। এই বিষপানে কোনো তিক্ততা অনুভব হয় না। অত্যন্ত মিষ্টি আবেশের মধ্যে মানুষ চির দিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। আমি এজন্য বেঁচে থাকতে চাই না যে, যদি থাকি, তা হলে তোমাকে শাস্তি দিতে হবে। আর তোমাকে এ-কারণে জীবিত থাকতে দিইনি, যেন অন্য কোনো মেয়ে বলতে না পারে, আমেরের সঙ্গে আমার ভালবাসা আছে।'

আমের ইবনে ওসমান শুয়ে পড়েছে, যেন সে আনুশির বক্তব্য শুনতেই পাচ্ছে না। তার চোখদুটো বুজে আসছে। আনুশির মাথাটা দুলছে। সে নড়বড়ে পায়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সেবিকা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

সেবিকাকে ভিতরে ডেকে এনে বলল– 'আমরা দুজনে বিষপান করেছি। তুমি সবাইকে বলে দেবে, আমরা স্বেচ্ছায় বিষপান করেছি – অন্য কেউ পান করায়নি। কোনো খ্রিস্টানের দেখা পেলে বলবে, তোমাদের সুদানি পরী তার কর্তব্য পালন করে চিরবিদায় নিয়েছে।'

আনুশির কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসছে। মেয়েটা পড়তে-পড়তে আমেরের নিকটে চলে গেল। সেবিকা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দুই ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করল। তারা দেখল, আমের ইবনে ওসমান পালঙ্কের উপর পড়ে আছে আর আনুশি তার গা ঘেঁষে এমনভাবে শুয়ে আছে যে, তার মাথা আমেরের বুকের উপর আর একটা হাত মাথার উপর। এক হাতের আঙুলগুলো আমেরের চুলের মধ্যে ঢুকে আছে, যেন মেয়েটা আমেরের মাথায় বিলি কাটছে। দুজনই মৃত।

◆◆◆

ইসহাক তুর্কি এখন মসুল থেকে বেরিয়ে গেছে। অপরিচিত লোকটা সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর হতে পারে সন্দেহ করেও আনুশি তাকে ধাওয়া করেনি, গ্রেফতার করাবারও চেষ্টা করেনি। ভালবাসার প্রতারণার মধ্যে সামান্য যে-সময়টা আমেরের সঙ্গে অতিবাহিত করেছে, সে-সময়টুকুতে সে আত্মিক প্রশান্তি পেয়েছিল। সেই ভালবাসার বিনিময় হিসেবে মেয়েটা ইসহাককে নিরাপদে চলে যেতে দিয়েছে।

কায়রো পৌঁছতে আরো দিনকয়েকের পথ বাকি থাকতেই সাপটা ইসহাকের ঘোড়াটাকে দংশন করল। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিল ইসহাক, যার সঙ্গে ইসলামের মর্যাদা ও সুলতান আইউবির অস্তিত্বের সম্পর্ক।

ইসহাক একজন মর্দে মুজাহিদ। জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই বিস্তৃত নির্দয় মরূদ্যান অতিক্রম করে সেই তথ্য নিয়ে কায়রো পৌঁছে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু বিষধর সাপটা তার ঘোড়াটাকে দংশন করায় ইসহাক মরুর নির্মম আচরণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। যখন জ্ঞান ফিরল, সুলতান আইউবির গোয়েন্দা ইসহাক তখন খ্রিস্টানদের তাঁবুতে। ইসহাক চোখ খুলে দেখতে পেল, দুটা মেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে।

www.pathagar.com

খ্রিস্টান দলটার সদস্যসংখ্যা আট। তারা কায়রোতে দায়িত্ব পালন করে বৈরুত ফিরে যাচ্ছে। দলনেতা ইসহাককে বলল, আমরা রাতে রওনা হব। ওরা বৈরুত যাচ্ছে এবং তাকেও ধৃত হয়ে বৈরুত যেতে হবে শুনে ইসহাকের পিলে চমকে উঠল। ওখানে গেলে নাইটের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইসহাকের জন্য এটা আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যাটা হচ্ছে, সুলতান আইউবিকে বল্ডউইনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল এবং তাকে সতর্ক করার আবশ্যক ছিল, যেন তিনি বৈরুত অভিযান মুলতবি রাখেন। এ-দায়িত্ব পালনে ইসহাকের জীবন দিতেও পরোয়া ছিল না। কিন্তু এখন তো সে শত্রুর হাতে বন্দি এবং নিরস্ত্র।

কাফেলা রাতে রওনা হলো। হাতদুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ইসহাককে একটা উটের পিঠে বসিয়ে দেওয়া হলো। এই উটে মালামালও বোঝাইকরা। সুলতান আইউবির এ-গোয়েন্দা বৈরুত থেকে কায়রো রওনা হয়েছিল। কিন্তু কায়রো না পৌঁছে মাঝপথ থেকেই এখন পুনরায় বৈরুত যেতে হচ্ছে। দূরত্ব অনেক দীর্ঘ। কাফেলা এগিয়ে চলছে। ইসহাক পালানোর পথ খুঁজে ফিরছে।

◆◆◆

'আমি আর একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারি না' – সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের বললেন – 'ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। বাহিনীকে বেশি দিন এভাবে রাখা উচিত নয়। অন্যথায় সৈনিকদের স্নায়ু ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়বে। আর এই অবস্থাটা যুদ্ধের জন্যও ক্ষতিকর। তা ছাড়া আমি খ্রিস্টানদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাপটে ধরতে চাই। অতীতে আমরা যখনই যুদ্ধ করেছি, নিজেদের অঞ্চলে করেছি আর এই ভেবে আনন্দিত হয়েছি যে, আমরা দুশমনকে পিছু হটিয়ে দিয়েছি। দুশমন আমাদেরই ভূখণ্ডে আক্রমণ করল আবার পিছপা হয়ে আমাদেরই মাটিতে অবস্থান নিয়ে থাকল। এখন আমার প্রতিটি পদক্ষেপ আক্রমণাত্মক ও হিংস্র হবে। ফিরিঙ্গি বাহিনী বৈরুতে অবস্থান করছে। তাদের ব্যাপারে আমি কোনো সংবাদ পাইনি। বল্ডইউন যদি তৎপরতা চালাত, তা হলে আমি সংবাদ পেতাম। আমার অনুমান হচ্ছে, সে অন্যান্য খ্রিস্টানরা মুসলমান আমিরদের তাদের সমর্থক ও আমাদের শত্রু বানানোর কাজে ব্যস্ত। তারা আমাদের আরেকবার গৃহযুদ্ধে জড়াতে চায়। তারা গোপন তৎপরতায় ব্যস্ত রয়েছে। আমরা বৈরুত অবরোধ করব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড আমাদের দখলে চলে আসবে।'

সালরদের এ-বৈঠকে সুলতান আইউবির নৌবাহিনীপ্রধানও উপস্থিত আছেন। এক মিসরি কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ তার নাম হুসামুদ্দীন লুলু লিখেছেন। তিনি নৌযুদ্ধের বিশেষজ্ঞ এবং অতিশয় যোগ্য নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে খ্যাত ছিলেন। বৈরুত যেহেতু রোম-উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল, তাই সুলতান আইউবি ঘেরাও পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সমুদ্রের দিক থেকেও বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

'যে-ইউনিটগুলোর নৌযানে যাওয়ার এবং তীরে অবতরণ করার কথা, তারা আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে গেছে। হুসামুদ্দীনকে যাবতীয় দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'নৌপথে গমনকারী বাহিনী খুব তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সেজন্য এই বাহিনী কিছুদিন পর রওনা হবে। নৌবাহিনী তীরে অবতরণ করবে। দ্রুতগামী দূত এসে আমাদেরকে তাদের অবতরণের সংবাদ জানাবে। নগরীর উপর তাদের আক্রমণ হবে ঝড়গতিতে। ফিরিঙ্গিরা যদি অস্ত্রসমর্পণ না করে, তা হলে আপনাদের সকলের জন্য অনুমতি আছে নগরীটা ধ্বংস করে দিন। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের গায়ে হাত তুলবেন না। তাদের আশ্রয়ে নিয়ে নেবেন। সৈনিকদের হত্যা নয় – বন্দি করবেন। কোনো অবস্থাতেই লুটতরাজ করা যাবে না। আপনাদের জন্য অনুমতি থাকবে, যে-কেউ আমার নীতি-নির্দেশনা অমান্য করবে, পদমর্যাদায় সে যতই উচ্চ হোক-না কেন, তাকে হত্যা করে ফেলবেন। স্থলপথে গমনকারী বাহিনীর অগ্রযাত্রা শান্তির ধারায় নয় – যুদ্ধের গতিতে হবে। বিরতি হবে তাঁবু ছাড়া। বিরতির সময় মালামাল খোলা ও নামানো যাবে না। পানি পাবে সীমিত পরিমাণে। খাদ্য রান্না হবে না। খেজুর ইত্যাদি শুকনো খাবার সঙ্গে যাচ্ছে। পশুগুলোকে পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হবে।'

সুলতান আইউবি চওড়া একখণ্ড কাপড়ের উপর কায়রো থেকে বৈরুত পর্যন্ত ভূখণ্ডের মানচিত্র অঙ্কন করিয়ে রেখেছিলেন। এখন সেটি দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে অগ্রযাত্রার পথের উপর আঙুল রেখে বললেন– 'এটি হবে আমাদের অগ্রযাত্রার পথ।'

বৈঠকের নীরবতা আরও গভীর হয়ে গেল। সুলতান আইউবি প্রত্যেকের মুখের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'আপনারা চুপচাপ কেন? বলছেন না কেন, আমরা তা হলে শত্রুর অঞ্চলের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছি?... আমার বন্ধুগণ! আমরা সাবধানতার নীতির ভিত্তিতে যুদ্ধ করছি। যাত্রা শুরু করার আগে আমরা পার্শ্বর নিরাপত্তা ও পিছুহটার পথ দেখে আসছি। তার ফল হচ্ছে, খ্রিস্টানরা আমাদের ফিলিস্তিন দখল করে আছে এবং দামেশ্‌ক-বাগদাদ দখল করে মক্কা-মদীনা অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এঁটে রেখেছে। যিয়াদের পুত্র তারেক যদি মিসরের উপকূলে বসে থাকতেন, তা হলে ইউরোপ পর্যন্ত ইসলামের পতাকা কোনোদিন পৌঁছত না। কাসেমের পুত্র মুহাম্মদ এত বিপজ্জনক ও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ভারত পৌঁছেছিলেন। খ্রিস্টানরা বহু দূর থেকে আমাদের ভূখণ্ডে এসেছিল। ইসলামের সমুন্নতি যদি কাম্য হয়, তা হলে আমাদের আগুনের মধ্য দিয়েও অতিক্রম করতে হবে। আর যদি রাজ্যশাসন উদ্দেশ্য হয়, তা হলে আসুন মিসর-সিরিয়াকে ভাগ করে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে রাজা হয়ে যাই। তারপর আপন-আপন রাজত্বকে অটুট রাখার জন্য নিজেদের দীন ও ঈমানকে বন্ধক রেখে ইহুদি-খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করি।'

www.pathagar.com

'মহামান্য সুলতান!' – এক সালার দাঁড়িয়ে বলল – 'আমরা আপনার আদেশ-নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি। দুশমনের অঞ্চলের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে বলে আমরা একজনও ভীত নই। আপনি বলুন এই পথ অতিক্রমে আমাদের বিন্যাস কী হবে? বাহিনী কি যার যার নিরাপত্তাবিধান নিজে করবে?'

'না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি সেই নির্দেশনার দিকেই আসছিলাম। প্রতিটি ইউনিট অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। ডানে-বাঁয়ে, আগে-পিছে কী ঘটছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। রসদ একসঙ্গে যাচ্ছে না। রসদগুলোকে কয়েকভাগে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শত্রুরা এগুলো ধ্বংস করতে না পারে। গেরিলাবাহিনী পুরো বাহিনীর নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্ব পালন করবে। গেরিলাবাহিনীর কমান্ডার সারেম মিসরি এখানে উপস্থিত আছে। এ-বিষয়ে তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি তার গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও মহড়া সম্পন্ন করে ফেলেছেন। অন্য সবাই বৈরুতের উপর দৃষ্টি রাখবে।'

সব রকম নির্দেশনা প্রদান করে শেষে সুলতান আইউবি বললেন– 'রওনা আজ রাতের প্রথম প্রহরে হবে। সবচেয়ে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এই কক্ষে এখন আমরা যে-কজন আছি, তার অতিরিক্ত একজন লোকও যেন না জানে আমাদের গন্তব্য কী। সৈনিক-কমান্ডাররাও যেন জানতে না পারে আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

সুলতান আইউবির কল্পনায়ও নেই, তাঁকে স্বাগত জানাতে বৈরুতে আয়োজন সম্পন্ন করে রাখা হয়েছে এবং ফিরিঙ্গিদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ঝাপটে ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

রাতের প্রথম প্রহর। বাহিনী রওনা হচ্ছে। সুলতান আইউবি তাঁর হাইকমান্ডের সালারদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি ইউনিটের সালাম গ্রহণ করছেন আর দু'আ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে তাঁর এক পুত্রের ওস্তাদ আতালীক দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবি শিক্ষক ও আলেমদের খুব মর্যাদা দিতেন। মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, বাহিনীর শেষ ইউনিটটি অতিক্রম করে যাওয়ার পর সুলতান আইউবি রওনা হতে উদ্যত হন। এমন সময় তাঁর পুত্রের ওস্তাদ আতালীক একটা আরবি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করলেন, যার মর্ম হচ্ছে– 'আজ নজদের আরার ফুলের ঘ্রাণ উপভোগ করে নাও। সন্ধ্যার পর এই ফুল পাওয়া যায় না।'

মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, সে সময় পর্যন্ত সুলতান আইউবির মেজাজ প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু পঙ্‌ক্তিটা কানে ঢোকামাত্র তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। তার চেহারার দ্যোতি উবে গেল। বিদায়কালে এই পঙ্‌ক্তিটা তার কাছে অপ্রীতিকর মনে হলো। তিনি বাহিনীর পিছনে-পিছনে রওনা হয়ে গেলেন। পথে সালারদের বললেন– 'আমার আশা ছিল বিদায়কালে লোকটা আমাকে দু'আ দেবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে এমন একটা পঙ্‌ক্তি শোনালেন, যেটা আমার হৃদয়ের উপর ভার সৃষ্টি করে দিয়েছে।'

www.pathagar.com

ঘটেছেও তাই। এই রওনার পর সুলতান আইউবি আর মিসর ফিরে আসতে পারেননি। পরবর্তী বাকি জীবন তাঁর আরব ভূখণ্ডের যুদ্ধের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। মিসরবাসী আরার ফুল আর কখনও দেখতে পায়নি।

সুলতান আইউবি ১১৮২ সালের মে মাসে মিসর থেকে রওনা হয়েছিলেন।

খ্রিস্টান গোয়েন্দা ও নাশকতাকর্মীদের কাফেলা ইসহাককে নিয়ে এগিয়ে চলছে। ইসহাক তাদের কয়েদি। এখন তার হাত-পা বন্ধনমুক্ত। ইতিপূর্বে দুদিন দুরাত খাওয়ার সময় ছাড়া সারাক্ষণ তার হাত-পা বাঁধা থাকত। ইসহাক দলনেতাকে বলল, আমি পালাব না। বস্তুত তার পালাবার সুযোগও নেই আর পালিয়ে যাবেইবা কোথায়। বড়জোর দুক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পারবে। তার পর নির্দয় মরুভূমি তাকে এমন অবেচতন করে নিঃশেষ করে ফেলবে, যেমনটা সে অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পড়েছিল। দলনেতা সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করে ইসহাকের বাঁধন খুলে দিয়ে সবাইকে বলে রাখল, এর প্রতি নজর রাখবে। ইসহাক কথাবার্তায় ও হাবভাবে তাদের আস্থা অর্জন করে নিল। সে সুলতান আইউবি এবং অন্যান্য মুসলিম শাসকদের গালাগাল শুরু করল। ইসহাক খ্রিস্টান দলনেতাকে প্রতিশ্রুতি দিল, আমি আপনাদের গোয়েন্দা হয়ে যাব। কিন্তু দলনেতা যখনই তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কী তথ্য নিয়ে যাচ্ছিলে, তখন আর সঠিক উত্তর দিচ্ছে না।

দুই খ্রিস্টান মেয়ের শত্রুতা যথারীতি অব্যাহত রয়েছে। মেরিনা তার নেতার প্রিয়পাত্রী হয়ে আছে। আর বারবারা এমনভাবে বিতাড়িত হয়ে আছে যে, দলনেতা যখনই তার সঙ্গে কথা বলছে, বলছে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সঙ্গে। রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে আছে বারবারা। ইসহাক যে-তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিল, মেরিনা তার বক্ষ থেকে সেসব বের করে নেওয়ার তালে ব্যস্ত। এই রূপসী মেয়েটা রাতের-পর-রাত ইসহাকের পাশে বসে তাকে উত্তেজিত করার সব রকম প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু ইসহাক যেন পাথরের প্রতিমা। বারবারার ঐকান্তিক কামনা, ইসহাক মেরিনাকে কোনো তথ্য না দিক।

দলনেতার পরের অবস্থান মার্টিন নামক এক ব্যক্তির। এই লোকটা বারবারার প্রেমের পিয়াসী। কিন্তু বারবারা তাকে কোনো সুযোগ দিচ্ছিল না। মার্টিন তাকে হুমকিও দিয়েছিল, এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এমন হুমকি তাকে দলনেতাও দিয়েছিল। মেয়েটা পূর্ব থেকেই নিরাশ। এবার সে ভয়ও পেতে শুরু করল।

মেরিনার অবজ্ঞামূলক কথাবার্তায় বারবারার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। একদিন মেরিনা তাকে বলল– 'বারবারা! তুমি এ-কাজের যোগ্য নও। তোমার খুলিতে মগজই নেই। তোমাকে নাচ-গানের আসরে আর বেশ্যালয়েই ভালো মানায়। আমি মরু-অঞ্চলে এসেও একটা মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরে ফেলেছি। ওটা আমার শিকার। তুমি ওর কাছে ঘেঁষো না। বৈরুত গিয়ে আমি এই কৃতিত্বের পুরস্কার নেব।'

www.pathagar.com

বারবারা জ্বলে উঠল। ক্ষোভের জোয়ারে আজ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। মার্টিন তো তার পিছনে ঘুরঘুর করছেই। রাতে বারবারা তার কাছে গিয়ে বলল, আমি মেরিনা থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। সে আশঙ্কাও প্রকাশ করল, বৈরুত পৌঁছার পর মেরিনা যেকোনো কৌশলে তাকে শাস্তি দেওয়াবে। সে মার্টিনের সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করল। মেয়েটার এমন একটা দুর্বল পরিস্থিতিরই মার্টিনের প্রয়োজন ছিল। এবার সুযোগটা হাতে এসে পড়ল। সে বারবারাকে সর্বাত্মক সাহায্য দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। বিনিময় শুধু এটুকু দাবি করল যে, তুমি আমার হয়ে যাবে। বারবারা সভ্য মেয়ে নয়। মার্টিন যা দাবি করেছে, তা দেওয়া মেয়েটার পক্ষে কোনো ব্যাপার নয়। সে সম্মত হয়ে গেল। বারবারা পাপের মাঝে প্রতিপালিত এবং পাপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটা নষ্টা মেয়ে। মার্টিন তখনই একটা পরিকল্পনা ঠিক করে নিল এবং বারবারাকে জানিয়ে রাখল। পরিকল্পনাটা আগামী রাতে বাস্তবায়ন করা হবে বলে ঠিক করে রাখল।

পরবর্তী রাত। আজকের অবস্থানের জায়গাটা মরুভূমির এক ভয়ংকর এলাকা। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্ময়কর ও অভিনব আকৃতির অসংখ্য টিলা দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটা দেখতে স্তম্ভ ও মিনারের মতো, কোনোটা আঁকাবাঁকা দেওয়ালের অনুরূপ। কোনোটা যেন আস্ত একটা প্রাণী। টিলাগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। পানি ও গাছ-গাছালির চিহ্নও নেই। রাতের বেলা টিলাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন কতগুলো দানব দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার পর কাফেলা এখানে এসে থেমে গেল। মার্টিন অন্ধকারে তার ঘোড়াটা নিজের তাঁবুর সঙ্গে বেঁধে যিনটা খুলে কাছেই একস্থানে রেখে দিল।

ইসহাকের তাঁবুটা মার্টিনের তাঁবুর কাছে স্থাপন করা হয়েছে। দলনেতা এখন ইসহাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। রাতে রক্ষীরা উট-ঘোড়ার আশপাশে ঘুমায়। ইসহাক ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা নেই। ঘোড়ার পিঠে যিন কষে পালাতে গেলে কেউ-না-কেউ টের পাবেই। কাফেলার সদস্যরা সকলেই ক্লান্ত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ইসহাকও। মধ্যরাতে গায়ে কারও আলতো পরশ অনুভব করে জেগে উঠল ইসহাক। ফিসফিস কণ্ঠ শুনতে পেল– 'ওঠো, পাশের তাঁবুর সঙ্গে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই যিন পড়ে আছে। দেরি করো না; পালাও।'

'কে তুমি?'

'বারবারা' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'তোমার প্রতি আমার এই সহানভূতি কেন সেই প্রশ্ন করো না। আমিই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, আমরা খ্রিস্টান গোয়েন্দা। তুমি সময় নষ্ট করো না। সবাই ঘুমিয়ে আছে, তাড়াতাড়ি ওঠো। যে-তাঁবুটার সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা আছে, তার ডান দিকে যাও। সামনে পথ পরিষ্কার। আমি আমার তাঁবুতে চলে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

বারবারা নিজতাঁবুতে চলে গেল। ধনুক ও তূনীরটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল। বারবারা সেই পথের একধারে বসে পড়ল, যে-পথে ইসহাককে পালাতে বলেছিল।

ইসহাক দ্রুত যিন বেঁধে ঘোড়াটা খুলে পা টিপে-টিপে এগুতে শুরু করল। বালুর কারণে ঘোড়ার পায়ের কোনো শব্দ হচ্ছে না। কাফেলার সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ইসহাক তাঁবু এলাকা থেকে বেশ দূরে গিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করল এবং কিছুক্ষণ ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে এবার জোরে ঘোড়া হাঁকাল। হঠাৎ মরুর শীতল রাতের নীরবতা ভেদ করে একটা শাঁ শব্দ কানে ঢুকল ইসহাকের। সেইসঙ্গে একটা তির এসে গেঁথে গেল তার পিঠে। পরক্ষণেই এসে বিদ্ধ হলো আরেকটা তির। সঙ্গে নারীকণ্ঠের চিৎকার– 'পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, ওঠো, জাগো, বন্দি পালিয়ে গেছে।'

সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠল। বারবারা চিৎকার দিচ্ছে– 'বন্দি পালিয়ে গেছে।' তার হাতে ধনুক। তাড়াতাড়ি ঘোড়া হাঁকানো হলো। বেশি দূর যেতে হলো না। ইসহাক দুটা তির পিঠে নিয়ে পড়ে আছে। ঘোড়াটা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তির কাছে থেকে ছোঁড়া হয়েছে। দেহের গভীরে গেঁথে আছে তিরদুটো। তবে এখনও হুঁশ আছে ইসহাকের। তাকে তুলে নেওয়া হলো।

দলনেতা জিজ্ঞেস করল– 'পলায়নে কি তোমাকে কেউ সহায়তা করেছিল?'

ইসহাক বলল– 'না, আমি ঘোড়া আর যিন দেখতে পেলাম। সবাই ঘুমিয়ে ছিল। আমি পালিয়ে এলাম।'

এটুকু বলার পরই ইসহাক চৈতন্য হারিয়ে ফেলল এবং আর জ্ঞান ফিরে পেল না। সুলতান আইউবির গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কী শহীদ হয়ে গেল।

'আমি লোকটাকে ঘোড়ায় চড়তে ও পালাতে দেখলাম' – বারবারা বলল – 'ঘটনাচক্রে আমার তাঁবুতে ধনুক ও তূনীর ছিল। আমি তূনীর-ধনুক তুলে নিয়ে তার পেছনে ছুটে গেলাম এবং পরপর দুটা তির ছুড়লাম। অন্যথায় লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল।'

'আজই এমন কী ঘটল যে, তোমার তাঁবুতে তীর-ধনুক ছিল?' মেরিনা বারবারাকে জিজ্ঞেস করল।

'আর মার্টিন! এই ঘোড়াটা তোমার ছিল' – দলনেতা বলল – 'এটা কোথায় ছিল? এর যিন কোথায় ছিল?'

'ঘোড়াটা বন্দির তাঁবুর কাছে বাঁধা ছিল।' এক রক্ষী উত্তর দিল।

'তোমরা আমার কৃতিত্বটা মাটি করে দেওয়ার চেষ্টা করছ।' – বারবারা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল – 'লোকটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে কায়রো যাচ্ছিল। আমি তাকে প্রতিহত করেছি। তাকে নয় – আমি বরং আমাদের স্বার্থপরিপন্থী একটা গোপন তথ্য কায়রো যাওয়া প্রতিহত করেছি।'

ঘটনাটা মূলত একটা নাটক। মেরিনার শত্রুতা উদ্ধারের লক্ষ্যে বারবারার পক্ষে তৈরি করে দেওয়া মার্টিনের একটা ষড়যন্ত্র। মার্টিন এভাবেই উপকার করে

www.pathagar.com

বারবারাকে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের দলনেতা একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। সে বারবারা ও মার্টিনের প্রতি গভীর চোখে তাকিয়ে বলল– 'মার্টিন! এ-পেশায় আমি তোমার অনেক আগে এসেছি। বৈরুতে পৌঁছানোর আগে-আগে সন্তোষজনক একটা উত্তর ঠিক করে ফেলো।'

ঘটনাটা লোকগুলোর ব্যক্তিগত শত্রুতার ও বন্ধুত্বের রাজনীতি, যার শিকার হতে হলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির একজন মূল্যবান গুপ্তচরকে।

◆◆◆

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে সুলতান আইউবির বাহিনী। অর্ধেক পথ অতিক্রম করে তারা এখন যে-অঞ্চলে এসে উপনীত হয়েছে, সেটা খ্রিস্টানকবলিত এলাকা। বাহিনীর সকল সৈন্যের আকৃতি-গঠন এখন একই রকম। ধূলি-বালির স্তর জমে-জমে এখন আর কাউকে চেনা যাচ্ছে না।

এখন মে মাস। মরুভূমি চুল্লিতে পোড়ানো লোহার মতো উত্তপ্ত। সবার মুখ-মাথা কাপড়ে আবৃত। অনুমতি ছাড়া পানি পান করতে পারছে না কেউ। বাহিনীর কোনো বিন্যাস নেই। উট-ঘোড়ার আরোহীরা পদাতিকদের পালাক্রমে সওয়ার করিয়ে পথ চলছে। আকাশটা জ্বলছে আর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' মুখরিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কয়েকজন সৈনিক মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে আবেগময় গান গাইছে আর তার তালে-তালে সুরলহরীতে মুগ্ধ হয়ে ফৌজ এগিয়ে চলছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ফৌজের মধ্যস্থলে অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি নিজের জন্য পানি পান নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। হঠাৎ তিনি ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করে অন্য একদিকে ছুটে গেলেন। তাঁর হাইকমান্ডের সালার ও অপরাপর আমলাগণ – যাদের মাঝে দ্রুতগতিসম্পন্ন দূতও আছে – তাঁর পিছনে চলে গেলেন। সম্মুখেই সেই জায়গা, যেখানে ইসহাক তুর্কি শহীদ হয়েছিল। ভয়ানক আকৃতির কতগুলো টিলা। সুলতান আইউবি টিলাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সারেমকে উদ্দেশ করে বললেন– 'দোস্ত! এখান থেকেই তোমার কাজ শুরু হচ্ছে। ইউনিটগুলোকে ছড়িয়ে দাও। প্রতিটি বাহিনী অপর বাহিনী থেকে দূরে থাকবে। প্রথম বাহিনীটি এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।'

'আর বাকি ফৌজ এভাবেই চলতে থাকবে' – সারেম মিসরির চলে যাওয়ার পর সুলতান আইউবি অন্যদের বললেন – 'যেকোনো পরিস্থিতিতে ফৌজ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে। আমরা শত্রুর অঞ্চলে এসে পড়েছি।'

জরুরি নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবি ধীরে-ধীরে ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করলেন। হঠাৎ একধারে তিনি এমন কিছু চিহ্ন দেখতে পেলেন, যাতে প্রমাণিত হয় এখানে কোনো পথিক অবস্থান নিয়েছিল। সেখানেই একটা লাশ পড়ে আছে, যার অধিকাংশ বালিতে ঢেকে আছে। সুলতান আইউবি দাঁড়িয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

লাশটা অক্ষত নেই। শুধু হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। একজন কঙ্কালটা সোজা করে দেখাল। পিঠে দুটা তির গেঁথে আছে এবং মুখের গোশত শুকিয়ে গেছে।

'বাদ দাও এসব' – সুলতান আইউবি বললেন– 'কোনো কাফেলার কেউ নিহত হয়েছে মনে হয়। মরুভূমিতে এসে মানুষ পাগল হয়ে যায়।'

সুলতান আইউবি জানেন না, এই কঙ্কাল তাঁরই একজন মূল্যবান গোয়েন্দা ইসহাক তুর্কির, যে বলতে যাচ্ছিল, আপনি বৈরুত যাবেন না। ওখানে খ্রিস্টানরা যেভাবে তাদের সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছে, তার নকশা বক্ষে এঁকে মিসর যাচ্ছিল ইসহাক। এখন সুলতান আইউবির সঙ্গে ইসহাকের সাক্ষাৎ হয়েছে বটে; কিন্তু তার কঙ্কাল সুলতানকে কিছুই জানাতে পারল না।

সুলতান আইউবির গেরিলা বাহিনীটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, তারা অগ্রসরমান মূল বাহিনীর উভয় পার্শ্বে দু-তিন মাইল দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কয়েকটি ইউনিট চলে গেছে পিছনে। বৈরুত থেকে অনেক দূরেই তাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তারা ভয়ানক অঞ্চলটা অতিক্রম করে চলে গেছে।

ফৌজ এগিয়ে চলছে।

মধ্যরাতে ছাউনি ফেলার আদেশ জারি হলো। বাহিনী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু গেরিলা ইউনিটগুলো সক্রিয় ও তৎপর থাকল। তাদের জন্য নির্দেশ হলো, সন্দেহভাজন কাউকে দেখা গেলে এবং সে পালাবার চেষ্টা করলে মেরে ফেলবে। কোনো কাফেলার দেখা পেলে তাদেরও গতিরোধ করে তল্লাশ নেবে।

বাহিনী এগিয়ে চলছে এবং যাত্রাবিরতি দিচ্ছে। সূর্য উদিত হচ্ছে আর মুজাহিদ বহরটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে। সুলতান আইউবির কাছে প্রথম সংবাদটি এল, তাঁর একটি গেরিলা ইউনিট খ্রিস্টানদের এক সীমান্তচৌকির উপর হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মরু-অঞ্চল শেষ হতে চলেছে। গাছ-গাছালি চোখে পড়তে শুরু করেছে। কোথাও-কোথাও সবুজের সমারোহ দেখা যাচ্ছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রাম-জনবসতিও চোখে পড়ছে।

বৈরুতে বল্ডউইন তার বিভিন্ন সামরিক শাখা থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। তার কাছে এখনও সংবাদ সেটিই যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বৈরুত অবরোধ করবেন। তিনি সুলতানকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন বটে; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুলতান আইউবি কায়রো থেকে রওনা হয়েছেন কি-না সেই সংবাদ পাননি।

এতক্ষণে খ্রিস্টানদের গোয়েন্দা-কাফেলাটাও বৈরুত পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারাও সম্রাট বল্ডউইনকে কোনো সংবাদ জানাতে পারেনি। বল্ডউইন তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ-পঁচিশজনের একটি অশ্বারোহী দলকে সম্মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারাও ফেরত আসেনি। আর তারা ফেরতে আসতে পারবেও না।

www.pathagar.com

বল্ডউইনের অশ্বারোহী বাহিনীটি অনেক দূর চলে গিয়েছিল। তারা দূর থেকে একস্থানে এমন ধারায় ধূলি উড়তে দেখল, যা কোনো সাধারণ কাফেলার হতে পারে না। মাটি থেকে উত্থিত এই ধূলিমেঘ কোনো সৈন্যবাহিনীর ছাড়া অন্য কারও হতে পারে না। তারা টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। কমান্ডার একটা টিলার উপর উঠে দেখতে শুরু করল। হঠাৎ একদিক থেকে একটা তির এসে তার ঘাড়ে বিদ্ধ হলো। অন্যান্য আরোহীরা নিচে ছিল। হঠাৎ তাদের উপরও তিরবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। তাদের কয়েকজন পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সারেম মিসরির গেরিলারা তাদের জীবিত পালাতে দিল না। সব কজনকে খুন করে তাদের অস্ত্র ও ঘোড়াগুলো দখল করে নিল।

কোনো সংবাদ না পাওয়া সত্ত্বেও বল্ডউইন ও তার প্রধান সেনাপতি নিশ্চিন্ত। তারা বৈরুতকে অবরোধ থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাদের চিন্তামুক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সুলতান আইউবি এখনও কায়রো থেকে রওনা হননি এবং যুদ্ধ এখনও বহুদূর। কিন্তু আসলে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

সুলতান আইউবি যতই সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন, গেরিলাদের আক্রমণ ও তৎপরতার সংবাদ ততই বেশি আসছে। এখন তো এমন সংবাদও আসতে শুরু করেছে যে, এত মাইল দূরে দুশমনের একটি বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে এতজন গেরিলা শহীদ ও এতজন আহত হয়েছে। এ-ধরনের প্রতিটি সংবাদে সুলতান আইউবি একই উত্তর দিচ্ছেন– 'শহীদদের কোথাও দাফন করে রাখো আর আহতদের পেছনে পাঠিয়ে দাও।'

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে এমন অঞ্চল দিয়ে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে স্থানে-স্থানে শত্রুর উপস্থিতি বিদ্যমান। এটা তাঁর পরম সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ। তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের গেরিলা ইউনিট আক্রমণ চালাতে-চালাতে এবং শত্রুর শক্তি খর্ব ও ব্যর্থ করতে-করতে এগিয়ে চলছে। কোথাও গেরিলা আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের রূপ ধারণ করছে। কিন্তু গেরিলারা একস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে না। এই রক্তপাত সুলতান আইউবির বাহিনী থেকে দূরে-দূরে ঘটে চলছে।

♦♦♦

হুসামুদ্দীন লুলুর নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রস্তুত অপেক্ষমাণ। তৈরি হয়ে আছে নৌসেনারাও। হুসামুদ্দীন সুলতান আইউবির দূরত্ব ও গতি অনুমান করে রেখেছেন। একদিন তিনি বাহিনীকে জাহাজে আরোহণ করার আদেশ দিলেন এবং রাতের বেলা জাহাজের নোঙর তুলে পাল উড়িয়ে দিলেন। নদীর বুক চিরে জাহাজগুলো এগুতে শুরু করল। মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে হুসামুদ্দীন জাহাজগুলোকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ নৌপ্রধান। তার জাহাজে করে যে-ফৌজ যাচ্ছে, তার সালার ও নায়েব সালারগণ সুলতান সালাহুদ্দীন

www.pathagar.com

আইউবির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা অন্ধকারে যাচ্ছে না। তথ্যানুসন্ধানের জন্য তারা মৎস্যশিকারীর বেশে ছোট-ছোট নৌকায় করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু সৈনিককে আগেই পাঠিছে রেখেছেন।

কয়েক দিন ও কয়েক রাতের পথ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দিগন্তে বৈরুত চোখে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এখনও কোনো নৌকা ফিরে আসেনি। হুসামুদ্দীন জাহাজের গতি থামিয়ে দিলেন এবং খোঁজখবর নেওয়ার জন্য অপর একটা নৌকা নামিয়ে দিলেন।

রাতে তার দণ্ডায়মান জাহাজের সন্নিকটে সমুদ্র থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলল– 'রশি ফেলো, রশি ফেলো।' রশি বেয়ে এক নৌসেনা উপরে উঠে এল। লোকটা অর্ধমৃত। সে বলল, খ্রিস্টানদের একটা নৌকা তাদের নৌকার গতিরোধ করেছিল। তাতে সৈন্য ছিল। উভয়পক্ষে তিরবিনিময় হলো। আমি সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গীরা ধরা কিংবা মারা পড়েছে। আমি সংবাদ জানাতে এসেছি, দুশমন সজাগ ও সচেতন।

এ-ঘটনায় বোঝা গেল, তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে যে-লোকগুলোকে পাঠানো হয়েছিল, তারা ধরা পড়েছে এবং সম্ভবত তাদের মাধ্যমে দুশমন নৌ-বহর আগমনের তথ্যও পেয়ে গেছে।

হুসামুদ্দীন লুলুর নৌবহর আর বৈরুতের মাঝে দূরত্ব এখন এতটুকু যে, সূর্যাস্তের পর-পর পাল তুললে জাহাজ মধ্যরাত নাগাদ কূলে ভিড়তে পারবে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, খ্রিস্টানরা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করার জন্য কূলে মিনজানিক স্থাপন করে রাখতে পারে। তা-ই যদি হয়, তা হলে জাহাজগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এই ভয়ে পিছিয়ে থাকাও উচিত হবে না।

সুলতান আইউবির সমুদ্রের দিক থেকে সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। এমন সময়ে তারা একটা নৌকা দেখতে পেল। নৌকাটা তাদেরই বহরের। তার সৈনিকরা সমুদ্র থেকে দুজন খ্রিস্টান সৈন্যকে ধরে নিয়ে এসেছে। খ্রিস্টানদের যে-নৌকা হুসামুদ্দীনের বহরের নৌকার উপর আক্রমণ করেছিল, এরা তার মধ্যে ছিল। আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মুসলিম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যায়। প্রথমে কোনো তথ্য দিতে সম্মত না হলেও হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখানো হলে তারা তথ্য দিল, কূলে বল্ডউইনের সৈন্যরা ওঁৎ পেতে আছে এবং বহরে আগুন ধরানোর জন্য মিনজানিক প্রস্তুত রয়েছে। এই ধৃত সৈন্যদের থেকে আরও তথ্য পাওয়া গেল, বৈরুতের ফৌজ ভিতরে কম এবং বাইরে শহর থেকে দূরে-দূরে বেশি।

সংবাদটা অত্যন্ত ভয়ংকর। সুলতান আইউবির নৌবাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীন রীতিমতো ভাবনার পড়ে গেলেন। তারা পরস্পর মতবিনিময় করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ফিরিঙ্গিরা আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গেছে। বিষয়টা

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি জানেন কি-না কে জানে। সিদ্ধান্ত হলো, সুলতানকে সংবাদটা পৌঁছানো হবে। এ-সময় তাঁর বৈরুতের কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা।

তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে দুটা নৌকা নামানো হলো। দুজন দূতকে দুটা ঘোড়া দিয়ে তিরে কোথায় অবতরণ করবে এবং কোনদিকে যাবে বলে দেওয়া হলো।

দূতরা সুলতান আইউবিকে সংবাদ জানাতে রওনা হয়ে গেল।

◆◆◆

দূতরা রাতারাতি গন্তব্যে পৌঁছে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সুলতান আইউবি ফিরিঙ্গিদের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। তিনি বৈরুত অবরোধ করেছিলেন। স্থলের সবদিকে সৈন্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রিজার্ভ ফোর্সের একটি ইউনিটকেও জবাবি আক্রমণের লক্ষ্যে ব্যবহার করে ফেলেছেন।

ফিরিঙ্গিরা কঠোরভাবে তাঁর মোকাবেলা করল। পরদিন অবরোধের অপর একটা অংশের উপর আক্রমণ হলো। সুলতান আইউবি তাদের বিরুদ্ধেও রিজার্ভ ফোর্স দিলে দিলেন। এবার তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন, আমি তো রিজার্ভ ফোর্স ব্যবহার করা ছাড়াই যুদ্ধ জয় করে নিতাম। কিন্তু এখানে তো রিজার্ভ ফোর্সের অর্ধেক শক্তি শুরুতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল! তিনি অবরোধকে দুর্বল করতে চাচ্ছিলেন না। এবার তাঁর মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করল।

সুলতান আইউবির অনুসন্ধান ও গেরিলা ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই উন্নত। তিনি সংবাদ পেতে শুরু করলেন, পিছনে সবদিকে শত্রুর উপস্থিতি বিদ্যমান। একটা গেরিলা ইউনিটের একজনমাত্র সৈনিক রক্তরঞ্জিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। লোকটা এটুকুমাত্র বলে শহীদ হয়ে গেছে যে, তার পুরো বাহিনী ফিরিঙ্গিদের বেষ্টনীতে এসে পড়েছিল। সে ছাড়া আর একজনও জীবন বাঁচাতে পারেনি এবং আমাদের এই অবরোধ ফিরিঙ্গিদের বিপুল সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

তার পরক্ষণেই নৌদূতরা এসে পৌঁছল। তারা সুলতান আইউবিকে সংবাদ জানাল এবং হুসামুদ্দীনের জন্য নির্দেশ কামনা করল।

'ক্রুসেডারদের আমি এরূপ প্রস্তুত অবস্থায় কখনও দেখিনি' – সুলতান আইউবি তাঁর হাইকমান্ডের সালার প্রমুখদের বললেন – 'পরিস্কার বুঝতে পারছি, তারা সময়ের আগেই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল যে, আমরা বৈরুত অবরোধ করতে যাচ্ছি। এখন আমরা নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। আপন ভূমি থেকে এত দূরে এসে পরাজিত যুদ্ধ লড়া যায় না।' তিনি হুসামুদ্দীনের দূতদের বললেন– 'তোমরা হুসামুদ্দীনকে বহর নিয়ে ফিরে যেতে এবং তার সৈন্যদের আলেকজান্দ্রিয়া নেমে দামেশ্‌ক-অভিমুখে রওনা হতে বলো।'

দূতরা চলে গেলে সুলতান আইউবি বাহিনীকে মসুল-অভিমুখে পিছপা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পিছপা হওয়াও সহজ নয়। এ-কাজেও গেরিলাদের ব্যবহার করা হলো। রাতে বাহিনীকে ধীরে-ধীরে গুটিয়ে এনে বের করে দেওয়া হলো। কিছু সংঘাতের ঘটনাও ঘটল। কিন্তু গেরিলা ও পশ্চাৎবাহিনী জীবন ও

www.pathagar.com

রক্তের নজরানা দিয়ে বাহিনীকে সেখান থেকে বের করে আনল। ফিরিঙ্গিরা তাদের ধাওয়া করল না।

মসুলের পথে সুলতান আইউবির সঙ্গে মসুল থেকে আসা এক গোয়েন্দার দেখা হলো। সে ইসহাক তুর্কির রওনা হওয়া এবং মসুলের গবর্নর ইয্যুদ্দীনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য দিল। সুলতান ক্ষোভে লাল হয়ে গেলেন। তিনি মসুল অবরোধ করার আদেশ জারি করলেন।

কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ১১৮২ সালের ১০ নভেম্বর মোতাবেক ৫৭৮ হিজরির ১১ রজব বুধবার মসুলের নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। আমি তখন মসুল ছিলাম। ইয্যুদ্দীন আমাকে বললেন, আপনি গিয়ে খলীফার কাছ থেকে সাহায্য নিন। আমি দজলার কোল ঘেঁষে-ঘেঁষে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাত্র দুদিন দুঘণ্টায় বাগদাদ পৌঁছে গেলাম। খলীফা আমাকে বললেন, তিনি শাইখুল উলামাকে বলে মসুল ও সুলতান আইউবির মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেবেন। মসুলের গবর্নর আজারবাইজানের শাসনকর্তার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন। কিন্তু তিনি যে-শর্ত আরোপ করলেন, তার চেয়ে ভালো ছিল ইয্যুদ্দীন সুলতান আইউবির হাতে অস্ত্রসমর্পণ করবেন।'

সন্ধি-সমঝোতার আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ১১৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর মোতাবেক ৫৭৮ হিজরির ১৬ শাবান সুলতান আইউবি মসুলের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং নাসিবা নামক স্থানে ফৌজকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

'বৈরুতের অবরোধ খ্রিস্টানরা নয় – আমার ঈমান নিলামকারী ভাইয়েরা ব্যর্থ করেছে' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর সালারদের বললেন – 'আমি পারস্পরিক খুনাখুনি ও রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সফল হব মনে হচ্ছে না।'

বৈরুত অবরোধের ব্যর্থতা ছিল সুলতান আইউবির দ্বিতীয় পরাজয়। এ-ব্যর্থতায় তিনি কিছু হারাননি বটে, তবে অর্জনও হয়নি কিছুই। এ-কারণে এই ব্যর্থতাকে তিনি পরাজয় বলেই ধরে নিয়েছেন। তিনি না হোন, তাঁর ইন্টেলিজেন্স এখানে অবশ্যই পরাজিত হয়েছে। বৈরুতের খ্রিস্টান বাহিনী সময়ের আগেই তথ্য পেয়ে গিয়েছিল, সুলতান আইউবি বৈরুত অবরোধ করতে আসছেন। খ্রিস্টানরা এ-সংবাদ পেয়েছে কায়রো থেকে। অথচ সুলতান তাঁর হাইকমান্ডের সালারগণ ব্যতীত আর কাউকে তাঁর পরিকল্পনা জানতে দেননি।

'একে আপনি পরাজয় বলবেন না' – সুলতান আইউবির হতাশা দেখে এক সালার বললেন – 'বৈরুত যেখানে ছিল সেখানেই আছে এবং সেখানেই থাকবে। আমরা নগরীটা পুনরায় আক্রমণ করব।'

'এত বড় একটা শিকার আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'আমি নগরীটা অবরোধ ও দখল করতে এসেছিলাম। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। আমি নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়লাম এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে পেছনে সরে আসতে বাধ্য হলাম। এটা পরাজয় নয় তো কী? আমাদের মেনে নেয়া উচিত এটা পরাজয়। আমার সালার-উপদেষ্টাদের মধ্যেও গাদ্দার আছে।'

তাঁবুতে নীরবতা ছেয়ে গেল। কারও মুখে টু-শব্দটি নেই। সে সময়ে সুলতান আইউবি নাসিবা নামক স্থানে সেনাছাউনিতে অবস্থান করছিলেন। বহু দিন কেটে গেছে। বাহিনী অনেক ক্লান্ত। বহু জখমিও আছে। সুলতান তাঁর এই বাহিনীকে কায়রো থেকে বৈরুতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিয়ে এসেছিলেন। বাহিনী কয়েক মাসের পথ কয়েক দিনে অতিক্রম করে এসেছে। গন্তব্যে এসে পৌঁছানোর পরপরই খ্রিস্টানদের অবরোধ থেকে বের হওয়ার জন্য তাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়তে এবং পরক্ষণেই দ্রুতগতিতে পিছনে সরে আসতে হয়েছিল। বাহিনীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সুলতান আইউবি নাসিবা নামক স্থানে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিশ্রাম ছিল শুধু বাহিনীর জন্য। সুলতানের

www.pathagar.com

নিজের কোনো বিশ্রাম নেই। চোখে ঘুমটি পর্যন্ত নেই তাঁর। দিনে হয় তাঁবুতে পায়চারি করছেন কিংবা বাইরে বের হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছেন। সালারদের সঙ্গেও তেমন কথা বলছেন না। ঠিক এমনি সময়ে এক সালার তাঁকে বললেন, আপনি একে পরাজয় বলবেন না। সুলতানের উত্তর শুনে সালার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। সুলতান তাঁবুতে পায়চারি করতে থাকলেন। সেখানে আরও একজন সালার ছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নীরব থাকলেন। সুলতান আইউবির মেজাজে রাগ বলতে ছিল না। তথাপি সালারগণ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতেন।

'তোমরা দুজন কী চিন্তা করছ?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি ভাবছি, আপনি যদি এভাবে হতাশা ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকেন, তা হলে আপনার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত আরও ক্ষতিকর হতে পারে' – এক সালার বললেন – 'রামাল্লার পরাজয়ের সময়ও আমি আপনাকে এই অবস্থায় দেখিনি। আপনি শান্ত হোন এবং এই আবেগময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন।'

'আর আমি ভাবছি' – অপর সালার বললেন – 'কাফেররা আমাদের মূলে ঢুকে পড়েছে। এই মুহূর্তে আমরা যে-ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, এটা আমাদেরই ভূমি। আমাদের যুদ্ধ খ্রিস্টানদের সঙ্গে আর আমাদের লক্ষ্য ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা। অথচ মুসলিম আমিরদের একজনও আমাদের সঙ্গে আসেনি। ইয্যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীন কোথায়? তারা কি আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়নি যে, প্রয়োজনের সময় তারা আমাদের সৈন্য দেবে? তাদের এই আচরণ প্রমাণ করে, এখনও তারা খ্রিস্টানদের হাতের পুতুল। তো আমরা কি এভাবেই পরস্পর লড়াই করতে থাকব?'

সুলতান আইউবি তাঁবুতে পায়চারি করছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আমার রাসূলের উম্মতের পতন শুরু হয়ে গেছে। মুসলমান যখন বিজাতির অনুসরণ শুরু করে, তার পরিণতি এটাই হয়, এখন আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি ও ভুগছি। ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের তাদের গোলাম বানানোর জন্য মানবস্বভাবের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটা কাজে লাগায়। তা হচ্ছে লোভ। ক্ষমতার লোভ, রাজা-রাজপুত্র হওয়ার লোভ আর আমি তুলার মতো নরম গালিচার উপর দিয়ে হাঁটব আর সাধারণ মানুষ খালি পায়ে আমার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবে এই লোভ। এসব লোভ যখন মানুষের অন্তরে ঢুকে পড়ে, তখন হৃদয় থেকে ঈমান চলে যায়। বিবেকের উপর এমন আবরণ পড়ে যায় যে, তার কাছে জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকে না। এমন মানুষ অর্থ, ক্ষমতা আর বিলাসিতা ছাড়া কিছুই বোঝে না। একজন মানুষ যখন এই চরিত্র ধারণ করে, তখন সে নিজের ধর্ম ও দেশ-জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকে গৌরবজনক কাজ মনে করে। খ্রিস্টানরা আমাদের অধিকাংশ আমিরকে এই স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের সভ্যতার বেহায়াপনাকে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছে। মানুষের সভ্যতা যখন বদলে যায়, তখন ধর্ম একটা দুর্বল খোলসে পরিণত হয়, যা খুলে ছুড়েও ফেলা যায় এবং জাতিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য গায়ে জড়িয়েও রাখা যায়।'

উভয় সালার চুপচাপ সুলতান আইউবির বক্তব্য শুনছেন। সুলতান থেমে-থেমে কথা বলছিলেন। এবার তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আবার গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– ' তোমরা বুঝতে পারছ না, আমি কর্মক্ষেত্রের পুরুষ। কিন্তু এখন কিনা তাঁবুতে দাঁড়িয়ে নারীর মতো কথা বলছি। এটাও আমার পরাজয়। এই মুহূর্তে আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থাকার কথা ছিল। আমার কপাল মসজিদে আকসায় সেজদা করতে ছটফট করছে। যেসব মুজাহিদ ফিলিস্তিনের মর্যাদা ও মুক্তির জন্য জীবন ত্যাগ করেছে, আমাকে তাদের রক্তের বদলা নিতে হবে।'

সুলতান আইউবির কণ্ঠে আক্রোশ চড়ে গেছে। তিনি পায়চারি করতে-করতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন– 'তোমরা কি সেই শিশুদের মুখ দেখাতে পারবে, আমার নির্দেশ ও প্রত্যয় যাদের এতিম বানিয়েছে? তোমরা কি সেই নারীদের সামনে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, যাদের স্বামীরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আমাদের সঙ্গে এসেছিল এবং তাদের রক্তাক্ত দেহ ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে? তোমরা সেই সুদর্শন যুবকদের কীভাবে ভুলতে পারবে, যারা আমাদের থেকে বহু দূর দুশমনের অঞ্চলে গিয়ে শহীদ হয়েছে? আমি তো তাদের মায়েদের সম্মুখে যেতে ভয় পাই। ভয়টা এই জন্য যে, যদি কেউ বলে বসে, হয় আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও, নতুবা আমাকে প্রথম কেবলায় নিয়ে চলো; ওখানে গিয়ে আমি আমার পুত্রের শাহাদাতের শুকরিয়া নামায আদায় করব। তখন আমি সেই মাকে কী জবাব দেব?'

'শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না মাননীয় সুলতান!' কণ্ঠটা কমান্ডোবাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরির, যিনি সুলতান আইউবির তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথোপকথন শুনছিলেন।

'কোনো শহীদের মা তার পুত্রের রক্তের হিসাব চাইবেন না। রাসূলের কালেমা পাঠকারী মায়েদের দুধ যমযমের পানির চেয়ে পবিত্র ও মর্যাদাবান। সেই দুধে প্রতিপালিত পুত্ররা আপনার নির্দেশে নয় – আল্লাহর আদেশে যুদ্ধ করছে। তাদের রক্তের দায় আপনি নিজের কাঁধে তুলে নেবেন না। আপনি গাদ্দারদের রক্তের কথা বলুন। আমাদের তলোয়ার গাদ্দারদের রক্তের পিয়াসী।'

'তুমি আমার মনোবলে জীবন দান করেছ সারেম' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'আমার এই দুই বন্ধুও আমাকে বলছিল, আপনার হতাশ ও আবেগপ্রবণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

'কোনোই প্রয়োজন নেই' – সারেম মিসরি বললেন – 'পরাজয় পরাজয়ই। কিন্তু স্থায়ী নয়। আমরা এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে পারি এবং তা করে দেখাব ইনশাআল্লাহ।'

www.pathagar.com

'ব্যাপারটা যদি রণাঙ্গনের হতো, তা হলে হাতের বাহু কাটা গেলেও আমি নিরাশ হতাম না, পেরেশান হতাম না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'সমস্যা তো হলো দুশমন মাটির তলে চলে গেছে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা আমাদের জাতির মাঝে এমনসব বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করছে, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জাদুময়। দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। সৈনিক ও সাধারণ মানুষ এসব প্রভাব গ্রহণ করে না। এই বিষ বরণ করে নিচ্ছে এমন কিছু মানুষ, জাতির উপর যাদের প্রভাব বিদ্যমান। এরা হচ্ছে আমির ও শাসকগোষ্ঠী। কতিপয় ধর্মীয় নেতাও এদের অন্তর্ভুক্ত। আছে কিছু সালারও, যারা প্রজাতন্ত্রের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এরা ঈমান নিলামকারীদের দল, যারা সহজ-সরল মানুষগুলোকে ধর্মের ধোঁকা দিয়ে তাদের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে, তাদের মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। বিজাতিরা এ-জাতীয় মুসলিম আমির ও শাসকদের অনুগত বানিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কাজ করাচ্ছে। এরা সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের চরিত্রটা আড়াল করে রাখছে।'

'কিন্তু আমরা আলেম নই' – এক সালার বললেন – 'আমরা মসজিদের খতীব-ইমাম নই যে তলোয়ার ফেলে দিয়ে আমরা জনসাধারণকে ওয়াজ করে বেড়াব। এই সমস্যার সমাধান আমাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমেই করতে হবে। এই পাথরগুলোকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে হবে।'

'এরা কুরআনের বিরোধী' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কুরআনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তোমরা কাফেরদের বন্ধু ভেবো না, তাদের কথা শোনো না। তোমরা জান না, তাদের অন্তর ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ।'

'এরা নামের মুসলমান' – সারেম মিসরি বললেন – 'কুরআনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকর যে, তারা কুরআনও হাতে তুলে রেখেছে, আবার কাফেরদের ইশারায়ও নাচছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'জাতি সব সময় এমন নেতাদের হাতেই প্রতারিত হয়েছে, যাদের হাতে কুরআন আর অন্তরে ক্রুশ। তারা আযানের শব্দ শুনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের হৃদয়ে বাজে গির্জার ঘণ্টা। জাতি তাদের আসল রূপ দেখতে পায় না, তাদের হৃদয়ের আওয়াজ শুনতে পায় না। এ-কারণেই আমরা একটা গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছি এবং আরেকটাতে আমাদের ঘাড়ের উপর তরবারি ঝুলছে।'

'এই ঝড় আমরা প্রতিহত করবই' – এক সালার বললেন – 'আপনি আমাকে একথা বলবার অনুমতি দিন যে, এখন আর আমরা কোনো সন্ধি-চুক্তি করব না। আমাদেরকে আপন ভাইদের রক্ত ঝরাতে হবে এবং তাদের হাতে আমাদের প্রাণও দিতে হবে।'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির মুখ মলিনতায় ছেয়ে গেল। তার চোখদুটো যেন দিগন্তে কিছু একটা দেখছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাঁর দৃষ্টি অনাগত শতাব্দীগুলোর বুক বিদীর্ণ করে ফিরছে। তাঁবুতে পুনরায় গভীর নীরবতা নেমে এল। তিন সালার তাদের সুলতানের এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার রাসূলের উম্মত আপসে লড়াই করে-করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের আজীবন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে রাখবে। ক্ষমতার মোহ ভাইকে ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করে রাখবে। ফিলিস্তিন রক্তে লাল হতে থাকবে। মুসলিম শাসকগণ শতধাবিভক্ত হয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকবে। আমাদের প্রথম কেবলা আল্লাহর রাসূলের উম্মতকে চিৎকার করে ডাকতে থাকবে; কিন্তু কোনো মুসলমান সাড়া দেবে না। কেউ যদি ফিলিস্তিনের মাটিকে মুক্ত করাতে উঠে দাঁড়ায়, তো সে হবে আমাদেরই মতো কোনো এক উন্মাদ। এই পাগলদের তাদেরই মুসলিম শাসকগণ ধোঁকা দেবে এবং তলে-তলে খ্রিস্টানদের বন্ধু হয়ে থাকবে। তোমরা বলেছ, আমরা এই ঝড় প্রতিহত করতে সক্ষম হব। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পর এই ঝড় পুনরায় উত্থিত হবে।'

'তখন আবার আরেকজন সালাহুদ্দীন জন্মলাভ করবেন' – সালার সারেম মিসরি বললেন – 'তখন আরেকজন নুরুদ্দীন জঙ্গির আবির্ভাব ঘটবে। মুসলিম মায়েরা মুজাহিদ জন্ম দিতে থাকবে।'

'আর এই মুজাহিদরা বিলাসী শাসকদের হাতের খেলনা হয়ে থাকবে' – সুলতান আইউবি খানিকটা হতাশার সুরে বললেন – 'আর সেই সময়টাও এসে পড়বে, যখন সেনাবাহিনীও বিলাসী সৈনিকে পরিণত হবে এবং তাদের সালার কাফেরদের হাতে খেলতে থাকবে।'

বলতে-বলতে সুলতান আইউবি এমন ধারায় থেমে গেলেন, যেন তার কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। তিনি পালাক্রমে তিন সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'কিন্তু আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে কথা বলতে থাকব? আমরা চারজন একে অপরকে বক্তব্য শোনাচ্ছি। আল্লাহর সৈনিকরা বক্তৃতা করে বেড়ায় না। আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা কর্মক্ষেত্রের পুরুষ। সারেম! তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রথম নির্দেশনা মোতাবেক তোমার গেরিলা বাহিনীকে আমার বর্ণিত স্থানগুলোতে ছড়িয়ে রেখেছ। আর তুমি তো জান, আমাদের এই ছাউনি অঞ্চল কীরূপ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।'

'ভালোভাবেই জানি মুহ্তারাম সুলতান!' – সারেম মিসরি উত্তর দিলেন – 'আমরা বৈরুতের অবরোধ প্রত্যাহার করে যখন এদিকে চলে আসি, তখন আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে খ্রিস্টানরা আমাদের ধাওয়া করতে ফৌজ পাঠায়নি। কিন্তু আমরা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইনি যে, তারা আমাদের ক্ষমা করবে। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, তারা আমাদের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ করবে না। আমাদের উপর তারা আমাদেরই ধারায় গেরিলা আক্রমণ

www.pathagar.com

চালাবে। বরং তাদের গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। ছাউনি অঞ্চলের অনেক দূর থেকে ফিরিঙ্গি ও আমাদের টহলবাহিনীগুলোর ছোট-ছোট সংঘাতের সংবাদ আসতে শুরু করেছে। আমি আমার গেরিলা ইউনিটগুলোকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছি। আমার সন্দেহ, কাফেরদের আস্তানা বাইরে কোথাও নয় – মসুলেই বিদ্যমান এবং মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীন তাদের আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান করছেন।'

'তা-ই যদি হয়, আমি সংবাদ পেয়ে যাব' – সুলতান আইউবি বললেন – 'ক্রুসেডারদের গোপন আস্তানা যদি মসুলেই হয়ে থাকে, তা হলে আমি তার ব্যবস্থা করব।'

সুলতান আইউবি অন্যান্য সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'মুসলিম আমিরদের দুর্গগুলো মসুল ও হাল্‌বের মধ্যখানে অবিস্থত। আমাদেরকে সেগুলো দখল করতে হবে। আমি এই শহরদুটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই। তা হলে তারা একে অপরকে সহযোগিতা দিতে পারবে না। তাদের দূতরাও চলাচলের পথ পাবে না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে আমার তরবারি কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে খাপমুক্ত না হয়। কিন্তু তাতে আমি সফল হইনি। আমি সেই শাসক ও আমিরদের খতম করে ছাড়ব, যারা খ্রিস্টানদের বন্ধু বানিয়ে রেখেছে। যেসব আমির-শাসক জাতিকে বিভ্রান্ত করছে, আমি তাদের ঘাড় মটকে তবেই ক্ষান্ত হব।'

সুলতান আইউবি মানচিত্রটা বের করে সালারদের দেখাতে শুরু করলেন।

◆◆◆

সম্রাট বল্ডউইন বৈরুতে তার প্রাসাদে সকল সেনা-অধিনায়ক ও জনাচারেক খ্রিস্টান সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিশাল ভোজের আয়োজন। অসংখ্য খ্রিস্টান অতিথির মাঝে দুজন মুসলমানও মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। মদ পরিবেশনকারী মেয়েগুলো এমন মিহি পোশাক পরিহিত, যেন তারা বিবসনা। মদের ক্রিয়া যত বাড়ছে, মেয়েগুলোর সঙ্গে অতিথিদের অসদাচরণ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেয়েগুলোও ধীরে-ধীরে অধিক-থেকে-অধিকতর বেহায়াপনা প্রদর্শন করে চলছে। অন্যদের তুলনায় মুসলিম অতিথি দুজনের প্রতি মেয়েদের মনোযোগ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষভাবে দুটা মেয়ে তাদের আশপাশে ফাং ফাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পোশাক ও আকার-গঠনে এই অতিথিদের রাজপরিবারের সদস্য বলে মনে হচ্ছে।

এক খ্রিস্টান এসে বলল, সম্রাট বল্ডউইন আপনাদেরকে তার কক্ষে যেতে বলেছেন। মদের পেয়ালা রেখে দিয়ে তারা বল্ডউইনের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। সরু যে-গলিটা অতিক্রম করে তাদের বল্ডউইনের কক্ষে যেতে হয়েছে, তাতে এক ব্যক্তি বর্শা হাতে সামরিক কায়দায় টহল দিচ্ছিল। বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত লোকটা। কোমরে তরবারি ঝুলছে। মাথায় সিসার চকমকে

www.pathagar.com

শিরস্ত্রাণ। প্রাসাদে এ-ধরনের আরও কয়েকজন লোক বুক টানটান করে বিশেষ ভঙ্গিতে টহল দিয়ে ফিরছে। এরা প্রাসাদের খাস কর্মচারী, যাদের দায়িত্ব সালারদের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থেকে পাহারা দেওয়া এবং নিমন্ত্রণের সময় বারান্দা ও গলিপথে টহল দেওয়া। প্রদীপের আলোতে তাদের পোশাক ও চাল-চলন ভালোই লাগছে। এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকও বটে।

এই যে-লোকটা মুসলমান দুজনকে বল্ডউইনের কক্ষের দিকে যেতে দেখল, তার গায়ের রং গৌর। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে লোকগুলোর যাওয়া দেখতে থাকল। তারা বল্ডউইনের কক্ষে ঢুকে পড়লে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দরজার সামনে তারই অনুরূপ পোশাকের আরও দুজন লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের একজন তাকে বলল– 'হ্যালো জ্যাকব! এদিকে ঘোরাফেরা করছ কেন? ওদিকে গিয়ে পরীদের নাচ দেখো। আমরা তো এখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারছি না।'

জ্যাকব রসিকতার ছলে উত্তর দিল – 'এই যে-দুজন লোক ভেতরে প্রবেশ করল, এরা মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। এরা কারা?'

'তোমার প্রয়োজন কী?'

'প্রয়োজন তেমন কিছু নেই' – জ্যাকব উত্তর দিল – 'মুসলমানদের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড ঘৃণা তো; কেউ আবার ঠুস করে দেয় কিনা। তাই জিজ্ঞেস করলাম। অতিথি হিসেবে তো আমাদের তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আছে।'

'এরা মুসলমান অঞ্চলের মুসলমান' – সঙ্গী উত্তর দিল – 'আমি যতটুকু জানি, এরা মসুল থেকে এসেছে। খুব সম্ভব ইয্যুদ্দীনের দূত হবে।'

'সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে এসেছে বোধহয়' – জ্যাকব বলল – 'এদের কে বলবে সালাহুদ্দীন আইউবির দিন শেষ হয়ে গেছে? রামাল্লায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে বৈরুত অবরোধ করতে এসেছে। তার নৌবহর সামনে অগ্রসর হওয়ারই সাহস পায়নি। আমার আজীবন আক্ষেপ থাকবে, আমাদের বাহিনী আইউবির বাহিনীকে ধাওয়া করেনি। অন্যথায় আইউবি আজ আমাদের কারাগারে থাকত।'

'নিজের কাজ করো গে দোস্ত'! – এক প্রহরী তাচ্ছিল্যের সুরে বলল – 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বন্দি হলে তার সাম্রাজ্যের তুমি মালিক হবে না। সম্রাট বল্ডউইন মৃত্যুবরণ করলেও বৈরুতের রাজত্ব তোমার নামে লিখে দেওয়া হবে না।'

জ্যাকব ওখান থেকে সরে গেল। কিন্তু ঘুরে-ফিরে সেই রুদ্ধ কক্ষটা দেখতে থাকল, যার অভ্যন্তরে মুসলমান অতিথি দুজন হারিয়ে গেছে।

◆◆◆

তারা মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীনেরই দূত। সুলতান আইউবি যখন বৈরুতের অবরোধ প্রত্যাহার করে মসুলের দিকে চলে গিয়েছিলেন, তখন ইয্যুদ্দীন কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদকে বাগদাদের খলীফার কাছে এই আবেদন নিয়ে প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছিলেন, যেন তিনি সুলতান আইউবির সঙ্গে তাকে সন্ধি করিয়ে দেন। সহজ কথায়, ইয্যুদ্দীন আবেদন করেছিলেন, যেন তাকে সুলতান আইউবি থেকে রক্ষা করা হয়। খলীফা দায়িত্বটা শাইখুল উলামার উপর অর্পণ করেন এবং সুলতান আইউবি ইয্যুদ্দীনকে ক্ষমা করে দেন। ইয্যুদ্দীন বাহ্যত সুলতান আইউবির সম্মুখে অস্ত্রসমর্পণ করে চুক্তি করে নিয়েছিলেন বটে; কিন্তু গোপনে খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনের কাছে দুজন দূত পাঠিয়ে দিলেন। সেই দূতরাই এখন বল্ডউইনের কক্ষে উপবিষ্ট।

'মসুলের গভর্নর বলেছেন, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবিকে ধাওয়া না করে বিরাট ভুল করেছেন' – বল্ডউইনের উদ্দেশে এক দূত বলল – 'আপনি তার বাহিনীকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের গভর্নর বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে লিখিত বার্তা দিতে পারতাম। কিন্তু পথে ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকায় তা করলাম না। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি দামেশ্ক-অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করুন এবং নগরীটা অবরোধ করে দখল করে নিন। আপনার বাহিনী যেন এমন পথে এবং এত দ্রুত দামেশ্ক পৌঁছে যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবি সময়মতো দামেশ্ক পৌঁছুতে না পারে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আক্রমণের সংবাদ শুনে সালাহুদ্দীন আইউবি যখন এখান থেকে রওনা হবে, তখন মসুল ও হালবের বাহিনী মুখোমুখি এসে লড়াই করার পরিবর্তে আইউবির বাহিনীর উপর কমান্ডো-আক্রমণ চালাতে থাকবে। এতে আইউবির অগ্রযাত্রা অনেক মন্থর হয়ে যাবে আর আপনি সহজে দামেশ্ক জয় করে ফেলতে পারবেন। আমাদের অঞ্চলগুলোতে ছোট-ছোট যে-কজন আমির আছে, আমি তাদের দলে ভিড়িয়ে নেব। আপনি তাদের দুর্গ ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আপনার বাহিনীকে মসুলের অভ্যন্তরে অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, তাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে, আপনার ও আমার মাঝে ঐক্য আছে। আমি আইউবিকে বুঝ দিয়ে রেখেছি, আমি তার বন্ধু।'

দূত যখন বার্তাটা বলে শোনাচ্ছিল, তখন বল্ডউইনের সঙ্গে তার দুজন সেনাপতিও ছিল। ইয্যুদ্দীনের দূতও সামরিক উপদেষ্টা। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার-স্যাপার তার ভালোভাবেই জানা। বল্ডউইন তার সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে থাকলেন। তিনি বুঝে ফেলেছেন, এই মুসলমানরা তার জালে এসে পড়েছে। তিনি শর্ত আরোপ করতে শুরু করলেন।

'ইয্যুদ্দীনের বোধহয় খবর নেই, সালাহুদ্দীন আইউবিকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না' – বল্ডউইন বললেন – 'আমরা দামেশ্ক অবরোধ করে ফেললে তিনি বিদ্যুদ্গতিতে অগ্রযাত্রা করে আমাদের উপর এদিক থেকে আক্রমণ করবেন। আমরা দামেশ্ক-অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করব আর আইউবি তা জানবে না এ হতে পারে না। আইউবি চিল-শকুনের মতো বহু দূর থেকে শিকার দেখে ফেলেন এবং এমনভাবে ছোঁ মারেন যে, পেছনে সরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা এখনও মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি মাথায় নিতে

www.pathagar.com

পারি না। আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আপাতত ব্যবস্থা এটুকু করেছি যে, আমরা কমান্ডোবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে শান্তিতে বসতে দেবে না। এসব বাহিনীর জন্য আমাদের স্বতন্ত্র আস্তানা দরকার। আপনারা যদি এই ব্যবস্থাটা করে দেন, তা হলে সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীকে এদের দ্বারাই কোণঠাসা করে দিতে পারি। তখন তিনি না যুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন, না পালাতে পারবেন। আপনারা আমাদের বাহিনীগুলোকে আশ্রয়, সাহায্য ও খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে থাকবেন। আমরা সরবরাহ করব অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম। হাল্‌বের গভর্নর ইমাদুদ্দীনকেও বলে দেবেন, তিনি যেন আমাদের উপর আস্থা রাখেন এবং আমাদের গেরিলা ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনের সময় আশ্রয় ও সাহায্য দিতে থাকেন। অন্যান্য আমির ও দুর্গপতিদেরও আপনাদের সঙ্গ দেওয়া উচিত। নজর রাখতে হবে, তাদের কেউ যেন সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে ঐক্য গড়তে না পারে।'

ঐক্যের শর্তাদি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ইয্‌যুদ্দীন তার দূতদের পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন যেন তারা শর্ত চূড়ান্ত করে আসে এবং খ্রিস্টানদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সমীচীন মনে হবে দিয়ে আসবে। তারা একটিমাত্র স্বার্থে একজন খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে তাদের ঈমান বন্ধক রেখে এসেছে। তা হলো তাদের শাসনক্ষমতা নিরাপদ থাকবে।

কাজ সমাধা করে দূতরা উঠে ভোজসভায় অংশগ্রহণের জন্য চলে গেল। মনটা তাদের মূলত মদ আর মদ পরিবেশনকারী মেয়েদের সঙ্গেই ঝুলে আছে।

'এই মুসলমানগুলোর উপর বেশি আস্থা রাখবেন না' – এক সেনাপতি বল্ডউইনকে বলল – 'প্রয়োজন হলে আপনাকে কিছু না জানিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে ঐক্য গড়তে তাদের সময় লাগবে না।'

'আমার একটা আস্তানা দরকার' – বল্ডউইন বললেন – 'মসুল আমার আস্তানা হয়ে গেলে আমি ধীরে-ধীরে পুরো বাহিনীই সেখানে নিয়ে যাব এবং ইয্‌যুদ্দীনকে সেখান থেকে উৎখাত করব। আমাদের সকলের পরিকল্পনা এই হওয়া উচিত যে, আমরা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেব না। আমরা তাদের আপসে লড়াতে থাকব এবং আস্তে-আস্তে তাদের ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেব। আমরা দেখেছি, ভোগ-বিলাসিতা ও ক্ষমতার লোভ দেখালে মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম আমাদের পায়ের উপর রেখে দেয়। ইয্‌যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীন ও অন্যান্য ছোট-খাট মুসলমান আমিরগণ শুধু এ-কারণে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরোধী যে, তারা প্রত্যেকে স্বাধীন শাসক হতে এবং বিলাসী জীবন লাভ করতে আগ্রহী। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবির মধ্যে ভোগ-বিলাসিতা ও ক্ষমতার লোভ নেই। তিনি সবাইকে এক রণাঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু তিনি যাদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছেন, তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে ভয় পায়। আমি আশাবাদী, ইয্‌যুদ্দীন ও তার

www.pathagar.com

সাঙ্গরা আমাদের হাত থেকে ফস্‌কাবে না। কেউ যদি বের হওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে আমরা তাকে হাশিশিদের দ্বারা হত্যা করিয়ে ফেলব।'

বল্ডউইন তার সেনাপতিদের আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে বললেন– 'ইয্‌যুদ্দীনের এই দূতদের এত খাতির-যত্ন করো, যেন তাদের বিবেক মরে যায় এবং আপন জাতি-ধর্মের কথা ভুলে যায়।' বল্ডউইন যে-বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করতে আদেশ করলেন, তা হলো, এই কক্ষে দূতদের সঙ্গে যা-যা আলোচনা, কথোপকথন ও সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা যেন কক্ষের বাইরে না যায়। বল্ডউইন বললেন– 'বৈরুতে সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা আছে।'

উভয় দূত মদ ও নারীর নেশায় মাতাল হতে চলেছে। অতিথিগণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে মদপান ও গাল-গল্প করছে। জ্যাকব এই দূতদুজনকে খুঁজে ফিরছে। হঠাৎ সে তাদের একজনকে আলাদা পেয়ে গেল। জ্যাকব তাকে সামরিক কায়দায় সালাম জানাল এবং জিজ্ঞেস করল– 'আপনি বোধহয় মসুলের মেহমান? আমরা মসুলবাসীদের অনেক ভালবাসি।'

'আমরা মসুলের শাসক ইয্‌যুদ্দীনের দূত' – দূত মদমাতাল ঢুলুঢুলু কণ্ঠে বলল – 'আমরা জানতে এসেছি, বৈরুতের খ্রিস্টানদের অন্তরে মসুলের মুসলমাদের কী পরিমাণ ভালবাসা আছে।'

দূতের কণ্ঠটা যেমন টলমল করছে, তেমনি পাদুটোও কাঁপছে। লোকটা এত বেশি পান করেছে যে, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে জ্যাকবের কাঁধের উপর সজোরে হাত মেরে বলল– 'মদের এই এক গুণ যে, মানুষের অন্ত র থেকে ধর্ম বেরিয়ে যায় এবং তার জায়গায় ভালবাসা এসে স্থান করে নেয়। আমি ক্রুশকে ভালবাসি। তোমার এই বর্শাটার প্রতি আমার ভালবাসা আছে। যেদিন এই বর্শা সালাহুদ্দীন আইউবির বুকে বিদ্ধ হবে, সেদিন আমি প্রধান সেনাপতি হয়ে যাব।'

জ্যাকব ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ডিউটি তো তার টহল দেওয়া। সে ইয্‌যুদ্দীনের দূতকে নড়বড়ে অবস্থায় ফেলে সরে এল। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল, দুজন লোক দূতকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইয্‌যুদ্দীনের মুসলমান দূত অধিক মদপান করে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে।

◆◆◆

এখন মধ্যরাত। জ্যাকবের ডিউটি শেষ। আসরে উন্মাতাল নাচ-গান চলছে। জ্যাকব ও তার সঙ্গীদের জায়গায় অন্য লোক এসে পড়েছে। জ্যাকব নিজকক্ষে চলে গেল এবং ডিউটির পোশাক খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করল। লোকটা অনেক ক্লান্ত। এখনই তার শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু সে বাইরে বেরিয়ে গেল। গতি তার অন্যদিকে। কিন্তু হঠাৎ কী যেন ভেবে মহলের মেয়েরা যেখানে থাকে, সেদিকে চলে গেল।

এটা একটা ভবন। এর একটা অংশ এতই সুন্দর ও মনোরম, যেন এটা রাজকন্যাদের আবাস। এটা সেই মেয়েদের আবাস, যাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি,

www.pathagar.com

নাশকতা ও মুসলিম আমির-সালার ও শাসকদের ক্রুশের জালে ফাঁসানোর জন্য মুসলমানদের অঞ্চলে পাঠানো হয়। খ্রিস্টানদের দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ডের মুসলমান গোয়েন্দাদের ধরার জন্যও এদের ব্যবহার করা হয়।

এ-ভবনেরই অপর এক অংশে নর্তকী-গায়িকারা বাস করে। তাদের মূল্য-মর্যাদা গোয়েন্দা মেয়েদের সমান না হলেও রূপ-সৌন্দর্যে কোনো অংশেই কম নয়। মহলে নিমন্ত্রণ ও ভোজসভায় নেচে-গেয়ে অতিথিদের মনোরঞ্জন করা তাদের দায়িত্ব। বাইরে থেকে মেহমান এলে নাচ-গান ছিল অবধারিত। আজ রাত মসুলের দূতদের সম্মানে যে-ভোজের আয়োজন হয়েছিল, তাতেও নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সারা এই অনুষ্ঠানে ছিল না। অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে সারা। মেয়েটার শরীর ও চুল-চোখের রং ইউরোপিয়ান মেয়েদের মতো নয়। বোধ হয় বৈরুতের মেয়ে। মিসর কিংবা গ্রীসেরও হতে পারে। তবে কেউ জানে না, সারার বাড়ি কোথায়।

জ্যাকব যাচ্ছিল অন্য একদিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, আজ যারা নাচ-গান করল, তাদের মধ্যে তো সারা ছিল না! ব্যাপারটা কী! হতে পারে মেয়েটা অসুস্থ কিংবা এ-পেশায় সে বিরক্ত; তাই পালিয়ে রয়েছে। জ্যাকব জানে, এ-পেশায় সারা খুশি নয়। কারণ, এ-কাজে সে আপনা থেকে আসেনি, তাকে ভুল বুঝিয়ে আনা হয়েছে। জ্যাকবও এই ভবনের কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকে এবং মহলে ডিউটি করে। একদিন এমনি এক ভোজসভায় হঠাৎ সারার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সবার দৃষ্টিতে সারা অহঙ্কারী মেয়ে। সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। কী কারণে কে জানে জ্যাকবকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। জ্যাকবেরও সারাকে বেশ ভালো লাগে।

একরাতে সারা মহলের কাজ-কর্ম শেষ করে নিজের কক্ষের দিকে যাচ্ছিল। পথে জ্যাকবের দেখা পেয়ে গেল। সারা বলল– 'একা যাচ্ছি; আমাকে কক্ষে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসো।'

'একা যেতে ভয় পাচ্ছ বুঝি?' – জ্যাকব বলল – 'এখান থেকে তোমাকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'এখন আর আমি অন্যের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ভয় করি না' – সারা বলল – 'আমার নিজেই নিজেকে অপহরণ করার পালা এসে গেছে। আমার সঙ্গে চলো। একা যেতে ভয় করি না বটে; তবে তোমার সঙ্গ কামনা করি।'

সারার মতো একটা সুন্দরী মেয়ের জ্যাকবকে ভালবাসা বিস্ময়কর কোনো ঘটনা নয়। এমন সুশ্রী, সুদর্শন যুবককে কার ভালো না লাগে। আরও কয়েকটা মেয়ে ভালবাসার ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু জ্যাকব কাউকে পাত্তা দেয়নি। কারণ, জ্যাকব জানে, এরা অপবিত্র ও সম্ভ্রমহারা মেয়ে। জ্যাকব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে সে সারাকেও তেমনি চরিত্রহীন মেয়ে মনে করেছিল। কিন্তু সারার চাল-চলন, রং-ঢং তার ভালো লেগে গেল। সারা যখন জানতে পারল, জ্যাকব মদপান করে না,

www.pathagar.com

তখন লোকটাকে তার আরও ভালো লাগতে শুরু করল। একদিন সারা জ্যাকবের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শোনার জন্য বলল– 'তুমি কোনোদিন আমার নাচের প্রশংসা করনি। অন্যরা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমার বিদ্যা ও দেহের তারিফ করে।'

'তুমি আমার মুখ থেকে তোমার বিদ্যার প্রশংসা কখনও শুনবে না' – জ্যাকব উত্তর দিল – 'তবে তোমার শরীরে জাদুর ক্রিয়া আছে। ভালো শরীর। খোদা তোমার চেহারায় যে-আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন, তা তার বান্দাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। কিন্তু নাচের অবস্থায় এই দেহটা মোটেও ভালো লাগে না। তুমি যখন কাউকে আঙুলের ইশারায় নাচাও, তখনও তোমাকে ভালো লাগে না। তোমার এই দেহটা যদি কোনো একজন পুরুষের মালিকানায় চলে যেত আর সে ছয় কালেমা পাঠ করে এই দেহটা সম্মান ও মমতার সঙ্গে আবৃতা করে নিয়ে যেত, তা হলে এর উপর খোদার রহমত নাযিল হতো। তুমি তো খোদাকে অপমান করছ।'

'জ্যাকব!' – সারা বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল – 'তুমি কোন ছয় কালেমার কথা বলছ? তা ছাড়া খ্রিস্টানরা তো বধূদের আবৃতা করে নেয় না! তুমি কী বললে?'

জ্যাকব ভড়কে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল – 'আমার মন-মস্তিষ্কে সব সময় মুসলমান সাওয়ার থাকে। নিজে বিয়ে করিনি বটে; তবে মুসলমানদের বিয়ে দেখেছি।'

জ্যাকব বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ছয় কালেমা' কথাটা তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সারা তার প্রতি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েই থাকল। তারপর সারা চুপসে গিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর অস্থিরতার সঙ্গে জ্যাকবের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি মুসলমান নও তো জ্যাকব? আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তুমি গুপ্তচর। হতে পারে, চাকরির খাতিরে নিজেকে খ্রিস্টান পরিচয় দিয়ে রেখেছ কিংবা ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছ।'

'জ্যাকব নামের মানুষ মুসলমান হয় না সারা' – জ্যাকব বলল – 'আমার নাম গলবার্ট জ্যাকব। তুমি এত অস্থির হয়েছ কেন! মনে হচ্ছে, তোমার হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি এত ঘৃণা যে 'ছয় কালেমা' উচ্চারণটাও শুনতে চাচ্ছ না।'

'আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলে দিচ্ছি' – সারা বলল – 'বিষয়টা হয়ত তোমার ভালো লাগবে না। আমার কাছে মুসলমান খুবই ভালো লাগে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, মুসলমান ছয় কালেমা পড়িয়ে বধূদের আবৃতা করে নিয়ে যায়।' সারা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'নারীকে যখন বিবস্ত্রা করে ফেলা হয়, তখন সে অনুভব করে, আবৃতা হওয়ার মধ্যে তার যে আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা ছিল, তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। নারীর নাচে কোনো স্বাদ নেই এবং রূপের জাদু প্রয়োগ করে পুরুষদের আঙুলের ইশারায় নাচানোর মধ্যেও শান্তি নেই।

www.pathagar.com

আমি যখন একাকি আয়নার সামনে দাঁড়াই, তখন নিজেকে একজন ঘৃণ্য নারী বলে মনে হয়। নিজের প্রতিবিম্বকে আমি আবৃত করতে পারি না, তার উপর পর্দা চড়াতে পারি না। তবে আমার আত্মার উপর কালো আবরণ পড়ে গেছে।'

'পেশাটার প্রতি তোমার এতই যখন ঘৃণা, তো পালিয়ে যাও না কেন?' জ্যাকব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

'কোথায় যাব?' – সারা বলল– 'এখান থেকে পালাব তো বেশ্যালয়ে চলে যাব। আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালবাস, নাকি আমার নাচ?'

'আমার সেই সারাকে ভালো লাগে, যে নাচ-গানের পেশাকে ঘৃণা করে এবং এর জন্য বেজায় বিরক্ত ও অস্থির থাকে' – জ্যাকব বলল – 'আমি তো বলেছি, তুমি খোদাকে অপমান করছ।'

'আচ্ছা, তুমি ফৌজে এসেছ কীভাবে?' – সারা বলল– 'তোমাকে গ্রামগঞ্জের কোনো এক গির্জার পাদ্রী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। রোজ কতটুকু মদ পান কর?'

'মদের ঘ্রাণকেও আমি ঘৃণা করি।'

'তা হলে তুমি মুসলমান' – সারা দৃঢ় কণ্ঠে বলল – 'তুমি নও তো তোমার পিতা মুসলমান ছিলেন। তুমি নারীকে আবৃতা দেখতে চাও। নাচ পছন্দ কর না। মদের প্রতি তোমার প্রচণ্ড ঘৃণা। আর সম্ভবত এ-কারণেই আমাকে তোমার ভালো লাগে। আমাকে তো যে-ই দেখে ভোগের চোখে দেখে। তুমি কি আমার হৃদয়ের ব্যথা বোঝ না?'

'বুঝি সারা' – জ্যাকব বলল – 'এই ব্যথাটা আমার হৃদয় অনুভব করেছে।'

এরপর কয়েকবার সারা-জ্যাকবের সাক্ষাৎ ঘটেছে। সারা জ্যাকবের সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলতে থাকল। মেয়েটা জ্যাকবকে একাধিকবার বলেছে, তোমার চাল-চলন ও চিন্তা-চেতনা মুসলমানদের মতো। জ্যাকব সারাকে জিজ্ঞেস করেছে, মুসলমানদের তুমি এত বেশি পছন্দ কর কেন? সারা কখনও সন্তোষজনক উত্তর দেয়নি। তবে উভয়ে এটুকু অবশ্যই অনুভব করেছে যে, তারা একজন অপরজনের হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।

◆◆◆

জেয়াফতের রাতে জ্যাকব যখন ডিউটি শেষ করে একদিকে যাচ্ছিল, তখন মাঝপথে সে গতি পরিবর্তন করে সারার বাসভবনের দিকে হাঁটা দিল। জেয়াফতে সারার অনুপস্থিতির কারণ হতে পারে সে অসুস্থ। তাই খবরটা নেওয়া দরকার। উক্ত ভবনে কারুর যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তারপরও জ্যাকব ঝুঁকিটা এজন্য বরণ করে নিল যে, মেয়েরা সবাই আসরে চলে গেছে। চাকরানী মহিলারাও এ-সময়ে ভবনে নেই। জ্যাকব অন্ধকারের মধ্যে হাঁটা দিল। সারার কক্ষ তার জানা ছিল। পা টিপে-টিপে সে কক্ষের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং দরজায় হাত লাগালে কপাট খুলে গেল। জ্যাকব একটা কক্ষ অতিক্রম করে অপর কক্ষে চলে গেল। ওখানে একটা বাতি জ্বলছে, যার ক্ষীণ আলোতে সারা শুয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। এ-মুহূর্তে মেয়েটাকে একটা দুগ্ধপোষ্য নিষ্পাপ শিশুর

www.pathagar.com

মতো মনে হলো জ্যাকবের। জানালাটা খোলা। রোম-উপসগারের শীতল বায়ুর তীব্র ঝাপটায় সারার মাথার বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তিরতির করে নড়ছে। গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে সারা। জ্যাকব সারার কপালে হাত রাখল। এই বয়সের একটা ঘুন্ত মেয়ের কপাল যতটুকু গরম থাকার কথা, তার চেয়ে বেশি গরম নয়। অতএব, সারার জ্বর হয়নি।

'তুমি গুলবাগিচার ফুল, যে ফুল রাজা-বাদশাহদের শয়নকক্ষে এসে শুকিয়ে যায়' – জ্যাকব মনে-মনে সারাকে উদ্দেশ করে বলল – 'তুমি ভোরের তারকা, যেটি সূর্যের আলোতে নির্বাপিত হয়ে যায়, রাত এলে আবার জ্বলে ওঠে। তোমার জীবন রাতের আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছে। তোমার ভাগ্য অন্ধকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তোমাকে আমার ভালো লাগে কেন? তুমি আমাকে বারবার কেন জিজ্ঞেস করছ, আমি ছয় কালেমার উল্লেখ কেন করেছি? তুমি কোনো মুসলিম মায়ের কোলে জন্মলাভ করনি তো? তোমার শিরায় কোনো মুসলমান পিতার রক্ত নেই তো? এই রহস্য উন্মোচন করবে কে? আমি তোমার জন্য রহস্য। তুমিও আমার জন্য রহস্য।'

জ্যাকবের মনে পড়ে গেল, খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলমানদের কাফেলা লুট করে থাকে। তারা মুসলিম মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে নিজেদের রঙে রঙিন করে গুপ্তচরবৃত্তি, বেহায়াপনা ও নাচ-গানের প্রশিক্ষণ দেয়। সারাও এমনি এক হতভাগী মেয়ে হতে পারে। অন্যথায় এই খ্রিস্টান জাতিটা তো অনুভূতি ও চেতনার দিক থেকে মৃত হয়ে এবং বেহায়াপনার মধ্যে পুরোপুরি জীবিত থাকতে পারে। কিন্তু সারা পারছে না কেন? জ্যাকব ভুলে গেল, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো পুরুষের এই ভবনের দিকে পা বাড়ানোর অনুমতি নেই। কিন্তু জ্যাকব এখন সারার কক্ষে তার শিয়রে দণ্ডায়মান। সারা তার হৃদয়ে এমনভাবেই ঢুকে পড়েছে যে, কোনো ঝুঁকিকেই জ্যাকবের ঝুঁকি বলে মনে হচ্ছে না। জ্যাকব বাতিটা নিভিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সারার চোখ খুলে গেল।

জ্যাকব সারার সন্ত্রস্ত কণ্ঠ শুনতে পেল– 'কে?'

'জ্যাকব।'

'এ-সময়ে তুমি এখানে কেন?' – সারা এমন এক কণ্ঠে বলল, যাতে প্রেমও আছে, সমবেদনাও আছে – 'কেউ দেখে ফেললে সোজা কারাগার ছাড়া উপায় থাকবে না। আমাকে বাইরে ডেকে নিলেই পারতে!'

'জেয়াফতে তোমাকে না দেখে ভাবলাম, তোমার অসুখ-টসুখ হলো কি-না। তাই ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চলে এলাম' – জ্যাকব অন্ধকারে সারার খাটের উপর বসতে-বসতে বলল – 'কেউ যাতে দেখতে না পায়, সেজন্য বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি সারা! জানি না, কোন আকর্ষণ আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। তোমার কোনো অসুখ হয়নি তো?'

'আমার আত্মা অসুস্থ' – সারা বলল – 'আমি যখন আসরে-জেয়াফতে নাচি, তখন আমার হৃদয় সঙ্গে থাকে না। আমার দেহ নাচে বটে; কিন্তু আত্মা মরে

www.pathagar.com

যায়। আজ যখন আমাকে জানানো হলো মসুল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুজন মেহমান এসেছেন, শুনে আত্মার সঙ্গে আমার দেহটাও নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। শুনে আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠেছে। এই রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ, শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে আমার কোনো আন্তরিকতা নেই। কিন্তু যখন কানে এল, মসুল থেকে দুজন মেহমান আসছেন, তখন আমার মনে হলো, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের কোনো এক পক্ষের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি, আমার আত্মিক সম্পর্কটা আসলে কার সঙ্গে। শুধু এই অনুভূতিটা জেগে উঠল, আমি এই আসরে নাচতে পারব না, আমি মসুলের মেহমানদের মুখোমুখি হতে পারব না। হতে পারে আমাকে দেখে তারা ওখান থেকেই পালিয়ে যাবে।'

'কেন?' – জ্যাকব জিজ্ঞেস করল – 'মসুলের লোকদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'বলতে পারব না' – সারা বলল – 'আমি তো নিজেকেও বলতে ভয় পাচ্ছি, মসুলবাসীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।

'সারা' – জ্যাকব সারার একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল – 'আমার থেকে তুমি মনের কথা কেন গোপন করছ?' তোমাকে কি কোনো কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছিল? তুমি কার কন্যা?'

সারা কোনো উত্তর দিতে পারল না। হঠাৎ জ্যাকব খানিকটা চকিত হয়ে উঠল। উভয়ে খোলা জানালার দিকে তাকাল। জানালায় একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। সারা জ্যাকবের কানে-কানে বলল– 'খাটের তলে চলে যাও।' জ্যাকব অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে খাটের তলে চলে গেল। সারা শুয়ে পড়ল।

'সারা!' জানালায় দণ্ডায়মান ছায়াটার কণ্ঠ ভেসে এল। এক বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠ। নর্তকী-গায়িকাদের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব।

সারা কোনো উত্তর দিল না, যেন ডাকটা শোনেনি। মহিলা আবারও ডাকল– 'সারা!' সারা এবারও নিশ্চুপ, যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবার মহিলা বিজ্ঞোচিত কণ্ঠে বলল– 'আমি জানি সারা; তুমি সজাগ আছ। বাতি নেভানো কেন?'

সারার মুখ থেকে এমন শব্দ বেরিয়ে এল, যেন সে বিড়বিড় করে জেগে উঠেছে। কণ্ঠটাকে ঘুমজড়িত করে বলল– 'কে? কী হয়েছে?'

'ওদিক থেকে এসে বলছি কী হয়েছে' – মহিলার ছায়াটা জানালা থেকে সরে গেল। দরজার দিক থেকে আসতে চাচ্ছে সে। সারা অবনত হয়ে জ্যাকবকে বলল– 'বেটি অন্য দিক থেকে আসছে; তুমি বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো।'

'না সারা' – জ্যাকব খাটের তল থেকে বেরিয়ে এসে বলল – 'আমি ওকে জানি। আসতে দাও। আমি ওর মুঠো গরম করে দেব; তো খুশি মনে চলে যাবে।'

www.pathagar.com

'না, বড় বজ্জাত মহিলা' – সারা বলল – 'গোপনে-গোপনে মেয়েদের দালালি করে বেড়ায়। তুমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। অন্যথায় আমার মিথ্যাচার আমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি চলে যাও; আমি ওকে সামলে নেব।'

মহিলা সবে দরজায় এসে পৌঁছেছে। জ্যাকব জানালা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। সারা বাতি জ্বালিয়ে দিল। মহিলা ভিতরে প্রবেশ করল। দৈহিক দিক থেকে মহিলা যতটা-না নারী, তার চেয়ে বেশি পুরুষ। এসেই সারার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে দিল। সারা তাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করল, এই কক্ষে অন্য কেউ ছিল না; সম্ভবত ঘুমের ঘোরে কথা বলছিল।

মহিলা বলল, স্বপ্নে নারীর কণ্ঠ পুরুষের মতো হয়ে যায় না। আমি তোমার কক্ষে পুরুষ কণ্ঠও শুনেছি।'

'এটা কী?' মহিলা ঝুঁকে খাটের সন্নিকটে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা রুমাল তুলে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। রুমালটা হাতদুয়েক লম্বা এবং ততখানি চওড়া একখণ্ড কাপড়, যা কিনা পুরুষরা গরম থেকে রক্ষা পেতে মাথায় ব্যবহার করে– 'লোকটা কে ছিল? তার থেকে তুমি কত মূল্য নিয়েছ?'

'আমি বেশ্যা নই' – সারা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল– 'আমি নর্তকী। তুমি তো জান, আমি কোনো পুরুষের গায়ে মুখ লাগাই না।'

'শোনো সারা!' – মহিলা সারার পাশে বসে পড়ল এবং তার কাঁধে হাত রেখে স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল– 'আমিও জানি, তুমি নর্তকী। কিন্তু তুমি জান না একজন নর্তকী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা দেশের শাসক-সম্রাট নয়। আমি শুধু এটুকু বলে দেব, রাতে তোমার কাছে একজন পুরুষ এসেছিল। ফল কী হবে তুমি ভালোভাবেই জান। এমন ধারায় কথা বলো না যে, তুমি রাজনর্তকী। এখানে তোমার কোনো মর্যাদা নেই।'

'আসল কথাটা বলো' – সারা বলল – 'যে দয়াটা করতে চাচ্ছ, তার বিনিময় কী নেবে বলো, আমি এখনই পরিশোধ করে দিচ্ছি।'

'তোমার থেকে আমি কিছুই নেব না' – মহিলা বলল – 'বিনিময়টা আমি অন্য কারু থেকে উসুল করব। তুমি শুধু হ্যাঁ বলো।'

সারা মহিলার মতলব বুঝে ফেলল। বাইরে থেকে রাজ-অতিথি আসছেই কেবল। তাদের মধ্যে খ্রিস্টানও আছে। আছে মুসলমানও। এই সম্মানিত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েরা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে আমলারা আসে, তাদের জন্য এ-জাতীয় কোনো বিলাসী আয়োজন হয় না। এ-মহিলা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তাদের কাছে মেয়ে সরবরাহ করে আর মোটা অঙ্কের পুরস্কার নেয়। এটা তার গোপন ব্যবসা। কোনো-কোনো রাজ-অতিথি সরকারিভাবে প্রদত্ত মেয়ের দ্বারা তৃপ্ত না হয়ে এ-মহিলার শরণাপন্ন হয়। মহিলা তাদের চাহিদা পূরণ করে দেয়। সারা এ-যাবত কখনও তার হাতে পড়েনি। কিন্তু এখন মেয়েটা তার জালে ফেঁসে গেছে। যদি বলে, তার কাছে জ্যাকব

www.pathagar.com

এসেছিল এবং তাদের দুজনের সম্পর্কটা পবিত্র, তা হলে মহিলা বিশ্বাস করবে না এবং জ্যাকব বিপদে পড়ে যাবে।

'সারা!' – মহিলা বলল – 'যদি ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা হলে আমার প্রস্তাব মেনে নাও। বাইরে থেকে দুজন মেহমান এসেছেন। অনেক ধনী। পরশু থেকেই তারা কর্মচারীদের বলে আসছেন, তাদের ভালো দুটো মেয়ে দরকার। এটা মূলত তাদের অভ্যাস। নিজেদের হেরেমে তাদের বিশ-ত্রিশটা করে মেয়ে থাকে। কাল তুমি তাদের একজনের কাছে চলে যেয়ো।'

'তারা কারা?' – সারা জিজ্ঞেস করল – 'মুসলমান হলে যাব না।'

'তা হলে কয়েদখানায় যাও' – মহিলা বলল – 'মাথা ঠিক রেখে চিন্তা করে কথা বলো। নিজের প্রতি তাকাও তুমি কী? নিজের পেশাটা দেখো। ভদ্র সাজবার চেষ্টা করো না। তারা মন খুলে পুরস্কার দেবে। তুমিও ভাগ পাবে।'

'আর যদি ধরা পড়ি, তা হলে?' সারা বলল।

'যারা তোমাকে ধরবে, আমি তাদের হাত বেঁধে রাখি' – মহিলা বলল – 'কাল রাতে প্রস্তুত থাকবে। আমার আর জানবার প্রয়োজন হবে না তোমার কাছে কে এসেছিল।'

মহিলা চলে গেল। সারার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল।

♦♦♦

জ্যাকব পালিয়ে যাওয়ার মতো মানুষ নয়। কিন্তু সারা বিপদে পড়ে যাবে ভয়ে বেরিয়ে গেল। তার আশা ছিল, সারা মহিলাকে সামলে নিতে সক্ষম হবে। কারণ, সে নিজেও নোংরা জগতের মেয়ে। জানালা টপকে বেরিয়ে জ্যাকব শহরের দিকে যাচ্ছে। তার মন-মস্তিষ্কে শুধুই সারা। সারার সঙ্গে এখন তার আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক। থেকে-থেকে তার কেবলই ধারণা হচ্ছে, সারা কোনো মুসলমান পিতার কন্যা। জ্যাকব হাঁটতে-হাঁটতে নগরীর সরু ও অন্ধকার গলিপথে ঢুকে পড়ল। গলির মোড় ঘুরে-ঘুরে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দরজায় করাঘাত করল।

খানিক পর দরজা খুলে গেল।

'কে?'

'হাসান।' জ্যাকব উত্তর দিল।

'এত রাতে কেন?' – যে-লোকটা দরজা খুলল সে জিজ্ঞেস করল – 'ভেতরে এসে পড়ো। কেউ দেখেনি তো?'

'না' – জ্যাকব উত্তর দিয় – 'কাফেরদের জেয়াফত থেকে এইমাত্র অবসর হলাম। জরুরি একটা সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

জ্যাকব ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এখন সে জ্যাকব নয় – হাসান আল-ইদরীস – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর। এক বছর আগে নিজেকে খ্রিস্টান পরিচয় দিয়ে এবং গলবার্ট জ্যাকব নাম ধারণ করে খ্রিস্টান বাহিনীতে চাকরি নিয়েছিল। গৌর বর্ণের যুবক। প্রশিক্ষণ মোতাবেক

www.pathagar.com

অত্যন্ত চতুর ও বাকপটু। দেহের আকার-গঠনের সুবাদে উক্ত প্রাসাদের বিশেষ দায়িত্বের জন্য নিযুক্তি পেল। তারপর এখান থেকে কায়রোতে তথ্য সরবরাহ করতে থাকল। তার দলনেতার নাম হাতেম। জ্যাকব এসে এখন যে-ঘরটায় প্রবেশ করল, হাতেম এ-ঘরেই থাকে।

'মসুলের দুজন দূত বল্ডউইনের কাছে এসেছে' – হাসান আল-ইদরীস তার নেতাকে বলল – 'আমি নিশ্চিত হয়েছি, তারা মসুল থেকে এসেছে এবং মুসলমান। বল্ডউইন তাদের নিজকক্ষে নিয়ে গেছেন। তারা যে মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীনের বার্তা নিয়ে এসেছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'আর সেই বার্তাটা হচ্ছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে চুক্তির বার্তা' – নেতা বলল – 'তা উভয় পক্ষের মাঝে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা কি জানতে পেরেছ? সুলতান তো এখন পর্যন্ত ধোঁকায় রয়েছেন যে, ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন আমাদের বন্ধু কিংবা অন্তত পক্ষে আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে না।'

'তাদের আলাপ-আলোচনা রুদ্ধ কক্ষে হয়েছে' – হাসান বলল – 'আমার ধারণা, যা কিছু সিদ্ধান্ত হওয়ার ছিল হয়ে গেছে। আমি তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেছে। অভাগা এত মদপান করেছিল যে, নেশার ঘোরে বলে দিয়েছে, তারা মুসলমান এবং মসুল থেকে এসেছে। আমাকে বলেছিল, সে আমাদের অর্থাৎ– খ্রিস্টানদের ভালবাসা দেখতে চায়। লোকটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না – লুটিয়ে – পড়ে গেল।'

'মসুল থেকে দুজন লোক এসেছিল' সুলতানকে শুধু এটুকু সংবাদ পাঠানো যথেষ্ট হবে না' – হাতেম বলল – 'আমরা সুলতানের কাছে অত্যন্ত লজ্জিত যে, তাঁর কাছে এই সংবাদটা পৌঁছাতে পারলাম না, আপনি বৈরুত অবরোধের পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। কেননা, বল্ডউইন আপনার এই পরিকল্পনার সংবাদ জেনে ফেলেছে।'

'তাতে আমাদের কোনো ত্রুটি ছিল না' – হাসান বলল – 'ইসহাক তুর্কি যথাসময়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। সে তো ধোঁকা দেওয়ার মতো মানুষ ছিল না। পথে হয়ত মরুভূমির নির্মম আচরণের শিকার হয়েছে, নাহয় ধরা পড়েছে।'

'বৈরুত অবরোধে সুলতান আইউবির যে-পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে' – হাতেম বলল – 'তার জন্য এ-সংবাদটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মসুল বৈরুতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করছে। কিন্তু চুক্তিতে কী-কী শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কী ঠিক হয়েছে, পুরো তথ্যই সুলতানকে জানানো প্রয়োজন। এ-মুহূর্তে সুলতান আইউবি বড় ঝুঁকির মধ্যে বসে আছেন। হয়ত ভাবছেন, তিনি বন্ধুদের মাঝে নিরাপদ রয়েছেন। কিন্তু আসলে তিনি শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে ছাউনি ফেলেছেন।'

হাতেম হাসানকে জিজ্ঞেস করল– 'ভেতরের সংবাদ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা করা যায় না?'

www.pathagar.com

'আলোচনা রুদ্ধ কক্ষে হয়েছে' – হাসান উত্তর দিল – 'বল্ডউইন, তার সালার কিংবা উপদেষ্টাদের তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। মসুলের দুব্যক্তির বক্ষ থেকে তথ্য বের করা যেতে পারে। আমি উপায় বের করার চেষ্টা করব। তাতে কাজ না হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করব। তারা যখন ফেরত রওনা হবে, তখন তাদের অপহরণ করে কথা বের করব। তারপর প্রয়োজন হলে মেরে ফেলব।'

'মেরে ফেললে তো আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না' – হাতেম বলল – 'বল্ডউইন ও ইয্যুদ্দীনের পরিকল্পনা জানা আবশ্যক।'

'আমি সেই চেষ্টাই করব' – হাসান বলল – 'তথ্য বের করতে না পারলে তাদের সুলতান আইউবির কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে চেষ্টা চালাও' – হাতেম বলল – 'সফল হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জানাও। আমি ভোরেই সুলতানের কাছে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তুমি যত অল্প সময়ে সম্ভব তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করো।'

'দু'আ করুন যেন সফল হতে পারি।' হাসান উঠে বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

'খ্রিস্টান কমান্ডোদের জীবিত ধরার চেষ্টা করবে' – সালার সারেম মিসরি তার গেলিরা বাহিনীর কমান্ডারদের নির্দেশনা দিলেন – 'তবে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলবে না। যেখানেই আক্রমণ করবে, কার্যকর আঘাত হানবে এবং নিরাপদে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। আক্রান্ত হলে দৃঢ়পদে লড়াই করবে এবং শত্রুকে ঘায়েল করে ফেলবে। এতগুলো সৈনিক তোমাদের উপর ভরসা করে ঘুমায় আর এতগুলো খাদ্য-সামগ্রীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও তোমাদেরই উপর ন্যস্ত।'

আপন কর্তব্যের পুরোপুরিই অনুভূতি আছে সারেম মিসরির সৈন্যদের। সুলতান আইউবি তাঁবু অঞ্চল থেকে বেশ দূরে বিভিন্ন টিলার উপর বিশ থেকে চল্লিশজন সৈনিকের কয়েকটা চৌকি স্থাপন করে রেখেছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও ছাউনি এলাকার নিরাপত্তা বিধান করা তাদের দায়িত্ব। এমনি একটা চৌকি দুশমনের নিশানায় পরিণত হয়ে গেল। চৌকির পিছনে কয়েকটা উঁচু পর্বত এবং একটা উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে বাহিনী অতিক্রম করতে পারে। এই গোপন পথটার উপর দৃষ্টি রাখার জন্যই চৌকিটা স্থাপন করা হয়েছিল। দুজন আরোহী দুটা ঘোড়া নিয়ে সেখানে সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এখন সেখানে নিত্যদিনের রুটিন হয়ে গেছে যে, প্রতিদিন সূর্য অস্ত্র যাওয়ার পর তিন-চারটা তির ছুটে আসছে এবং এক-দুজন সৈনিককে শেষ করে দিচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা ঘোড়ার গায়ে একসঙ্গে তিনটা তির এসে বিদ্ধ হলো এবং ঘোড়াটা ছটফট করে মারা গেল। তিরগুলো নিকটের পাহাড় থেকে এল এবং পরক্ষণেই অন্ধকার ছেয়ে গেল। সে-কারণে তির নিক্ষেপকারীদের খুঁজে বের করা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

একদিন সন্ধ্যার আগে চৌকির দুজন সৈনিক পাহাড়ের একস্থানে লুকিয়ে বসে পড়ল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে। দুটা তির ধেয়ে এল। দুটাই এই দু-সৈনিকের গায়ে-পিঠে আঘাত হানল। দুজনই শহীদ হয়ে গেল। ভোরে তাদের আধখাওয়া লাশ তুলে আনা হলো। রাতে নেকড়েরা লাশের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, এটা খ্রিস্টান গেরিলাদের কাজ।

একদিন দশ সৈনিকের একটা টহলদলকে অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হলো। তারা পার্বত্যাঞ্চলে ঢুকে চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একস্থানে দশ-বারো বছরের একটা কিশোর দেখা গেল। ছেলেটা সৈনিকদের দেখে দৌড়ে একটা উঁচু টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটা রাখাল হতে পারে। কিন্তু ওখানে কোনো ভেড়া-বকরি বা উট কিছুই ছিল না। সৈনিকরা সেখানে গিয়ে টিলার অভ্যন্তরে ছোট্ট একটা গুহা দেখতে পেল। ছেলেটা তারই ভিতরে ঢুকে গিয়ে থাকবে।

সৈনিকরা গুহার মুখে কান লাগাল। তারা ভিতর থেকে কথা বলার ফিসফিস শব্দ শুনতে পেল। একটা কিশোরের গুহার ভিতরে ঢুকে যাওয়া বিস্ময়কর কোনো ঘটনা ছিল না। কিন্তু সৈনিকরা ছেলেটাকে খ্রিস্টান গেরিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল। তারা অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া আসছে না। সৈনিকরা হুমকি দিল, ভিতরে যে-ই আছ বেরিয়ে আসো; অন্যথায় আমরা ভিতরে ঢুকে সবাইকে হত্যা করে ফেলব।

এবার ভিতর থেকে এক তরুণী বেরিয়ে এল এবং সৈনিকদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। পরে কেঁদে বলল, আপনারা আমাকে হত্যা করে ফেলুন আর বিনিময়ে আমার সন্তানদের রক্ষা করুন।

মেয়েটার দুটা সন্তান আছে। একটার বয়স দশ-বারো বছর, যে বাইরে থেকে ছুটে এসে গুহায় ঢুকেছে। অপরটার কয়েক মাস। মহিলা তাকে ভিতরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে।

সৈনিকরা তাকে বলল, আমরা মুসলিম সৈনিক। আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না। কিন্তু মেয়েটা একদিকে তাদের গালাগাল করছে, অপরদিকে অনুনয়-বিনয় করছে। সে জানাল, 'দুদিন আগে এ-পাড়ায় পনেরো-ষোলোজন সৈনিক আসে এবং পাড়াটা দখল করে নেয়। তারা পাড়ার প্রতিটা ঘরে তল্লাশ চালায়। আমার স্বামীকে তারা হত্যা করে ফেলে। খ্রিস্টান সৈন্যরা পাড়ার সকল শিশু-যুবক-বৃদ্ধ ও মহিলাদের একস্থানে একত্রিত করে বলল, কেউ যেন জানতে না পারে, এ গ্রামে সৈন্য আছে। তারা তাদের ও তাদের ঘোড়াগুলোর পানাহারের দায়িত্ব গ্রামবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের কমান্ডার তলোয়ার বের করে। আমার স্বামী সকলের সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। কমান্ডার তাকে বাহু ধরে টেনে আরও সম্মুখে নিয়ে তরবারির এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপর কমান্ডার সবাইকে হুশিয়ার করে দেয়, কেউ আমার আদেশ অমান্য করলে তাকেও এমন পরিণতি বরণ করতে হবে।'

www.pathagar.com

খ্রিস্টানরা গ্রামবাসীকে তাদের জন্য তিন-চারটা ঘর খালি করে দিতে বাধ্য করে এবং মেয়েদের ডেকে নিয়ে তাদের সেবা করাতে শুরু করে। এই মেয়েটা রাতে সুযোগ পেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন সে জানে না, খ্রিস্টান সৈনিকরা এখনো ওখানে আছে কি-না।

গ্রামটার অবস্থান এখান থেকে খানিক দূরে। মুসলিম সৈনিকরা মেয়েটাকে এখানেই রেখে গ্রামের দিকে চলে গেল। পাহাড়ি অঞ্চলের বাইরে বিস্তৃত একটা মাঠ। ওখানেই পনেরো-বিশটা কুঁড়েঘরের একটা পল্লী। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এই টহলদলটি অশ্বারোহী। তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে গ্রামে গিয়ে উপনীত হলো। দখলদার খ্রিস্টান সৈনিকরা এখনও গ্রামে অবস্থান করছে। তারা সম্ভবত পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

অশ্বারোহী মুসলিম সৈনিকরা গ্রাম থেকে সামান্য দূরে থাকতেই সব কজন খ্রিস্টান সৈন্য বেরিয়ে এল । তাদের সম্মুখে কয়েকটা শিশু ও বেশ কজন মহিলা। তারা শিশু ও নারীদের একজায়গায় সমবেত করে দাঁড় করিয়ে রাখল এবং নিজেরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে তাদের চারপাশে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেল। একজন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সৈনিকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল– 'তোমরা যদি আর এক পা-ও অগ্রসর হও, তা হলে আমরা তোমাদের এই শিশু ও নারীদের হত্যা করে ফেলব।'

মুসলিম সৈনিকরা বিশ-পঁচিশ পা দূরে দাঁড়িয়ে গেল। তারা মুসলিম শিশু ও নারীদের খ্রিস্টানদের হাতে খুন করাতে চাচ্ছে না।

'ওহে কাপুরুষগণ!' – সুলতান আইউবির গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার বলল– 'তোমরা যদি ক্রুশের খাতিরে লড়াই করতে এসে থাক, তা হলে বীরের মতো সম্মুখে এসে লড়াই করো। কাপুরুষের মতো নারী ও শিশুদের ঢালের পেছনে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'তোমরা ফিরে যাও' – খ্রিস্টান কমান্ডার বলল – 'আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।'

খ্রিস্টান সৈনিকরা যে-শিশু ও নারীদের পণ বানিয়ে রেখেছিল, তাদের মধ্য থেকে এক মহিলা সুলতান আইউবির সৈনিকদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলল– 'ইসলামের সৈনিকগণ! তোমরা দাঁড়িয়ে গেলে কেন? আমাদেরকে তোমাদের ঘোড়ার পদতলে পিষে ফেলো। এই কাফেরদের একজনকেও জীবিত ফিরে যেতে দিয়ো না। আমরা শিশুদেরসহ মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছি।'

খ্রিস্টান কমান্ডার পূর্ণ শক্তিতে তরবারির আঘাত হানল। মহিলার মাথাটা কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল। সুলতান আইউবির টহল সেনাদলের কমান্ডার তার সৈনিকদের তির-ধনুক বের করে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিল। তারা মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। সব কজন খ্রিস্টান সৈনিক নারী ও শিশুদের পিছনে বসে পড়ল।

www.pathagar.com

'মিথ্যা ধর্মের পুজারিগণ' – মুসলিম কমান্ডার বলল – 'সৈনিক নারী-শিশুর পেছনে লুকায় না।'

খ্রিস্টান সৈনিকরা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল, পাড়ায় পুরুষ মানুষও আছে। তারা লোকগুলোকে অনেক সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। তারাও তাদের নারী-শিশুদের জীবনহানির ভয়ে তটস্থ। ইতিমধ্যে এক নারী হুংকার ছাড়ল– 'এই কাফেরগুলো কাপুরুষ। তোমরা আমাদের জীবনের ভয় করছ কেন?' মহিলা তার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন-চার বছর বয়সের একটা শিশুকে তুলে সম্মুখে মাটিতে ছুড়ে বলল– 'আমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার এই সন্তানটাকে কুরবানি দিচ্ছি। তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো। দশজন কাফেরের জীবন হরণের লক্ষ্যে আমি আমার এই সন্তানকে কুরবান করছি।'

এক খ্রিস্টান তলোয়ার উঁচু করে মহিলাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু অতটুকু সুযোগ সে পেল না। পিছন থেকে পাড়ার সকল পুরুষ বর্শা, লাঠি এবং যে যা হাতে পেল নিয়ে এসে খ্রিস্টান সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খ্রিস্টান সেনারা আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নারী ও শিশুদের পিছনে বসে ছিল। এবার তারা গ্রামবাসীদের মোকাবেলার জন্য উঠে দাঁড়াল। অমনি মুসলিম সৈনিকরাও তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-তিনজন সৈনিক চিৎকার করে বলতে শুরু করল– 'মহিলারা পালিয়ে যাও, শিশুদের একদিকে সরিয়ে নাও।'

মুসলিম সৈনিকদের ঘোড়াগুলো মরুঝড়ের মতো ধেয়ে এল। মহিলারা শিশুদের তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজন ছাড়া সকল খ্রিস্টান সৈনিক মারা গেল। গ্রামবাসীরা তাদের লাশগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তারা জীবিত খ্রিস্টানদেরও নিজহাতে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো। কিন্তু মুসলিম সেনাদলের কমান্ডার তাদের অনেক কষ্টে বোঝাতে সক্ষম হলো, এদের মাধ্যমে এদের অন্যান্য সঙ্গীদের তথ্য বের করতে হবে; কাজেই এদের জীবিত রাখা দরকার।

জীবিত খ্রিস্টান সেনাদের সুলতান আইউবির ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দেওয়া হলো। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাদের বললেন, ভালোয়-ভালোয় তোমাদের অন্যান্য গেরিলাদের সব তথ্য বলে দাও। এরা ধরাখাওয়া পরাজিত সৈনিক। তাই হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে সকল তথ্য বলে দিল। এরা বল্ডউইনের বাহিনীর গেরিলা সৈনিক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কমপক্ষে এক হাজার গেরিলা সুলতান আইউবির ফৌজ ও রসদের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে বৈরুত থেকে প্রেরিত হয়েছে। এখনও তাদের স্থায়ী কোনো আস্তানা গড়ে ওঠেনি। তারা সমগ্র অঞ্চলে দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এভাবে ছোট-ছোট পাড়া-পল্লী দখল করে সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে এবং সুলতান আইউবির সৈনিকদের কোণঠাসা করে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

জীবিত দুই সেনাকে সুলতান আইউবির সম্মুখে হাজির করা হলো। সুলতান তাদের বক্তব্য শুনে নির্দেশ দিলেন– 'দূরে কোথাও নিয়ে এদের হত্যা করে ফেলো। এরা হত্যা ও দস্যুতার অপরাধে অপরাধী।'

সুলতান তাঁর সালারদের বললেন– 'এতে প্রমাণিত হচ্ছে খ্রিস্টান গেরিলাদের মসুল কিংবা অন্য কোনো দুর্গে অবস্থান গ্রহণের অনুমতি মেলেনি। অন্যথায় এই গ্রামটাকে আস্তানা বানাত না।' সুলতান নির্দেশ দিলেন– 'এ-ধরনের প্রতিটা গ্রামে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করে খোঁজ নাও। সৈনিকদের কঠোরভাবে বলে দাও, যেন তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার না করে। তারা তাদের ও ঘোড়ার খাদ্য ফৌজের রসদ থেকে সংগ্রহ করবে। গ্রামবাসীদের থেকে একটা দানাও যেন গ্রহণ না করে।'

◆◆◆

গোয়েন্দাদের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহে তাদের অসাধ্য সাধনও করতে হয় আবার চেষ্টা করতে হয়, যাতে ধরা না পড়ে। হাসান আল-ইদরীস গোয়েন্দা। এ-মুহূর্তে তাকে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। সারার সেই কথাগুলো তার মনে পড়ছে, যাতে স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে, ও মুসলমানদের ভালবাসে। হাসান এ-ও অনুভব করেছে, সারার মনে সন্দেহ জেগে গেছে, হাসান মুসলমান। ভাবতে-ভাবতে হাসানের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দূর থেকে ফজরের আযানের আওয়াজ ভেসে আসছে। আযানের অর্থবহ সুললিত বাক্যগুলো তার মন-মস্তিষ্কে ইসলাম ও মহান আল্লাহর মহত্ত্ব জাগিয়ে তুলল। আল্লাহই তাকে সাহায্য করতে পারেন। হাসান উঠে অজু করে কক্ষের দরজাটা বন্ধ করে দিল। খ্রিস্টানদের এই জগতে হাসান মুসলমান নয় – খ্রিস্টান। নাম হাসান আল-ইদরীস নয় – গলবার্ট জ্যাকব।

ছোট্ট একটা কক্ষে একা থাকে হাসান। কক্ষে ক্রুশের সঙ্গে হযরত ঈসার প্রতিকৃতি ঝুলানো থাকে। দেওয়ালে কোনো চিত্রকরের আঁকা মেরির ছবি। হাসান প্রতিকৃতি, ছবি ও ক্রুশটা দেওয়াল থেকে সরিয়ে খাটের তলে রেখে দিল। দরজার ভিতর দিককার শেকলটা আটকে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করল। হাসান প্রতিদিনই এভাবে লুকিয়ে-লুকিয়ে নামায পড়ে। কিন্তু আজ ফজরের নামাযে যে আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি হলো, তেমনটি অতীতে কোনোদিন হয়নি। হাসানের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এল। হাসান কুরআন তেলাওয়াত করছে। আজ আবেগ তার নিয়ন্ত্রণ মানছে না। 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন' (আমি কেবল তোমারই ইবাদাত করছি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি) বলার সময় তার কণ্ঠটা বেশ উঁচু হয়ে গেল। জীবনে তার এই প্রথমবার অনুভব হলো, যেন আল্লাহ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এত নিকটে আছেন করতে পারে।যে, ইচ্ছে করলে সে তাঁকে স্পর্শ

www.pathagar.com

নামায শেষ করে হাসান দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করল। তার চক্ষু বন্ধ হয়ে গেল। মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল–

'মুসলমানের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসার খোদা! তোমার নাম উচ্চারণকারী, তোমার রাসূলের কালেমা পাঠকারী মুসলমানরা কাফেরদের ভয়ে তোমার মসজিদে আকসায় তোমার সমীপে সেজদাবনত হতে ভয় পাচ্ছে। তোমার প্রথম কেবলা আজ বিরান হয়ে আছে। যে-ভূখণ্ড তোমার রাসূলের পদধূলিতে পবিত্র ও বরকতময় হয়েছিল, তার উপর আজ ক্রুশের ছায়া পড়ে আছে। যে বনী ইসরাইলকে তুমি বিতাড়িত করে দিয়েছিলে, তারা আজ তোমার প্রথম কেবলাকে হাইকেলে সুলায়মানি বলছে। হে আমার আল্লাহ! আমাকে তুমি তোমার বড়ত্বের প্রমাণ দাও। বলো, তুমি মহান, না-কি ইহুদিদের খোদা মহান। বলো, ঈসা তোমার কাছে আছেন, না-কি ক্রুসেডারদের ক্রুশের উপর ঝুলছেন। আমাকে তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। তোমার কুরআনের মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। তোমার রসূলের মহত্ত্বের প্রমাণ দাও। আমাকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তোমার রাসূল ও কুরআনের মহত্ত্ব বোঝাবার যোগ্যতা দান করো। যে-পাহাড়গুলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ও তোমার প্রথম কেবলার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, আমাকে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার শক্তি ও সাহস দান করো। আমাকে তুমি আলো দান করো, যেন এই ঘোর অন্ধকারের মাঝে আমি আমার কর্তব্যের গন্তব্য দেখতে পাই। আমাকে তুমি এমন কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করো, যেন আমার জীবন তোমার নামে কুরবান হয়ে যায়। তবে প্রতিশ্রুতি দাও, আমার জীবন বৃথা যাবে না। আমাকে তুমি সেই সাহস ও আলো দান করো, যার মাধ্যমে আমি তোমার জন্য শাহাদাতবরণকারী মর্দে মুজাহিদদের প্রতিফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারি। আমাকে তুমি সাহস দান করো, যেন আমি কুফরের প্রতিটি দুর্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি। তুমি আমাদের সবাইকে সাহস ও হেদায়াত দান করো, যেন আমরা আমাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারি, যেন অনাগত প্রজন্ম বলতে না পারে আমরা আত্মমর্যাদাহীন মানুষ ছিলাম। আজ পাথরের মূর্তিরাও তোমার নামে ঠাট্টা করছে। তুমি আমাকে বীরত্ব দান করো, যেন আমি এই মূর্তিগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তোমার নাম সমুন্নত করতে পারি। হে আমার আল্লাহ! অন্যথায় তুমি আমার দেহের রক্তগুলো পানি করে দাও। আমাকে এমন আত্মমর্যাদাহীন করে দাও, যেন আমি ভুলে যাই আত্মমর্যাদা কাকে বলে। তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নাও, যেন আমি ইসলামের কন্যাদের নির্লজ্জ ও বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে না পাই। তুমি আমার শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে নাও, যেন আমি তোমার নাম শুনতে না পাই, যেন আমি সেই মুসলমানদের ফরিয়াদ শুনতে না পাই, যারা ফিলিস্তিনে ইহুদি-খ্রিস্টানদের গোলাম হয়ে আছে।'

হাসানের কণ্ঠ উঁচু হয়ে গেল – 'তুমি কোথায়? তুমি কি আছ, না-কি নেই? বলো আমার আল্লাহ! বলো, আমাকে বাক্‌শক্তিদানকারী আল্লাহ! বলো, ইসলাম

www.pathagar.com

সত্য, না-কি ক্রুশ সত্য। অন্যথায় আমাকেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দাও, সত্য কে – ইসলাম না ক্রুশ। বলো, বলো।'

কণ্ঠটা ভয়ানক রূপ ধারণ করল হাসান আল-ইদরীসের। খোদার দরবারে আকুতির চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে লোকটা। এখন মনে হচ্ছে, যেন ছাদটা দুলছে। পরক্ষণেই এমন বিকট শব্দে আকাশে বজ্রপাত ঘটল যে, হাসানের কক্ষটা দুলে উঠল। হাসান কক্ষের দরজায় বিজলির ঝলকানি দেখতে পেল। এবার কণ্ঠটা আরও উঁচু করে বলে উঠল– 'হে আল্লাহ! এই বজ্র দ্বারা আমাদের মসজিদে আকসাকে ভস্ম করে দাও। মুসাফির-মনযিল উভয়কে তুমি ধ্বংস করে দাও।'

আবারও বজ্রপাত ঘটল। বৈরুতের সমুদ্রোপকূল নিকটেই ছিল। ঋতুটা নদ-নদীর শান্ত থাকার। কিন্তু এক্ষুনে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের পাহাড়সম ঊর্মিমালার ভয়ানক গর্জন এমন ধারায় হাসানের কানে এসে প্রবেশ করছে, যেন রোম-উপসাগরের ক্ষেপে-যাওয়া-ঢেউগুলো তার কক্ষের দেওয়ালের সঙ্গে আছড়ে পড়ছে। বিজলির চমক, বজ্রের গর্জন ও সমুদ্রের উতলা একত্র হয়ে মহাপ্রলয়ের রূপ ধারণ করেছে। হাসানের কণ্ঠ আরও বেশি উঁচু হয়ে গেল।

'এমনি একটা ঝড় আমার মধ্যেও তুলে দাও, যেন আমি কুফরের প্রতিটা চিহ্নকে উড়িয়ে ও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মসজিদে আকসার আঙিনায় তুমি আমার খুন বইয়ে দাও। আমি লজ্জিত যে, প্রথম কেবলার মহান প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন এখানে তোমাদের সৈনিকদের নিয়ে এলেন আর আমি তাকে সতর্ক করতে পারলাম না যে, আপনি আসবেন না; বৈরুতে আপনার জন্য ফাঁদ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমি অক্ষম ছিলাম। তবুও স্বীকার করি, এটা আমার অনেক বড় গুনাহ। তুমি আমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সাহস ও বীরত্ব দান করো। অন্যথায় আমার বিবেক আমাকে দংশন করবে যে, তোমার খোদা বলতে আসলে কেউ নেই। আমাকে তুমি এই মূর্তিগুলোর সম্মুখে লজ্জিত করো না। তুমি যদি আমার দু'আ কবুল না কর, তা হলে কেয়ামতের দিন আমার মৃতদেহে জীবন দিয়ো না। অন্যথায় আমি তোমার জামার কলার ধরে ফেলব এবং তোমার সৃষ্টিকে বলব, এই সেই খোদা, যিনি আপন রাসূলের লাজ রক্ষা করেননি। ইনি এমন এক খোদা, যিনি তাঁর রাসূলের অনুসারীদের এত অক্ষম ও অসহায় করে তুলেছিলেন যে, প্রথম কেবলা বিরান হয়ে গিয়েছিল এবং তার উপর ক্রুশের অপচ্ছায়া পতিত হয়েছিল।'

আকাশটা আবারও গর্জে উঠল। হাসানের কক্ষের দরজা-জানালা ও ছাদ সজোরে কেঁপে উঠল। ছাদের উপর এমন শব্দ হতে শুরু করল, যেন ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়-বৃষ্টিতে আসমান-জমিন কাঁপছে। ভয়ে, আবেগে হাসানের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে, যেন সে স্বপ্ন দেখছে। হাসান আল্লাহর সঙ্গে এভাবে কখনও কথা বলেনি। ইতিপূর্বে চুপচাপ নামায আদায় করে সংক্ষেপে দু'আ করে জ্যাকব হয়ে যেত।

www.pathagar.com

আজ রাত হাতেমকে রিপোর্ট করে যখন হাসান ফিরে এল, তখন তার মনের অবস্থা ছিল অন্যদিনের চেয়ে ব্যতিক্রম। তার চোখে ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু সম্মুখে এমন একটা সমস্যা যে ভাবতে-ভাবতে হাসান পাগলের মতো হয়ে গেল। তার জন্য সহজ পথ ছিল, যে সমস্যার কোনো সমাধান নেই, তা মাথা থেকে ফেলে দিত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি, আলী বিন সুফিয়ান ও তার নেতা হাতেম তো জানতেন না ইয্যুদ্দীনের দূত বল্ডউইনের কাছে এসেছে এবং কিছু একটা চুক্তি হচ্ছে। নিজে চুপ থাকলেই হতো। চাকরির বেতন-ভাতাটা তো ঘরে বসে পিতামাতা ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন। বৈরুতে নিজে থাকছে রাজার হালে। কিন্তু হাসান আল-ইদরীস একজন মর্দে-মুমিন। কর্তব্যকে নামায-রোযারই মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করে হাসান। হাসান বিশ্বাস করে, জাতির প্রতিজন সদস্য যদি ভাবে, কাজটা অন্য কেউ করবে; আমি না করলেও চলবে, তা হলে পরাজয়ই জাতির ভাগ্যলিপি হয়ে যেতে বাধ্য।

◆◆◆

হাসান রাতে একতিল ঘুমোয়নি। এখন জায়নামাযেই ঘুম চেপে ধরেছে তাকে। এই আবেগময় অবস্থায় তার চোখে ঘুম না পাবারই কথা ছিল। কিন্তু এই নামায ও দু'আর পর হাসান এমন প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করল যে, তার শান্তিময় আত্মা অস্থির দেহ ও মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়িয়ে দিল। হাসান সেখানেই কাত হয়ে পড়ে থাকল। জায়নামাযটা লুকিয়ে ঈসার মূর্তি, মরিয়মের ছবি ও ক্রুশটা খাটের তল থেকে তুলে এনে আপন-আপন জায়গায় রেখে দেবে সেই সুযোগটাও পেল না। একটা সুখনিদ্রা এসে ঝাঁপটে ধরেছে যেন তাকে। প্রয়োজন ছিল সব ঠিকঠাক করে দরজাটা খুলে রেখে জ্যাকব হয়ে শুয়ে পড়া।

হাসান স্বপ্নের জগতে চলে গেল। স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখল। জীবনে এই মসজিদটা সে একবার দেখেছিল। যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিল, তখন। মসজিদটা অনাবাদ ছিল। তার উন্মুক্ত দরজাগুলো চোখ মেলে নামাযীদের চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। কিন্তু মুসলমানরা নামায পড়ছে অন্যান্য মসজিদে কিংবা নিজের ঘরে। ইহুদি-খ্রিস্টানদের সন্তানরা মসজিদের আঙিনাকে খেলার মাঠ বানিয়ে রেখেছিল। সেখানে অসংখ্য ছেলেমেয়ে জুতাপায়ে খেলা করছিল। খ্রিস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। হাসান মসজিদে আকসার পবিত্র ভূমি ও মুসলমানদের জন্য তার গুরুত্ব ভালভাবেই জানত। সেখানে তার নাম ছিল রেল্‌ফ নেকাল্‌সন।

এখন হাসান বৈরুতে স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখছে। মসজিদের গম্বুজের উপর অনেকগুলো পায়রা বসে আছে। সবগুলো পায়রা একসঙ্গে উড়ে শূন্যে উঠে স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়ে গেল। স্ফুলিঙ্গগুলো মসজিদে আকসার আশপাশে পড়তে শুরু করল। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের একটা ভিড় বেরিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকের গায়ের পোশাকে আগুন ধরে গেছে। তারা সবাই এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। তারা চিৎকার ও হৈ-হুল্লোড় করছে। কিন্তু কারও শব্দ শোনা

www.pathagar.com

যাচ্ছে না। হঠাৎ স্ফুলিঙ্গগুলো রং-বেরঙের পাখিতে পরিণত হয়ে গেল। পাখিগুলো মসজিদে আকসার সবুজ গম্বুজের উপর গিয়ে বসতে শুরু করল। এখন মসজিদে না কোনো ইহুদি আছে, না কোনো খ্রিস্টান।

হাসান ধীরে-ধীরে মসজিদের দিকে হাঁটা দিল। আকাশটা নীল। দিনের আলোতেও নীল। মসজিদের দরজায় এমন চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে, যেন বড় একটা আয়নার উপর সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে।

হাসানের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে চোখদুটো বন্ধ করে আবার খুলল। কিন্তু এখন আর সেখানে সেই আলোর ঝিলিক নেই। দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে – সারা। সারা মিটিমিটি হাসছে। হাসান বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাঁদের মতো শাদা চাদরে আবৃতা। শুধু মুখমণ্ডল আর হাতদুটো দেখা যাচ্ছে। তার হাসিমুখের দাঁতগুলো এত শ্বেত-শুভ্র দেখাচ্ছে, যে-শুভ্রতা এই পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। সারা তার বাহুদুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল। ঠোঁটদুটো বন্ধ। কিন্তু হাসান তার সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পেল– 'এসে পড়ো; মসজিদে আকসা আমাদের। যে কাফের এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আকাশ তার উপর আগুন বর্ষণ করবে। যে-মুসলমান এই মসজিদের পবিত্রতা ভুলে গেছে, তারও উপর আগুন বর্ষিত হবে। আমি তার আঙিনাকে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে দিয়েছি। আমার সব পাপ মুছে গেছে। আসো-আসো।'

হাসানের চোখ খুলে গেল। সে আবার চক্ষু বন্ধ করে ফেলল। এই সুখময় স্বপ্ন থেকে ফিরে আসতে চাইছে না হাসান। কিন্তু মুদিত চোখে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। হাসান বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। ছাদের উপরে ও এদিক-ওদিক মুষলধারা বৃষ্টির কানফাটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে উত্তাল সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন। সমুদ্রটা এখন আগের তুলনায় বেশি ক্ষিপ্ত।

ঝড়-বৃষ্টি ও রোম-উপসাগরের এই তর্জন-গর্জনের মধ্যেই হঠাৎ হাসানের মনে হলো, কে যেন দরজায় করাঘাত করছে। এটা তার কল্পনাও হতে পারে। তবু হাসান শয্যা ছেড়ে ওঠে দাঁড়ায়। ক্রুশ ও ঈসা-মরিয়মের প্রতিকৃতিদুটো নিজ-নিজ স্থানে ঝুলিয়ে রাখল। দরজায় আবারও করাঘাত পড়ল। হাসান জায়নামাযটা ভাঁজ করে লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দিল।

দরজায় দাঁড়িয়ে সারা হাসছে। এত মুষলধারা বৃষ্টি পড়ছে যে, বারান্দার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সারার গায়ের পোশাক আর মাথার চুল থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে।

'এই ঝড়ের মধ্যে তুমি আমার কাছে এসেছ?' সারাকে ভিতরে আসতে বলে হাসান বলল।

'না জ্যাকব!' – সারা উত্তর দিল – 'আমি অন্য একজনের কাছে গিয়েছিলাম। পাইনি। লোকটা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। সারাটা রাত মদপান আর ফস্টিনস্টি করেছে। এখন লাশের মতো ঘুমোচ্ছে। জাগবে সেই সন্ধ্যায়। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিরাশমনে এদিকে চলে এসেছি। ঝড় আমাকে

www.pathagar.com

সামনের দিকে হাঁটতে দিচ্ছিল না। তোমার কাছে দিনের বেলায় এলেও তো কেউ আমাকে ঠেকাতে পারে না।'

হাসান একটা কাপড় হাতে নিয়ে সারার মাথার উপর ছড়িয়ে দিল। তারপর নিজহাতে সেই কাপড় দ্বারা তার চুলগুলো মুছে দিতে শুরু করল। হাসানের এই অকৃত্রিম আচরণ সারার ভালো লাগল। হাসান তার মুখটাও মুছে দিল। তারপর একটা চাদর ধরিয়ে দিয়ে বলল– 'আমি ওদিকে ফিরে থাকছি, তুমি ভিজা কাপড়টা খুলে এটা প্যাঁচিয়ে নাও।'

সারা পরিধানের ভিজা পোশাকটা খুলতে গিয়ে ভাবল, আমার প্রতি লোকটার ভালবাসা কি এতই আত্মিক যে, আমার দেহটার সঙ্গে এই প্রেমের কোনোই সম্পর্ক নেই? তার অন্তরটা একেবারেই মৃত? সারা যখন হাসানকে বলল, আমি কাপড় পরিবর্তন করেছি, তখন হাসান অন্যদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আনল এবং সারার ভিজা কাপড়টা বারান্দায় নিয়ে চিপে শোকাতে দিল।

'এবার বলো কোথায় গিয়েছিলে?' – হাসান জিজ্ঞেস কর – 'আর রাতে আমার চলে যাওয়ার পর কী হয়েছিল? মহিলা কি ভেতরে এসেছিল?'

'সে সূত্রেই এদিকে এসেছিলাম' – সারা উত্তর দিল – 'মহিলা কক্ষে প্রবেশ করে শর্তসাপেক্ষে আমাকে ক্ষমা করার প্রস্তাব দিল। তুমি আমার কক্ষে এসেছিলে আমি স্বীকার করিনি। তার শর্তটা শুধু এজন্য মেনে নিয়েছি যে, না হলে তোমার কথা বলতে হতো। তখন আমার সঙ্গে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হতো। আর তুমি জান, শাস্তিটা কত ভয়ানক হতো। আমি কোনো পবিত্র মেয়ে নই। তারপরও মসুলের অতিথি কিংবা অন্য কারও শয়নকক্ষে যাওয়া আমার ভালো লাগে না। আমি নর্তকী ঠিক; কিন্তু বুড়িটা আমাকে যেভাবে খেলনা বানিয়ে রাখতে চায়, আমি তা মেনে নিতে পারি না। আমার নিজের একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে। জীবনে বহু পাপ করেছি। কিন্তু কারো উপার্জন কিংবা অন্য কারও পাপের মাধ্যম হতে পারি না। মহিলা আমাকে বলল, এ-কাজে তুমিও বিনিময় পাবে। চুপি-চুপি দেব, কেউ টের পাবে না। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ঠিক আছে, তোমার কথামতো আজ রাতে আমি মসুলের একজন মেহমানের নিকট চলে যাব। কিন্তু এখন চেষ্টা করছি, সম্রাটদের বলে দেব, এই মহিলা প্রাসাদে গোপন ব্যবসা চালু করেছে।'

'আর সে বলে দেবে, রাতে তোমার কক্ষে পুরুষ মানুষ যাওয়া-আসা করছে।' হাসান বলল।

'বলুক' – সারা বলল – 'আমি এখন যেকোনো শাস্তি মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করতেও রাজী। মহিলাটার মুখোশ আমি খুলে ছাড়ব। আমি নর্তকী। বেশ্যাবৃত্তি আমি করব না।'

'আচ্ছা; নাকি আমিই এগিয়ে গিয়ে বলে দেব, রাতে তোমার কক্ষে আমি গিয়েছিলাম?' – হাসান বলল – 'বলব, তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক নয় – আবেগের সম্পর্ক আছে।'

www.pathagar.com

'একথাটা যদি বলা যেত, তা হলে আমি নিজেই বলে দিতাম, আমার কক্ষে জ্যাকব এসেছিল' – সারা বলল – 'কিন্তু এই তথ্য স্বীকার করা আর নিজেকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া হাঁকানো সমান কথা। কেউ-ই মেনে নেবে না, তোমার-আমার মাঝে আত্মিক সম্পর্ক আছে। এরা মানুষের আবেগ-চেতনা সম্পর্কে অবহিত হয়। এদের কাছে সম্পর্ক মানেই দৈহিক। তুমি এ্যালবার্তুকে চিনে থাকবে। ইতালির নাগরিক। একজন সৎ ও হৃদয়বান অফিসার। বল্ডউইনের উপর তার বেশ প্রভাব আছে। শুধু এই একজন অফিসার আছেন, যিনি আমার প্রতি পবিত্র চোখে তাকিয়ে থাকেন। আমি তাকে রাতের ঘটনা শোনাব এবং নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা করব। যদি আমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তা হলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব। সমুদ্র যদি আমার লাশটা উগরে দেয়, তা হলে হয়ত তুমি আমাকে দেখবে। অন্যথায় এখনই বিদায়। পরে রোম-উপসাগরের মাছ খেলে তাতে আমার দেহের ঘ্রাণ পাবে।'

'সারা!' – হাসান বলল – 'তুমি খ্রিস্টান নও। তোমার সহকর্মীদের মধ্যে একটা মেয়েও এমন নেই, যে দৈহিক বিলাসিতা আর উপহার-উপঢৌকনের প্রস্তাব তোমার মতো প্রত্যাখ্যান করবে। আজ অবধি তুমি আমার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছ, তাতে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, তোমার শিরায় মুসলমানের রক্ত আছে। সেই রক্তই আজ তোমার মধ্যে টগবগ করছে। বলো, আমি কি মিথ্যে বলছি?'

সারা কাতর চোখে হাসানের প্রতি তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'শোনো জ্যাকব!...'

'আমি জ্যাকব নই সারা!' – সারার কথা কেটে হাসান বলল – 'আমার নাম হাসান আল-ইদরীস। বাড়ি সিরিয়া। এখানে এসে জ্যাকব গলবার্ট হয়েছি।'

'গোয়েন্দা?'

'অন্য কোনো কারণও হতে পারে' – হাসান বলল – 'গুপ্তচরবৃত্তিই একমাত্র কারণ নয়। দেখো, আমরা দুজন একজন অপরজনের আত্মায় ঢুকে পড়েছি। তার কারণ, আমরা উভয়ে মুসলমানের সন্তান।'

জ্যাকব গোপন একটা জায়গা থেকে জায়নামাযটা বের করল। একস্থান থেকে একটা পাথর সরিয়ে তার পিছন থেকে ক্ষুদ্র এক কপি কুরআন হাতে তুলে নিল। জায়নামায ও কুরআনখানা সারাকে দেখিয়ে বলল– 'এগুলো ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এই মূর্তি, এই ছবি, এই ক্রুশ প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।'

'আমি যদি কাউকে বলে দিই, তুমি খ্রিস্টান নও – মুসলমান, তা হলে কী করবে?' – সারা হেসে জিজ্ঞেস করল – 'তুমি গোয়েন্দা হতে পার না। গোয়েন্দারা নিজেদের এভাবে প্রকাশ করে না।'

'বলে দাও' – হাসান বলল – 'আমি তোমার চোখের সামনে এই ঝড়-তুফানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাব। তবে সারা! আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তুমি বলবে না।'

www.pathagar.com

হাসান আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজের হাতদুটো একত্রিত করে পেয়ালার মতো করে সারার মুখমণ্ডলটা তাতে নিয়ে কাছে টেনে আনল। তার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ, অথচ ক্রিয়াশীল ও জাদুময় কণ্ঠে বলল– 'আমি জানি, তুমি কাউকে বলবে না, লোকটা জ্যাকব নয় – হাসান। তুমি বলতে পারবেই না। আমাদের শিরায় আল্লাহর রাসূলের প্রেমিকদের রক্ত আছে। এই রক্ত শাদা হতে পারে না। এই রক্ত কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না।'

হাসানের চোখদুটো সারার চোখে আটকে গেল। সারা অনুভব করতে শুরু করল, যেন এই সুদর্শন যুবকটা সুন্দর একটা ভূতের মতো তার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপর জেঁকে বসেছে। হাসান বলল– 'তুমি নাচের জন্য নয় – মসজিদে আকসাকে কাফেরদের দখলমুক্ত করতে জন্মলাভ করেছ। আল্লাহ আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। এখন আর বলো না তুমি মুসলমান নও। বলতে পারবেই না। কথা বলো সারা! আমি তোমাকে আমার তথ্য দিয়ে দিয়েছি। এবার তুমি তোমার তথ্য দাও। তোমার দেহের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার আত্মাটাকে আমি পবিত্র দেখতে চাই।'

সারার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল। টলটল করে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। ক্ষীণস্বরে বলল– 'হ্যাঁ; হাসান! আমি মুসলমান। আমি আমার পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। আমি সারা নই – সায়েরা।'

'পাপটা যারই থাকুক' – হাসান বলল – 'আজ পর্যন্ত আমি তোমার যেসব কথাবার্তা শুনেছি এবং তুমি যে-ধারায় কথা বলছিলে, তাতেই আমি ধরে নিয়েছি সেই পাপ তোমাকে দংশন করছে। তুমি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিলে। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই দংশন তোমাকে অস্থির করে রাখছে।'

'যখন থেকে তুমি আমার আত্মাটাকে পবিত্র ভালবাসায় ধন্য করেছ, আমার কাছে ভোগ-বিলাসিতার এই জীবনটা জাহান্নামের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক অনুভব হতে শুরু করেছে। আমি পাপের মধ্যে লালিতা হয়ে বড় হয়েছি এবং পাপের মধ্যেই যৌবন লাভ করেছি। সেই পাপের সৌন্দর্য আজ বিষাক্ত নাগিনী হয়ে আমাকে দংশন করছে। এখন আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

নিজের জীবন হরণ করাও পাপ' – হাসান বলল – 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। এটা তাঁর ওয়াদা। তুমি পাপের কাফফারা আদায় করো। তোমার সকল অস্থিরতা ও অশান্তি শান্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।'

'বলো কী করব?' – সারা চোখের অশ্রু মুছতে-মুছতে বলল – 'নামায পড়ব? দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাব? বলো হাসান! আমি কীভাবে পাপের কাফফারা আদায় করব?'

'গুপ্তচরবৃত্তি' – হাসান উত্তর দিল – 'মাত্র একবার – প্রথম ও শেষবার। আগে লক্ষ্য বুঝে নাও। মানুষের লক্ষ্য যত মহৎ হয়, মানুষ তত মহান হয়। জান, নুরুদ্দীন জঙ্গির লক্ষ্য কী ছিল? সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির লক্ষ্য কী?

www.pathagar.com

এ তো অনেক বড় লোকদের কথা। তাদের মোকাবেলায় আমি কিছুই না। তার পরও তুমি আমার ব্যক্তিসত্তায় ও আমার চোখে এমন প্রভাব দেখে থাকবে, যা তোমার থেকে সত্য বের করিয়ে ছেড়েছে। এটা মূলত আমার ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া নয়। এটা আমার জীবনের লক্ষ্যের ক্রিয়া, যা আমার কাছে ঈমানের চেয়েও বেশি প্রিয়। আমার লক্ষ্যের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার কারণেই তোমার এই রূপ-যৌবন আমার উপর ক্রিয়া করতে পারেনি। কেন পারেনি? কারণ, আমি মানুষ ও বস্তুকে আত্মার চোখে দেখি।'

'আমি সুলতান আইউবির লক্ষ্য ভালভাবে জানি' – সারা বলল – 'এ-ও জানি, খ্রিস্টান শাসকবর্গ মুসলিম আমির ও শাসকদের সাহায্য ও বিলাসিতার উপকরণ দিয়ে তাদেরকে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে। আমি আরও জানি, ক্রুসেডাররা ইসলামি জগতটাকে ক্রুশের ছায়ায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে। হাসান! সুলতান সালাহুদ্দীন ও খ্রিস্টানদের এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমি এখানে এসে জানতে পেরেছি। অন্যথায় আমিও ক্রুশের বানে ভেসে গিয়েছিলাম। এই বান আমাকে এ-পর্যন্ত ভাসিয়ে এনেছে। শোনো হাসান! আজ কিছুদিন হলো মসজিদে আকসা আমার হৃদয়ের উপর জয়ী হয়ে আছে। দুরাত আমি স্বপ্নে মসজিদে আকসা দেখেছি। এ-যাবত চর্মচক্ষে আমি এই মসজিদটি দেখিনি। আমি জানি না মসজিদে আকসা দেখতে কেমন। স্বপ্নে দেখেছি, ভেতরে গিয়েছি। মসজিদটি বিরান। আমি একটি কণ্ঠ শুনতে পেলাম– 'এটি তোমার খোদার ঘর। তুমি একে আবাদ করো।' আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে শুরু করলাম শব্দটা কোন দিক থেকে এল। এমন সময় আমার চোখ খুলে গেল। শব্দটা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল। আচ্ছা, আমি কি একেই আমার লক্ষ্য বানাতে পারি না?'

'এটা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য' – হাসান বলল – 'কিন্তু এর জন্য বহু কুরবানি দিতে হবে। আমি বৈরুতে প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকি। যেদিন ধরা পড়ব, সেই দিনটা হবে আমার জীবনের শেষ দিন।'

'আমি কুরবানি দিতে প্রস্তুত আছি' – সারা বলল – 'আমাকে দায়িত্য বুঝিয়ে দাও।'

'ওই বৃদ্ধা তোমাকে মসুলের যে-দূতের মনোরঞ্জনের জন্য যেতে বলেছে, তুমি তার কাছে চলে যাও।' হাসান বলল।

সারা বিস্ময়াভিভূত অপলক নয়নে হাসানের প্রতি তাকিয়ে থাকল, যেন তার চোখদুটো আটকে গেছে।

'হ্যাঁ; সারা!' – হাসান বলল – 'এই ত্যাগ তোমাকে দিতেই হবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মেয়েদের কোথাও পাঠান না। তিনি বলে থাকেন, একজন নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি একটা শক্ত দুর্গ শত্রুকে দিয়ে দিতে রাজী। আমরা নারীর সম্ভ্রমের সংরক্ষক। কিন্তু সারা! তুমি এখানে উপস্থিত আছ। এই মুহূর্তে আমাদের যে-কাজটি না করলেই নয়, সেটি কেবল তোমার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হতে পারে। কোনো পুরুষের বিনোদনের উপকরণ হওয়া

www.pathagar.com

তোমার পক্ষে নতুন কোনো বিষয় নয়। আমি তোমাকে দু-একটি কৌশল বলে দেব, যার মাধ্যমে তুমি বৃদ্ধের বক্ষ থেকে তথ্য বের করে আনতে পারবে এবং নিজের সম্ভ্রমও রক্ষা করতে পারবে। তোমার লক্ষ্য অতিশয় পবিত্র ও মহান। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তোমার ইজ্জতের হেফাজত করবেন।'

'বলো কী করতে হবে? আমি একটা কুলটা মেয়ে। আল্লাহ যদি আমার থেকে এই কুরবানি নিয়ে খুশি হন, তা হলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।'

'মনোযোগসহকারে শোনো' – হাসান বলল – 'এই দূতগণ মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের পক্ষ থেকে এসেছে। আমি নিশ্চিত, তারা বল্ডউইন থেকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে সাহায্য নিতে এসেছে। এ-সময়ে আমাদের বাহিনী নাসিবা নামক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে। সুলতান আইউবি এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের মাঝে অবস্থান করছেন। কিন্তু আসলে তিনি তাঁর মুসলিম শত্রুদের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। খ্রিস্টানরা কীরূপ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং মসুল, হাল্‌ব ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে, এসব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে সুলতানকে জানাতে হবে।'

হাসান বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে সারাকে কর্তব্য বুঝিয়ে দিল এবং শেষে বলল– 'তুমি আত্মহত্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। আমি তোমাকে পবিত্র ও আনন্দময় জীবনে প্রবেশ করাচ্ছি। তুমি নির্যাতিতা মেয়ে। সম্ভবত শৈশবে কোনো কাফেলা থেকে খ্রিস্টানরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছিল। তারাই তোমাকে পাপের জীবনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

না, হাসান!' – সারা বলল – 'আমি নিজেই নিজেকে অপহরণ করেছিলাম। সেই কাহিনী পরে একসময় শোনাব। এখন আমাকে কাজ করতে দাও। দু'আ করো আল্লাহ যেন আমাকে সফল করেন এবং আমি আমার জীবনের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করতে পারি।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। সারা নিজের পোশাক পরিধান করে হাসানের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। যে-ভবনটাতে তার কক্ষ, সেই ভবনে প্রবেশ করামাত্র বৃদ্ধাকে পেয়ে গেল। বৃদ্ধা সারাকে দেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল– 'রাতে প্রস্তুত থাকবে; আমার লোকেরা মসুলের এক দূতের সঙ্গে কথা পাকা করেছে। আজ রাত না কোথাও নাচ-গান হবে, না জেয়াফত আছে। আমি তোমাকে তার কক্ষে দিয়ে আসব।'

'আমি প্রস্তুত থাকব।' সারা হাসিমুখে বলল।

◆◆◆

মসুলের দূতদুজন যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ে। তারা নিজেদের ও ইয্যুদ্দীনের ঈমান বিক্রি করতে এখানে এসেছে। এসেছে গাদ্দারিতে সফল হওয়ার জন্য খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনের সাহায্য নিতে। এই সম্রাট নিজের স্বার্থে ও মুসলিম শাসকদের পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে রাখার লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা

www.pathagar.com

দিয়ে আসছেন। এই মুসলমান দূতদের মাঝে না ঈমান অবশিষ্ট আছে, না ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদার অনুভূতি। সম্রাট বল্ডউইনের মদদে পুষ্ট হয়ে বিলাসী জীবন লাভ করা-ই এখন এদের একমাত্র সাধনা। বল্ডউইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের পর বৈরুত নগরী ও সমুদ্রভ্রমণের জন্য এখনও তারা রয়ে গেছে। এ-সময়ে মহলের মেয়েদের নেত্রী বৃদ্ধা মহিলা একজন লোকমারফত প্রস্তাব পাঠাল, আপনারা চাইলে আমি এমন রূপসী মেয়ের ব্যবস্থা করে দেব, যেমনটা জীবনে কখনও দেখেননি। প্রস্তাব পেয়ে তাদের জিভে পানি এসে গেল। বিনিময় নির্ধারণের পর চুক্তি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। তাদেরই একজনের কাছে পাঠানোর জন্য সারাকে প্রস্তুত করা হলো।

রাতে কালো চাদরে ঢেকে সারাকে মসুলের এক দূতের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। দূত – যে কিনা মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা ও পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধ – গত রাতে মাত্রাতিরিক্ত মদপান করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। কিন্তু আজ নিজকক্ষে বসে ধীরে-ধীরে অল্প-অল্প পান করছেন। কক্ষে বসে তিনি এমন এক নর্তকীর আগমনের অপেক্ষা করছেন, যার রূপের বিবরণ শুনে তার মাথাটা গরম হয়ে আছে।

দূতের কক্ষের দরজা খুলে গেল। একটা মেয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। মেয়েটা আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃতা। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দূত মেয়েটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হলো এবং তার মুখমণ্ডল আবরণমুক্ত হওয়ার আগেই অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বৃদ্ধ নিজের বয়সের কথা ভুলে গেল।

সারা তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গায়ের কালো চাদরটা খুলে দূরে ফেলে দিল এবং দূতের মুখের প্রতি তাকাল। সহসা বিস্ময়ে মেয়েটার মুখ পাংশু হয়ে গেল। মাথাটা অবনত করে পিছন দিকে সরে যেতে শুরু করল। সরতে-সরতে তার পিঠ দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকে গেল। সারার অনাবৃত মুখটা দেখার পর দূতও হঠাৎ চমকে উঠে মনে-মনে বলে উঠল– 'সায়েরা!'

সারার মুখে কোনো কথা নেই, যেন তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধের প্রতি। দূত ভয়জড়িত ও বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল– 'সায়েরা? তুমি সায়েরা?' পরক্ষণে মুখে জোরপূর্বক হাসি টেনে বলল– 'না; মানে আমার একটা মেয়ে আছে; দেখতে ঠিক তোমার মতো। তার নাম সায়েরা। তোমাকে দেখে হঠাৎ মনে হলো, তুমিই বুঝি সায়েরা।'

'আমিই আপনার কন্যা সায়েরা' – হঠাৎ সারার জবান খুলে গেল। ঘৃণায় দাঁত কড়মড় করল – 'আমিই আপনার কন্যা। যারা মহলে-মহলে অন্যের মেয়েদের নাচিয়ে বেড়ায়, তাদের মেয়েরাও নাচতে পারে। আমি এক আত্মমর্যাদাহীন পিতার আত্মমর্যাদাহীন কন্যা।'

ইয্যুদ্দীনের দূত অকস্মাৎ কেঁপে উঠল এবং খাটের উপর লুটিয়ে পড়ার মতো করে বসে পড়ল। মুখে কোনো কথা নেই। সারা তার কন্যা। পিতা-কন্যার বিরহ ঘটেছে দু-বছর আগে।

www.pathagar.com

'ঈমান নিলামকারীদের কন্যারা ঈমান নিলামকারীই হয়ে থাকে' – সারা অগ্রসর হয়ে পিতার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় দাঁত কড়মড় করতে শুরু করল – 'নিজের আত্মমর্যাদা ও ইজ্জতের পরিণতি দেখো। আজ তুমি আপন কন্যার সম্ভ্রমের খরিদ্দার! তোমার মেয়ে তোমারই শয্যায় ভাড়ায় রাত কাটাতে এসেছে!' সারা বিদ্যুদ্গতিতে নিজের একটা হাত সম্মুখে এগিয়ে ধরল– 'দাও; আমার পারিশ্রমিক বের করো; আমি তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে এসেছি।'

'তু... তু...'– সারার পিতার মুখ দিয়ে কথা সরছে না – 'তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলে। আমি নই – তুমিই আত্মমর্যাদাহীন।'

'যে পিতা যুবতী কন্যার সামনে কন্যার বয়সী মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করতে পারে এবং আপন কন্যার বয়সী মেয়েদের নাচাতে ও মদপান করে মাতাল হয়ে তার সঙ্গে কন্যার সম্মুখে অসদাচরণ করতে পারে, সেই পিতার কন্যা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না। তার কন্যাও নর্তকী কিংবা বেশ্যা হতে বাধ্য। পিতা যদি সেই কন্যাকে বিবাহও দিয়ে দেয়, তো সে স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে এবং তলে-তলে একাধিক পুরুষের শয্যায় রাত কাটায়। আমি তোমাকে তোমার অতীত আর আমার নিজের বর্তমান বলছি। আমি দামেশ্কে তোমার ঘরে যখন বুঝমান হই, তখনই তোমাকে নারী নিয়ে ফুর্তি করতে দেখি। নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর পর তুমি আল-মালিকুস সালিহ'র সঙ্গে হাল্ব পালিয়ে গিয়েছিলে। আমাকে ও মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে। হালবে গিয়ে মদও পান করতে শুরু করেছিলে। তখন আমি কিশোরী ছিলাম। তোমার কাছে খ্রিস্টানরা আসা-যাওয়া শুরু করেছিল। তোমার ঘরে মদ ও নাচ-গানের আসর বসতে শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টানরা আমার সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করলে তুমি খুশি হয়েছিল।

'তারপর আল-মালিকুস সালিহ মারা গেলেন। তোমার কাছে খ্রিস্টানদের আনাগোনা আরও বেড়ে গেল। তুমি আগের চেয়ে বেশি বিলাসী হয়ে উঠেছিলে। ইয্যুদ্দীন তোমাকে অনেক বড় পদমর্যাদা দান করলেন। আমি তোমার নর্তকী মেয়েদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে লাগলাম। তাদের থেকেই আমি নাচ শিখেছি। তুমি জানতে পেয়ে খুশি হয়েছিলে। খ্রিস্টানরা তোমার সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে; তুমি আপত্তি করনি। তার কারণ, তারা আমার বিনিময়ে তোমাকে ইউরোপের একটা মেয়ে দান করেছিল। তুমি তোমার ঈমান বিক্রি করে ফেলেছ। সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ। তোমার নীতি-নৈতিকতা সব শেষ হয়ে গেছে। নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত পাপের পথে ছেড়ে দিয়েছ। তারপর খ্রিস্টানরা আমাকে সবুজ বাগান দেখাল।

'আমি তোমার সংসারকে বিদায় জানিয়ে স্বপ্নের স্বর্গের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আজ রাতের মতো এরূপ আর কজনের শয়নকক্ষে রাত কাটিয়েছি, আমাকে সে প্রশ্ন করো না। সেই খ্রিস্টান আমাকে ভালবাসার ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করে ফেলল। আমি তোমার মতো বিত্তশালীদের বিনোদনের উপকরণ হয়ে

www.pathagar.com

বৈরুত এসে পৌঁছি। এখানে আমি রাজনর্তকী। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমার পিতা আমার সম্ভ্রমের গ্রাহক।'

ইয্যুদ্দীনের দূত কপালে হাত ঠেকিয়ে বসে আছে। শরীরটা তার কাঁপছে।

'আজ তুমি তোমার ঈমানের মূল্য উসূল করতে এসেছ' – সারা তাচ্ছিল্যমাখা কণ্ঠে বলল – 'তুমি ফিলিস্তিন ও প্রথম কেবলা বিক্রি করতে এসেছো। তুমি নিজকন্যার মূল্য আদায় করতে এসেছ।' সারার কণ্ঠ তুঙ্গে উঠে গেল – 'এটা আমার জীবনের শেষ রাত। আমি পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করে এই জগত থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

সারার পিতা ধীরে-ধীরে মাথা তুলল। তার দুচোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে-গড়িয়ে গণ্ডদেশ ভিজিয়ে ফেলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়াল থেকে ঝুলন্ত তরবারিটা খুলে হাতে নিল। খাপ থেকে বের করে অস্ত্রটা সারার দিকে এগিয়ে ধরল– 'এই নাও; নিজহাতে আমাকে শেষ করে দাও। সম্ভবত এতেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।'

সারা পিতার হাত থেকে তলোয়ারটা নিয়ে নিল– 'আজ আল্লাহর রাসূলের উম্মত এমন এক অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে যে, পিতা কন্যার হাতে তরবারি ধরিয়ে দিয়ে 'যাও; প্রথম কেবলাকে এই তরবারি দ্বারা মুক্ত ও আবাদ করো' না বলে বলছেন, 'নাও; এই তরবারি দ্বারা আমাকে খুন করো, আমার পাপের কাফফারা আদায় করো।'

পিতার আবেগময় অবস্থা ও অশ্রুসজল চোখ দেখে সারার বলার ধরন পালটে গেল। হৃদয়ে পিতার শ্রদ্ধাবোধ ফিরে এল। কণ্ঠটা শান্ত করে বলল– 'মৃত্যুবরণ করে গুনাহের কাফফারা আদায় করা যায় না। একটা পন্থা এ-ও আছে, বেঁচে থাকুন এবং দুশমনকে হত্যা করুন। বলব কী করবেন?'

পিতা পরাজিত সৈনিকের মতো মেয়েরে পানে তাকাল।

'সম্রাট বল্ডউইনের সঙ্গে আপনার যে-চুক্তি হয়েছে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করার লক্ষ্যে যে-পরিকল্পনা স্থির হয়েছে, তা আমাকে বলে দিন' – সারা বলল – 'আমি সুলতান আইউবিকে এই তথ্য পৌঁছিয়ে দেব। এ-মুহূর্তে এর চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহ আপনার সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন।'

পিতা নীরবে কথা শুনছে। সারা বলল– 'অন্যথায় আসুন আমরা উভয়ে এখান থেকে পালিয়ে মুক্তি লাভ করি এবং সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে গিয়ে আপনি তাকে সব খুলে বলবেন।'

'আমি প্রস্তুত' – পিতা বলল – 'কিন্তু এখান থেকে আমরা বের হব কীভাবে?'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সারা বলল।

পিতা কন্যাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বৃদ্ধা বেজায় আনন্দিত, সে অনেক মোটা একজন খদ্দের পেয়ে গেছে এবং সারার মতো রূপসী মেয়ে তার শয্যায় রাত কাটাতে চলে গেছে। এখন মনে

www.pathagar.com

তার শুধুই আনন্দ। মহিলা জানে, সারা সকালে ফিরে আসবে। কিন্তু সারা রাতের বাকি অংশটুকু অতিবাহিত করেছে হাসান আল-ইদরীসের কক্ষে – পরিকল্পনা প্রণয়নে। সারা হাসানকে বলল– 'রাত কাটাতে যার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমার পিতা। শুনে হাসানের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। সারা হাসানকে তার পিতার চরিত্র ও নিজের ইতিবৃত্ত শোনাল। সারা জানাল, তিনি এখান থেকে পালিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে চলে যেতে প্রস্তুত আছেন।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার লক্ষ্য পবিত্র' – হাসান বলল – 'আমি আশাবাদী, আল্লাহ তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করবেন। আমি তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং প্রস্তুত থাকতে বলব।'

দিনের বেলা হাসান সারার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং কথা বলে তার আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলল। হাসান অনুভব করল, লোকটা খুবই অনুতপ্ত। হাসান তাকে পালাবার সহজ পন্থা বলে দিল।

সারার পিতাকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে হাসান সারার সঙ্গে দেখা করল। সারার পিতা তার মেজবানদের কাছে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন, আমি একটু বেড়াতে যেতে চাই। তাকে ঘোড়া দেওয়া হলো। সঙ্গী দূতকে বলে গেলেন, আমি সন্ধ্যানাগাদ ফিরে আসব। তিনি ঘোড়ায় চড়ে শহর থেকে বেরিে গেলেন।

হাসান ঘোড়ায় চড়ে একস্থানে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা লুকিয়ে আছে অন্য একটা জায়গায়। তিনজন একত্র হলো। সারার পিতা তাকে নিজের ঘোড়ায় বসিয়ে নিলেন। তারা নাসিবা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

তারা অতি সাবধানে পথ চলতে থাকল। অনেক পথ অতিক্রম করার পর এবার দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকাল। সফর অনেক দীর্ঘ। কিন্তু এপথ তারা এক দিন ও এক রাতে অতিক্রম করে ফেলল।

সম্রাট বল্ডউইন আকাশটা মাথায় তুলে নিলেন এবং বৈরুতের গোয়েন্দাদের জন্য তিনি গজবরূপে আবির্ভূত হলেন। মসুলের এক দূত পালিয়ে গেছে। এক রাজনর্তকী – যার সঙ্গে বল্ডউইনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল – নিখোঁজ। গলবার্ট জ্যাকব নামক এক নিরাপত্তা কর্মীও উধাও। তিনজনের একজনেরও কোনো সন্ধান মিলছে না। বৃদ্ধার জবানও বন্ধ। সারাকে সে রাতে পালিয়ে যাওয়া দূতের কক্ষে প্রেরণ করেছিল, এ-তথ্য দিতে ভয় পাচ্ছে মহিলা।

বৈরুতে মাত্র একজন মানুষ জানে, এই তিন ব্যক্তির কী হয়েছে এবং কোথায় আছে। তার নাম হাতেম। কিন্তু হাতেম তো অখ্যাত একজন মুচি। তাকে তারাই চেনে, যারা তার দ্বারা ছেঁড়া জুতায় তালি লাগায়। আর চেনে মুচি হিসেবে। কেউ কি জানে, এই ছাপোষা নিরীহ মানুষটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির একজন গোয়েন্দাকর্মকর্তা, বৈরুতের সব খবরাখবর যিনি পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন আইউবির কানে?

কোনো কিনারা করতে ব্যর্থ হলো বৈরুতের গোয়েন্দারা।

www.pathagar.com

হাসান আল-ইদরীস, সারা ও সারার পিতা সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছে গেছে। সুলতান তাঁর অভ্যাসমতো তাঁবুতে পায়চারি করছেন। সারার পিতা আইউবিকে বল্ডউইনের সঙ্গে তাদের চুক্তি ও পরিকল্পনার বিবরণ দিলেন। সুলতান আইউবি তৎক্ষণাৎ তাঁর সালারদের তলব করলেন। মানচিত্রটা সামনে মেলে ধরে তাদেরকে খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা বোঝাতে শুরু করলেন এবং তার বিপরীতে নিজের পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন।

হাল্‌ব ও মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন খ্রিস্টানদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে এ সংবাদে সুলতান আইউবি বিচলিত বা বিস্মিত হননি। খ্রিস্টানদের সঙ্গে তলে-তলে খাতির পাতানো সে-কালের ছোট-বড় মুসলিম আমিরদের রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তার একমাত্র কারণ ছিল, সুলতান আইউবি তাদের সবাইকে এক খেলাফতের অধীনে এনে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আমিরগণ আপন-আপন রাজ্য বহাল রেখে তার শাসক হয়ে থাকাকে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততেই হবে।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন। ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন ও নিরাপত্তার দিক থেকে এদের রাজ্য মসুল ও হাল্‌ব ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। খ্রিস্টানদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল, কীভাবে মুসলমানদের এই অঞ্চলদুটি দখল করা যায় কিংবা সুলতান আইউবির নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা যায়। সুলতান আইউবি যদি এই দুটি অঞ্চল দখল করে নিতে পারেন, তা হলে সৈন্য ও রসদ ইত্যাদির জন্য তা এমন দুটি আস্তানা হয়ে যায়, যেখান থেকে তিনি অতি সহজে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন।

'কাবার প্রভুর কসম! আমি হাল্‌ব-মসুল দখল করতে চাই না' – সুলতান আইউবি বারকয়েক বললেন – 'আমি কোনো মুসলিম প্রজাতন্ত্রের উপর দিয়ে বাহিনী অতিক্রম করাতেও পছন্দ করি না। আমার একটাই কামনা, এই আমির ও শাসকরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক। তারা সবাই বাগদাদের খেলাফতের অনুগত হয়ে যাক, যা কিনা কুরআনেরই নির্দেশ। আমি তাদেরকে

www.pathagar.com

আমার পদানত করে রাখব না। আমি খলীফা নই – খলীফার একজন অনুসারী ও সেবক মাত্র।'

'কিন্তু তাদের ভয় হলো, খেলাফতের অধীনে চলে এলে তাদের বিলাসিতা আর এখন খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে নারী ও মদের যে --উপঢৌকন পেয়ে আসছে এসব বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ক্ষমতা আর জগতের মিথ্যা আড়ম্বর ও ভোগ-বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের দৃষ্টিতে সালতানাতে ইসলামিয়ার কোনো মর্যাদা নেই।'

১১৮৩ সালের শুরুর দিক। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নাসিবার সেনাছাউনিতে অবস্থান করছেন। এখান থেকেই তার বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে রওনা হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি মুসলিম আমির-শাসকদের নিয়তে গড়বড় লক্ষ করছেন। তিনি জানবার চেষ্টা করছেন, হাল্‌ব ও মসুলের দুই গবর্নরের গোপন তৎপরতাটা কী এবং খ্রিস্টানরা কী পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে।

গোয়েন্দা হাসান আল-ইদরীস বৈরুত থেকে এসে তাঁকে পূর্ণ তথ্য দিয়েছে। সুলতান আইউবি এখন ইয্‌যুদ্দীন-ইমাদুদ্দীনের অবস্থান ও খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। হাসান আরও একটা কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছে যে, সে ইয্‌যুদ্দীনের এক সামরিক উপদেষ্টা ও তার এক কন্যাকে – যে কিনা এক সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে খ্রিস্টানদের ওখানে নর্তকীর কাজ করছিল – সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। হাসান আল-ইদরীস সুলতান আইউবির কাছে এসে জানাল, ইয্‌যুদ্দীন বৈরুতে খ্রিস্টানদের কাছে সাহায্যের জন্য দুজন দূত প্রেরণ করেছেন। এই তথ্যে সুলতান বিস্মিত হননি। তবে তথ্যটা ছিল তাঁর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তৎক্ষণাৎ সালারদের ডেকে পাঠালেন এবং মানচিত্রটা সামনে নিয়ে তাদেরকে খ্রিস্টানদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন।

ইয্‌যুদ্দীনের যে-দূত বৈরুতে খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে গিয়েছিল, তার নাম এহতেশামুদ্দীন। সুলতান আইউবির কাছে তার মর্যাদা একজন বন্দির সমান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুলতান তাকে সম্মানের সাথে আপন সালারদের সঙ্গে বসালেন। এহতেশামুদ্দীনকে প্রায় সকল সালারই চিনেন। কেউ-কেউ তার প্রতি তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাচ্ছেন। আবার কারও চেহারায় আনন্দের দ্যোতি যে, এহতেশামুদ্দীন তাদের মাঝে উপবিষ্ট এবং তাদের কয়েদি হয়েছে। সুলতান আইউবি হাসান আল-ইদরীসের রিপোর্ট শুনেছেন।

'আমি আশা করি, আমাদের বন্ধু এহতেশামুদ্দীন নিজেই আপনাদের বলবে ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের নিয়ত কী' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি এহতেশামুদ্দীনের উপর এই অভিযোগ আরোপ করব না যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খ্রিস্টানদের সাহায্য নিতে গিয়েছিল। তাকে মসুলের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীন প্রেরণ করেছিল। এ তো ইয্‌যুদ্দীনের কর্মচারী।'

'সুলতানে মুহতারাম!' – এক সালার বললেন – 'আমি আশা করি, আপনি আমাকে বলতে নিষেধ করবেন না যে, এহতেশামুদ্দীন তার সরকারের সাধারণ

www.pathagar.com

কোনো কর্মচারী নয়। লোকটা ইয্যুদ্দীনের সামরিক উপদেষ্টা, একজন সেনা অধিনায়ক। গভর্নরকে খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ তার না দেওয়া উচিত ছিল।'

'আমাকে আদেশ করা হয়েছিল' – এহতেশামুদ্দীন উত্তর দিলেন – 'আমি যদি আদেশ অমান্য করতাম, তা হলে...।'

'তা হলে আপনাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো' – এক নায়েব সালার বললেন – 'আপনি মৃত্যুর ভয়ে আপনার রাজার এমন একটা আদেশ মান্য করেছেন, যা কিনা আপন জাতি ও ধর্মের ধ্বংসের কারণ। আমরা কি বাড়ি–ঘর, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে এবং স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে ইসলাম ও দেশ-জাতির জন্য কাজ করছি না? দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত আমরা এই পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ফিরছি এবং এই পাথুরে জমিনের উপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি। অথচ আপনারা কিনা হালবের প্রাসাদে রাজা-রাজপুত্রদের মতো জীবন যাপন করছেন। আপনারা মদপান করছেন, ইহুদি-খ্রিস্টান ও মুসলমান রূপসী নর্তকীরা আপনাদের মনোরঞ্জন করছে। আপনারা পালঙ্কের উপর নরম গালিচায় ঘুমোচ্ছেন। আর আমরা কিনা এই বন-বাদাড়ে, পাহাড়-জঙ্গল-মরুবিয়াবানে মরতে বসে আছি। আমাদের সহকর্মীদের লাশ কোথায়-কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা জানি না। আমাদের সৈনিকদের হাড়-কঙ্কাল সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কোনো শহীদের হাড় চোখে পড়লে আপনি বলবেন, এটা মানুষের নয় – পশুর হাড়। ভোগ-বিলাসিতা আপনাদের হৃদয়ে শহীদদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থাকতে দেয়নি। আপনারা শত্রু-বন্ধুকে এক করে ফেলেছেন। আমরা যখন মরতে এসেছি, তো আপনাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'আহরাম!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'এহতেশামুদ্দীন আমার কাছে এসে জীবনের সব পাপের কাফফারা আদায় করে দিয়েছে। তাকে তিরষ্কার করতে হলে আমিও করতে পারতাম।'

'মহান সুলতান!...' অপর এক সালার বললেন।

'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আমাকে শুধু সুলতান নামে ডাকো' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমাকে আড়ম্বর থেকে দূরে থাকতে দাও। আমাকে রাজা বানাবার চেষ্টা করো না। আমি একজন সৈনিক। তোমরা আমাকে সৈনিকই থাকতে দাও। আচ্ছা বলো; কী যেন বলতে চেয়েছিলে?'

'আমি উপস্থিত সবাইকে, বিশেষভাবে এহতেশামুদ্দীনকে বলতে চাই, যে সালার তার শাসনকর্তার এতটুকু গোলাম হয়ে যায় যে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার ভুল নির্দেশও মান্য করে, সেই সালার আপন জাতির মর্যাদার ঘাতকে পরিণত হয়। আমরা জাতির মর্যাদার মোহাফেজ। সালতানাতের মালিক রাজা কিংবা সুলতান নন – দেশের জনগণ। বর্তমানে আমরা যে-কাল অতিক্রম করছি, এটা সৈনিকের যুগ, এটা জিহাদের যুগ। খলীফা ও সুলতান যদি নৈতিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনা না করেন, তা হলে আল্লাহর সৈনিকগণ তাদের

www.pathagar.com

এমন শত্রু মনে করবে, যেন তারা ইহুদি-খ্রিস্টান। আর যখন এহতেশামুদ্দীনের মতো আল্লাহর সৈনিকদের উপরও সুলতান হওয়ার নেশা চেপে বসবে, তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর লাশের উপর গির্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করবে।'

'ইসলামের প্রতিটি যুগই সৈনিকের যুগ' – সুলতান আইউবি বললেন – 'যত দিন পর্যন্ত ইসলাম জীবিত আছে, কাফেররা ইসলামের শত্রুই থাকবে। আজ আমাদের সালারদের অন্তরে সম্মান-সুখ্যাতির যে বাসনা জন্মলাভ করেছে, তা কোনো একদিন ইসলামকেসহ ডুবে মরবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মুসলমান যদি বেঁচে থাকে, থাকবে সেই সিংহের মতো, যে ভুলে গেছে সে বনের রাজা। এরূপ সিংহ ভেড়া-বকরিকেও ভয় করে। মুসলমান কাফেরদের আঙুলের ইশারায় নাচবে। পৃথিবীতে আল্লাহর সৈনিক থাকবে; কিন্তু তার হাতে তলোয়ার থাকবে না। থাকেও যদি, তা হবে কোনো খ্রিস্টানের উপহার, যার কোষ থেকে বের হতে হলে খ্রিস্টানদের অনুমতির প্রয়োজন হবে।'

সুলতান বলতে-বলতে থেমে গেলেন। তিনি চোখ ঘুরিয়ে সবাইকে একনজর দেখে নিয়ে বললেন– 'আমিও আলাপচারিতায় জড়িয়ে পড়েছি। আমার বন্ধুগণ! আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি যে, এই পাপ কার, এই ভুল কার এবং কে সত্য, কে মিথ্যা, তা হলে আমরা কথা-ই বলতে থাকব। কথা শেষ হবে না। এখন হাল্‌ব ও মসুলের গভর্নরদ্বয় খ্রিস্টানদের সঙ্গে কী চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং কোন শত্রুর সঙ্গে আমাদের কী রকম যুদ্ধ করতে হবে, এহতেশামুদ্দীন তার বিবরণ দেবে।'

◆◆◆

এহতেশামুদ্দীন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলতে শুরু করলেন–

'আমার বন্ধুগণ! আমি আপনাদের চোখে তাচ্ছিল্য ও রোষ দেখতে পাচ্ছি। আমি যে-অপরাধ করেছি, তার জন্য আপনারা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাদের জন্য একটা শিক্ষার উপকরণ। আমি একটা নমুনা। কথা ঠিক যে, আমি মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীনের সন্তুষ্টির জন্য নিজের ঈমান ক্রয় করেছি, তার দূত হয়ে বৈরুত গিয়েছি এবং খ্রিস্টানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছি। পাশাপাশি এ-কথাটিও ঠিক, যে-জাদু আমার বিবেক ও ঈমানকে কব্জা করে নিয়েছে, আপনারাও তার থেকে রক্ষা পাবেন না। আপনাদের কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সেনা-অধিনায়ক কি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ধরা পড়েনি? তাদের অনেকে তো এমন ছিল, যাদের উপর সুলতান আইউবির এতটুকু আস্থা ছিল, যতটুকু আস্থা আছে তাঁর নিজের উপর। কিন্তু তারা ঈমান নিলামকারী প্রমাণিত হয়েছে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মানবীয় স্বভাবে এমন একটা দুর্বলতা আছে, যেটা মানুষকে বিলাসিতার পথে ঠেলে দেয়। আর যেখানে দিন-রাত সারাক্ষণ ক্ষমতা আর সমাজে অপরাধ বিস্তারে উৎসাহদানকারী আলোচনা চলে, সেখানে একজন অতি বুযুর্গও

www.pathagar.com

বিলাসপ্রিয় ও পাপাচারী হয়ে ওঠেন। তখন যে কেউ আমির ও সুলতান হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আপনারা যদি আমাকে অপরাধী মনে করেন, তা হলে আমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তবে যদি আমাকে তাওবা করার সুযোগ দেন, তা হলে ইসলামের মর্যাদার সুরক্ষা ও সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণে আমি আপনাদের অনেক সহযোগিতা করতে পারি।'

'খ্রিস্টানরা সম্ভবত আপনাদের মুখোমুখি যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেবে না' – এহতেশামুদ্দীন বললেন – 'তারা আমাদেরকে আমাদেরই তরবারি দ্বারা হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। আমাদেরকে নিঃশেষ করতে তাদের একজন সৈনিককেও প্রাণ দিতে হবে না। তারা মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য সাহায্য দিচ্ছে। এই ছোট-বড় মুসলিম এমারত ও প্রজাতন্ত্র – যেগুলো মূলত বাগদাদের খেলাফতের প্রদেশ – সবাই তলে-তলে খ্রিস্টানদের গোলাম হয়ে গেছে, যাতে তারা স্বাধীন থাকতে পারে। কেন্দ্র থেকে সটকে স্বাধীন তখনই থাকা যায়, যখন শত্রুর সাহায্য মিলে। তাদের নীতি হলো, শত্রুর কাছ থেকে সাহায্য নাও আর নিজের ভাইকে শত্রু বলো। গৃহযুদ্ধে যেকোনো একটা পক্ষ সঠিক ও দেশপ্রেমিক হয়ে থাকে। অপরপক্ষ হয় শত্রুর বন্ধু। শত্রু তাদেরকে নিষ্ঠার সঙ্গে সহযোগিতা দেয় না। তারা নিজেদের স্বার্থে ও নিজেদের মতলবে একদল মুসলমানকে সাহায্য দিয়ে থাকে। খ্রিস্টানরা আপনাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য দিচ্ছে। তারা মসুলে তাদের গেরিলা বাহিনীর আস্তানা গড়তে যাচ্ছে। বহুদিন তারা গেরিলা ও কমান্ডো যুদ্ধ লড়বে। এভাবে পর্যায়ক্রমে হাল্‌বকে এবং অন্য সকল মুসলিম প্রজাতন্ত্রকে আস্তানা বানিয়ে সেগুলোকে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। আমি মসুল থাকাকালে জানতে পেরেছি, খ্রিস্টানরা মসুলের সামান্য দূরে পাহাড়ি এলাকায় বিপুল অস্ত্র ও সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখবে। তাতে অনেক দাহ্যপদার্থ থাকবে। সেগুলোকে তারা গেরিলা অপারেশনে ব্যবহার করবে এবং পরে প্রকাশ্য যুদ্ধেও। তারা অনেকগুলো মুসলিম প্রজাতন্ত্রে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের পর প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেই অস্ত্র ও দাহ্য পদার্থগুলো ঠিক কোন জায়গায় রাখা হবে, তা অবশ্য আমি জানতে পারিনি। এই তথ্য সংগ্রহ করা আপনাদের গোয়েন্দাদের কাজ।'

বৈঠক শেষ হলো। সুলতান আইউবি গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরি ছাড়া অন্যদের বিদায় করে দিলেন।

'আমার অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছে' – সুলতান আইউবি তাদের বললেন – 'আমার জানা ছিল, খ্রিস্টানরা মসুল ও হালবে গোপনে তাদের ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করবে এবং আমাদের ভাইয়েরা তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। তোমরা এহতেশামুদ্দীনের জবানবন্দি শুনেছ যে, বল্ডউইন ও অন্যান্য খ্রিস্টানরা অদূরে কোথাও যুদ্ধসরঞ্জাম ও দাহ্যপদার্থ ইত্যাদির সমাবেশ ঘটাচ্ছে। তোমরা জান, আমাদের যেমন রসদ প্রয়োজন, তেমনি তাদেরও আবশ্যক। উভয় পক্ষের

www.pathagar.com

যাদের রসদ নিঃশেষ কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা অর্ধেক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যাবে। আমাদের কতিপয় সৈন্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মসুল ও হালবের মধ্যখানে বসে আছে। আমি তাদেরকে ইয্যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য বসিয়েছি। এখন বৈরুতের সঙ্গেও এই দুই অঞ্চলের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এই অভিযান খানিকটা কঠিন ও বিপজ্জনক হবে। কেননা, গেরিলাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বেশ দূরে চলে যেতে হবে।'

'আমি চিন্তা করে দেখব অভিযানটা কঠিন, না সহজ' – সারেম মিসরি বললেন – 'তা ছাড়া কঠিনকে সহজ করা আমার কর্তব্যও তো বটে। আপনি আদেশ করুন।'

'কোনো কাফেলা চোখে পড়লে গতিরোধ করবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তল্লাশ নেবে। সংঘাত হলে রীতিমতো যুদ্ধ করবে। বেশি-বেশি কয়েদি বানাবার চেষ্টা করবে।'

'আর হাসান!' – সুলতান হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে উদ্দেশ করে বললেন – 'তুমি আমাকে একটা কাজ করে দেখাও। তথ্য নাও; খ্রিস্টানরা দাহ্যপদার্থ ও অস্ত্রের ডিপো কোথায় জড়ো করছে। হতে পারে কাজটা তারা করেও ফেলেছে। তুমি স্থানটা চিহ্নিত করো। সেগুলো ধ্বংস করার ব্যবস্থা আমি করব।'

'সেই ব্যবস্থাও আমিই করব ইনশাআল্লাহ।' সারেম মিসরি বললেন।

'একটা বিষয় মাথায় রাখবে যে, কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ কানামাছি খেলার মতো হবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'খ্রিস্টানরা মুখোমুখি যুদ্ধ করার পরিবর্তে গেরিলা ও নাশকতামূলক যুদ্ধ লড়বে। তারা সম্ভবত তাদের উপর আক্রমণের জন্য আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি সেই বোকামি করব না। তারা আমার জন্য কয়েকটা জায়গায় ওঁৎ পাতবে। আমি সর্বাগ্রে সেই আমিরদের সঙ্গে জুড়ে নেব, যারা খ্রিস্টানদের বন্ধুতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাদের কাছে আমি সাহায্য ভিক্ষা চাইব না। এখন আমি তলোয়ারের আগা দ্বারা তাদের থেকে সাহায্য নেব। তাদের যে-কারুর রক্ত ঝরাতে আমি কুণ্ঠিত হব না। এরা নামের মুসলমান। যে মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে, সে-ও কাফের হয়ে যায়। এখন আর আমি এই পরোয়া করি না, ইতিহাস আমাকে কী বলবে। আজ যদি কেউ বলে, অনাগত বংশধর আপনাকে ভাইয়ের ঘাতক আখ্যা দেবে কিংবা গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করবে, তবু আমি আমার প্রত্যয় থেকে ফিরে আসব না। আমি ইতিহাস ও অনাগত বংশধরের কাছে নয় – আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করব। আল্লাহ ছাড়া নিয়তের খবর আর কেউ জানে না। আমার পুত্রও যদি আমার ও ফিলিস্তিনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়, তবে আমি তাকেও খুন করে ফেলব। আজ যদি আমরা প্রথম কেবলাকে খ্রিস্টানদের হাত থেকে মুক্ত না করি, তা হলে কাল তারা আমাদের কা'বাও দখল করে নেবে। আমাদের আমির ও শাসকদের গতিবিধি প্রমাণ করছে, তারা রাজা হবে এবং তাদের সন্তানরাও রাজা হবে। এই লোকগুলো ফিলিস্তিনকে

www.pathagar.com

ইহুদিদের দখলে নিয়ে দেবে। এখন তলোয়ার ছাড়া আমার কাছে আর কোনো প্রতিকার নেই।'

'আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ' – সারেম মিসরি বললেন – 'যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি বলব, যারা কেন্দ্র থেকে স্বায়ত্ত্বশাসন কিংবা আধা স্বায়ত্ত্বশাসনের আবেদন করছে, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার।'

'আমি তাদের শাস্তি দেব।' সুলতান বললেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সারেম মিসরি ও হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে যুদ্ধবিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করে বিদায় করে দিলেন।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ও সারেম মিসরি বিদায় নিলেন। সুলতান আইউবি অপর একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি যখন বৈরুত থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নাসিবায় ছাউনি স্থাপন করেছিলেন, তার কিছুদিন আগে লোহিতসাগরের পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছিলেন, খ্রিস্টান সৈন্যরা উক্ত অঞ্চলে কাফেলা লুণ্ঠন করে ফিরছে। তারা শুধু মুসলমান কাফেলাগুলো লুট করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; ধন-সম্পদ ছাড়া উট-ঘোড়াও নিয়ে যাচ্ছে এবং তরুণী ও যুবতী মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মিসরের হজকাফেলাগুলো যাওয়ার সময়টায় এই লুটতরাজের প্রবণতা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই দস্যুদের প্রতিহত করতে হলে রীতিমতো সামরিক অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। কিন্তু অত সৈন্য তো সুলতান আইউবির নেই। তা ছাড়া তার এসব নিয়ে ভাববারইবা সময় কোথায়। তার মাথায় তো চেপে বসে আছে ফিলিস্তিন আর সেসব মুসলিম আমির, যারা তলে-তলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে আপস ও সাহায্যের চুক্তি করেছে।

আপনারা পড়ে এসেছেন, বৈরুত অবরোধে সুলতান আইউবি নৌবহরও ব্যবহার করেছিলেন, যার সেনাপতি ছিলেন হুসামুদ্দীন লুলু। অবরোধ শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে গেলে সুলতান হুসামুদ্দীনকে বার্তা পাঠালেন, যেন বহরটা আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে যান। তার পরপরই কায়রো থেকে সংবাদ এল, খ্রিস্টানরা কাফেলা লুট করাকে রীতিমতো পেশা বানিয়ে নিয়েছে এবং এখন একটি কাফেলাও গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে না। সুলতান আইউবি কায়রোকে কোনো জবাব দেওয়ার পরিবর্তে নৌবাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীনকে আদেশ পাঠালেন, যেন তিনি তার বহরের যে-অংশটি লোহিতসাগরে অবস্থান করছে, তার নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন।

সুলতান আইউবির আদেশ ছিল এরকম– 'লোহিতসাগরে দুশমনের নৌবহরের সঙ্গে তোমার মোকাবেলা হবে না। তুমি বরং স্থলে ওঁৎ পেতে সেই দস্যুদের পাকড়াও করে ফেলবে, যারা মুসলমানদের কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করছে। আমি জানতে পেরেছি, এই দস্যুরা খ্রিস্টান সৈন্য, যারা সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে এবং উপরের আদেশে এই লুটতরাজ চালাচ্ছে। এরা নদীর

www.pathagar.com

কূলে-কূলে থাকে। তুমি বাছাই করে একদল সৈন্য নিয়ে যাও এবং নদীতে টহল দিতে থাকো। যেখানেই ডাকাতরা আছে বলে সন্দেহ হবে, সেখানেই সৈন্যদের নৌকায় করে নামিয়ে ডাঙায় পাঠিয়ে দেবে এবং দস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। আর আমার পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ওখানেই থাকবে।'

আদেশ পাওয়ামাত্র হুসামুদ্দীন চলে গেলেন। সে-যুগে রোম-উপসাগর ও এর মাঝে সংযোগের জন্য সুয়েজখাল ছিল না। আপনি মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে এবং তার উপর সুয়েজ উপসাগর দেখতে পাবেন। এ-নদীটার পশ্চিমতীরে মিসর আর পূর্বতীরে সৌদি আরবের অবস্থান। উত্তরে সিনাই মরু আর দক্ষিণে লোহিতসাগর। মিসরের অনেক হজকাফেলা উট-ঘোড়াসহ নৌকায় করে এই সুয়েজ উপসাগর অতিক্রম করে থাকে। তবে অধিকাংশ কাফেলা স্থলপথেই গমনাগমন করে এবং লোহিতসাগরের কূল ঘেঁষে সফর করে। কেননা, গরমের দিনে সমুদ্রতীর ঠাণ্ডা থাকে।

হুসামুদ্দীন সেখানে পৌঁছেই স্থলে হানা দিতে শুরু করলেন এবং কয়েকজন দস্যুকে ধরে হত্যা করে ফেললেন। কিন্তু তাদের একজনও খ্রিস্টান সৈন্য নয়।

◆◆◆

একদিন হুসামুদ্দীন সংবাদ পেলেন, মিসর থেকে বিশাল একটা কাফেলা রওনা হয়েছে। এতক্ষণে কাফেলার আরব সাহারায় এসে পৌঁছানোর কথা। হুসামুদ্দীন সংবাদ সংগ্রহের জন্য যাযাবরের বেশে জনাচারেক সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা কোথাও কোনো কাফেলার সন্ধান পেল না।

এটা একটা ভাগ্যাহত কাফেলা। তারা নদীর কূল থেকে অনেক দূর দিয়ে পথ চলছিল। একদিন কাফেলা একস্থানে যাত্রাবিরতি দিল। কাফেলায় হজযাত্রীও ছিল, ব্যবসায়ীও ছিল। অনেকে গোটা পরিবার নিয়ে যাচ্ছিল। সদস্যদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, কিশোর এবং যুবতী মেয়েও ছিল। উট-ঘোড়ার সংখ্যা ছিল অনেক। লোকসংখ্যা কমপক্ষে ছশো। সবাই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে।

রাতের শেষ প্রহরে কাফেলা জাগ্রত হলো। এখনও অন্ধকার। একজন আযান দিল। সবাই তায়াম্মুম করে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করল এবং রওনার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল। হঠাৎ একদিক থেকে উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার ভেসে এল– 'সামান বেঁধো না। সবাই একধার হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। কেউ মোকাবেলা করার চেষ্টা করলে মেরে ফেলব।'

কাফেলার মধ্যে একটা ভীতিকর গুঞ্জরণ শুরু হয়ে গেল– 'ডাকাত! ডাকাত!'

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কাফেলার লোকেরা দেখল, মরুপোশাকপরিহিত শত-শত মানুষ তাদের ঘিরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে ঘোড়ায় সওয়ার। কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে তলোয়ার। কাফেলার লোকসংখ্যা অনেক। ফলে অবস্থানের জায়গাটাও বেশ বিস্তৃত। ডাকাতরা ঘেরাও সংকীর্ণ করতে শুরু করল। কাফেলার সদস্যরা মুসলমান। মোকাবেলা ছাড়া অস্ত্র ফেলে দেওয়া তাদের রীতি নয়। তারা জানে, এ-ধরনের কাফেলার উপর আক্রমণ হয়ে থাকে। সে-কারণে তারা সবাই সশস্ত্র ও রণসাজে সজ্জিত।

www.pathagar.com

'নারী ও শিশুদের মধ্যখানে একটা জায়গায় একত্রিত করে ফেলো।' একজন ফিসফিস করে বলল। এক কান দু-কান করে এই নির্দেশনা সব কানে পৌঁছে গেল।

মহিলা ও শিশুরা অবস্থান স্থলের মধ্যখানে যেতে শুরু করল। কাফেলার ভিতর থেকে তরবারি বেরিয়ে এল। কিছু বর্শাও দেখা যাচ্ছে। ডাকাতরা চতুর্দিক থেকে একযোগে কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই ঘোড়ার ছোটাছুটি, হাঁক-ডাক ও তরবারির সংঘাতের শব্দ শোনা যেতে শুরু করল। নারী ও শিশুদের আর্তচিৎকার ভেসে উঠে হট্টগুলোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে। দস্যুরা অধিকাংশ অশ্বারোহী। সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক। কাফেলা মোকাবেলায় তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। তবু তারা দৃঢ়পদে লড়ে যাচ্ছে এবং মুহুর্মুহু তাকবীরধ্বনি দিয়ে চলছে। একটি শব্দ বারংবার শোনা যাচ্ছে– 'মেয়েদের মধ্যখানে রাখো; ওদের আলাদা হতে দিও না।'

এক মেয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল– 'তোমরা আমাদের চিন্তা করো না; আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।'

কাফেলার লোকেরা যদি ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পেত, তা হলে তারা ভালোভাবে লড়তে পারত। কিন্তু তাদের ঘোড়াগুলোয় তখনও যিন বাঁধা হয়নি। ফলে তারা দস্যুদের ঘোড়ার তলে পিষে যেতে থাকল। সংঘর্ষে কাফেলার লোকদেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। তা ছাড়া নারী-শিশুদের আগলে রাখতে হচ্ছে বলে তারা প্রয়োজন অনুসারে ঘুরে-ফিরে মোকাবেলা করতে পারছে না।

কাফেলায় সাত-আটটা যুবতী মেয়ে ছিল। তার মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী এক নর্তকীও ছিল। তার নাম রাদি। পেশার প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে আত্মার শান্তি লাভের জন্য মেয়েটা হজে যাচ্ছিল। সঙ্গে তার প্রেমিক। এই লোকটাকেই আশ্রয় করে মেয়েটা তার মনিবদের থেকে পালিয়ে এসেছে। এখনও তারা বিয়ে করেনি। কথা ছিল পবিত্র মক্কায় গিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করে হজ পালন করবে।

রাদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিক সহযাত্রীর সঙ্গে অবস্থান করল। লোকটার সঙ্গে তলোয়ার নেই। আছে একটা খঞ্জর। রাদিকে সঙ্গে রেখে তার মাথা ও মুখমণ্ডল এমনভাবে ঢেকে রাখল, যেন কেউ বুঝতে না পারে এটা মেয়ে। সে পদাতিক দস্যুকে পিছন থেকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানল। আঘাত এত তীব্র হলো যে, সঙ্গে-সঙ্গে অস্ত্রটা বের করে আনা সম্ভব হলো না। দস্যু মোড় ঘুরিয়ে লোকটার পাঁজরে বর্শার মতো তরবারির আঘাত হানল। তারপর দুজনই লুটিয়ে পড়ে গেল। দস্যু ও রাদির প্রেমিক মারা গেল।

দস্যুর পিঠে তিরভর্তি তূনীর বাঁধা ছিল এবং কাঁধে ধনুক ঝুলছিল। রাদি তূনীর ও ধনুকটা খুলে নিল। এরা তিনজন অবস্থানস্থলের একধারে ছিল। নিকটেই কিছু সরঞ্জাম পড়ে ছিল। তার মধ্যে তাঁবুও ছিল। রাদি মালামাল ও তাঁবুর স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে গেল। তার সম্মুখ দিয়ে খ্রিস্টান দস্যুদের

www.pathagar.com

ঘোড়াগুলো ছুটে অতিক্রম করছে। রাদির ধনুক থেকে এক-একটা তির বেরিয়ে যাচ্ছে আর অশ্বারোহী দস্যুরা উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। এভাবে মেয়েটা কয়েকজন অশ্বারোহী দস্যুকে ফেলে দিল এবং তার তির খেয়ে অনেকগুলো ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকল।

রাদিকে এতক্ষণ কেউ দেখতে পায়নি। এবার এক অশ্বারোহীর গায়ে তির ছুড়লে তিরটা ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোড় ঘুরিয়ে চক্কর খেয়ে-খেয়ে রাদি যে-মালপত্র ও তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে ছিল, সেগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল আর পিঠের আরোহী দূরে ছিটকে পড়ল। স্তূপের ভিতর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। ঘোড়াটা রাদির ঠিক উপরে পড়েছে। তবে পশুটা এখনও মরেনি। তার ঘাড়ে তির বিদ্ধ হয়ে আছে। পরপরই উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করল। আরোহী উঠে দাঁড়াবার পর তাঁবু ও মালপত্রের স্তূপের মধ্যে একটা মাথা দেখতে পেল – নারীর মাথা। আরোহী তাঁবু সরিয়ে দেখল, একটা রূপসী মেয়ে লুকিয়ে আছে। মেয়েটা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। তবে চৈতন্য আছে। খ্রিস্টান দস্যু তাকে তুলে দাঁড় করালে সে কোঁকাতে শুরু করল।

◆◆◆

দুদিন পর। হুসামুদ্দীন একটা জাহাজের কেবিনে উপবিষ্ট। দরজায় করাঘাত পড়ল। স্থলবাহিনীর এক ইউনিট-কমান্ডার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। তার সঙ্গে অপর এক ব্যক্তি, যার চেহারা ফ্যাকাশে এবং লাশের মতো শাদা।

'খ্রিস্টান দস্যুরা বিশাল এক কাফেলা লুট করে ফেলেছে' – কমান্ডার হুসামুদ্দীনকে বলল – 'এই লোকটা তাদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছে। বিস্তারিত এর কাছে শুনুন।'

কাফেলার উপর কীভাবে আক্রমণ হলো, ক্ষয়ক্ষতি কী হলো, এখন কী অবস্থা লোকটা হুসামুদ্দীনকে বিস্তারিত শুনিয়ে বলল– 'আমরা অনেক মোকাবেলা করেছি। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো তখনও যিনছাড়া বাঁধা ছিল। অন্যথায় আমরা তাদের সফল হতে দিতাম না। কাফেলার অল্প কজন মানুষ জীবিত আছে। তারা সবাই দস্যুদের হাতে বন্দি। আমার মনে হচ্ছে, এতক্ষণে তাদের হত্যা করা হয়েছে। আমিও তাদের হাতে বন্দি ছিলাম। আমরা না হয় পুরুষ; কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের পাঁচটা যুবতী মেয়ে এবং দশ-বারোটা কিশোরী তাদের আয়ত্তে রয়েছে। কাফেলায় বহু মূল্যবান মালামাল ছিল। সকলের কাছে নগদ অর্থ ছিল। নব্বইটা ঘোড়া এবং প্রায় দেড়শো উট ছিল।'

'এখন তারা কোথায়?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'সেখানে খাড়া-খাড়া ভয়ানক টিলা আছে' – লোকটা উত্তর দিল – 'টিলাগুলোর মধ্যে দস্যুরা কক্ষের মতো গুহা তৈরি করে রেখেছে। তাদের কাছে পানির সম্ভার আছে। মনে হচ্ছে, সেটা তাদের স্থায়ী ঘাঁটি। বিজন-বিরান হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটা বিরান মনে হচ্ছে না।'

www.pathagar.com

আগন্তুক যে-জায়গাটার কথা বলল, তার অবস্থান সমুদ্র থেকে বিশ মাইল দূরে। সে বলল– 'কয়েকজন দস্যুও আমাদের তরবারি-বর্শার আঘাতে মারা গেছে। কিন্তু বেশি ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয়েছে। আমরা যে-কজন জীবিত ছিলাম, তাদের তারা ওখানে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত উট-ঘোড়া ও সমুদয় মালপত্র তুলে তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে। তারা রাতে মদপান করল এবং আমাদের সমস্ত মালপত্র খুলে-খুলে দেখতে শুরু করল। তাদের একজন নেতাও আছে। মেয়েগুলোকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি মেয়েগুলোকে পরে আর দেখিনি। তারা আমাদের দ্বারা মালামাল বহন করিয়ে প্রশস্ত একটা গুহায় রাখছিল। অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলছিল। আমার অধিকাংশ সঙ্গী আহত ছিল। আমি তাদের বলে রেখেছিলাম, আমি পালাবার চেষ্টা করছি। তাদেরই একজন আমাকে বলল, নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ওখানে আমাদের বাহিনীর টহলনৌকা পেয়ে যাবে; তাতে আমাদের সৈন্য থাকবে। আমাদের ঘটনাটা তাদের অবহিত করে ব্যবস্থা নিতে বলবে। আমার মনে পড়ে গেল, আমরা যখন মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করছিলাম, তখন সেখানে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারা আমাদের বলেছিল, পথে কোনো সমস্যায় পড়লে নদীর তীরে চলে যাবে, সেখানে আমাদের বাহিনী আছে; তারা তোমাদের সাহায্য করবে।

'যাহোক, দস্যুরা মদে মাতাল হয়ে উঠতে শুরু করল। আমরা মালপত্র সরিয়ে গুহায় রাখছিলাম। আমি অন্ধকারে পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু টিলা এলাকাটায় পথ পাচ্ছিলাম না। দুবার ঘুরে-ফিরে যেখান থেকে পলায়ন করেছি, সেখানেই পৌঁছে গেলাম। আমি আল্লাহকে স্মরণ করলাম এবং কুরআন পড়তে শুরু করলাম। মধ্যরাতের অনেক পর টিলাময় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এলাম। নদীটা কোন দিকে আন্দাজ করতে পারলাম না। আমি এলোপাতাড়ি হাঁটতে শুরু করলাম। ভোরনাগাদ এতটুকু দূরে চলে এলাম যে, এখন আর দস্যুরা আমাকে খুঁজে পাবে না। সারাটা দিন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকলাম। সঙ্গে পানির ছোট্ট একটা মশক ছিল। অল্প কটা খেজুরও ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় এই পানি আর খেজুর আমাকে বাঁচিয়ে রাখল।

'দুপুর পর্যন্ত পা টেনে-টেনে হাঁটলাম। ক্লান্তিতে শরীরটা অবশ হয়ে এল। এখন আর পা চলছে না। আমি একটা বালির ঢিপির পাদদেশে পড়ে গেলাম। আমার চোখে ঘুম এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমার চোখ খুলল। আকাশে তারকা উজ্জ্বল হলে দিঙ্‌নির্ণয় করতে সক্ষম হলাম। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। দীর্ঘক্ষণ পর আমি সমুদ্রের ঘ্রাণ অনুভব করলাম। আমি বাতাসের বিপরীত পথে এগুতে শুরু করলাম এবং সম্ভবত রাতের শেষ প্রহরে নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম।

'এবার গন্তব্যে এসে পৌঁছেছি ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ্রামের জন্য অবসন্ন দেহটা মাটিতে এলিয়ে দিলাম। আমার দু-চোখের পাতা বুজে এল। যে-

www.pathagar.com

লোকটা আমাকে জাগিয়ে তুলল, তাকে সৈনিক বলে মনে হলো। আমি কূলে একটা নৌকো বাঁধা দেখলাম। তার মধ্যে সৈন্য দেখলাম। তারা সবাই আমার কাছে চলে এল। আমি তাদের ঘটনাটা শোনালাম। তারা আমাকে নৌকায় তুলে নিয়ে আহার করাল এবং এখানে নিয়ে এসে এই কমান্ডারের হাতে তুলে দিল। কমান্ডার আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এলেন।'

'পথ দেখানোর জন্য তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন' – 'হুসামুদ্দীন বললেন – 'কিন্তু এই শরীরে যাবে কী করে? চেহারাটা তোমার লাশের মতো শাদা হয়ে গেছে। তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'আমি এক্ষুনিই আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত' – লোকটা বলল – 'আমি বিশ্রাম নিতে পারি না। এই সফরে যদি ক্লান্তিতে আমাকে জীবনও দিতে হয়, তো আমি প্রস্তুত আছি। ডাকাতদের কবলে আমাদের মেয়েদের না জানি কী পরিণতি ঘটেছে। এই নিষ্পাপ মেয়েগুলাকে হায়েনাদের কবল থেকে উদ্ধার করা আমার ঈমানি কর্তব্য। এই কর্তব্যপালনে আমি জীবনটা বিলিয়ে দিতে চাই।'

'দস্যুদের সংখ্যা কত?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'পাঁচশোরও বেশি হবে।' লোকটা উত্তর দিল।

'পাঁচশো লোকই যথেষ্ট হবে?' – হুসামুদ্দীন স্থলবাহিনীর কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন – 'আমারও সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।'

'হবে' – কমান্ডার উত্তর দিল – 'তার মধ্যে অন্তত একশো অশ্বারোহী আর অবশিষ্টরা পদাতিক হবে। আমাদেরকে কমান্ডো অভিযান চালাতে হবে। সেজন্য গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত নীরবতা বজায় রাখতে হবে। ঘোড়া যত বেশি হবে, শোরগোলের আশঙ্কা তত অধিক হবে। আমি এর থেকে জায়গাটার অবস্থান ভালোভাবে বুঝে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাব। এমনিতেই এর এসে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেছে। আমাদের যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে যাওয়া দরকার। আমি দিকটা অনুমান করে নিয়েছি। আশা করি, সন্ধ্যায় রওনা হলে মধ্যরাতনাগাদ পৌঁছে যেতে পারব।'

'ছোট মিনজানিক সঙ্গে নেবে' – হুসামুদ্দীন বললেন – 'তরল দাহ্যপদার্থের পাতিল এবং সলিতাওয়ালা তিরও রাখবে। আর একে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম করতে দাও। সবাইকে বলে দিয়ো, মোকাবেলা দস্যুর সঙ্গে নয় – অভিজ্ঞ খ্রিস্টান সৈন্যদের সঙ্গে হবে।'

স্থলবাহিনীর কমান্ডার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

◆◆◆

দস্যুদের ঘাঁটিটা দুর্গের মতো শক্ত ও দুর্ভেদ্য। টিলাগুলো এমন আঁকাবাঁকা দুর্গম পথ তৈরি করে রেখেছে যে, চিরচেনা না হলে ঢুকলে আর বের হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যখানে বিস্তৃত একটা মাঠ। মাঠের চারপাশের টিলাগুলোর ভিতরে খ্রিস্টানরা অসংখ্য উঁচু ও প্রশস্ত কক্ষ তৈরি করে রেখেছে। উট-ঘোড়ার থাকার জায়গা আলাদা। হুসামুদ্দীনের স্থলবাহিনীর নির্বাচিত ইউনিটটি পুরোপুরি

www.pathagar.com

নীরবতা বজায় রেখে মধ্যরাতের আগেই উক্ত অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। খ্রিস্টানরা ধরা পড়ার কিংবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বোধহয় কখনও অনুভব করেনি। অন্যথায় এদিক-ওদিক প্রহরার ব্যবস্থা করে রাখত।

হুসামুদ্দীন ঘোড়াগুলোকে অনেক দূরে রাখলেন, যাতে তাদের হ্রেষারব দুমশনের কানে না পৌঁছে। বাহিনীর কমান্ডার চারজন সৈনিক নিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং এদিক-ওদিক মোড় ঘুরিয়ে অনেক ভিতরে চলে গেল। এবার ঘোড়ার ক্ষীণ শব্দ তার কানে আসতে শুরু করল। কমান্ডার একটা উঁচু টিলার উপর উঠে গেল। কমান্ডো আক্রমণ এবং লুকিয়ে-লুকিয়ে টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার ওস্তাদ কমান্ডার। টিলার উপরটা চওড়া। কমান্ডার সেখান থেকে নেমে আরেকটা টিলার উপর চড়ল। মানুষের হাঙ্গামার মতো শব্দ শুনতে পেল। পরক্ষণে সেখান থেকেও নেমে পড়ল। এবার অপর একটা গলিতে ঢুকে হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ নিকট থেকে মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। কমান্ডার তার সৈনিকদের ইশারা করল। সবাই অস্ত্র তাক করে টিলার সঙ্গে গা ঘেঁষে এগুতে থাকল। সামনে একটা মোড়।

দুজন লোক কথা বলতে-বলতে মোড়ে এসে পৌঁছল। কণ্ঠে বোঝা যাচ্ছে, লোকগুলো মদ খেয়ে এসেছে। সৈনিকদের অতিক্রম করে পা-চারেক অগ্রসর হওয়ামাত্র পিছন থেকে সৈনিকরা তরবারিগুলো তাদের পাঁজরে ঠেকিয়ে ধরল। কমান্ডার বলল– 'শব্দ করবে তো মেরে ফেলব।'

তাদের সেখান থেকে দূরে একস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা জীবন বাঁচাতে তাদের ঘাঁটির সন্ধান বলে দিল এবং সেখানে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল। মুসলিম কমান্ডার তাদের একজনকে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে গেল। সেখান থেকে দস্যুদের আস্তানা দেখা যায়। উপর থেকে দেখে কমান্ডার অবাক্ হয়ে গেল। এই জাহান্নামসম অঞ্চলটাকে খ্রিস্টানরা জান্নাতের দৃশ্য বানিয়ে রেখেছে। যেখানে পথিকরা পিপাসায় জীবন হারাল, সেখানে এরা মদপান করছে। মদ খেয়ে অনেকে এদিক-ওদিক সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে।

লোকগুলো প্রশস্ত মাঠটায় দলে-দলে বিভক্ত হয়ে নানা কাজে ব্যস্ত। কোনো দল মদপান করছে। কোনো দল গল্প-গুজবে মেতে আছে। কোনো দল বসে-বসে গান গাইছে। একস্থানে একটা মেয়ে নাচছে। তার চারপাশে অসংখ্য দর্শকের ভিড়। স্থানে-স্থানে প্রদীপ জ্বলছে।

'যখন বড় কোনো কাফেলা লুট করা হয়, এরূপ উৎসব তখনই পালন করা হয়। উৎসব তিন-চার রাত চলে।' খ্রিস্টান বন্দি বলল।

'কতজন আছে?'

'প্রায় ছশো' – বন্দি উত্তর দিল – 'কমান্ডার একজন নাইট। এ-সময়ে তার মেয়েদের নিয়ে পড়ে থাকার কথা।'

কমান্ডার টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে মাঠের পরিসংখ্যানটা নিয়ে নিল। প্রদীপের আলোতে যা-কিছু দেখা যাচ্ছিল দেখে নিল। যা-কিছু দেখা যাচ্ছিল না, বন্দি

www.pathagar.com

তার তথ্য দিল। লোকগুলোকে হঠাৎ ঘিরে ফেলে কীভাবে কাবু করা যায়, কমান্ডার সেই পরিকল্পনাই ঠিক করছে। পরে কয়েদিটাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এল। অপর কয়েদিও সঙ্গীদের নিয়ে হুসামুদ্দীনের কাছে চলে গেল এবং অভিযান কীরূপ হতে পারে ধারণা দিল।

♦♦♦

মাঠে প্রদীপের আলোতে গল্প-গুজবকারী খ্রিস্টান দস্যুদের সংখ্যা কমে গেছে। অনেকেই যার-যার অবস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে অল্প কজন। হুসামুদ্দীন বলে দিলেন, যত বেশি সম্ভব দস্যুকে ধরে নিয়ে আসবে। কমান্ডার তাতে আপত্তি উত্থাপন করল– 'আমি এদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। হত্যা করে-করে আমি এদের মৃতদেহগুলো শৃগাল-শকুন ও মরুশেয়ালের আহারের জন্য এখানে ফেলে রাখতে চাই। আপনি তাদের জীবিত গ্রেফতার করে তাদের সম্রাটদের সঙ্গে কোনো সওদা করতে চাচ্ছেন কি?'

'না' – হুসামুদ্দীন বললেন – 'আমারও প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা আছে। আমাদের সেই মুসলমান কয়েদিদের রক্তের বদলা নিতে হবে, যাদেরকে খ্রিস্টানদের এক যুদ্ধবাজ সম্রাট অর্নাথ আক্রা নিয়ে হত্যা করেছিল। যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করা আইনত অবৈধ। কিন্তু অর্নাথ প্রথমে আমাদের সকল বন্দিকে অনাহারে রাখে এবং তাদের দ্বারা কঠিন-কঠিন কাজ করায়। তারপর এক সারিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। ঘটনাটা সাত বছর আগের। আমি জীবনেও এই স্মৃতি ভুলতে পারব না। আজ প্রতিশোধের সুযোগ পেয়ে গেছি। আমি একথা শুনতে প্রস্তুত নই যে, খ্রিস্টান দস্যুরা আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসে মারা গেছে। তাদের জীবিত ধরে নিয়ে এসো। তবে আমি তাদেরকে জীবিত রাখব না। খ্রিস্টানরা আমাদের বন্দিদের যেভাবে হত্যা করেছিল, আমি তাদের ঠিক সেভাবেই হত্যা করব।'

হুসামুদ্দীনের সৈন্যরা তিনটা পথে এগিয়ে গিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ল। তারা মাঠের স্থানে-স্থানে প্রজ্বলমান বাতি থেকে নিজেদের বাতিগুলো জ্বালিয়ে নিল। যে-কজন সজাগ ছিল, তারা নেশার ঘোরে গালাগাল শুরু করল। তারা যুদ্ধ করার পজিশনে নেই। আক্রমণকারী সৈন্যরা তাদের জীবিত বন্দি করার পরিবর্তে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে শুরু করল। হট্টগোল শুনে ঘুমন্তরা জেগে উঠল। কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই অধিকাংশ বর্শাবিদ্ধ হয়ে গেল। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার সুযোগ পেল না। গুহাসম কক্ষগুলো থেকে কয়েক ব্যক্তি বর্শা ও তরবারি নিয়ে বেরিয়ে এল। তাদের কতিপয় মারা পড়ল এবং বাকিরা আত্মসমর্পণ করল। তাদের নাইট এতটাই অচেতন যে, তার পরিধানে পোশাক পর্যন্ত নেই। সে বকাবকি শুরু করল। মুসলিম সৈন্যদের সে নিজের সৈন্য মনে করেছে। তার কক্ষ থেকে তিনটি মুসলিম মেয়ে বেরিয়ে এল।

অন্যান্য কক্ষগুলো থেকেও আরও কয়েকটা মেয়ে বের হলো। তারা সবাই মুসলমান। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা মুসলিম সৈন্যদের সম্ভবত

www.pathagar.com

দস্যুদের অন্য কোনো দল মনে করেছে। সে-কারণে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারল, এরা মুসলিম সৈনিক, তখন তারা আত্মহারা হয়ে গেল। তারা কাঁদছে এবং দাঁত কড়মড় করে খ্রিস্টান দস্যুদের গালাগাল করছে। কেউ-কেউ মুসলিম সৈন্যদের কাপুরুষ বলে ভর্ৎসনা করছে যে, তোমরা যদি বীর মুসলমান হয়ে থাক, তা হলে এদের হত্যা করছ না কেন? তোমাদের কি বোন-কন্যা নেই? আমাদের সম্ভ্রম কি তোমাদের বোন-কন্যাদের মতো মূল্যবান নয়?'

হুসামুদ্দীন ও স্থলবাহিনীর কমান্ডার কক্ষে-কক্ষে তল্লাশ নিতে শুরু করলেন। এখন বাইরে কোনো যুদ্ধ নেই। দস্যুদের আলাদা একটা জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। সশস্ত্র সৈন্যরা তাদের ঘিরে রেখেছে।

◆◆◆

সকালে যখন খ্রিস্টানদের নেশার ঘোর কাটল, তখন তারা সমুদ্রের কূলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উপবিষ্ট। হুসামুদ্দীন মেয়েগুলোকে জাহাজে তুলে রাখলেন। বন্দিদের সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচশো। অন্যরা মারা গেছে। তারা টিলার অভ্যন্তরে যেসব মালামাল ও নগদ অর্থ জমা করে রেখেছিল, সেগুলো খ্রিস্টান বন্দিদের দ্বারা বহন করিয়ে সমুদ্রোপকূলে নিয়ে এল। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কমান্ডার থেকে যেসব তথ্য বেরিয়ে এল, তাতে জানা গেল, এটা বিখ্যাত খ্রিস্টান সম্রাট রেনাল্ড ডি শাইতুনের বাহিনী। মুসলিম কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করার জন্য এদের এখানে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কিছুদিন পর সেনাবদল হয়। নতুন একদল আসে তো আগের দল চলে যায়। লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদের একটা অংশ সৈন্যদের প্রদান করা হয়। অবশিষ্টগুলো সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উট-ঘোড়াগুলো সব রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়।

মেয়েদের ব্যাপারে নির্দেশ ছিল, অল্পবয়স্ক অসাধারণ রূপসী মেয়েদের খ্রিস্টানদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিবে। সেখানে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার কাজে মুসলমানদের অঞ্চলে প্রেরণ করা হতো। কোনো যুবতী মেয়ে যদি অতিশয় সুন্দরী হতো, তা হলে তাকেও হেডকোয়ার্টারের হাতে তুলে দেওয়া হতো। অন্যান্য মেয়েদের এই খ্রিস্টান সৈন্যরা নিজেদের কাছে রেখে দিতো।

'এই কাফেলায়ও কিশোরী মেয়ে ছিল নিশ্চয়ই। কজন ছিল?' হুসামুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'বারো-চৌদ্দজন' – খ্রিস্টান কমান্ডার বলল – 'মাত্র একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আর অন্যরা?'

'সব-কজনকে হত্যা করা হয়েছে।'

কাফেলার যে-কজন পুরুষকে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের মালপত্র বহন করাতে আনা হয়েছিল। পরে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

খ্রিস্টান কমান্ডার যুবতী মেয়েদের সম্পর্কে জানাল – 'তাদের মধ্যে একজন নর্তকী ছিল। অতিশয় রূপসী মেয়ে। তার দেহ-রূপ ও নাচ ঠিক সেই মানের ছিল, যার জন্য আমরা মেয়ে সংগ্রহ করে থাকি। মেয়েটাকে সেদিন সন্ধ্যায়ই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে, এমন মূল্যবান ও আকর্ষণীয় একটা মেয়ের সৈনিকদের মাঝে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো সৈনিক তাকে মুক্ত করার টোপ দিয়ে ভাগিয়ে নিতে পারত।'

'মুসলমানদের হজযাত্রী কাফেলাকে তারা হত্যা করে ফেলেছে' – হুসামুদ্দীন কমান্ডারকে বললেন – 'কাফেলা হেজাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। সেই হতভাগাদের পরিবর্তে আমি তাদের ঘাতকদের হেজাজ পাঠিয়ে দেব এবং সেখানেই তাদের হত্যা করাব।'

দস্যুরা কাফেলাটা যেখানে লুণ্ঠন ও গণহত্যা করেছিল, হুসামুদ্দীন বন্দিদের সেখানে নিয়ে গেলেন। ঘটনাস্থলে শিয়াল, নেকড়ে ও শকুনের খাওয়া লাশগুলো ছড়িয়ে আছে। হুসামুদ্দীন বন্দিদের দ্বারা কবর খনন করালেন। জানাযা পড়িয়ে সবকটি লাশ দাফন করে ফেললেন। তিনি কায়রোর নির্দেশ ছাড়াই বন্দিদের একটা জাহাজে করে জেদ্দার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। জেদ্দায় নামিয়ে তাদের এই বার্তাসহ হেজাজের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হলো যে, এদের যেন মিনার মাঠে হত্যা করা হয়। বার্তায় তিনি এদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করলেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এই খ্রিস্টান দস্যুসৈনিক ও তাদের কমান্ডারের হত্যাকাণ্ডে বেশ মাতামাতি করেছেন এবং ইতিহাসের পাতায় অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তারা তাদের তারা যুদ্ধবন্দি আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কোন যুদ্ধে বন্দি হয়েছে, সেকথা উল্লেখ করেননি। তারা কোনো দুর্গ কিংবা রণাঙ্গন থেকে বন্দি হয়নি – বন্দি হয়েছিল কাফেলা লুণ্ঠণকারী ডাকাতদের ঘাঁটি থেকে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের লেখনি থেকে প্রমাণিত হয়, এই সিদ্ধান্তটা ছিল নৌবাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীন লুলুর একান্তই নিজস্ব, যার সম্পর্কে সুলতান আইউবি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন।

খ্রিস্টান দস্যুকমান্ডার যে-নর্তকী সম্পর্কে বলেছিল যে, তাকে সেদিন সন্ধ্যায়ই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে হলো রাদি। কমান্ডারের জবানবন্দি মোতাবেক মেয়েটাকে এত দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার একটা কারণ হলো, মেয়েটা ঘোড়ার তলে পড়ে আহত হয়েছিল। যেহেতু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া কমান্ডার তাকে কাছে রেখে কোনো প্রকার দুর্নাম মাথায় নিতে চাচ্ছিল না।

যে-সময়ে কমান্ডার হুসামুদ্দীনকে এসব জবানবন্দি দিচ্ছিল, ততক্ষণে রাদি চারজন খ্রিস্টান সৈন্যের সঙ্গে সেখান থেকে বহুদূর পৌঁছে গিয়েছিল। সে

www.pathagar.com

ঘোড়ার পিঠে বসা। এতক্ষণে তার শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পথে সে সৈন্যদের কয়েকবারই বলেছিল, তোমরা আমাকে কায়রো দিয়ে আসো, আমি তোমাদেরকে অনেক পুরস্কার দেব। কিন্তু সৈন্যরা তাতে সম্মত হয়নি। অবশেষে এক সৈনিক বলল– 'তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমরা তোমাকে রাজকন্যার মতো নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এত রূপসী এবং তোমার শরীরে এমন জাদু আছে যে, যাকেই ইঙ্গিত করবে, সে-ই তোমার পায়ে এসে জীবন দেবে। তথাপি আমরা তোমার দেহ থেকে চার পা দূরে থাকছি। কারণ, তুমি আমাদের কাছে আমানত। আর এই আমানত আমাদের সম্রাটদের, যারা কিনা ক্রুশের রাজা। আমরা যদি তোমার প্রস্তাব মেনে নিই কিংবা তোমাকে আমাদের সম্পদ মনে করি, তা হলে আমাদেরকে না সম্রাটগণ ক্ষমা করবেন, না ক্রুশ।'

'আমাদের গন্তব্য কোথায়?' রাদি জিজ্ঞেস করল।

'অনেক দূর' – একজন উত্তর দিল – 'সফর অনেক দীর্ঘ ও কঠিন। আমাদের এমনসব অঞ্চল দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হবে, যেগুলো মুসলমানদের দখলে।'

চার খ্রিস্টান সৈনিক রাদিকে আসলেই রাজকন্যার মতো নিয়ে যাচ্ছিল। এক সৈনিক জিজ্ঞেস করল– 'তোমাকে কোনো শাসক কিংবা বড় কোনো ব্যবসায়ীর মেয়ে মনে হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে হজে যাচ্ছিলে, না?'

'কেউ কি তোমাদের বলেনি, আমি নর্তকী?' – রাদি উত্তর দিল – 'আমার পিতা নেই, কোনো ভাই নেই। আমার মা ইসমাঈলার বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িকা। আমি তার কোন খদ্দেরের ঔরসজাত সে আমার জানা নেই। মা শৈশবেই আমাকে নাচের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। নাচ-গান আমার ভালো লাগত। ষোলো-সতেরো বছর বয়সে মা আমাকে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। লোকটা বৃদ্ধ ছিল। মদে মাতাল ছিল। আমাকে বলল, আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছি। বৃদ্ধের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেল। আমার হৃদয়ে অনুভূতি জাগল, আমার পিতা নেই। বৃদ্ধকে দেখে আমার মনে পিতার কল্পনা এসে গেল। কিন্তু বৃদ্ধ আমার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ শুরু করল। তাতে আমি বুঝে ফেললাম, এই লোক আমার পিতা নয় – খদ্দের। আমি বৃদ্ধের কবল থেকে পালিয়ে গেলাম। মাকে বললাম। মা বোঝালেন, এটা তোমার পেশা। আমি মানলাম না। মা আমাকে মারধর করলেন। আমি বললাম, আমি নাচব, গাইব; কিন্তু কারো ঘরে যাব না। মা আমার শর্ত মেনে নিলেন।

'এবার বিত্তাশালীরা আমাদের ঘরে আসতে শুরু করল। আমি কারো ঘরে যাচ্ছি না বলে আমার দাম বেড়ে গেল। তিন বছর কেটে গেছে। এ-সময় আমার মনে বাসনা জাগল, যদি এমন একজন সচ্চরিত্রবান পুরুষ পেতাম, যে আমার রূপ উপভোগ আর নাচানোর পরিবর্তে আমাকে ভালবাসবে, যার মাঝে কোনো বিলাসিতা ও বদমায়েশি থাকবে না! অবশেষে আমি একজন পুরুষ পেয়ে গেলাম। লোকটা দুবার আমার ঘরে এসেছিল। আমার তাকে ভালো লাগত। বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। আমরা ঘরের বাইরে মিলিত হতে

www.pathagar.com

শুরু করলাম। দুজনের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠল। লোকটা রাজপুত্র ছিল। মদপান করত।

একদিন আমি তাকে বললাম, তুমি মদ ছেড়ে দাও। সে শপথ করে বলল, ঠিক আছে ছাড়লাম; ভবিষ্যতে আমি আর কখনও মদপান করব না। আর খায়নি। একদিন সে আমাকে বলল, তুমি নাচ ছেড়ে দাও। আমি কসম খেয়ে বললাম, এই পেশার প্রতি আমি অভিসম্পাত করব। কিন্তু মায়ের ঘরে বাস করে তো এই পেশা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সে বলল, আমি বিলাসী পিতার বিলাসী পুত্র। আমার পিতার হেরেমে তোমার চেয়েও অল্পবয়সী মেয়েরা আছে। সেই ঘরে বাস করে আমিও পুণ্যবান হতে পারব না। আমি বললাম, আমি নর্তকী মায়ের নর্তকী মেয়ে আর তুমি বিলাসী পিতার বিলাসী পুত্র। তোমার পিতার চরিত্র তোমাকে নষ্ট করছে আর আমার মায়ের পেশা আমাকে ধ্বংস করছে। চলো আমরা দূরে কোথাও পালিয়ে যাই এবং স্বামী-স্ত্রী হয়ে পবিত্র জীবন-যাপন করি। সে আমার প্রস্তাবটা মেনে নিল।

'ছেলেটা মুসলমান ছিল। আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার জনক মুসলমান ছিল না-কি ইহুদি-খ্রিস্টান, তাও আমি জানি না। আমি তাকে বললাম, আমাকে মুসলমানই মনে করো এবং বোঝাও ধর্ম কী। তুমি আমাকে ভালবাসা দাও, পবিত্র জীবন দাও। সে অনেক চিন্তা করে বলল, পবিত্র যদি হতে চাও, তা হলে হেজাজ চলে যাও। আমি হেজাজের অনেক গান শুনেছি। যে-গানে হেজাজ আর হেজাজের কাফেলার কথা থাকে, সেই গান আমার খুব ভালো লাগে। একটা গান আমি একাকি গুনগুন করে থাকি– 'চলে কাফেলে হেজাজ কে'।

ছেলেটা হেজাজের নাম উচ্চারণ করে আমার কামনাকে উত্তেজিত করে তুলল। বললাম, আমি প্রস্তুত। তুমি সাহস করো, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো। সে জিজ্ঞেস করল, জান, হেজাজ কেন যাব? আমি বললাম, শুনেছি জায়গাটা খুব সুন্দর। সে বলল, শুধু সুন্দরই নয় – পবিত্রও। ওখানেই কাবাঘর। ওখানেই যমযমের কূপ। ওখানে যে যায়, তার আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমরা হজ করব এবং পবিত্র হয়ে বিয়ে করব। তারপর সেখানেই বাস করব।

'আমি সে সময়টার কথা ভুলতে পারব না, যখন ছেলেটা আমার সঙ্গে শিশুর মতো কথা বলছিল আর আমি যেন চোখের পথে তার আত্মায় ঢুকে গিয়েছিলাম। আমার সত্তা তার সত্তায় মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, যাবই যখন সময় নষ্ট না করে আজই চলো – এখনই। সে বলল, কোনো কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। দেখি কাফেলা কবে পাই। একা যাওয়া যাবে না।

'একদিন সন্ধ্যায় সে আমাকে বলল, আজ রাতেই এখানে চলে আসবে। একটা কাফেলা রওনা হয়েছে; আমরা তার সঙ্গে মিশে যাব। আমি বললাম, এখন ঘরে গেলে রাতে আর বেরুতে পারব না। তাই এখনই রওনা হও। সে বলল, ঠিক আছে, আসো। সন্ধ্যা গভীর হয়ে গেলে সে আমাকে একজায়গায়

www.pathagar.com

লুকিয়ে রেখে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর দুটা ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল। একটায় নিজে চড়ে আছে, অপরটা শূন্য। উভয়টারই সঙ্গে পানি ও খাবার বাঁধা আছে।

আমরা পরদিন সন্ধ্যায় কাফেলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই এবং রাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছুই, যেখানে তোমরা আমার স্বপ্নটাকে আমার ভালবাসার লহুতে ডুবিয়ে দিয়েছ। লোকটা মারা গেছে। আমি ধরা পড়ে গেলাম। হেজাজের কাফেলা লুণ্ঠিত হলো আর আমার মনের মানুষটা, স্বপ্নের পুরুষটা কাবাঘরে না পৌঁছেই আল্লাহর কাছে চলে গেল। আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করেননি। আমার কপালের ভাগ্যে কাবাঘরের সেজদা লিপিবদ্ধ হয়নি। আমার অস্তিত্ব নাপাক ছিল। সে কারণেই আল্লাহ আমাকে কবুল করেননি।'

'তোমার যদি কোনো ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিতেই হয়, তা হলে আমাদের ধর্মকে কাছে থেকে দেখে নিয়ো।' এক সৈনিক বলল।

'তোমরা আমার একটা পবিত্র স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছ' – রাদি বলল – 'এটা কি তোমাদের ধর্মের আদেশ, যা তোমরা তামিল করেছ? এ-ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আমার রওনা হওয়ার সময়ও ছিল। কিন্তু শঙ্কাটা এত ভয়ানক ছিল না।'

'এটা আমাদের ধর্ম নয়' – সৈনিক বলল – 'এটা সেই মানুষদের নির্দেশ, আমরা যাদের চাকরি করি।'

'তোমাদের চেয়ে আমি অনেক ভালো' – রাদি বলল – 'রাজা-রাজপুত্ররা হিরা-জহরত নিয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকল। আর তোমরা তাদের দাসত্ব করছ। যে-আদেশ আত্মা থেকে আসে, সেটা মান্য করো। আমি সেই ব্যক্তির ধর্মের ভক্ত, যে আমাকে পবিত্র ভালবাসা দান করেছে এবং পবিত্র চিন্তার অধিকারী করেছে। এর থেকেই ধরে নিয়েছি, তার ধর্মই মহান হবে। লোকটা আমাকে আমার স্বপ্নের ভূমি হেজাজ নিয়ে যাচ্ছিল। তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমরা মানুষের আদেশের কাছে দায়বদ্ধ।' সৈনিক বলল।

'আমি আল্লাহর হুকুমের অনুগত।' রাদি বলল।

'তোমার আল্লাহ তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন' – অপর এক সৈনিক বলল – 'এখন তুমি আমাদের কাছে দায়বদ্ধ। গন্তব্যে পৌঁছে ভেবো খোদাকে কীভাবে খুশি করবে। প্রয়োজন হলে কোনো নেক কাজ করবে। হয়ত খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

'আমি জানি, তোমরা আমাকে কোথায় এবং কেন নিয়ে যাচ্ছ' – রাদি বলল – 'আমার অস্তিত্বটা আপাদমস্তক পাপ হয়ে যাবে এবং আমি কোনো নেক আমল করতে পারব না।'

'কোনো পুণ্যের কল্পনাও তুমি করতে পারবে না' – এক সৈনিক বলল – 'তুমি পাপের সৃষ্টি। তুমি পাপের মাঝে লালিতা। একজন পাপিষ্টের সঙ্গে ঘর পালিয়েছ। কী পুণ্য করবে তুমি?'

www.pathagar.com

'আমি সেই নিরপরাধ মানুষগুলোর রক্তের প্রতিশোধ নেব, তোমরা যাদের হত্যা করেছ।' রাদি দাঁত কড়মড় করে বলল।

চার সৈনিক উচ্চকণ্ঠে অট্টহাসি হাসল। একজন বলল– 'তোমার প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের কর্তব্য। আমরা এমনই আদেশ পেয়েছি। অন্যথায় এ-ধরনের উক্তি তোমার মুখ থেকে দ্বিতীয়বার বেরুতে পারত না।'

রাদি লোকগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকল। তার হৃদয়ে এই অমানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকল।

◆◆◆

মসুলে একজন দরবেশ এসেছেন। মুহূর্তমধ্যে এক-মুখ দু-মুখ করে সংবাদটা সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। অশীতিপর এক বৃদ্ধ। মানুষ বলাবলি করছে, তিনি ভাগ্যবান লোকের সঙ্গেই কথা বলেন। যার সঙ্গে কথা বলেন, তার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়। নগরীর প্রাচীরের বাইরে একটা ঝুপড়িতে থাকেন। তার কারামতের কাহিনী নগরীর মানুষের মুখে-মুখে।

জনতা দরবেশের আস্তানার চারপাশে ভিড় জমাতে শুরু করল। তিনি সামান্য সময়ের জন্য বাইরে এসে হাতের ইশারায় অপেক্ষমাণ জনতাকে নীরব থাকতে বলছেন। জনতা নিশ্চুপ হয়ে গেলে মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ছেন। তার সঙ্গে শাদা-গোলাপি বর্ণের চার-পাঁচজন সুশ্রী লোকও রয়েছে। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবুজ চাদরে আবৃত।

এবার আরেক খবর। দরবেশ মসুলবাসীর জন্য কী একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। নগরীতে অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। তারা জনতাকে দরবেশের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। শুনে মানুষ আপ্লুত হয়ে পড়ছে। সবাই এই দরবেশের দ্বারা জীবনের সমস্যা দূর করাতে এবং সকল কামনা-বাসনা পূরণ করাতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। অল্প কদিন পর খবর ছড়িয়ে পড়ল, দরবেশ আসলে ইমাম মাহ্‌দি। কেউ-কেউ বলছে, ঈসা; ঐ যে আসমান থেকে দুনিয়াতে নেমে আসার কথা ছিল; এসে পড়েছেন।

একদিন জনতা দেখল, দরবেশ মসুলের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীনের ঘোড়াগাড়িতে করে তার প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন। ইয্‌যুদ্দীনের রক্ষীসেনারা তাকে স্বাগত জানাল এবং তিনি মহলে ঢুকে পড়লেন। ঘণ্টাকয়েক পর বেরিয়ে রাষ্ট্রীয় গাড়িতে করে চলে গেলেন। জনতা তার ঠিকানায় গিয়ে দেখল, আস্তানা উধাও। সেই গাড়িটা-ই দরবেশকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় গাড়িটা ফিরে এল। ভিতরে গাড়োয়ান আর দুজন রক্ষী। জনতা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, দরবেশ কোথায়?

'আমরা বলতে পারব না তিনি কোথায় গেছেন' – এক রক্ষী বলল – 'একটা পাহাড়ের কাছে গিয়ে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থেমে গেলে আমাদের বললেন, তোমরা চলে যাও। আমরা তার এক সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর

www.pathagar.com

কোথায় যাচ্ছেন? তারা বলল, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় ধ্যানে বসবেন। দিগন্তে একটি নিদর্শন দেখতে পাবেন। তারপর পর্বতচূড়া থেকে নেমে এসে মসুলের গভর্নরকে বলবেন তার করণীয় কী। তারপর মসুলের বাহিনী যেদিকেই যাবে, পাহাড় তাদের পথ করে দেবে। মরুভূমি শ্যামলিমায় ভরে উঠবে। দুশমনের ফৌজ অন্ধ হয়ে যাবে এবং মসুলের গভর্নর যে-পর্যন্ত পৌঁছবেন, সে-পর্যন্ত তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সালাহুদ্দীন আইউবি ইয্যুদ্দীনের সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করবে। খ্রিস্টানরা তার গোলাম হয়ে যাবে এবং মসুলের অধিবাসীরা অর্ধ পৃথিবীর রাজা হয়ে যাবে। তারা সোনা-রুপার মাঝে খেলা করবে। তবে আমরা বলতে পারব না, তিনি কোন পাহাড়ে ধ্যানে বসবেন।'

মসুল থেকে খানিক দূরে একটা পার্বত্য অঞ্চল। সেখানে কোনো বসতি নেই। একস্থানে পাহাড়বেষ্টিত একটা মাঠ আছে। সেখানে দু-চারটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ে। অঞ্চলটা সবুজ-শ্যামল। রাখালরা ওখানে পশু চরাতে নিয়ে যায়।

একদিন রাখালদের সেদিকে পশু নিয়ে যেতে বারণ করা হলো। মসুলের সেনারা টহল দিয়ে ফিরছে। তাদের সঙ্গে বহিরাগত অচেনা লোকও আছে। পার্বত্যাঞ্চলটার বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে অঞ্চলটার প্রতি মানুষের কৌতূহল জন্মে গেছে। সবার মনে প্রশ্ন– ব্যাপারটা কী? মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করে দিল। নানা রকম বিস্ময়কর ও অভিনব কাহিনী ছড়াতে শুরু করল। একদিনের মধ্যেই সকলের কানে-কানে পৌঁছে গেল, দরবেশ আকাশ থেকে একটা নিদর্শন লাভ করবেন। তারপর আধা পৃথিবীর উপর মসুলবাসীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

◆◆◆

ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর। তাতে বসে ভিন্ন ধরনের কথা বলছে চার ব্যক্তি। তাদের একজন হাসান আল-ইদরীস। হাসান আল-ইদরীস সুলতান আইউবির গুপ্তচর, যে কিনা বৈরুত থেকে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছিল এবং সঙ্গে মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীনের দূত এহতেশামুদ্দীন ও তার নর্তকী কন্যা সায়েরাকে এনেছিল। সে এক নজিরবিহীন সাফল্য ছিল হাসানের। এহতেশামুদ্দীন সুলতান আইউবিকে তথ্য দিয়েছিল, খ্রিস্টানরা মসুলের সন্নিকটে কোনো এক পার্বত্যাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, দাহ্যপদার্থ ও রসদ জমা করবে। তার থেকে প্রমাণিত হয়, তারা এই পার্বত্য অঞ্চলটাকেই তাদের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করবে। মসুলকে তো গেরিলাদের ঘাঁটি আগেই বানিয়ে নিয়েছে। সুলতান আইউবি ও তাঁর সালারগণ জানেন, যে-বাহিনীর ঘাঁটি ও রসদ নিকটে থাকে, তারা অর্ধেক যুদ্ধ আগেই জিতে নেয়। খ্রিস্টান বাহিনীর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখনই তারা কোনো অগ্রযাত্রা কিংবা আক্রমণ করেছে, আইউবির কমান্ডো সৈন্যরা পিছনে গিয়ে তাদের রসদ ধ্বংস করে দিয়েছে কিংবা রসদ ও বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ফেলেছে। তা ছাড়া যুদ্ধের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে

www.pathagar.com

ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে সুলতান আইউবি আগে-ভাগে ঘাস-পানির জায়গাটা দখল করে নিতেন এবং পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় তিরন্দাজদের বসিয়ে রাখতেন।

যাহোক, এহতেশামুদ্দীন থেকে তথ্য পাওয়ার পর সুলতান আইউবি গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে আদেশ করেছেন, খুঁজে বের করো খ্রিস্টানরা কোন পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। গেরিলা বাহিনীর প্রধান সারেম মিসরিকে বলেছেন, জায়গাটা চিহ্নিত হয়ে গেলে সব ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করবে। সুলতান আইউবির দূরদর্শী চোখ দেখতে পেয়েছে, খ্রিস্টানরা এখন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

সুলতান আইউবি এহতেশামুদ্দীনের মুখে খ্রিস্টানদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর পরিকল্পনা ঠিক করলেন, তাদের কোথাও দাঁড়াতে দিবেন না। তিনি এক আদেশ তো এই দিলেন যে, খ্রিস্টানরা কোথায় ঘাঁটি গাড়ছে খোঁজ নাও। আরেকটি আদেশ জারি করলেন, সানজার অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করো এবং দুর্গটা অবরোধ করে ফেলো।

সানজার মসুল থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত একটা গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ। তার অধিপতি শরফুদ্দীন ইবনে কুতুবুদ্দীন। সানজার দুর্গ দখল করার অভিযান সুলতান আইউবির সেই পরিকল্পনারই ধারাবাহিকতা, তিনি বলেছেন– 'এখন আর আমি কারও কাছে সাহায্য ভিক্ষা করব না; বরং তলোয়ারের আগা দ্বারা সাহায্য আদায় করব।' তাঁর জানা ছিল, ছোট-ছোট মুসলিম আমিরগণ স্বাধীন শাসক থাকতে চাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে তারা তলে-তলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। সানজারের অধিপতি শরফদ্দীন সম্পর্কে সুলতানের কাছে নিশ্চিত তথ্য ছিল, তিনিও ইয্যুদ্দীনের সুহৃদ। আর সেই হৃদ্যতার সূত্রে তিনিও সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

মসুলে মুসলিম গোয়েন্দা উপস্থিত ছিল। তবু হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ভাবলেন, এ-কাজের জন্য আরো বিচক্ষণ ও সাহসী গোয়েন্দা পাঠানো আবশ্যক। খ্রিস্টানদের গোপন ঘাঁটি ও অস্ত্রের ডিপো আবিষ্কার করা সহজ হবে না। এরূপ গোয়েন্দা কে আছে? হ্যাঁ; হাসান আল-ইদরীস। তার কৃতিত্ব চোখের সামনে বিদ্যমান। কিন্তু হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাকে পাঠাতে চাচ্ছেন না। কারণ, হাসান দীর্ঘ সময় বৈরুত অবস্থান করে এসেছে। শত্রুরা তাকে চিনে ফেলতে পারে। কিন্তু হাসান বেশ-ভূষা, কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গি পরিবর্তন করার ওস্তাদ। সে হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে বলল, অসুবিধা নেই; আপনি আমাকে পাঠান। আমি এমন একটা রূপ ধারন করব, চির পরিচিতরাও আমাকে চিনতে পারবে না। হাসানকে মসুলের কেউ চিনে না। অবশেষে তাকেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সুলতান আইউবি স্বয়ং দিঙ্‌নির্দেশনা দিয়ে হাসান আল-ইদরীসকে পাঠিয়ে দিলেন।

'প্রিয় বন্ধু আমার!' – সুলতান আইউবি হাসান আল-ইদরীসের মাথায় হাত রেখে বললেন – 'ইতিহাসে নাম সালাহুদ্দীন আইউবিরই লিপিবদ্ধ হবে।

www.pathagar.com

পরাজয়বরণ করব তো ইতিহাস আমাকে লজ্জা দেবে। জয়লাভ করে মৃত্যুবরণ করব তো মানুষ আমার কবরের উপর ফুল ছিটাবে আর অনাগত প্রজন্ম আমার ভূয়সী প্রশংসা করবে। এটা খুবই অবিচার হবে। আমি বিজয়ের কৃতিত্ব তোমাকে আর তোমার সেই সঙ্গীদের দিতে চাই, যারা দুশমনের পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তথ্য বের করে আনছে এবং আমার বিজয়ের পথ সুগম করছে। আল্লাহ সাক্ষী, এটাই বাস্তব। আল্লাহ নিজহাতে তোমাদের বিজয়মাল্য পরাবেন। তবে যদি পরাজিত হই, তা হলে তার দায়দায়িত্ব পুরোটাই আমার। তখন ধরে নেব, আমি তোমাদের এনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছি। তোমরা আমার চোখ, তোমরা আমার কান। আমার আত্মা তোমাদের কবরের উপর ফুল ছিটাতে থাকবে। অতি মহান তুমি ও তোমার সঙ্গীরা। আমার কোনো মর্যাদা নেই। আমি সানজার যাচ্ছি সমগ্র বাহিনী নিয়ে। আর তুমি যাচ্ছ একা। গোটা বাহিনীকে ব্যবহার করে আমি যে-বিজয় অর্জন করব, তুমি একাই তা করে ফেলবে। যাও বন্ধু; যাও। আল্লাহ হাফেজ।'

হাসান আল-ইদরীস একজন গরিব মুসাফিরের বেশে একটা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে নাসিবার তাঁবু থেকে বের হলো। সূর্য ডুবে গেছে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পর সে বেশ কটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। হাসান দাঁড়িয়ে গেল। তার জানা আছে এসব কার ঘোড়া। সুলতান আইউবি সানজার অভিযানে রওনা হয়েছেন। এটি তাঁরই বাহিনী। তিনি নাসিবা থেকে ক্যাম্প প্রত্যাহার করেননি। হেডকোয়ার্টার ও কতিপয় আমলাকে সেখানে রেখে এসেছেন। প্রস্তুত অবস্থায় রেখে এসেছেন রিজার্ভ বাহিনীটিও।

◆◆◆

'তুমি জানতে এসেছ, খ্রিস্টানরা পার্বত্যাঞ্চলের কোন জায়গাটায় অস্ত্রের সমাবেশ ঘটাচ্ছে' – মসুলে কর্মরত মুসলিম গোয়েন্দাদের কমান্ডার বলল – 'আর আমরা এখানে জানবার চেষ্টা করছি, এই দরবেশটা কে, যিনি সেই পাহাড়গুলোরই কোনো একটার চূড়ায় গিয়ে ধ্যানে বসেছেন। কেউ তাকে ইমাম মাহ্দি বলছে, কেউ বলছে ঈসা।'

কমান্ডার হাসান আল-ইদরীসকে দরবেশের পূর্ণ কাহিনী শোনাল – 'ওই পাহাড়গুলোর ধারে-কাছে ঘেঁষবারও অনুমতি নেই। ফৌজের কিছু সান্ত্রী ও কতিপয় অপরিচিত লোক পাহারা দিচ্ছে। তারা কাউকে ওদিকে যেতে দিচ্ছে না। দরবেশ কোনো একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন। খোদা আকাশ থেকে তাকে কোনো একটা ইঙ্গিত দেবেন। রাতে মানুষ ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ-রাসূলকে ভুলে যাচ্ছে।'

তারা চারজন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা জানে, কুরআন-হাদীসে ভিত্তি নেই এমন বিশ্বাস-ধারণা সম্পূর্ণ হারাম। দরবেশকে কেন্দ্র করে এখন মানুষ যে-বিশ্বাস লালন করছে, সবই কুসংস্কার ও কল্পনা। ইসলামে এগুলো হারাম। চার গোয়েন্দা বসে-বসে ভাবছে, কীভাবে দরবেশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়।

www.pathagar.com

'বন্ধুগণ! যদি হেসে উড়িয়ে না দাও, তা হলে বলব' – হাসান আল-ইদরীস বলল – 'দরবেশ যেখানে গিয়ে ধ্যানে বসেছেন, খ্রিস্টানদের অস্ত্রের ডিপো সেখানে। আর দরবেশ-নাটক মঞ্চস্থ করা এবং উক্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা প্রমাণ করছে এই ডিপো বিপুল এবং এর পেছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বিদ্যমান। তোমরা জান, এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চারপাশে একটা পুরো বাহিনীর প্রহরা বসালেও কোনো-না-কোনো দিক থেকে মানুষ ভেতরে ঢুকে যেতে পারত। সেইজন্য তারা দরবেশ-নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচার করেছে, পাহাড়ের চূড়ায় একজন দরবেশ বসে আছেন। তিনি চাচ্ছেন না কেউ উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করুক। ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এখন আর সেদিকে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না।'

'ঘোষণা করা হয়েছে, কেউ যদি উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার ও দরবেশকে দেখার চেষ্টা করে, তা হলে সে নিজেও অন্ধ হয়ে যাবে এবং তার সন্তানরাও অন্ধ হয়ে যাবে' – হাসান আল-ইদরীসের এক সঙ্গী বলল – 'খ্রিস্টানরা ওখানে কিছু রেখে থাকতে পারে তথ্য দিয়ে তোমরা আমাদের অর্ধেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ। রহস্য উদ্‌ঘাটনে এখন আমাদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।'

'দরবেশসহ অস্ত্রের ডিপোটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।' হাসান আল-ইদরীস বলল।

'আর জনগণকে তাদের এই অলীক বিশ্বাস থেকেও রক্ষা করতে হবে' – কমান্ডার বলল – 'খ্রিস্টানদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে। বেটারা অস্ত্রের ডিপোটা মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য একব্যক্তিকে দরবেশ সাজিয়ে পাহাড়ে নিয়ে বসিয়ে রেখেছে! সেইসঙ্গে মসুলের ফৌজ ও জনগণকে খোদার ইশারার টোপ দিয়ে সামরিক প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করেছে। অবস্থাটা দেখো, তাদের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ফৌজ ও সাধারণ মানুষ সবাই সব বাদ দিয়ে খোদার ইশারার অপেক্ষায় বসে আছে।'

'দরবেশ সম্পর্কে মসুলের গভর্নরের দৃষ্টিভঙ্গী কী?' হাসান জিজ্ঞেস করল।

'দরবেশ তার মহলে তারই ঘোড়াগাড়িতে করে গিয়েছিলেন' – কমান্ডার উত্তর দিল – 'আবার সেই গাড়িতে করেই পার্বত্য এলাকায় চলে গেছেন। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, মসুলের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীনও এই চক্রান্তে জড়িত কিংবা তিনিও এই ষড়যন্ত্রের শিকার। বাদ বাকি তথ্যও আমরা জেনে যাব। রজী' খাতুন মহলে আছেন। তার থেকেই জানা যাবে, মহলে দরবেশের অবস্থান কী?'

সুলতান আইউবির চার গোয়েন্দা উক্ত পার্বত্যাঞ্চল ও মহলে দরবেশের অবস্থান জানতে তৎপরতা শুরু করে দিল।

◆◆◆

সানজার দুর্গের প্রধান ফটকের প্রহরীরা ঘুম-ঘুম চোখে শুয়ে আছে। যুগটা যুদ্ধ-বিগ্রহের হলেও সানজারের অধিপতি শরফুদ্দীন ইবনে কুতুবুদ্দীন কোনো শঙ্কা অনুভব করছেন না। খ্রিস্টানদের আনুগত্য বরণ করে নিরাপত্তা বোধ

www.pathagar.com

করছেন তিনি। মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীন ও হালবের গভর্নর ইমাদুদ্দীন তাকে বলে রেখেছেন, চিন্তা করবেন না, প্রয়োজন হলে আমরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসব। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায়ও লিপ্ত যে, সুলতান আইউবি তার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নন। তিনি মদ-নারীতে মাতাল হয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। খ্রিস্টানরা তাকে দুটা অতিশয় সুন্দরী মেয়ে উপহার দিয়েছিল। এই মেয়েদুটো তাকে সব সময় স্বপ্নে বিভোর করে রাখছে।

দুর্গের প্রাচীরের উপর দিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো একটা বস্তু উড়ে গেল। পরক্ষণেই আরও একটা। তারপর আরও। প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই স্ফুলিঙ্গগুলো দুর্গের ভিতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হলো এবং ভয়ানক শিখায় পরিণত হলো। নিকটেই মালপত্র পড়ে আছে। কাছাকাছি একটা ভবন। দুটোতেই আগুন ধরে গেল। বস্তুগুলো তরল দাহ্যপদার্থের পাতিল। সুলতান আইউবির সৈন্যরা মিনজানিকের সাহায্যে সেগুলো নিক্ষেপ করেছে। সঙ্গে বাঁধা প্রজ্বল্যমান সলিতা। পাতিলগুলো মাটির তৈরী। পড়েই ভেঙে গেল আর অমনি ভিতরের তরল দাহ্যপদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে থাকা সলিতা থেকে আগুন ধরে গেল।

দুর্গে প্রলয় ঘটে গেছে। যে যেখানে ছিল জেগে উঠেছে। দুর্গপতি শরফুদ্দীনকে জানানো হলো। তিনি কক্ষের জানালার ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা দেখে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। শরফুদ্দীন একসময় ময়দানের পুরুষ ছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা মদ-নারী দিয়ে তাকে এখানে এনে পৌঁছিয়েছে। আজ রাতে তার পা চলছে না। রাতের পর রাত মরুভূমি ও দুর্গম পাহাড়ে ছুটে বেড়ানো যুদ্ধবাজ লোকটা এখন দুর্গের সমতল পথেও হাঁটতে পারছেন না।

খানিক পর উপর থেকে কমান্ডার দৌড়ে এসে শরফুদ্দীনকে জানাল, দুর্গ অবরোধ হয়েছে।

'কোন হতাভাগা দুর্গ অবরোধ করল?' শরফুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'সালাহুদ্দীন আইউবি' – কমান্ডার উত্তর দিল – 'তিনি বাইরে থেকে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ফটক খুলে দাও; অন্যথায় দুর্গ জ্বালিয়ে দেব।'

শরফুদ্দীনের নেশা কেটে গেছে। তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন– 'ফটক খুলে দাও; আমি নিজে বাইরে যাব।'

দুর্গের ফটক খুলে গেছে। শরফুদ্দীন বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। ওদিক থেকে সুলতান আইউবি এক সালারকে বললেন, এগিয়ে গিয়ে শরফুদ্দীনকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুলতান নিজে এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। শরফুদ্দীন সুলতান আইউবির সম্মুখে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দুবাহু প্রসারিত করে সুলতানের দিকে ছুটে এলেন। সুলতান এমন একটা ভাব ধারণ করলেন, যেন তিনি শরফুদ্দীনের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজী নন।

'শরফুদ্দীন!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'ফৌজ আর সামরিক সরঞ্জাম ছাড়া যা কিছু নিতে চাও, রাত পোহাবার আগে-আগেই নিয়ে বেরিয়ে যাও। তারপর আর এদিকে মুখ করো না।' সুলতান তার এক সালারকে বললেন–

www.pathagar.com

'কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ো এবং দেখো এরা নিষিদ্ধ কোনো বস্তু নেয় কি-না। আর কতজন সৈন্য আছে গণনা করো এবং তাদেরকে আমাদের ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।'

'আমি আপনার গোলাম মহামান্য সুলতান' – শরফুদ্দীন বললেন – 'দুর্গ ও ফৌজ আপনারই থাকবে। আমাকে দুর্গে থাকতে দিন।'

'দুর্গের প্রয়োজন থাকলে মোকাবেলা করতে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমার মতো এমন কাপুরুষ ও ঈমান নিলামকারীর এত বড় দুর্গের অধিপতি হওয়ার অধিকার নেই।'

'আমি কীভাবে আপনার মোকাবেলা করব!' – শরফুদ্দীন বললেন – 'শুনলাম আপনি এসেছেন আর অমনি বেরিয়ে এলাম। মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়ে কী করে!'

'যেমনটা আগে লড়েছ' – সুলতান আইউবি বললেন – 'শরফুদ্দীন! তুমি খ্রিস্টানদের বন্ধু আর নামের মুসলমান। নিজের চরিত্রটা একটু দেখে নাও। তুমি সৈনিক থেকে কী হয়েছ। ঈমান বিক্রি করে বিলাসিতা ক্রয়কারীদের এ-দশাই হয়। মদ আর নারী তোমার সব শক্তি-সাহস নিঃশেষ করে দিয়েছে। তুমি মিথ্যাও বলছ। তোমার মধ্যে যদি এতটুকু আত্মমর্যাদাবোধও থাকত, তা হলে নিজের দুর্গটা এভাবে বিনাযুদ্ধে আমার হাতে তুলে দিতে না।'

'মহামান্য সুলতান!' – শরফুদ্দীন অনুনয়-বিনয় করলেন – 'আমাকে দুর্গে থাকতে দিন।'

সুলতান আইউবি এক সালারকে বললেন– 'একে দুর্গে নিয়ে যাও এবং বন্দি করে ফেলো। এর বাসনা পূর্ণ করো।'

তিন-চারজন লোক সম্মুখে এগিয়ে এলে শরফুদ্দীন সুলতান আইউবির আরও নিকটে এসে মিনতির স্বরে বললেন– 'আমি মসুল যেতে চাই।'

'হ্যাঁ; ইয্যুদ্দীন তোমার বন্ধু' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তুমি তার কাছে চলে যাও।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সানজার দুর্গের দখল বুঝে নিয়ে তকিউদ্দীনকে তার অধিপতি নিযুক্ত করলেন।

সম্মুখে আরেকটা দুর্গ আছে। তার নাম আমিদ। সুলতান অবশিষ্ট রাত সানজার দুর্গে অতিবাহিত করে সকালে আমিদ-অভিমুখে রওনা হলেন। দুর্গটার বর্তমান নাম উমিদা। দজলার তীরে বিখ্যাত একটা পল্লী ছিল। তার আমিরও ছিলেন মুসলমান। এই পল্লীটাই একটা দুর্গ। সুলতান আইউবি সেটা অবরোধ করে ফেললেন। সেখানকার সেনা ও জনসাধারণ মোকাবেলার চেষ্টা করল। কিন্তু অবরোধের অষ্টম দিন আমির অস্ত্র সমর্পণ করলেন। সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে এই দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত করলেন।

www.pathagar.com

◆◆◆

চার খ্রিস্টান সৈনিকের সঙ্গে রাদি এখনও সফরে আছে। তার শরীরিক অবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। খ্রিস্টান সৈনিকরা পথে তার বিশ্রাম ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি বেশ লক্ষ্য রেখে চলছে। কিন্তু যে-রাতে সে তাদেরকে নিজের জীবনকাহিনী শুনিয়েছিল, তারপর আর তাদের সঙ্গে কথা বলেনি। খ্রিস্টান সৈনিকের 'খোদা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তুমি পুণ্য করো, খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন' উক্তিটি তার হৃদয়ে তোলপাড় করে চলেছে। মেয়েটার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকলেও মানসিক অবস্থা শোচনীয়। যে-লোকটার সঙ্গে হজে যাচ্ছিল, তার স্মরণে সে ছটফট করছে। মনটা বেশি অস্থির হয়ে গেলে ভাবছে, আল্লাহ আমাকে আমার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। তার জানা ছিল না, আল্লাহর সমীপে কীভাবে পাপের ক্ষমা চাইতে হয়।

চার রক্ষীর সঙ্গে রাদি গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এখন তারা মসুলের সীমানার ভিতরে। একদিন তারা এক উষ্ট্রারোহীকে দেখতে পেল। আরোহী তাদের দেখে উট থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটার মাথা ও মুখমণ্ডল কালো পাগড়িতে প্যাঁচানো। শুধু চোখদুটো খোলা। রাদির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। খ্রিস্টান সৈনিকরা সামরিক পোশাক পরিহিত নয়। তাই তারা যে-খ্রিস্টান সৈনিক, বুঝবার উপায় নেই।

'উষ্ট্রারোহীর চোখদুটো দেখেছ?' এক খ্রিস্টান তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল।

'অনেক গভীরভাবে দেখেছি' – একজন উত্তর দিল – 'এসব দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝি। এখন আমাদেরকে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। মেয়েটা এতই রূপসী যে, কোনো দস্যুর চোখে পড়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে। সামনের অঞ্চলটা পাহাড়ি।'

তারা দিনভর চলতে থাকল। সন্ধ্যার পর দুটা টিলার মধ্যখানে উপযুক্ত একটা জায়গা দেখে যাত্রাবিরতি দিল এবং খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু প্রতিদিনকার মতো একজন জেগে পাহারা দিতে থাকল। খানিক পর প্রহরী কিছু একটার শব্দ শুনতে পেল। শিয়াল কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর হাঁটার সময় ধাক্কা খেয়ে একটা পাথরখণ্ড ঢালু বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়েছে হয়ত। তথাপি সৈনিক সর্তক হয়ে গেল এবং কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল। শব্দটা আবারও শোনা গেল। সৈনিক তার এক সঙ্গীকে জাগিয়ে তুলল এবং কানে-কানে তাকে বিষয়টা অবহিত করল। সে-ও উঠে দাঁড়াল। উভয়ে ধনুকে তির সংযোজন করে একজন একদিকে অপরজন আরেক দিকে দাঁড়িয়ে গেল।

রাতটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পরক্ষণেই পরপর দুবার দুটা শব্দ ভেসে এল। শব্দটা কোন দিক থেকে এল বুঝে ওঠার আগেই একটা করে তির ধেয়ে এসে দুজনের পাঁজরে গেঁথে গেল। তাদের অন্য সঙ্গীরা সারা দিনের ক্লান্তি নিয়ে গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছিল। জাগ্রত দুজন তির খেয়ে তাদের হাঁক দিলে তারা ধড়মড় করে উঠে বসল। তারা পলায়মান পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রদীপ জ্বলে ওঠে তাদের

www.pathagar.com

দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। পরক্ষণেই তারা সাত-আটজন লোকের অবরোধে চলে এল। তাদের একজনের মাথা ও মুখমণ্ডলে কালো পাগড়ি প্যাঁচানো। দিনের বেলা যে-উষ্ট্রারোহীকে দেখা গিয়েছিল এবং রাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, এই লোকটা সে-ই বলে মনে হলো।

দুজনই সৈনিক। তারা তলোয়ার দ্বারা মোকাবেলা করল। কিন্তু সাত-আটটা বর্শা তাদের শরীরদুটোকে ঝাঁজরা করে দিল। রাদি আক্রমণকারীদের কব্জায় চলে গেল। মেয়েটা আলাদা একজায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার চেহারায় ভয়ের সামান্যতম ছাপও নেই। প্রদীপের কম্পমান আলোয় তার রূপটা এমন রহস্যময় মনে হচ্ছে, যেন সে এ-জগতের প্রাণী নয়।

রাদিকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেওয়া হলো। কালো পাগড়িওয়ালাও ঘোড়ায় চড়ে বসল। দুজন পাশাপাশি চলতে শুরু করল। লোকটা রাদিকে জিজ্ঞেস করল– 'নিজের সম্পর্কে কিছু বলবে কি?'

রাদি তার বৃত্তান্ত শোনাল।

◆◆◆

রাদিকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, সেটা কোনো প্রাসাদ কিংবা ভবন নয় – একটা তাঁবু। তাঁবুর অর্ধেকটা মাটির উপরে, বাকিটুকু নিচে। পার্টিশন ও শামিয়ানা ফুলদার রেশমি কাপড়ের। ভিতরে সুপরিসর একটা পালঙ্কের উপর জাজিম বিছানো। ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে ভিতরটা। মনেই হচ্ছে না এটা তাঁবু। থরে-থরে সাজানো মদের পিপা-পেয়ালা। ভিতরে তিনজন লোক বসা। রাদি তাতেই বুঝে ফেলল, লোকগুলো খ্রিস্টান। তারা রাদিকে দেখে অপলক চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকল। কালো নেকাবপরিহিত লোকটা তার সঙ্গে। ভিতরে প্রবেশ করে মুখোশটা খুলে ফেলে দিয়েই বলে উঠল– 'এমন উপহার আগে কখনও দেখেছ? তা ছাড়া মেয়েটা নর্তকীও।'

রাদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঝাড়বাতির আলোতে তার দেহের রূপ অধিকতর জাদুময় মনে হচ্ছে। মেয়েটার মুখে ভীতির কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

রাদিকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো– 'তুমি কে এবং কোথায় যাচ্ছিলে?'

রাদি তার জীবনের বৃত্তান্ত শোনাল। কিন্তু তাতে কারও মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। একজন নির্যাতিতা নারীর করুণ কাহিনীতে প্রভাবিত হতে যে-চেতনার প্রয়োজন, তা এদের মাঝে নেই। কোথায় যাচ্ছিলে? প্রশ্নের উত্তরে রাদি বলল– 'আমাকে এক খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

'তার মানে তুমি চার খ্রিস্টানকে হত্যা করেছ?' যে-লোকটা রাদিকে নিয়ে এসেছে, একব্যক্তি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'তাদের খ্রিস্টান বলে মনে হচ্ছিল না' – লোকটা উত্তর দিল – 'তোমরা আমাকে বলেছিলে, দু-তিনটা মেয়ে নিয়ে আসো, যাদের নিয়ে আমরা এই

www.pathagar.com

বিজনভূমিতে ফুর্তি করব। আমি বেরিয়ে পড়লাম। ঘটনাক্রমে একে পেয়ে গেলাম। লোকগুলোকে সন্দেহভাজন মুসলমান মনে হলো। আমি তাদের পিছু নিলাম এবং তাদের হত্যা করে একে নিয়ে এলাম।'

'তোমার সঙ্গে কে-কে ছিল?'

'আমাদের মাত্র দুজন ছিল' – লোকটা উত্তর দিল – 'অবশিষ্ট পাঁচজন মসুলের মুসলমান, যারা এখানে পাহারার দায়িত্ব পালন করে।'

'চারজন খ্রিস্টানকে হত্যা করে তোমাদেরই এক সম্রাটের একটি উপহার ছিনিয়ে এনেছ এই তথ্য যদি ফাঁস হয়ে যায়, তা হলে জান তার পরিণতি কী হবে?'

লোকটা কথা বলছে না। হঠাৎ একব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করে বলল– 'তথ্য ফাঁস হবে না। আপনি ভয় করছেন, আমরা যে-মুসলমানরা সঙ্গে আছি এই তথ্য ফাঁস করে দেব। না এমনটা হবে না।'

'এই লোকটা কে?'

'আমার ঘনিষ্ঠ সহচর।' আগের লোকটা বলল। মসুলের বড় এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলল, তিনি দিয়েছেন। বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান।

'আমি আপনাদেরই লোক' – নবাগত লোকটা বলল – 'মসুলের যেসব তথ্য আপনারা অর্জন করছেন, সব আমার ও আমার সঙ্গীদেরই সংগ্রহ করা।'

লোকটাকে আরও অনেক প্রশ্ন করা হলো। উত্তরে সে এমন ধারায় কথা বলল যে, সবাই তাকে আস্থাভাজন বলে নিশ্চিত হয়ে গেল। কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগল না, লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভয়ংকর এক গুপ্তচর, যার নাম হাসান আল-ইদরীস। আল্লাহ তার মুখাবয়ব ও দৈনিক গঠনে এমন এক আকর্ষণ দান করেছেন, যে-কেউ একনজর দেখার পর তার ভক্ত হয়ে যায়। তার মুখের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিতে এমন এক জাদু যে, তার বক্তব্যে শ্রোতারা মুগ্ধ হতে বাধ্য। তা ছাড়া যেকোনো সময় যেকোনো রূপ ও যেকোনো ভাব ধারণ করায় বড় পারঙ্গম। মসুলে সুলতান আইউবির যে-কজন গোয়েন্দা ছিল, প্রশাসনের উচ্চপর্যায় পর্যন্ত তাদের যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিল। তারা তথ্য সংগ্রহ করেছে, মসুলের গভর্নর ইয্যুদ্দীনও উক্ত দরবেশ দ্বারা প্রভাবিত। মসুলের জনসাধারণের মতো তিনিও বিশ্বাস করে নিয়েছেন, দরবেশ আসমান থেকে ইশারা লাভ করবেন এবং পরে যখনই তার বাহিনী অভিযানে অবতীর্ণ - হবে, তখন জয়ের-পর-জয় লাভ করতে থাকবে।

গোয়েন্দাদের এ-তথ্য সরবরাহ করেছেন নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা রজী' খাতুন। তিনি আইউবির গোয়েন্দাদের তথ্য দিয়েছেন, ইয্যুদ্দীন অত্যন্ত কঠোরভাবে খ্রিস্টানদের জালে আটকে গেছেন। খ্রিস্টানরা যেন তাকে জাদু করে ফেলেছে। দরবেশ যদি খ্রিস্টানদের সাজানো নাটক না হয়ে দরবেশই হয়ে থাকে, তা হলে লোকটা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। আল্লাহ তাকে জয়ের ইঙ্গিত দান করবেন, তার এই আগাম ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে ইসলামপরিপন্থী।

www.pathagar.com

এসব তথ্য সরবরাহ করে রজী' খাতুন গোয়েন্দাদের পরামর্শ দিলেন, তোমরা দরবেশের মুখোশ উন্মোচন করো এবং সম্ভব হলে তাকে হত্যা করে ফেলো। রজী' খাতুন এই সন্দেহও ব্যক্ত করেছেন যে, খ্রিস্টানরা উক্ত পাহাড়ের অভ্যন্তরে কিছু একটা করছে। কী করছে তোমরা তথ্য বের করো এবং সুলতান আইউবিকে অবহিত করো।

হাসান আল-ইদরীস দরবেশের রহস্যময় জগতে ঢুকে পড়েছে। হাসান এই পার্বত্যাঞ্চলে কর্তব্যরত খ্রিস্টানদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু একটা সীমানার পরে আর অগ্রসর হওয়ার এখনও অনুমতি পাচ্ছে না সে। রহস্য এই সীমানারও পরে। পাহাড়গুলো বেশ উঁচু। স্থানে-স্থানে উঁচু-উঁচু অনেক টিলা। হাসান আল-ইদরীস দরবেশের দর্শনলাভে উদগ্রীব। কিন্তু তার দেখা মিলছে না। সন্দেহ জাগতে পারে ভয়ে কাউকে জিজ্ঞেসও করছে না। লোকটা খ্রিস্টানদের এতই আস্থাভাজন হয়ে গেছে যে, তারা রাদির অপহরণে তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

রাদি তাঁবুতে অবস্থানকারী দু-তিনজন খ্রিস্টানের বিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। মেয়েটার প্রতি দলনেতার লোভ ও আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। তাই মেয়েটাকে সে যে-কারও খেলনা হয়ে থাকতে দিতে চাচ্ছে না। একরাতে দলনেতা রাদিকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি কি আমাদের সন্তুষ্টির জন্য নাচছ? আমার সঙ্গে রাত যাপন করে কি তুমি আনন্দ অনুভব করছ?'

'না আমার প্রতি আপনাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, না আমি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট' – রাদি গম্ভীর কণ্ঠে বলল – 'নিরুপায় হয়েই আমি আপনাদের খেলনা হয়ে আছি। মনের কথা বলতে ভয় করব না। আমি আপনাদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আপনাদের আদেশ আমি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পালন করি।'

'তুমি কি জান, এই অপমানজনক বক্তব্যের জন্য আমি তোমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি' – দলনেতা বলল – 'ইচ্ছে করলে আমি তোমার এই সুন্দর চেহারাটা শৃগাল-শকুনের মুখে নিক্ষেপ করতে পারি?'

'যদি করেন, তা হলে এটা হবে আমার জন্য বিরাট এক পুরস্কার' – রাদি বলল – 'মাথাটা দেহের সঙ্গে থাকা আমার জন্য কঠিন এক শাস্তি। আপনার মতো শেয়ালটা তো আমার আত্মাটাকে খাবলে-খাবলে খাচ্ছেই। আপনি নিজেকে যুদ্ধবাজ ও বীর মনে করে থাকেন। একটা অসহায় মেয়েকে বন্দি করে গর্ব করছেন। পৌরুষ আর তরবারির জোরে আপনি আমাকে দাসিতে পরিণত করতে চাচ্ছেন। পারেন যদি আমার হৃদয়ের উপর এমনভাবে শাসন করেন, যেন জিজ্ঞেস করতে না হয়, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার আদেশ মান্য করছি কি-না। আমি বরং আপনাকে জিজ্ঞেস করব, আমার নাচ ও অস্তিত্বে আপনি আনন্দ লাভ করছেন কি-না?'

'আচ্ছা, আমি যদি তোমার সম্মুখে সোনার স্তূপ রেখে দিই, তা হলে কি তুমি আমাকে হৃদয় থেকে মনিব বলে মেনে নেবে?'

www.pathagar.com

'না' – রাদি উত্তর দিল – 'আমার যে-পুরস্কারের প্রয়োজন, তা তোমাদের কাছে নেই। যার কাছে ছিল, সে মারা গেছে। লোকটা সত্যিকার মানুষ ছিল, দেহের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। আর তোমরা! তোমরা শেয়াল। তোমরা শকুন। তোমরা হায়েনা।'

'লোকটা তোমাকে ভালবাসা দিয়েছিল' – দলনেতা বলল – 'আমি যদি তোমাকে সেই ভালবাসা দিই, তা হলে?'

'আমি নই – আমার আত্মা ভালবাসার পিয়াসী।' রাদি উত্তর দিল।

দলনেতা মদের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুখের সঙ্গে লাগাতে উদ্যত হলো। রাদি খপ করে পেয়ালাটা ধরে ফেলে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল–'কথা বলতে যখন বাধ্য করেছ, শুনে নাও। মদপান করবে তো তোমার বিবেক ও চেতনার উপর পর্দা পড়ে যাবে। জিজ্ঞেস করেছ, যদি তুমি আমাকে সেই ভালবাসা দাও, তা হলে আমি বরণ করব কি-না? আগে আমাকে ভালবাসা দেখাও। যদি পার, তা হলে তুমি যদি আমাকে উত্তপ্ত মরুভূমিতেও নিয়ে যাও, আমি খুশি মনে তোমার সঙ্গে যাব এবং জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব।'

দলনেতা মেয়েটার পানে তাকাল। লোকটা মেয়েটার পুরোটা অবয়ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। দেখে আসছে তো কয়েকদিন ধরেই। মেয়েটার বিক্ষিপ্ত রেশমি চুলের পরশও উপভোগ করছিল। উন্মুক্ত বক্ষ আর উন্মুক্ত পিঠের উপর ছড়িয়ে থাকা অবস্থায়ও এই চুলের জাদু প্রত্যক্ষ করেছে লোকটা। মেয়েটার দেহ সম্পর্কে এতটাই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে যে, অতটা অভিজ্ঞতা তার নিজের দেহ সম্পর্কেও ছিল না। কিন্তু রাদি যখন লোকটার প্রতি নির্লিপ্তভাবে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল এবং হাত থেকে মদের পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল, তখন তার পৌরুষ যেন হারিয়ে গেল। লোকটা নিজের মধ্যে এমন অসহায়ত্ব অনুভব করল, যেন মেয়েটা তাকে জাদু করে ফেলেছে। একজন পুরুষ দশজন পুরুষের মোকাবেলা করতে পারে। লড়তে পারে হিংস্র প্রাণীর সঙ্গেও। কিন্তু ভালবাসার নারীটা যখন বলে বসে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তখন সে বালির পাহাড়ে পরিণত হয়ে যায়। এখন এই খ্রিস্টান লোকটার অবস্থাও হয়েছে তা-ই।

'আমি তোমাকে আমার কোনো সঙ্গীর খেলনায় পরিণত হতে দেব না।'

'আমি হুকুমের গোলাম' – রাদি বলল – 'আমি অত্মহত্যা করব না। নিজেকে হত্যা করা কাপুরুষতা। পালাবারও চেষ্টা করব না। এটা প্রতারণা। এক অর্থে আত্মহত্যা আমি করে ফেলেছি। নিজের আত্মাটাকে আমি মেরে ফেলেছি।'

লোকটা ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে পা ফেলে রাদির দিকে এগিয়ে গেল, যেন রাদি তাকে জাদু করেছে। কাছে এসে আস্তে-আস্তে ডান হাতটা উপরে তুলে রাদির চুলে বিলি কাটতে শুরু করল– 'তুমি আমার কল্পনার চেয়েও বেশি রূপসী।' বলেই হাতটা পেছনে সরিয়ে নিল– 'আজ আমি প্রথমবার অনুভব করেছি, তোমার কণ্ঠে জ্বলন আছে। তুমি নর্তকী-গায়িকা নও তো?'

www.pathagar.com

'আমি গানও গাই' – রাদি বলল – 'কিন্তু গান সেটি শোনাব, যেটি আমার ভালো লাগে, যার মধ্যে আমার ব্যথা আছে।'

রাদি গুনগুন করে গাইতে শুরু করল– 'চলে কাফেলে হেজাজ কে... ।'

তাঁবুর ভিতরের পরিবেশটা এখন আবেগময়। রাদির প্রতিটা শব্দ হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে। এই গানটায় তার ভালবাসার স্বাক্ষর আছে, হৃদয়ের কান্না আছে, কামনার জ্বলন আছে। আছে তার সেই স্বপ্নমালার সৌন্দর্য, যা হেজাজের পথে শহীদ হয়ে গেছে।

রাদির চোখে অশ্রু সাঁতার কাটতে শুরু করল। তার গানের লয়-তাল আরও জ্বালাময়ী হয়ে উঠল। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই গানেও খ্রিস্টান দলনেতার এমন ঝিমুনি আসতে শুরু করল, যা তার জীবনে কখনও আসেনি। প্রতি রাতেই মদপান করে অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া ছিল তার স্বভাব।

খ্রিস্টান দলনেতা রাদির গানের তালে-তালে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ল।

পালঙ্কের সন্নিকটে তেপাইর উপর পড়ে থাকা লোকটার উপর চোখ পড়ল রাদির। রাদি ধীরে-ধীরে খঞ্জরটা খাপ থেকে বের করল। খঞ্জরের আগায় আঙুল রাখল এবং অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে ঘুমিয়ে থাকা খ্রিস্টানের কাছে চলে গেল। খঞ্জরের আগাটা লোকটার ধমনির কাছে নিয়ে গেল। তারপর হৃদপিণ্ডটা কোথায় থাকতে পারে ঠিক করে হাতটা উপরে তুলল। অমনি একটা শব্দ তার কানে ভেসে এল– 'শী'।

হঠাৎ চমকে উঠে হাতটা সরিয়ে নিয়ে রাদি ওদিকে তাকাল। তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে সেই সুদর্শন যুবকটা দাঁড়িয়ে, যে বলেছিল আমি খ্রিস্টানদের মুসলমান গুপ্তচর হাসান আল-ইদরীস।

◆◆◆

হাসান আল-ইদরীস হাতের ইশারায় রাদিকে ডাক দিল। রাদি খঞ্জরটা খাপে ঢুকিয়ে উঠে এগিয়ে গেল। হাসান রাদিকে বাহুতে ধরে বাইরে নিয়ে গেল– 'আজ রাত লোকটা একা। অন্যরা অনেক দিনের জন্য চলে গেছে। এই লোকটা আমার দায়িত্ব ও নিরাপত্তায় রয়েছে। কিন্তু আমি একজন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করব না। আমার দায়িত্ববোধ আছে। কেউ তাকে খুন করতে এলে সে আমার হাতে মারা যাবে। তুমি তাকে বলেছিলে আমি আত্মহত্যা করব না। কারণ, এটা কাপুরুষতা। আর আমি পালাবও না। কারণ এটা প্রতারণা। কিন্তু তুমি একজন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, এটা কি প্রতারণা নয়?'

'তুমি কি তাকে বলে দেবে, আমি তার ধমনি ও হৃদপিণ্ডের উপর খঞ্জর তাক করেছিলাম?' – রাদি অনুনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল এবং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল – 'যদি বল, তা হলে লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে। তাতে আমারও লাভ হবে, তোমারও উপকার হবে। তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

'এই লোকটার প্রতি আমার ততখানি ঘৃণা আছে, যতখানি আছে তোমার' – হাসান আল-ইদরীস বলল – 'আমি তাকে কিছুই বলব না।'

www.pathagar.com

'বিনিময়ে আমার থেকে তার পুরস্কার দাবি করবে?' – রাদি জিজ্ঞেস করল – 'বরং পুরস্কার হিসেবে আমাকেই চেয়ে বসবে, না?'

'না' – হাসান আল-ইদরীস বলল – 'আমার কোনো পুরস্কারের দরকার নেই।'

হাসান মেয়েটাকে খানিক আড়ালে নিয়ে মমতার সুরে বলল– 'আমি তোমারই মতো হেজাজেরই যাত্রী। যে-রাতে আমরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছিলাম, সে-রাতে তোমার বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলে। তুমি তোমার হৃদয়ের আবেগ ও একটি বাসনার কথা ব্যক্ত করেছিলে। তখন থেকেই আমি ভাবছি, তোমাকে কোন পুণ্যের কথা বলব, যার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে।'

হাসান আল-ইদরীসের মুখের জাদু রাদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হাসান বলতে থাকল আর রাদি শুনতে থাকল। সুলতান আইউবির এই গোয়েন্দা এই রূপসী মেয়ের হৃদয়টা জয় করে ফেলেছে। এখন আর রাদি জায়গা থেকে উঠতে চাচ্ছে না। হাসান আল-ইদরীস তাকে চলে যেতে বাধ্য করল।

এভাবে তিন-চার রাত দুজনের সাক্ষাৎ ঘটল। হাসান আল-ইদরীস মেয়েটাকে তার আবেগময় বক্তব্য ও মহৎ লক্ষ্যের জাদুতে আটকে ফেলল। রাদি তার কাছে হেজাজের কথা জিজ্ঞেস করতে থাকল আর সে অত্যন্ত আবেগময় ভঙ্গিতে তাকে হেজাজের চিত্তাকর্ষক বিবরণ শোনাতে থাকল। দিনের বেলা হাসান জানার চেষ্টা করছে, যে-জায়গাটায় তাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে কী আছে। কিন্তু সে কিছুই জানতে পারছে না।

একরাতে হাসান মেয়েটাকে বলল– 'আচ্ছা, লোকগুলো ওই পাহাড়টায় কী লুকিয়ে রেখেছে বলতে পার?' রাদি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল– 'যুদ্ধের সরঞ্জাম। ওই লোকটা (দলনেতা) আমাকে বলত, তার মধ্যে দাহ্যপদার্থ এত পরিমাণে আছে যে, মুসলমানদের সমগ্র নগরীকে পুড়িয়েও শেষ হবে না। আমি লোকটার দাসি বা গনিকা ঠিক; কিন্তু সে আমার সম্মুখে দাসের মতোই আচরণ করে।'

'তুমি কি আনন্দিত যে, তুমি উচ্চপদস্থ একজন খ্রিস্টানের গনিকা আর তিনি তোমার গোলাম?'

'না' – রাদি উত্তর দিল – 'আমি দেহের কথা বলছি। আমার আত্মা কখনও আনন্দিত হবে না। যারা আমাকে হেজাজের পথ থেকে অপহরণ করে এনেছিল, তারা বলত, খোদা তোমার উপর অসন্তুষ্ট। এমন একটি পুণ্য করো, যার উসিলায় খোদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে-লোকটা আমাকে হেজাজ নিয়ে যাচ্ছিল, আমি যাকে কামনা করছিলাম, সে বলত, আমরা হজ করে পবিত্র হয়ে যাব। তারপর সেখানেই বিয়ে করব। আমি পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছি। খোদা আমাকে শাস্তি দিয়ে চলেছেন।'

'শুধু যমযমের পানিই নয় – আগুনও তোমাকে পবিত্র করতে পারে' – হাসান আল-ইদরীস হেসে বলল – 'তুমি হেজাজ যেতে পারনি। এখন হেজাজের

www.pathagar.com

প্রহরীকে সন্তুষ্ট করো, খোদা তোমার আত্মাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবেন। তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে।'

'হেজাজের প্রহরী কে?' – রাদি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল – 'আর সে কোন আগুন, যে আমাকে পবিত্র করতে পারবে?'

'হেজাজের প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি' – হাসান আল-ইদরীস বলল – 'আর আগুন হচ্ছে, এই পাহাড়ি অঞ্চলে মটকা ও পাতিল ভর্তি যে-বিপুল তেল আছে, সেগুলো, যে তেলের মাধ্যমে হেজাজ পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া সম্ভব। পাহাড়ি অঞ্চলের যে-জায়গাটায় আগুন ও যুদ্ধসরঞ্জাম আছে, তুমি আমাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।'

রাদী কিছুই বুঝতে পারল না। হাসান আল-ইদরীস তাকে দীর্ঘ কাহিনী শোনাল এবং সুলতান আইউবির প্রত্যয়-পরিকল্পনা ও চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করল। খ্রিস্টানদের পরিকল্পনার কথাও জানাল এবং এমন এমন কথা শোনাল, যার ফলে তার হৃদয়ে খ্রিস্টানদের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল এবং তার বুকে হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

◆◆◆

পরদিন আল-ইদরীস দেখল, রাদি ঘোড়ায় চড়ে তার মনিব খ্রিস্টান দলনেতার সঙ্গে পাহাড়ের সেই অংশটায় ঢুকে পড়ল, যেখানে হাসান ও খ্রিস্টান প্রহরীদের যাওয়ার অনুমতি নেই। রাতে দলনেতা রাদিকে নিয়ে মনোরঞ্জন করে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ল। হাসান আল-ইদরীস তাকে কিছু পাউডার দিয়েছিল। রাদি সেগুলো মদের সঙ্গে মিশিয়ে লোকটাকে খাইয়ে অচেতনের মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। গোয়েন্দারা চেতনানাশক পাউডার সঙ্গে রাখে এবং প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করে। রাদি ফিরে এসে নির্ধারিত স্থানে হাসান আল-ইদরীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

'ওখানে বিশাল একটা গুহা' – রাদি বলল – 'এরা খনন করে-করে গুহাটাকে আরও প্রশস্ত করে নিয়েছে। এত চওড়া ও দীর্ঘ যে, একদিক দাঁড়ালে অপরদিক দেখা যায় না। বিশাল একটা গুদাম। ভেতরে দাহ্যপদার্থ ভর্তি হাজার-হাজার মটকা। বর্শা, তির-ধনুক, খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জামের কোনো হিসাব নেই। আমি খ্রিস্টান লোকটাকে শিশুর মতো বললাম, আমি ওই পাহাড়ি এলাকাটায় একটু বেড়াতে যেতে চাই। তিনি বললেন, কাল দিনে নিয়ে যাব। তুমি আমার রানি। তবে কাউকে বলবে না ওদিকে গিয়েছিলে। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন।'

রাদি জানাল– 'গুহার সম্মুখে দুজন লোক প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকে। মুখটা খোলা থাকে। শদেড়েক গজ দূরে প্রহরীদের তাঁবু। গুহা থেকে সামান্য দূরে অপর একটা তাঁবু, যার বাইরে দুর্বল এক বৃদ্ধ বসে ঝিমুচ্ছিল। দলনেতা তাকে পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে বলল– 'ওই দরবেশ! কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? ভাত-পানি পাচ্ছ ঠিকমতো?' বৃদ্ধ দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'জনাব! আমাকে

www.pathagar.com

কবে মুক্তি দেবেন? এবার আমাকে যেতে দিন।' নেতা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল– 'অপেক্ষা করো; অনেক পুরস্কার পাবে। এই লোকটাই বোধ হয় সেই দরবেশ, তুমি যার কথা বলেছিলে।'

'হ্যাঁ' – হাসান আল-ইদরীস বলল – 'এটা খ্রিস্টানদের সেই নাটক, যেটা মসুলের জনসাধারণ ও তাদের গভর্নর ইয্যুদ্দীনকে পর্যন্ত মাতাল বানিয়ে রেখেছে। আসো রাদি! দুজনে মিলে আল্লাহর নিকট থেকে তোমার জীবনের সব পাপের ক্ষমা আদায় করে নিই।'

দুজন চুপিসারে রওনা হয়ে গেল। রাতের আঁধার তাদের সহায়তা করছে। দুটা পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরুপথে কান খাড়া রেখে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে চলল। যে-জায়গাটায় দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, সে পর্যন্ত পৌঁছে গেল। প্রহরীদের কাছে একটা প্রদীপ জ্বলছে, যার লাঠিটা মাটিতে গাড়া। হাসান আল-ইদরীস ও রাদি তাদের থেকে পনেরো-বিশ পা দূরে লুকিয়ে থাকে।

দুজনই জীবনের বাজি লাগাতে এসেছে। আল্লাহ তাদের দেখছেন। হাসান আল-ইদরীস রাদিকে একধারে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়ল। এক সান্ত্রী 'কে?' বলে হাঁক দিয়ে এদিকে এগিয়ে এল। অন্ধকারে লোকটা কিছুই দেখল না। হাসান আল-ইদরীস পিছন থেকে তার ঘাড়টা এক বাহুতে জড়িয়ে ধরে অপর হাতে তার হৃদপিণ্ডের উপর খঞ্জর দ্বারা তিন-চারটা আঘাত হানল। সান্ত্রী লুটিয়ে পড়ে গেল।

হাসান আল-ইদরীস অপেক্ষা করতে থাকল। অপর সান্ত্রী তার সঙ্গীকে ডাক দিল। কোনো সাড়া না পেয়ে সে ধীর পায়ে এদিকে এগিয়ে এল। মৃত সঙ্গীর লাশের কাছে এসেই অন্ধকারে মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে অনুভব করল। ফলে নত হয়ে দেখল। অমনি সে-ও হাসানের পাঞ্জায় এসে পড়ল।

রাদি অপেক্ষা না করে গুহার দিকে ছুটে গেল এবং মাটি থেকে প্রদীপটা তুলে হাতে নিয়ে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল। হাসান আল-ইদরীস অপর সান্ত্রীকেও শেষ করে দিল।

অন্যান্য প্রহরীরা তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছে। হাসান আল-ইদরীস রাদিকে ডাক দিল। কিন্তু রাদি ওখানে নেই। হাসান গুহার দিকে ছুটে গেল। সেখানেও বাতি জ্বলছে না।

ইতিমধ্যে গুহায় একটা শিখা জ্বলে উঠল। রাদি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পরিধানের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। গুহায় ঢুকে মেয়েটা তরল দাহ্যপদার্থের একটা মটকা উপুড় করে ফেলে দিয়ে প্রদীপ থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার জানা ছিল না, এই পদার্থ কীভাবে খপ করে জ্বলে ওঠে। শিখা ছড়িয়ে গিয়ে তাকেও জড়িয়ে ফেলল। হাসান আল-ইদরীস যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে তার রূপময় মুখমণ্ডলটা ঝলছে গেছে। রেশমের মতো চুলগুলোও পুড়ে গেছে রাদির। তার কাপড়ের আগুন নেভাতে গিয়ে হাসান

www.pathagar.com

আল-ইদরীস নিজের হাতও পুড়ে ফেলল। রাদির কাপড়ের আগুন নিভে গেছে ঠিক; কিন্তু তার চৈতন্য হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

হাসান আল-ইদরীস রাদিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল এবং নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এল। সামনের অঞ্চলটা তার পুরোপুরি চেনা। গুহায় লাগানো আগুনের তাপে মুখবন্ধ তেলের মটকাগুলো এমন ভয়ানক শব্দে বিস্ফোরিত হতে শুরু করল যে, মাটি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল। হাজার-হাজার মটকা একসঙ্গে ফেটে গেল। তাতে খ্রিস্টানদের সংগৃহীত বিধ্বংসী সকল যুদ্ধসরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে গেল।

বিকট বিস্ফোরণ মসুল নগরীকে জাগিয়ে তুলল। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠল। কিন্তু কী ঘটেছে কেউ বলতে পারছে না।

হাসান আল-ইদরীস নগরীতে ঢুকতে পারছে না। কারণ, নগরীর ফটক বন্ধ। সে মসুলের পরিবর্তে নাসিবা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ল।

হাসান এখন বিপদমুক্ত। রাদি তার কাঁধে। অনেক দূর যাওয়ার পর হাসান ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফলে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাদিকে মাটিতে শুইয়ে দিল। রাদি ফিসফিসিয়ে বলল– 'আগুন আমাকে পবিত্র করে দিয়েছে।' মেয়েটা বিড়বিড় শুরু করল– 'কাফেলা হেজাজ যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করব।'

'রাদি! রাদি!' হাসান আল-ইদরীস রাদীকে ডাকল।

'আল্লাহ আমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, না?' রাদি জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা উঠে বসে বাহুদুটো সম্মুখে এগিয়ে ধরল– 'আমি যাচ্ছি। কাফেলা হেজাজ যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি।'

রাদি একদিকে হেলে পড়ল। হাসান তাকে ডাকল। ধরে নাড়াল। শেষে শিরায় হাত রাখল। রাদির আত্মা হেজাজের কাফেলার সঙ্গে চলে গেছে।

হাসান আল-ইদরীস খঞ্জর দ্বারা কবর খুঁড়ল। দু-আড়াই ফুট গভীর আর রাদির সমান লম্বা একটা কবর খুঁড়তে তার ভোর হয়ে গেল। রাদিকে সেই কবরে শুইয়ে রেখে উপরে মাটিচাপা দিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যখন খ্রিস্টানদের অস্ত্র ও দাহ্যপদার্থের ডিপো ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি তালখালেদ-অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছিলেন। তালখালেদ বিশাল একটা সাম্রাজ্য, যার শানসকর্তা সুকমান আল-কিবতি শাহ আরমান। সে-সময় তিনি মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হারযাম নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শাহ আরমানের ইয্যুদ্দীনকে সাহায্য দেওয়ার কথা। সে-বিষয়ে আলোচনার জন্যই তাদের এই সাক্ষাৎ। সুলতান আইউবি সময়ের আগেই এ-বৈঠকের সংবাদ পেয়ে গেছেন। তিনি শাহ আরমানের রাজধানী তালখালেদ অবরোধের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।

[সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

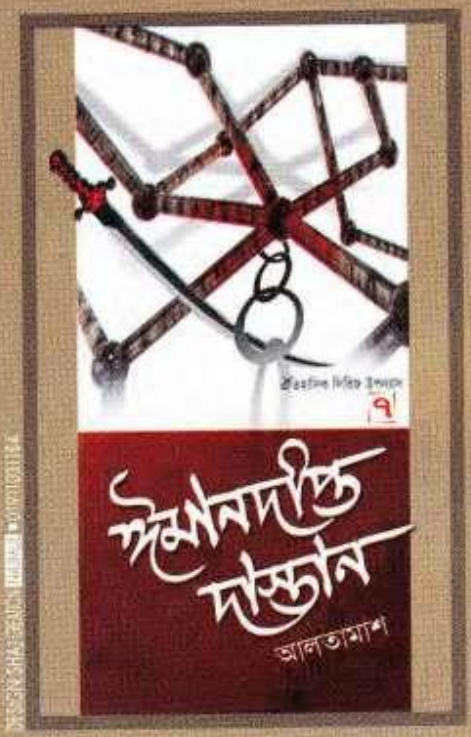

পরশমণি
প্রকাশন
ISBN. 984-70063-0010-6

www.pathagar.com